ইয়েলেনা উস্পেনস্কায়া

আওয়ার সামার

ইয়েলেনা উস্‌পেনস্কায়া

আওয়ার সামার

কে গাঙ্গুলী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
৮ বি লালবাজার ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১

॥ প্রথম বাংলা সংস্করণ ॥

ভাদ্র ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ (১৮৭৯ শকাব্দ)

॥ প্রকাশক ॥

শ্রীক্ষেত্রদাস গঙ্গোপাধ্যায়

কে গাঙ্গুলী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

৮ বি লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১

॥ মুদ্রাকর ॥

শ্রীচন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

প্রভু প্রেস

৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

॥ অনুবাদক ॥

শ্রীবিমল বসু

॥ প্রচ্ছদপট ॥

শ্রীশংকর দাশগুপ্ত (এসডিজি)

॥ প্রচ্ছদপট মুদ্রাকর ॥

ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিঃ

॥ গ্রন্থক ॥

শ্রীকৃষ্ণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম পাঁচ টাকা

গ্রন্থকর্ত্রীর কথা

আমার প্রথম উপন্যাস 'আওয়ার সামার' আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে লেখা। গ্রন্থে উল্লিখিত সময়কালের চেয়ে অনেক বেশী সময় আমার অভিজ্ঞতার পটভূমি। আমাকে যদি এর কথা বলতে হয়, তাহলে অনেক পুরানো দিনে আমায় ফিরে যেতে হবে।

মস্কো পশুশালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরুণ প্রাণিবিজ্ঞানীদের সংস্থায় আমি যোগদান করি মাত্র ন বছর বয়সে। সেই থেকে 'সোয়ান পণ্ড'-এর ধারে সবুজ রঙের সেই ছোট্ট বাড়িটি আর তরুলতা-ঘেরা পশুশালার পথটি আমার দ্বিতীয় বাসভূমি হয়ে আছে।

আমাদের এই সংস্থাটি পরিচালনা করতেন পশুশালার সে-সময়কার বিজ্ঞান বিভাগের অধিকর্তা স্বনামধন্য অধ্যাপক পিওতর আলেকসান্দ্রোভিচ ম্যানটিউফেল। অধুনা ইনি স্তালিন-পুরস্কার পেয়েছেন। পিওতর আলেকসান্দ্রোভিচ ছিলেন প্রতিভাধর প্রাণিতত্ত্ববিদ ও জাত অধ্যাপক। নির্ভুলজ্ঞান, পর্যবেক্ষন-শক্তি আর ধৈর্য: প্রাণিবিজ্ঞানীদের অত্যাবশ্যকীয় গুণগুলির বিকাশ তিনি আমাদের মধ্যে ঘটিয়েছিলেন।

দক্ষতা ও জ্ঞানের উন্মেষ আকস্মিকভাবে ঘটে না। একেবারে আদি থেকেই আমাদের আরম্ভ করতে হয়েছিল। জীব-জন্তুদের পরিচর্যার কাজে আমরা পশুশালার কর্মীদের সহায়তা দিতাম, যে-জানোয়ারগুলোর ভার আমাদের ওপর থাকত তাদের আমরা খাওয়াতাম, পোষ মানাতাম। প্রথম দিনের কাজের কথা আমি কোনদিনই বিস্মৃত হব না। আমার অধ্যাপক আমাকে মুক্তাঙ্গন পিঞ্জরের কাছে নিয়ে গেলেন। এরই মধ্যে একই রকম দেখতে এগারোটা পেঁচা বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। সবগুলোই ছাই রঙের, দেখতে বদখত আর নিশ্চল। অধ্যাপক আমাকে বললেন যে, এদের প্রত্যেকটাকে আমাকে "ব্যক্তিগতভাবে" জানতে-চিনতে হবে। একাধিক্রমে তিনমাস রোজ এক ঘণ্টা করে খাঁচার সামনে বসে থাকবার পর প্রায় দুর্নিরীক্ষ্য ও অসম্ভব রকমের একই-রকম দেখতে পেঁচাদের মধ্যেকার পার্থক্যটা আমি উপলব্ধি করতে শিখলাম। মস্কোর চারিধারের বন-জঙ্গলগুলোতে আমরা অভিযান চালাতাম। সুদূরবর্তী প্রান্তরে অভিযাত্রী আমাদের সংস্থার

বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ সভ্যদের ম্যানটিউফেল বৈজ্ঞানিক কাজে নিয়োজিত করতেন। আমরা বক্তৃতা ও বিবরণী শুনতাম এবং বৈজ্ঞানিক আলাপ-আলোচনা করতাম। আমাদের সব সভ্যরাই ছিল নিজ নিজ স্কুলের সেরা ছাত্র। পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েছে এমন কাউকেই আমাদের সংস্থায় নেওয়া হত না। পরীক্ষায় পাশ করেই আমাদের মধ্যে অনেকেই পশুশালার প্রদর্শক হত। অতি শৈশবে ছাত্রাবস্থাতেই সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক এই কাজটা আমাদের দেওয়া হয়েছিল।

প্রাক্-যৌবনের অনেকগুলি বছরের কথা আমার স্মৃতিতে চিরকাল বিরাজ করবে—সভা-সমিতিগুলোতে ভয়ঙ্কর তর্ক-বিতর্ক, অরণ্যানীর মধ্যে প্রভাত উদয় মশককুলের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করে অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে পাখির বাসা-গুলোকে পাহারা দেবার কথা আমার মনে থাকবে চিরকাল।

"আমাদের পরিমণ্ডলের" মধ্যে বন্ধুত্বের, সাহচর্যের, সম্মানের ও সহিষ্ণুতার 'ছেলেদের' কঠিন নিয়মাদি একান্ত নিষ্ঠাভরে পালিত হত। এখনও মাঝে মাঝে এই পরিমণ্ডলের কোনও কোনও বন্ধুদের সঙ্গে আমার দেখা হয়, এঁদের মধ্যে অনেকেই যৌবন-কালের উচ্চাদর্শের প্রতি আজও আন্তরিকভাবে একনিষ্ঠ হয়ে আছেন। পশুশালার তরুণ প্রকৃতিবাদীদের সংস্থায় যে সব প্রাণিবিজ্ঞানীরা প্রকৃতিবাদী হিসাবে তাঁদের প্রাথমিক জীবন শুরু করেছিলেন —আজকে সারা দেশে তাঁরাই কাজ করে যাচ্ছেন। অন্য পেশা আমি একদিন বেছে নেব তা আমি কখনও ভাবতেই পারিনি। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে জীব-বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ এবং পরে পাকাপোক্তভাবে প্রাণি-বিজ্ঞানী হয়ে আমার মনোনীত ক্ষেত্রে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়া: ছাত্র বয়সে এসব কিছুই আমার কাছে বেশ স্পষ্ট-পরিষ্কার ছিল।

কিন্তু স্কুলের শেষ ক'বছর সাহিত্য ও নাটকাভিনয়ের দিকে আমি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হতে লাগলাম। সর্বোচ্চ শ্রেণীতে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা ছিলেন প্রাসকোভিয়া আন্দ্রেয়েভনা শেভ্‌চেনকো। আজও তিনি সেই স্কুলেই শিক্ষকতা করছেন, লেনিন সম্মাননা লাভ করেছেন এবং অধ্যাপনা-বিজ্ঞান আকাদমীর সভ্যও নির্বাচিত হয়েছেন। সাহিত্যে সুনিবিড় অনুরাগ তিনিই আমার মধ্যে জাগিয়ে ছিলেন। আমি ছোট গল্প, প্রবন্ধ, এমনকি কবিতাও লিখতে শুরু করে দিলাম। অবশ্য কবিতায় আমার হাত তেমন ভাল ছিল না।

বেশ ভাল একটি নাট্য-সংস্থা আমাদের স্কুলে ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ

আমার প্রথম নাটকাভিনয় মন্দ উতরাল না; নাট্য-সংস্থার উদ্যোক্তারা সানন্দে আমাকে নাটকাভিনয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে লাগলেন এবং স্কুলের নাটকাভিনয়ে ও সঙ্গীতানুষ্ঠানে অবতীর্ণ হতে লাগলাম। ফল হল এই যে, আমার চিরঈপ্সিত প্রাণিবিজ্ঞানে যোগ দেবার পরিবর্তে আমি নাট্য-ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে শুরু করে দিলাম। এই বিষয় নিয়ে দুবছর পড়াশোনা করবার পর আমি বুঝতে পারলাম যে তত্ত্বীয় গবেষণায় নয়—সক্রিয় সৃজনশীল কাজেই আমার অনুরাগ। জনগণের ও জীবনের অনেক কিছুই আমার অজানা। এমনি অপরিচয় সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকূল নয়। তাছাড়া গবেষণাগারে তথ্যানুসন্ধানে ও জীববিদ্যার বইয়ের পাতায় আমার মন ভয়ানকভাবে আকৃষ্ট হতে লাগল। জীববিদ্যা-বিজ্ঞান-শাখায় নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। ইতিমধ্যে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। একটি পুত্র এবং একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করেছিল। আমি ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আর আমার স্বামী পড়তেন সাহিত্য-সংস্থায়—আমরা দুজনেই বৃত্তি পেতাম। আর তারপরেই শুরু হল স্বদেশরক্ষার মহান সংগ্রাম···

কিছুদিনের জন্যে মস্কো ছেড়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে এলাম। ১৯৪২ সালে মস্কোতে ফিরে আমি 'পাওনিয়ারস্কায়া প্রাভদা'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিলাম। ছোটদের সংবাদপত্রের জন্য প্রয়োজন সংক্ষিপ্ত, সরল ও ভাবময় রচনাশৈলী—আর এ-কাজে একেবারে আমার কোনও অভিজ্ঞতা না থাকায়, এ-কাজ প্রথম প্রথম আমার বড় কঠিন ঠেকতে লাগল। শব্দনির্বাচনের, রচনা-বৈশিষ্ট্যের এবং মূল বক্তব্য স্থির করে বিষয়বস্তুকে জীবন্ত করে তোলার অন্তর্নিহিত অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা এইখানেই আমি প্রথম উপলব্ধি করলাম। সম্পাদকীয় কার্যালয়ে একটা নতুন ধরনের সংস্থার পত্তন করা হয়েছিল। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেক তরুণ কবি ও লেখকরা এইখানেই সৃষ্টির উন্মাদনায় মেতে উঠতেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তীকালেও এই পথ অনুসরণ করে চলে ছিলেন। এই সংস্থায় প্রায়ই তরুণ কবিরা তাঁদের দশ এগারো বছর বয়সে লেখা কবিতা নিয়ে আমার কাছে হাজির হতেন।

যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ছেলেমেয়েরাও বয়োজ্যেষ্ঠদের কাজে নানান দিক দিয়ে নানা সহায়তা দিত। শিশু ও কিশোরদের বিবিধ কর্মধারার পথিকৃৎ ও উৎসাহদাতা ছিল আমাদের এই সংবাদপত্র। স্বাদেশীকতায় উদ্দীপ্ত শিশু

প্রচেষ্টার মধ্যে 'তিমুর আন্দোলন' হল অন্যতম। আরকাদি গাইদার বিরচিত চমৎকার বই 'তিমুর ও তার বাহিনী'-ই এই আন্দোলনের উৎস। এই গ্রন্থের লেখক যুদ্ধে নিহত হন। কিশোর পাওনিয়াররা হাসপাতালে হাসপাতালে যেত, সৈনিকদের বই পড়ে শোনাত, তাদের হয়ে বাড়িতে চিঠিপত্র লিখে দিত ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করত। দূর রণাঙ্গনে অবস্থানকারী সৈনিকদের স্ত্রী ও মায়ের ঘরকন্না ও শিশু-পরিচর্যার কাজে সাধ্যমত সেবা-সহায়তা দিত, কাঠ কাটত, জল আনত ও শাক-সবজির বাগানের কাজে সাহায্য করত।

আমাদের সংবাদপত্রের পাঠকের তৃষ্ণা ছিল অপরিসীম। রোজ সকালে বস্তা বস্তা চিঠিপত্র, আমাদের কার্যালয়ে আসত। কবিতা, গল্প, লোহা-লক্কড় প্রভৃতি বিবিধ ধাতুর টুকরো ও বন-ওষধি গাছ-গাছড়া সংগ্রহের সংবাদ, মাটি মিশানো ধাতুর তথ্য-সংবাদ আসত আর আসত বিরতিহীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা: আন্তর্জাতিক, বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক কলা-কৌশলের প্রশ্ন থেকে শুরু করে অতি জটিল জিজ্ঞাসা: 'ঠাকুমাদের কখনও কি ভুল হয়?' প্রতিদিনের সংবাদাদির কাজ সেরে আমরা চিঠিপত্র নিয়ে পড়তাম, প্রশ্নের সদুত্তর দেবার জন্যে বইপত্তর তন্ন তন্ন করে ঘাঁটতাম, বিজ্ঞানী, যন্ত্রবীদ ও চিকিৎসকের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতাম।

আমাদের সম্পাদকীয় কার্যালয়ের বাড়িতেই ছিল নার্শারী স্কুল। বাচ্চাদের নার্শারী স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে যাবার অবসর আমাদের হত না—তখন অনেক সময় সম্পাদকীয় কার্যালয়ের প্রশস্ত সোফার ওপরেই তাদের শুইয়ে রাখা হত। যাহোক শিগগীরই সারা দিনরাত নার্শারী স্কুল খোলা থাকতে লাগল। সপ্তাহ শেষে বাচ্চাদের আমরা বাড়ি নিয়ে যেতে পারতাম।

ছেলেমেয়েদের জন্যে আমাদের আর কোনও ভাবনা-চিন্তা রইল না। নার্শারী স্কুলের পরিচালিকারা ছিলেন বেশ অভিজ্ঞা। আমাদের ছেলেমেয়েদের আন্তরিকভাবে পরিচর্যা করা ছাড়াও তারা তাঁদের জীবনের সুখ-দুঃখের আশা-আনন্দের নানা তথ্য বিস্তৃতভাবে সদাসর্বদা জানিয়ে আমাদের ওয়াকিফহাল করে রাখতেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা সবসময়েই আমাদের ছেলে-মেয়েদের দেখতে পেতাম, তাদের নিয়ে বেড়াতে যেতে পারতাম, সযত্নে বাঁচানো মিষ্টান্নাদি তাদের উপহার দিতাম এবং তাদের আগ্রহ ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমরা সায় দিতাম। এই সংবাদপত্রের সঙ্গেই যুক্ত ছিল বেশ ভাল একটা রেস্তোঁরা, একটা দোকান, অগ্রিম অর্ডার দেবার একটা সংস্থা, একটা নাপিতের দোকান,

একটা ডাক্তারখানা—এখান থেকে আমরা বিনামূল্যে ঔষধপত্র পেতাম আর ছিল একটা ক্লাব।

নিঃসন্দেহে এই অবস্থাই সংবাদপত্রের এক শাখার তত্ত্বাবধানের গুরুদায়িত্বের সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টিতে মগ্ন হতে আমায় সহায়তা দিয়েছিল। ১৯৪৩ সাল থেকে আমি নিয়মিতভাবে লিখতে শুরু করি এবং আমার কটা প্রবন্ধ ও গল্প 'কমসোমলস্কায়া প্রাভদায়' প্রকাশিত হয়েছিল। এর কিছুকাল পরেই ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি হিসাবে আমি এই পত্রিকার স্থায়ী কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হলাম।

দেশময় পরিভ্রমণ এবং সম্পূর্ণ অপরিচিতদের সঙ্গে ক্রমাগত সাক্ষাৎ-আলাপ আমার ভাল লাগলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমি শেষ করবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম। যুদ্ধ শেষে ধীরে ধীরে সব স্বাভাবিক হয়ে এলে আমি আবার প্রাণিবিজ্ঞান শাখায় ফিরে গেলাম। আমার পূর্বতন অনেক সহপাঠীই সেখানে তখন অধ্যাপনা করছিলেন। কিছুই লিখব না—শুধু পড়ব : এই প্রতিজ্ঞা আমি দুবছর অটুট রাখলাম কিন্তু তৃতীয় বছরে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। প্রাণিবিজ্ঞান জগতে এই কটা বছর ছিল বড় অস্থির ও অশান্ত। প্রগতিবাদী বিজ্ঞানীদের ও মরগ্যান-পন্থীদের মধ্যে আলোচনা পর্যালোচনা আমাদের মত ছাত্রদেরও মাতিয়ে দিত, এ সব শুনে নীরব দর্শক হয়ে থাকা কারুর পক্ষে সম্ভব হত না—বিশেষ করে পেশা যার সাংবাদিকতা তার তো নয়ই। মিচুরিনীয় প্রাণিবিজ্ঞানের বিজয়লাভের এই সংগ্রামকাহিনীই অন্ততঃ আংশিকভাবে আমার 'আওয়ার সামার' উপন্যাসে রূপায়িত করতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। বনে-জঙ্গলে গ্রীষ্মকালীন অভ্যাস-অভিনিবেশযুক্ত কাজের শেষে বিহগ-কাকলির বিরতিহীন কূজনের মধ্যে ও আশ্চর্যসুন্দর তরুণদের সান্নিধ্যে আমি এই উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করি। দুবছর ধরে এই লেখা নিয়ে আমি ব্যস্ত রইলাম। তারপর কোনও সাময়িক পত্রিকায় এটা প্রকাশিত হবার পর বইয়ের আকারে পৃথকভাবে প্রকাশের জন্যে আমি আরও এক বছর পরিশ্রম করলাম। বর্তমান অনুবাদ এই গ্রন্থ থেকেই করা হয়েছে।

এই উপন্যাসে অনেক সত্যকার তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। গ্রন্থের বিজ্ঞান-বিভাগের সম্পাদক অধ্যাপক ম্যানটিউফেল আমার শৈশবকালের মতই অত্যন্ত কঠিনভাবে পশু-পাখি-জানোয়ারদের চেহারা, চরিত্র, আচার-আচরণ থেকে শুরু করে বিস্তৃত বিবরণের সমস্ত কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছেন। মধুমক্ষিকা পালন, শূকর প্রজনন ইত্যাদি ব্যাপারে যে সব

কর্তৃপক্ষের উপদেশ-পরামর্শ আমি গ্রহণ করেছিলাম তাঁরাও ছিলেন এমনি সতর্ক ও সন্ধানী। একথা সত্যি যে, যে-বিষয়ে আমার সত্যিকার জ্ঞান অভিজ্ঞতা আছে সে-বিষয়েই আমি লেখবার চেষ্টা করছি। ব্যাঙের খাদ্যবস্তু, পাখির বাচ্চাদের খাওয়ান ইত্যাদি বিষয়ের যে বর্ণনা গ্রন্থের মধ্যে দেওয়া হয়েছে তা সবই ছিল আমার ছাত্রাবস্থার করণীয় কাজ। খ্যাকশিয়াল-ছানাদের ইতিবৃত্তান্ত সম্পর্কে শুরার দৈনন্দিন মন্তব্যটা গৃহীত হয়েছিল বিজ্ঞানীদলের দিনলিপি থেকে, তেরো বছর বয়সে যে বিজ্ঞান-বাহিনীর সভ্য আমি ছিলাম।

ব্যাকরণ সম্মত না হলেও প্রাণদীপ্ত এই দিনলিপির কিছুমাত্র বদল না করেই যথাযথভাবেই এটাকে আমার বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা আমার কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল।

এই বইটি লেখবার সময় ছাত্রদের সঙ্গে ছিল আমার নিবিড় যোগ। কয়েকটা পরিচ্ছেদ তাদের পড়িয়ে শুনিয়ে তাদের মতামত ও মন্তব্য আমি মাঝে মাঝে গ্রহণ করেছি।

বিভিন্ন সংস্থায়, পাঠাগারে এবং পাঠকক্ষে আমার এই বই নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল তা থেকেও আমি অনেকখানি সহায়তা পেয়েছি। আমার পাঠকপাঠিকাদের কাছ থেকে আজও আমি অনেক চিঠি পাই, চিঠিতে কেউ দেখিয়ে দেয়, আবার কেউ কেউ বলে যে পেশা বেছে নেওয়া ব্যাপারে ও ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে এই বইখানি তাদের অনেকখানি সহায়তা দিয়েছে।

উপন্যাসের চরিত্রগুলি সত্যিকার মানুষদের ওপর ভিত্তি করে লেখা কিনা —এ প্রশ্নের সম্মুখীন প্রায়ই তামাকে হতে হয়। এই সব চরিত্রগুলির একটিও যে ছায়া তা আমি বলতে পারি না। তবে একথা সত্যি কে প্রাক্-অক্টোবর বিপ্লবের সময়কার রাশিয়ার সুদূরবর্তী ও অনগ্রসর স্থানসমূহের অন্যতম চ্যুভাস স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রে সংবাদপত্রের কাজে পরিভ্রমণের সময় নিকিতা চরিত্রটির কল্পনা আমি করেছিলাম। সে জায়গা ত্রিকোমারোগ-বিধ্বস্ত। রেলসংযোগ-শূন্য। স্কুল পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু আমি যখন সেখানে গেলাম, দেখলাম, অতি আজ গাঁয়েও রয়েছে চিকিৎসালয়, যে-রোগ এককালে সংহারমূর্তি ধারণ করেছিল—সে-রোগকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে। সব জায়গায় গড়ে উঠেছে স্কুল। এককালে চ্যুভাস ভাষায় স্কুল বা শিক্ষক বলে কোনও শব্দ ছিল না—অনেক আগেই রুশ ভাষা সে-ভাষাকে সম্পূর্ণ করে তুলেছিল। এখন সমস্ত ছেলেমেয়েরাই স্কুলে যাচ্ছে। সেখানেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ

হয়েছিল যৌথখামারের নানান ধরনের কৌতূহলোদ্দীপক তরুণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে। এরা কেউ ছিল কৃষক, কেউ-বা শস্য-বিশেষজ্ঞ। এদের মধ্যে আবার একজন সর্বাধিক ফসল উৎপাদনের জন্য সমাজতান্ত্রিক শ্রমের বীর সম্মাননা লাভ করেছিল। প্রত্যক্ষভাবে এই বিশেষ মানুষটির কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমার মনে দাগ কেটেছিল এবং পরে সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই নিকিতা ওরেখবের চরিত্রে মূর্ত হয়ে ওঠে। আর এটাও স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে যৌথ-খামারের জনৈক সভাপতি যুব-শক্তির আশ্চর্য-সুন্দর প্রতিমূর্তিই গ্রন্থে বর্ণিত যৌথ-খামারের সভাপতি জাখর পেত্রোভিচের চরিত্রটিকে রূপায়িত করতে আমায় উদ্দীপ্ত করেছিল।

আমার ভাব ও ভাবনাকে ভাষার মাধ্যমে কতখানি রূপায়িত করতে সমর্থ হয়েছি তা আমি জানি না। তা বিচার করবার কথাও আমার নয়। কিন্তু তরুণরা আমার এই বই পড়ছে এবং তা নিয়ে আলাপ আলোচনা ও বিচার বিতর্ক করছে: এই-ই হল আমার পুরস্কার। ইতিমধ্যেই গ্রন্থের ক'টি সংস্করণ হয়েছে, সংলাপের আকারে বেতারেও প্রচারিত হয়েছে। 'আওয়ার সামার' এই শিরোনামায় যে নাটকটি এই বই থেকে রচনা করা হয়েছিল তাও হয়েছে আমার অপরিসীম আনন্দের কারণ। প্রাণিবিজ্ঞানের ছাত্ররা নিজেরাই একটি নাট্যরূপ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে মঞ্চস্থ করেছিল। নিজেরা সত্যিকার প্রকৃতিবাদী বলে মঞ্চ-নিবেদনে 'প্রকৃতিবাদ'-এর ঝোঁকটাকে সামলাতে পারেনি। ফলে মঞ্চে জীবন্ত ব্যাঙ, এবং গ্রন্থে বর্ণিত জীববিদ্যাকেন্দ্রের বার্চ ও ফারগাছগুলির সমাবেশ ঘটেছিল। নাটকাভিনয়ে আরো একটা বৈচিত্র্য ছিল। অভিনেতাদের অনেকেই আগে কখনও অভিনয় করেনি—তাই অভিনয়-প্রতিভা নয়, গ্রন্থে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রগুলির সঙ্গে ছাত্র অভিনেতাদের শারীরিক সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করেই অভিনয়ের অংশগুলি বণ্টন করা হয়েছিল। অভিনয় হয়েছিল প্রাণবন্ত, আন্তরিক ও উদ্দীপ্ত। স্বরচিত গান আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাত্ররা এই নাটকের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়েছিল। সত্যিকার মানুষগুলির সঙ্গে আমার বইয়ের কল্পিত চরিত্রগুলির ভেদ-বিভেদ পার্থক্যের সীমারেখাটিকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখে আমি নিবিড় আনন্দ উপভোগ করেছিলাম।

'আওয়ার সামার' সম্পর্কে আমার এই ক'টি কথাই বলার আছে। এই বছরে পারিবারিক জীবন ও প্রেমের ওপর ভিত্তি করে লেখা 'ইয়োর প্রাইভেট

এ্যাফেয়ার" নাটকটি সারা দেশে শতাধিক থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে। কবি ও স্তালিন-পুরস্কার বিজয়ী আমার স্বামী ল্যেভ ওসানিনের সহযোগিতায় আমি এই নাটকটি রচনা করেছি। তরুণদের ওপর ভিত্তি করে এখন আমরা দুজনে একটা ছায়াচিত্র তুলতে ব্যস্ত রয়েছি। এই কাজে আমার আগ্রহ সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখলেও আমার প্রিয় চরিত্রগুলিতে আবার ফিরে যাবার ইচ্ছা আমার আছে। নিকিতা, ভারয়া ও লোপাতিনকে তাদের জীবনের আরো ক'টা বছরের আশ্চর্য উজ্জ্বল পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা আমি রাখি।

মস্কো
জানুয়ারী ১৯৫৪

ইয়েলেনা উস্‌পেনস্কায়া

সব আগে ঘুম ভাঙল কোকিলের। অস্ফুট ভাবে একবার কু-কু করে ডেকে উঠল। সে আওয়াজও যেন ঘুম-জড়ান। তারপর খানিকক্ষণ সেটা চুপ করে রইল। বোঝা গেল পাখার পালকগুলো ঝাড়-পোঁছ করতে সে একটু ব্যস্ত আছে। তারপর ভরন্ত-পুরন্ত গলায় সজাগ ভাবে জোরে কু-কু করে আবার ডাক দিয়ে উঠল। বাস্‌, আবার খানিক একদম চুপচাপ। হয়তো সকাল বেলাকার খাওয়াটা সারতে গেছে অন্য কোথায়। তারপর ভারয়ার ঠিক মাথার ওপরেই একটা রবীন গান গেয়ে উঠল।

অভিজ্ঞ প্রাণিতত্ত্ববিদের মত চোখ কুঁচকে ভারয়া পাখির বাসাটার দিকে তাকাল, একটা ছোট্ট ফার-গাছের ডালে সেটা ঝুলছিল—এবং বেশ ভালভাবেই সেটা দেখা যাচ্ছিল। বাসাটার ভিতরটায় কোন গোলমাল নেই, গরম আর বেশ ঘুম-ঘুম-ঘেরা।···ঠিক যেন বাচ্ছাদের ঘুমোবার ঘরের মত।

যুদ্ধের আগে তার নিজের ঘরটা ঠিক এমনিই ছিল। জানালায় পর্দা দেওয়া, ঠাণ্ডা যেন না লাগে সেজন্যে পিঠটায় কম্বল গোঁজা, ধারে-কাছে মায়ের নিঃশ্বাসের শব্দ······

ভারয়ার গাটা শীতে একবার কাঁটা দিয়ে উঠল। বনে-জঙ্গলে এখনও বেশ ঠাণ্ডা। শিশিরে ভেজা জুতো-পরা তার পা দুটো ঠাণ্ডায় কনকন করছিল।

সে আর তার মা যেমন ভেবেছিলেন ঠিক তাই ঘটল। ভারয়া প্রাণিবিদ্যার দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী, পাখিদের বসবাসের জায়গায় গ্রীষ্মকালীন-পাঠ তৈরি করে নিচ্ছিল। রাতের শেষ দিকে তিনটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কোকিলের বাসাটাকে পর্যবেক্ষণ করার ভার তার।

আগের দিন অধ্যাপক লোপাটিন বলেছিলেন: "দেখো, ঠিক সময়ে এসো কিন্তু।"

পাছে দেরি হয়ে যায় এই ভয়ে সারা রাত সে তার দু'চোখের পাতা এক করেনি। এখন পর্যবেক্ষণ করার ভার তার। রাত তিনটে। ঠাণ্ডা। কোকিলগুলো তখনও ঘুমিয়ে। গরম পালকগুলোর গন্ধে বাসার ভিতরটা নিশ্চয়ই বেশ আরামের! কিন্তু বাসাটার কথা সে খুব বেশি ভাবছিল না।

এটা মোটেই নিরেট নয়, আল্‌গা, সমতল, শুক্‌নো ঘাসের তৈরি, ঘোড়ার বালামৃচি গোঁজা। ছানাগুলো কচি একরত্তি থাকা পর্যন্ত বেশ চলে যাবে কিন্তু একটু বড় হলেই তাদের পড়ে যাবার ভয় আছে।

বাসাটা থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ যেন উঠল। ভারয়া তার কান দুটো খাড়া করে চোখ দুটো আবার কুঁচকে ছোট করল। কিন্তু তখনই হঠাৎ সে বুঝতে পারল যে সত্যকার প্রাণিতত্ত্ববিদের এতটুকুও সে হতে পারেনি।

মা মারা যাবার পর ভারয়াকে ছোটদের একটা স্কুলে পাঠান হয়েছিল। সেখানকার এক শিক্ষিকা এ্যাগ্রিপিনা সেরজেয়েভ্‌না তাকে প্রায়ই বলতেন: "ভারয়া, বাইরে থেকে নিজেকে দেখতে শেখো।" আস্তে আস্তে ভারয়া নিজেকে 'বাইরে থেকে' দেখতে শিখল। এটা পরে তার জীবনে অনেক কাজে এসেছিল।

লুকনো জায়গাটায় সাহসী বীরের মত সে বসেছিল। বিজ্ঞানের সেবায় নিজের জীবনকে সে নিবেদন করেছে এবং তন্দ্রাহীন চোখে বড় রকমের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত পাকা প্রাণিতত্ত্ববিদ বলে একটু আগে নিজেকে তার মনে হয়েছিল।

কিন্তু নিজেকে যখন সে বাইরে থেকে দেখল, দেখতে পেল মাচাটা এমন বিচ্ছিরিভাবে তৈরি হয়েছে যে একটু বৃষ্টি হলেই সে একেবারে নেয়ে যাবে। আরো দেখতে পেল মাচার ভিতরকার মেয়েটির কেমন যেন শীত শীত করছে আর ঘুম পাচ্ছে। মেয়েটার কিছুই শেখা হয়নি।

পাখিটার ডাকটা একবার শোনো তো, ওটা কি পাখি? কোন পাখি কিছুতেই সে বুঝে উঠতে পারল না যদিও অধ্যাপক লোপাটিন তাদের সঙ্গে বনে-জঙ্গলে সারাটা দিন কাটিয়ে ছিলেন। আর হপ্তা দুই পরেই তাদের প্রাণিতত্ত্বের পরীক্ষা। পাখির ডাক শুনে কোন পাখি তা তাদের বলতে হবে।

একটা ব্যাঙ ধপাস করে ভারয়ার পায়ের কাছে এসে পড়ল। তার ড্যাবডেবে চোখের সতেজ চাউনি দিয়ে যেন জিজ্ঞেস করল—"বলো তো মিস্—আমি কোন জাতের—সোনাব্যাঙ, না, কোলাব্যাঙ? না, একেবারে সাধারণ ব্যাঙ—এ্যাঁ?"

রাত্তিরের শিকার-টিকার বেশ ভালই জুটেছে বলে ব্যাঙটাকে বেশ খুশি

ও খোশ-মেজাজী মনে হল। কিন্তু ওটা যে কোন জাতের ভারয়া কিছুতেই তা ঠিক করে উঠতে পারল না।

বাসাটার ওপরের একটা ডাল ভুলে উঠল। একটা ব্ল্যাক-ক্যাপ বাসা থেকে উড়ে এসে বার্চগাছের একেবারে মগ্‌ডালে গিয়ে বসল।

: "কি সর্বনাশ! আর একটু হলে ওটাকে আমি দেখতেই পেতাম না"—ভারয়া মনে মনে একবার ভাবল।

মেয়ে-পাখিটার পরেই পুরুষ-পাখিটা বেরুল। মাথায় কালো ঝুঁটি-ওয়ালা তো পুরুষ-পাখি, মেয়ে-পাখিটার মাথার ঝুঁটিটা কটা রঙের। অথবা এর উল্টোটাই ঠিক? দুটোয় গুলিয়ে ফেললে চলবে না। না, পুরুষ-পাখিটার ঝুঁটিটাই কালো, ওই তো মা-ই আবার বাসায় আসছে।

কচি ফারগাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে সে লাফ দিয়ে নামতে লাগল। ডালগুলো যেন সিঁড়ি। তারপর সাবধানে সে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে টুক্ করে একেবারে তার বাসার মধ্যে নেমে এল।

তিনটে বড় হলদেটে ঠোঁট বেরিয়ে এল তাকে অভ্যর্থনা জানাতে। ঠোঁটগুলো হাঁ করলে হীরের আকারের মত হয়ে যায়। তাদের ঘাড়গুলো যেন ঠোঁটগুলোকে আরো উঁচু করে এগিয়ে দিল। এই এগিয়ে দেবার জন্যে ঘাড়গুলো কাঁপতে লাগল। মা-পাখি একটার ঠোঁটে একটা পোকা গুঁজে দিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে আবার উড়ে গেল। এবার বাপটা বাসাতে উড়ে এল। সেই আগ্রহব্যাকুল হল্‌দে ঠোঁটগুলো যেন কোমল লতায় ফুলের মত আবার ফুটে উঠল।

ভারয়া তার হাত-ঘড়িটার দিকে তাকাল—চারটে বেজে এক মিনিট হয়েছে। লাল-পেনসিলের ফুট্‌কি মায়ের বাসায় আসার চিহ্ন আর নীল-পেনসিলের ফুট্‌কিটা বাপের। দুবার এসেছে; তিন, আট, দশ······

৪-৫০ মিঃ মা পনেরো বার এল, বাপ এগারো বার। পুরুষরা বড্ড স্বার্থপর। হয়তো নিজে একজোড়া পোকা পেটে পুরেছে কিন্তু মা-টা একেবারে না খেয়েই রইল।

আটাশ বার এল, তিরিশ বার। পুরুষ-পাখিগুলো বাসা থেকে শাদা গোল মত কি যেন বার করে নিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই বাসাটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করছে আর কি। একজনের পক্ষে সবদিকে নজর দেওয়া কি সম্ভব? আর

একজন থাকলে বেশ ভাল হত। কিন্তু এটা ঠিক যে রাত্তির আড়াইটের সময় আল্লা জেগে বসে থাকত না।

বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ……

কম্‌সোমলের সভ্যদের আচরণ তো এরকম নয়। কর্তব্যের ভার তোমার ওপর দেওয়া হয়েছে—অনুগ্রহ করে তোমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। আমি পার্টির সভায় এ ব্যাপারটা তুলব; আল্লা আলেকসান্দ্রোভ্‌না, দেখো আমি তুলি কিনা……

ষাট, সত্তর……

ভারয়া আর গুনতে পারল না কিন্তু সে মিলিয়ে যেতে লাগল। একটা নীল ফুট্‌কি, আরো একটা, একটা লাল, আরো একটা লাল। ফুট্‌কিগুলো বেশ স্পষ্ট করে দাও যাতে পরে তুমি গুনে নিতে পারো। একটা ফুট্‌কি, আর একটা, আরো একটা·· ···

শেষকালে পুরুষ-পাখিদের কাজকর্ম ঝিমিয়ে এল। ভারয়া তার কপালের ওপর উড়ে-এসে-পড়া চুলগুলি সরিয়ে দেবার সময় পেল। তার সোয়েটারের গলার বোতামটা আল্‌গা করে দিল। সকাল হয়ে আসছে। ব্যস্ততা জাগছে। গরম লাগছে।

সেই রহস্যজনক পাখিটা আবার ডেকে উঠল। অনেক চেষ্টা করেও ভারয়া কিছুতেই বুঝতে পারল না আসলে ওটা কোন জাতের পাখি, আর সেটা আছেই বা কোথায়? হয়তো অনেক দূরে—নদীর ধারে-কাছেই। অনেকক্ষণ বাদে-বাদে এটা ডাকছিল। এখন নানান পাখির কল-গুঞ্জনের মধ্যে থেকে ডাক শুনে একটা পাখি থেকে আর একটা পাখিকে আলাদা করে চেনা অসম্ভব।

সবশেষে জাগল ফিঞ্চ। জেগেই একেবারে গান জুড়ে দিল। তারপর হঠাৎ একেবারে চুপ হয়ে গেল। হঠাৎ মাঝপথে চুপ করে যাওয়া তার স্বভাব।

ফিঞ্চ-এর গান শুনতে পেয়ে ছাত্ররা খুশী হল। তার গানটা বৈশিষ্ট্যে ভরা, ডানায় স্পষ্ট লম্বা দুটো সাদা দাগ। পরীক্ষায় ফিঞ্চ সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলে যে-কোন ছাত্র পুরো নম্বর পাবেই পাবে। কিন্তু শীগ্‌গিরই ফিঞ্চটা একটা আপদ হয়ে দাঁড়াল। না-থেমেই একটানা গান সে জুড়ে দিল। ফলে অন্য পাখিদের ডাকগুলো আলাদা করে বোঝা অসম্ভব হয়ে উঠল।

ঝোপ-ঝাড়টা যেন একটু কেঁপে উঠল। ইউরা ডজ্‌হডিখোভের মাথাটা ঝোপ থেকে উঁকি দিল। তার পরেই ঝোপ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরুল নিকিতা ওরিখোভ।

সেই অজানা পাখিটা আবার ডেকে উঠল।

ভারয়া ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল : "ওটা কি পাখি ?"

ইউরার মুখটা গম্ভীর করে একবার শুনল।

"মস্কোর টিট্-মাউস, পুরুষ-পাখি।" সে স্থির গলায় বলল।

নিজের সম্পর্কে তার কি বিশ্বাস! কিন্তু নিকিতা বাঁকা চোখে তার দিকে একবার চেয়ে বলল :

: "না, ওটা নাইটিঙ্গেল।"

: "কি ? নাইটিঙ্গেল ?"

নিকিতা বনে-জঙ্গলে কোলখোজের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। তার ওপর বিশ্বাস থাকলেও ভারয়া অন্ততঃ এবার তার কথাটাকে ঠিক অবিশ্বাস না করে থাকতে পারল না। সে নাইটিঙ্গেলের ডাকের ও গানের কতরকম বিবরণ পড়েছে কিন্তু এখন যা শুনল তা হেঁড়ে কট্‌কটে আওয়াজ ছাড়া আর কিছু নয়।

নিকিতা তাকে ভাল করে বোঝাবার জন্যে বলল : "পূর্বরাগ জানাবার সময়েই সে চমৎকার গান করে। এ ডাক গান নয়। এটা ভয়ের আওয়াজ। তার বাসার ধারে—কাজেই গোলমাল কিছু হয়েছে। সেজন্যে সে উৎকণ্ঠিত।"

ইউরা হেরে গেলেও হতভম্ব হত না। সে বলল : "ওর বাসাটা কোথায় ? এটা যদি নাইটিঙ্গেল হয়—তাতেই বা কি ?"

নিকিতা জবাব দিল। "তা আমি তোমাকে বলব না। তুমি যদি ওদের ডিম যোগাড় করতে শুরু কর তাহলে এবছরে একটা নাইটিঙ্গেলের ছানা পাওয়া যাবে না। তারা এখন থেকে যে-কোন দিন ডিম পাড়া শুরু করবে।"

ভারয়া আনন্দ গোপন না করেই বলে উঠল : "আল্‌লা আজ অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে।"

নিকিতা একটু রেগে বলল : "ওর কথা আমি ভাবছি না।"

কাকে যেন আশা করছে এমনি ভঙ্গিতে সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

: 'যাহোক—তাকে ঠাণ্ডাটা সহ্য করতে হত না'—ভারয়া কথাটা বলে হঠাৎ থেমে গেল।

ধীরে, ভারয়া, ধীরে, বাইরে থেকে নিজেকে দেখতে শেখো।

লুকনো জায়গা থেকে বেরুতে বেরুতে সে নিষ্প্রাণ ভাবে বলল: "চৌকি দেবার ভারটা নাও।"

বন-জঙ্গল থেকে ভারয়া ফিরে এসে ছাত্রী-নিবাসে কাছে একটা পাইন গাছের তলায় বসল। ক্যাম্পটা তখনও ঘুমিয়ে আছে।

জীববিদ্যা কেন্দ্রে প্রথম দিন পা দিয়েই আল্‌লা মন্তব্য করে বলেছিল: "এই সমস্ত বাড়িটাই আমাদের গাঁয়ের বাড়ির রান্নাবাড়ির সামিল আর এখানেই কিনা আমাদের ছ'জনকে থাকতে হবে?" আল্‌লা ইরতিসোভা এখানে সবার শেষে হাজির হয়েছিল। তার মা স্বয়ং নিজে তাকে সর্বশেষ সোভিয়েত মডেলের ঝকঝকে কালো রঙের মোটর করে নিয়ে এসেছিলেন। "চমৎকার গাড়িটা তো!" জিনা রিজ্‌হিকোভা আনন্দে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠেছিল।

সে-সময়ে ভারয়া আল্‌লার বিরক্তির কারণটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। এখনও সে বোঝেনি। ছোট্ট বাড়িটার দিকে প্রশংসার চোখে সে তাকাল। এই ভোরে বড় বড় জানালা আর ঢালু ছাদশুদ্ধ বাড়িটাকে একেবারে সব নতুন ও ঝক্‌ঝকে দেখাচ্ছে। এর ভিতরটাও এমনি চমৎকার · ভারয়া মনে মনে ভাবল। ভেরা ভাসিলিয়েভ্‌না না থাকলে বাড়িটাকে তারা এমন আরামদায়ক করে তুলতে পারত না।

এখানে এসে পৌছবার এক ঘণ্টা পার হতে না হতেই ভেরা ভাসিলিয়েভ্‌না তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট ঘরখানার চেহারা এমন ফিরিয়ে দিলেন যে তা দেখে মনে হল এই ঘরে তাঁর সারাজীবন কেটেছে।

এটা জোড়া-তাড়া গোঁজামিল দেওয়া নয়—দীর্ঘকাল বসবাসের চিহ্ন-ভরা সত্যিকার ছিমছাম আরামদায়ক ঘর। দেয়ালে ফটো, শেলফে বই, কাগজের তৈরি চমৎকার আলোর ঢাক্‌নী, একটা ছোট্ট আয়না, ফুলদানিতে ফুল আর জানালায় চমৎকার সুঁচের কাজ-করা পরদা—যা দেখে লিউবা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। অন্য মেয়েদের ঘরগুলো কেমন যেন শূন্য আনন্দহীন ও বড্ড বড় বলে মনে হয়েছিল। এ দেখে লিউবা, যে ভাবা মাত্রেই কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সখেদে বলেছিল: "একটা হাতুড়ি যদি পেতাম!"

: "এই যে হাতুড়ি!"

সেই ছোট্ট ঘরের মধ্যে থেকে কে যেন হাত বাড়িয়ে একটা হাতুড়ি আগিয়ে দিল।

এমনি ভাবেই এল পেরেক, কাঁটা, সাঁড়াশী, গঁদ, কালি, মসলিন, দড়ি, কালো আর শাদা সুতো, মোজা ঝুলিয়ে রাখার হুক, ও তেলতেলে কাগজ যা দিয়ে মারিনা চমৎকার একটা আলোর ঢাকনি তৈরি করেছিল। ভেরা ভাসিলিয়েভ্না তাঁর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন একটা স্যুটকেস আর একটা ভাঁজ-করা থলি। এগুলো কোন মতেই অন্য ছাত্রীদের চেয়ে কিছুমাত্র বড় নয়। কিন্তু এটাই হল সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার। ভেরা নিজেই অন্য সব মেয়েদের একেবারে তাক লাগিয়ে দিলেন। ভেরা ভাসিলিয়েভ্না যেন দুজন। একজন: বাস্তব জীববিদ্যার শিক্ষিকা, বেঁটে দেখতে, চুলগুলো কপাল থেকে পিছন দিকে পরিষ্কার টান-টান করে আঁচড়ান। ঠাট্টা বিদ্রূপে, ক্ষুরধার আর পরীক্ষার ভারি কড়া। আর অন্যজনকে তারা আজকে দেখতে পেয়েছে—সবচেয়ে ভাল আটপৌরে পোশাক পরে জানালার ধারে বসে একটা বোনার-ফ্রেমের ওপর নুয়ে পড়েছেন—মাথার দু'পাশে অলকগুচ্ছের দুটি বেণী দুলছে। মাঝে মাঝে তিনি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখছেন। অন্ধকার হয়ে আসছে, তাঁর বারো-বছরের ছেলে বোরিস; যাকে তিনি সঙ্গে করে জীববিদ্যা কেন্দ্রে এনেছিলেন, তখনও ফিরে আসেনি। এখানে উপস্থিত হয়েই তিনি তাকে বনের ভেতর পাখির বাসা পর্যাবেক্ষণের জায়গা খুঁজে দেখে রাখবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। ছাত্রদের দিকে অনুগ্রহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গর্বে ভরপুর মন নিয়ে তখনি বোরিস কাজে লেগে গিয়েছিল। জীববিদ্যা কেন্দ্রে দুটো গরমকাল সে কাটাল। ছাত্রদের যা শেখবার বা জানবার আছে সে-সবই তার একেবারে নখাগ্রে।

বোরিসকে ভারয়ার ভাল লেগেছিল—রোগা চেহারা, দুষ্টুমিভরা চোখ, চোখের পাতাগুলি অবিশ্বাস্য রকমের দীর্ঘ ও সুন্দর। এই জন্যে 'খুকু' ও 'আদুরে গোপাল' বলে কত ঠাট্টাই না সকলে তাকে করত—মারামারি করে সে এই ঠাট্টার প্রতিশোধ নিত।

ভেরা ভাসিলিয়েভ্না ভারয়াকে তাঁর ভাবনার কথাটা জানালেন। অনেকক্ষণ বোরিস না আসায় তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন যে সে পাখির বাসার দিকে নজর না দিয়ে কাছে-পিঠের যৌথ খামারের ছেলেদের খোঁজ-খবর করতে

গেছে। গেল-বছর গরমকালে জীববিদ্যা কেন্দ্রের ধারে-কাজের স্ত্রীমস্ কোল-খোজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ওখানকার ছেলেরা মারামারিতে পটু বলে বোরিসের দিনগুলো বেশ ভালই কেটেছিল। কিন্তু শেষে তার চোখের পাতার কথা তাদের সে ভুলিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল এবং নিজে অর্জন করে নিয়েছিল গৌরবজনক পদবী : সেণ্টার ফরোয়ার্ড।

বাইরে বেশ অন্ধকার। ঘরে ঘরে জ্বলল আলো। এমনি সময় বোরিস তাদের ছোট্ট ঘরের চৌকাটে পা দিল।

তাকে দেখেই ভেরা শুধু বললেন : "আয়োডিনটা নিয়ে এসো।"

ছেলেটা ঘরের কোণে ওষুধ রাখবার দেয়াল-আলমারির দিকে এগোল। দোরের কাছে মেয়েরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বোরিস আয়োডিনের শিশিটা তার মায়ের হাতে দিল। কেটে-ছড়ে যাওয়া হাঁটুটা এগিয়ে দিয়ে আগে থেকেই সে ঠোঁট কামড়ে রইল।

ছড়ে-যাওয়া কুনুইটা এগিয়ে দিয়ে সে বলল : "এখানেও দাও একটু।"

অভ্যস্ত হাতে হাঁটুটায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে আর হাসি চাপতে চাপতে ভেরা জিজ্ঞেস করলেন : "কি, আলাপ-পরিচয় হল তো?"

মাথা নেড়ে বোরিস স্বল্প কথায় জানাল যে ছটা পাখির বাসার খোঁজ সে নিয়ে এসেছে তাতেই কাজ হবে। ঘরে ফিরে আসবার সময় সে দেখতে পেল দুটো ছেলে গুল্তি দিয়ে একটা পেঁচাকে মারছে। সে তাদের বুঝিয়ে বলেছিল যে পেঁচা উপকারী পাখি, কিন্তু তারা তার কথা শুনল না।

লিউবা জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না : "তখন তুমি কি করলে?"

: "তাদের ওপর আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম।"

সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল বাকি গল্পটার জন্যে কিন্তু বোরিস আর কোন কথা বলল না।

মারিনা জিজ্ঞেস করল : "তা পেঁচাটার কি হল?"

"উড়ে গেল।" চোখ নিচু করে বোরিস জবাব দিল। একটা মিথ্যে ভালমানুষীর ছায়া তার মুখের ওপর নেমে এল।

বিজ্ঞানের জন্যে সাহসের সঙ্গে সে লড়াই করেছে বলে ভারয়া তার কথা অনেকবার ভাবলে। একদিন ঠিক এরই মত একটা ছেলে তার হবে। কিন্তু তার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাঁটু ও ছড়ে-যাওয়া মুখ দেখে গরমকালের কাজকর্মের

প্রথম দিনের খুশিভরা মেজাজ ও মনটা তার কেমন যেন দমে গেল। কিন্তু এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় তাদের পড়তে হল।

বনে-জঙ্গলে প্রথম দিনের সন্ধ্যায় ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ লোপাটিন: প্রাণিতত্ত্বের অধ্যাপক মেয়েদের সঙ্গে মিলিত হলেন। মেরুদণ্ডী-জীব বিষয়ে পরীক্ষার সময় দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে গেল যে অধ্যাপক লোপাটিনকে ভয় করার কিছু নেই। সত্যিই, তাঁকে প্রবঞ্চনা করার মতও কিছু নেই। কিন্তু যে সত্যিই বিষয়বস্তুটাকে ভালভাবেই জানে অথচ চঞ্চলতাকে যে কিছুতেই দূর করতে পারে না—সে সব সময়েই তাঁর সহায়তার ওপর নির্ভর করতে পারে।

যাহোক, অধ্যাপক লোপাটিন সেই সন্ধ্যায় বিচ্ছিরি মেজাজ নিয়ে হাজির হলেন। ভারয়া তা দেখে তো অবাক, কিন্তু লিউবা তা লক্ষ্যই করেনি। সে জানালার পরদা নিয়ে খুব গর্ব প্রকাশ করতে লাগল আর তাঁকে তাদের সঙ্গে রাত্রে খাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল। রীতিমত ভোজ-সভা আর কি! তারা বারডক-পাতা দিয়ে টেবিল সাজাল, বাড়ি থেকে যে যা খাবার এনেছে তা সবাই তার ওপর রাখল। কিন্তু অধ্যাপক টেবিল, সবে-ধোয়া মেঝে আর আলোর ঢাক্নির দিকে কেমন যেন অসন্তুষ্টভাবে তাকালেন।

: "চমৎকার আর ভারি আরামে তোমরা আছ, তাই না?—আর তোমাদের অন্য সহকর্মীদের জন্য এতটুকু ভাবনা তোমাদের নেই"—ছোট্ট ঘরে পা দিতে না-দিতেই তিনি যেন গর্জে উঠলেন।

: "ভেরা ভাসিলিয়েভ্না, আমাকে তুমি কতকগুলো বাতি দিতে পারো?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

: "কতগুলো?"

: "অন্ততঃ ছ'টা চাই। ছেলেদের থাকবার জায়গাটা যেন একটা খোঁয়াড়: জানোয়ারদের জায়গা। এতটুকু আলো নেই। সত্যি কথা বলতে কি ভাল-করে গড়া জানোয়ারদের থাকবার জায়গা এর চেয়ে অনেক বেশি আরামের। জীব-জন্তুরা ভালবাসায় আর যত্নে তা গড়ে নেয় কিন্তু এই ছোট্ট বাড়িটা নিশ্চয়ই একটা স্বার্থপর বদমাশ তৈরি করেছিল, বিচ্ছিরি রকমের ঠাণ্ডা আর তার চেয়েও অন্ধকার।" বাতিগুলো নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের কম্‌সোমল-সংগঠক সব-কাজের-কাজী লিউবা চিৎকার করে বলল: "রিজ্‌হিকোভা! তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে

একটা নোটিশ লিখে দাও: আগামী কাল বেলা তিনটের সময়, কম্‌সোমল সভা, আলোচ্য বিষয়—ছাত্রদের বসবাস ব্যবস্থার উন্নতি। উপস্থিতি অত্যাবশ্যক।"

সকলের অজান্তে ভারয়া বেরিয়ে গিয়ে ফয়ডর ফয়ডরোভিচের পিছনে পিছনে যেতে লাগল। শাদা পরদা আর কোট-ঝোলানোর-ব্রাকেটের কথা ভেবে এখন তার লজ্জা লাগছিল। রাত্রের খাওয়ার ইচ্ছে যেন তার আর নেই। সভার জন্যে অপেক্ষা করে লাভ কি? সটান গিয়ে সহায়তা দিই না কেন? ছেলেদের বাসার কাছে পৌঁছেই সে দেখতে পেল দোরের কাছে নিকিতা ওরিখোভ্‌ দাঁড়িয়ে আছে। সে তার দিকে এমন চোখে চেয়ে রইল যেন সে ঝোপজঙ্গল ছাড়া আর কিছু নয়। হাতুড়ি আর পেরেকগুলো হাতের মধ্যে জোর করে চেপে ধরল সে। এগুলো দিয়েই ছেলেদের থাকবার ঘরগুলোর একটু উন্নতি করতে সে চেয়েছিল। ভারয়া আবার ছাত্রীদের আবাসে ফিরে যেতে শুরু করল। যদি ছেলেরা আমাদের সাধারণ শিষ্টাচারও না দেখায়—তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নিক্। ওরা আমাদের সহায়তা চায় না? ঠিক আছে! তারা কালকের মিটিং পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে। যারা চায় না তাদের ওপর জোর করে নিজেকে চাপিয়ে দেবার দরকারই বা কি? এখনও তার মনে আছে তাদের ছোট্ট আবাসে কি তাড়াতাড়িই না সে ফিরে গিয়েছিল। লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠল। তার হাতের চেটোয় সেই শক্ত পেরেকগুলো কি ভয়ানক ভাবেই না লাগছিল!

পরের দিন কোন সভা-সমিতি হল না, কেননা ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ তাদের সবাইকে বনে নিয়ে গেলেন। ফিরল তারা ঠিক সন্ধ্যেয় খাবার সময়। সন্ধ্যেবেলায় সে আর ভেরা কখন পাখির বাসা পাহারা দেবে তার একটা তালিকা তৈরি করে ফেলল। রাত্রে পাহারার কাজ চায় সবাই এক আল্লা বাদে। এখন সে অবশ্য কিছু বলল না। খুব রঙ-করা আর কারু-কাজ-করা লম্বা একটা ড্রেসিং-গাউন পরে একা সে বসে রইল। রাত্রে বনে-জঙ্গলে তার মোটেই ভাল লাগত না। তাছাড়া অধ্যাপক লোপাটিনের ওপর সে বিরক্ত হয়েছিল। তিনিই তো এই গরমে কখনো পাথুরে খাড়া জায়গায়, কখনো বা খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে বন্ধুর পথে যেতে বাধ্য করেছিলেন। ভেরাকে অধ্যাপক যেই বলেছিলেন: 'রাস্তা দিয়ে না গিয়ে সোজা ফার-কুঞ্জের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারি, ঝোপ-জঙ্গলটা

অবশ্য একটু বেশি কিন্তু তাতে কি হয়েছে, আমরা যাহোক করে এগিয়ে যেতে পারব'—তখুনি সে বুঝতে পেরেছিল তাদের কপালে অনেক কষ্ট আছে। ভেরা উঁচু হিল-তোলা জুতোর দিকে দুষ্টুমীভরা চোখে চেয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। আবার ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সেই রঙ-করা আর সুন্দর কারু-কাজ-করা ড্রেসিং-গাউনের দিকে তার লম্বা দাড়িটা নাড়াতে নাড়াতে বললেন :

: "তরুণী কন্যে, এবার তোমার পাহারা দেবার পালা আর ভারয়া তোমারও। ব্ল্যাক-ক্যাপ-এর বাসাটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।"

তেরচা চোখে তিনি আর একবার এই ড্রেসিং-গাউনটার দিকে তাকালেন। কেবল যখন মেয়েরাই রইল, একগুঁয়ে লিউবা জিজ্ঞেস করল :

: "কি যাবে? না ঘরে বসে-বসে স্বাস্থ্যচর্চা করবে?"

: "হ্যাঁ, যাব।" আল্লা জবাব দিয়েছিল।

ভারয়া ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে নিজেকে বকতে লাগল। আল্লার জন্যে তার আর একটু অপেক্ষা করা উচিত ছিল। সে তাদের দলের কম্সোমল সংগঠক—নিয়মশৃঙ্খলা ঠিক মত মেনে চলা হচ্ছে কি না যদি সে না দেখে তো দেখবে কে? লিউবা কম্সোমলের সভা ডেকে অনুপস্থিতির প্রশ্ন নিশ্চয়ই তুলতে পারে। ভারয়া নিজের ঘাড়ে দোষটা নিতে পারে না কি? কিন্তু তা করার কোন উপায় নেই। লিউবা তার চোখের দিকে চেয়ে বলবে :

'ওকে আড়াল করছ কেন? ভারয়া, মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করো না—কারণ তুমি জানো মিথ্যে কথায় তুমি তত পাকা নও।' আর তারপরে সে আরো তীক্ষ্ণ ভাবে বলবে : 'নীতিটাকে আমাদের মেনে চলতেই হবে। তুমি বড্ড প্রশ্রয় দাও।'

: 'কমরেড কম্সোমল সংগঠক, এই তোমার পাওনা।' ভারয়া দুঃখিত হয়ে ভাবতে লাগল।

ইতিমধ্যে বন-জঙ্গল কেমন সোঁদা গন্ধে ভরে উঠেছে। ভারয়ার মনে হল যে এত কথা উৎকণ্ঠিত ভাবে ভাবা সত্ত্বেও সে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন ঘুমিয়ে আর হবে কি, এক ঘণ্টার মধ্যে সবাই জেগে উঠবে। যদিও ভেরা ভাসিলিয়েভ্না বলেছেন যে রাত্রের পাহারায় যারা থাকবে তারা

ঘুম থেকে দেরি করে উঠতে পারে। কিন্তু কমসোমলের সংগঠক প্রথম দিনে দেরি করে আসবে—এ আবার কি কথা? পায়ে ভর দিয়ে সে উঠে পড়ল। অবসন্নতাকে ঝেড়ে ফেলল, দু-হাতে চোখ কচলাল এবং ঠিক করল গিয়ে স্নান করে ফেলবে।

ফয়ডর একটা ঝাঁকড়া শ্যাওলা-ভরা বার্চগাছে ঠেস দিয়ে খাদের ধারে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। তাঁর ছাই রঙা মাথার চুল আর দাড়ি গাছের-গুঁড়িতে লেগে-থাকা শ্যাওলার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিশে গিয়েছিল আর মনে হতে লাগল তিনি যেন গাছেরই একটা অঙ্গ। ভারয়ার পায়ের শব্দ শুনে তিনি তার দিকে কঠিন চোখে চাইলেন—সে চোখের ভাষা হল: 'এইও! আস্তে।' বনে-জঙ্গলে প্রথম দিনে ফয়ডরের সঙ্গে বেড়াবার সময় জঙ্গলের অন্ধকারভরা গভীরে যাবার সরু পথে তিনি থেমে পড়ে বললেন: "সব চুপ! এখন চোখ আর কান সজাগ রাখো। দেখো, শোনো, ভাবো! এখন কিছুক্ষণ আমরা শুধু দেখে যাব, পরে শুরু হবে আমাদের কাজ।"

সেই সরু পথ ধরে শ্যাওলা মাড়িয়ে ভক্তি-ভয়-ভরা মনে ছাত্রেরা তাঁকে অনুসরণ করে চলতে লাগল। তাদের চারপাশের যে অবোধ্য রহস্যঘেরা বন-জীবন ছড়িয়ে আছে তাতে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না লাগে সেজন্য তারা গাছ-গাছালির ডালপালাগুলোকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতে লাগল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌কে এই সকালে দেখতে পেয়ে ভারয়া স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি একটা ছোট ফারগাছের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন। সেই ছোট ডালে একটা বাসা ঝুলছে—লতাপাতা দিয়ে বাসাটা চমৎকারভাবে তৈরি। এ বাসাটা কোন পাখির—ভারয়া অনেক মাথা ঘামিয়ে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছিল না এমন সময় পাঁশুটে রঙের ছোট একটা পাখি সেই বাসা থেকে বেরুল। সরু লম্বা খাড়া হয়ে-থাকা ল্যাজটা দেখলেই মনে হয় পাখিটা বেশ স্বাধীন আর বেপরোয়া। কবার কিচ্‌ কিচ্‌ করে ডেকেই সেটা উড়ে চলে গেল। তার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে ভারয়া সাহস করে ক'পা এগিয়ে গিয়ে ফয়ডরের পাশে বসল।

: "পাখিটা বেশ—তাই না?" তাঁর দাড়ির থেকে লতাপাতা আর মাকড়শার জাল ছাড়াতে ছাড়াতে মনের খুশিতে তিনি ফিসফিসিয়া উঠলেন। নিশ্চয়ই উনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মানুষটা ঘুমোন কখন সেইটেই একটা রহস্য। হয়তো একেবারেই ঘুমোন না।

: "এটা কি পাখি জানো? রেন, পুরুষ-পাখি। দেখতে পাচ্ছ, সে তার নিজের জন্যে আলাদা বাসা তৈরি করে নিচ্ছে। গোলমাল, রান্নার গন্ধ, আর ভিজে-কাঁথা-ভরা তার স্ত্রীর বাসাটা যেন তার ছু'চোখের বিষ। যেই বাচ্ছাগুলো জন্মায় অমনি সে তার এই নিজস্ব-ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়—ভারি চালাক লোক, তাই না?"

: "সব সময় আপনার কেবল ঠাট্টা! কেন সে নিজের জন্যে এই আলাদা বাসা তৈরি করে?"

: "কেন? কোথায়? কি করে? কখন?" ফয়ডর যেন তাকে রাগাবার জন্যে বলে উঠলেন। প্রশ্ন করাটা তিনি বিশেষ পছন্দ করেন।

রেন পাখিটা ফারগাছের ডালগুলোর ওপর ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তাদের দিকে সন্দেহভরা চোখে চাইতে লাগল। তার ল্যাজটি কাত করাতে পাখিটাকে আরো ছোট এবং বেপরোয়া বলে মনে হল। মাথাটা পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে সে গান জুড়ে দিল। চমৎকার মিষ্টি গলার চড়া স্বর—শেষে পরিণত হল ভাঙা উৎকট আওয়াজে। এইভাবে বারো বার গলা সেধে পাখিটা বেশ গম্ভীরভাবে নিজের বাসায় গিয়ে ঢুকল। ফয়ডর তার দিকে স্মিতমুখে তাকিয়ে রইলেন।

"দ্বিতীয় বাসাটা কেন? নিজে ভেবে বার করো।"

ভারয়া প্রশ্নভরা চোখে তাঁর দিকে তাকাল।

: "তুমি তো দেখলে এটা কি ধরনের পাখি?"

: "খুব ছোট্ট।"

: "ঠিক তাই। এ-বনের সব চেয়ে ছোট পাখি এটা। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এদের জন্ম। বাসা বেঁধেছে এখানে। ছোট্ট খুঁদে পাখি। পল্‌কা শরীর, পালক অল্প। বাপ-মা ছু'জনেই ডিমে তা দেয়। বাসাটা ছোট। পুরুষ-পাখি তা দিতে শুরু করলে মা-পাখির যাবার মত জায়গা থাকে না। মা-পাখি তা দিতে শুরু করলে পুরুষ-পাখিটার সেই অবস্থা ঘটে। অন্য যে-কোন পাখি ডাল-পালায় কোনরকমে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে নিত। কিন্তু এরা ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না। সেজন্যেই এরা বেশ গরম ও আরামপ্রদ আলাদা বাসা তৈরি করে। ভারি চমৎকার পাখি আর বেশ বুদ্ধিমানও।"

ফয়ডরকে দেখলে যে-কেউ মনে ভাবতে পারে যে রেন পাখির এই অদ্ভুত জীবনযাত্রাটা তিনিই আবিষ্কার করে দিয়েছেন আর তার আলাদা

বাসাটা নিজের হাতে তিনি-ই তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি এই সম্পর্কে এমন ভাবে বলতে শুরু করেন যেন পৃথিবীতে রেন-এর মত মনোহর পাখি আর নেই।

অধ্যাপক লোপাটিন যে কোন প্রাণী সম্পর্কে আলোচনা করলে ভারয়ার ঠিক তাই মনে হয় ওই প্রাণী সম্পর্কে। অবশ্য কতকগুলো জন্তু আর পাখি মানুষের শত্রু কিন্তু সেজন্য তাদের জীবনযাত্রা কম কৌতূহলজনক নয়। এদের যে-কোন একটিকে দীর্ঘকাল ধরে পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন করতে হয়।

: "তারপর আমাদের ব্লক-ক্যাপ বন্ধুদের খবর কি?" লোপাটিন জিজ্ঞেস করলেন। তাদের সম্পর্কে ভারয়ার অনেক জানা থাকলেও সে শান্তভাবে সঠিক জবাব দেবার চেষ্টা করল।

ফয়ডর তাঁর শাদা লোমশ ভ্রুর তলা থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

: "খাবারের খোঁজে কোথায় তারা যায়?"

: "গাছের মাথায়।"

: "ওদের ছানাগুলোকে ভাল করে দেখেছ?"

: "দূর থেকে দেখেছি।"

: "কেন? একটিকে ভাল করে দেখো। সরীসৃপের সঙ্গে এদের কোন মিল আছে কিনা দেখো। একটা ছবি এঁকে নাও। একটাকে বাসা থেকে বার করে নাও। ওজন করো আর পর্যবেক্ষণ করো।"

ভারয়া ভয়ে ভয়ে বলল, "অধ্যাপক শ্চারভ্ এদের ছুঁতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে এতে আমরা ওদের ভয় পাইয়ে দেবো। তিনি বলেন আমাদের কাজ হল পর্যবেক্ষণ করা।"

ফয়ডর চুপ করে রইলেন। ভারয়া বুঝতে পারল যে কথাটা তার বলা ঠিক হয় নি।

: "তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো।" তিনি বললেন। তাঁর গলার আওয়াজটা ভারি কিন্তু স্নেহভরা।

চাপা গলায় সে জবাব দিল: "আমি স্নান করতে যাচ্ছি।" আচ্ছা পাহারাদার! ভাল করে একটা প্রশ্নের জবাবই দিতে পারে না। কেবল স্কুলের কচি খুকীর মত কাগজের ওপর কেবল ফুটকি ফোটাতেই পারে।

: "ভারয়া, তুমি মস্ত বড় প্রাণিতত্ত্ববিদ হবে।"

ভারয়া ফয়ডরের তারার মত চোখের দিকে তাকাল। একদিন সে-ও তাঁর মত হবে: বুড়ো···জ্ঞানী ··তীক্ষ্ণ চোখ···বন-জঙ্গল হবে তার মূলতত্ত্বের বিষয়···কোন ছাত্রীকে সে-ও একদিন বলবে: 'একদিন তুমি মস্ত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ হবে। আর সে মেয়েটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মেয়ে করে দেবে।

ফয়ডরের সঙ্গে আরো অনেক কথা বলবার তার ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু বোঝা গেল কথা বলতে আর তাঁর ইচ্ছা নেই।

: "যাও—যাও—দৌড়ে চলে যাও। আমার এখানে কিছু কাজ করার আছে।"

কি যেন তুলে নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন। ভারয়া দেখতে পেল একটা বাই-সাইকেল পাম্পের একটি উন্নত সংস্করণ আর কি। সেই পাম্পটা একটু দুলিয়ে বিদায়-সূচক হাসি হেসে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ চলতে শুরু করলেন।

॥ দুই ॥

ভারয়া সেই লুকনো জায়গাটা ছেড়ে চলে আসবার অনেক পরে নিকিতা সেখানে আরাম করে থাকবার চেষ্টা অস্থিরভাবে করতে লাগল। এটা কিন্তু বড় শক্ত কাজ—পা ছড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই। ইউরাও রোগা আর লম্বা। সেও অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করতে করতে সরু ঘাড়টা, কখনো হাঁটুটা, কখনো-বা কুনুইটা দিয়ে নিকিতাকে গোঁজা দিতে লাগল। সে স্থির হতেই তখন নিকিতার বার বার মনে হতে লাগল এই বুঝি গোঁজা দেয় অথবা বকবকানি শুরু করে। যা ভয় করছিল শেষে তাই হল। স্থির হয়ে বসতে না বসতেই ইউরা অল্প হেসে একথাই নিকিতাকে বোঝাতে চাইল যে ভারি মজার গল্প সে করতে যাচ্ছে। কিন্তু নিকিতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল: "এখন কথা বলো না—আমি একটু ভাবছি।" এই বলে সে তার নোট-বইয়ে একটা রেখা টানল।

ইউরা নিরাশ হয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। সেই লুকনো জায়গার চারদিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ অকারণ আনন্দে কবিতা তৈরি করতে শুরু করে দিলে। "কিশলয়গুলি পাণ্ডুর অধরে তব ফেলিয়াছে ছায়া…" তার রোদে-পোড়া নাকটা কুঁচকে সে ফিসফিসিয়ে উঠল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে সে কবিতা লিখত। ছন্দ যেন তাকে এড়িয়ে পালাত। তার কবিতায় কেবল প্রেমের সুর। কবিতার এই লাইনকটি সে লিউবাকে লক্ষ্য করেই লিখেছিল। গত তিনমাস ধরে সে দিনরাত তার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে আছে। ইউরার প্রণয় নিবেদনের পদ্ধতিটি ছিল বেশ সহজ সরল। সে তার প্রণয়-পাত্রীকে সিনেমায় নিয়ে যেত, তার জিনিসপত্র তার হয়ে বহে নিয়ে বেড়াত এবং প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় তার বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করত। পথে যেতে যেতে সে মজার মজার গল্প বলত, অথবা হঠাৎ থেমে পড়ে এবং পালিয়ে না যেতে পারে তাই সঙ্গিনীর জামাটাকে টেনে ধরে, সুর করে তার কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করত। সঙ্গিনী যদি ভাবপ্রবণ হত, তাহলে কবিতা তার ভালই লাগত। তখন কেউ কেউ আবার এই মুখে-মুখে গাঁথা ছড়াগুলো লিখে ফেলতে অনুরোধ জানাত।

বেপরোয়া ভাবে সে জবাব দিত, "এই বাজে কাজে নষ্ট করবার মত সময়

তার নেই। এ তো সাময়িক। ষোল থেকে বিশ বছর বয়সী প্রতি দশজনের মধ্যে ন'জন ছেলে কবিতা লেখে।" আসলে কিন্তু ঠিক এ কথাটাই সে বলতে চায়নি। যে কবিতাগুলি সে লিখেছিল সেগুলো তার তেমন ভাল লাগেনি। সে মনে করত যে এই কবিতাগুলোর আরো সংস্কার করা দরকার কিন্তু খাটতে সে চাইত না।

আর তার প্রেমের সমাপ্তি ঘটত এই ভাবেই : তার সঙ্গে মেয়েটির একটু অন্তরঙ্গতা হতেই সে তার অসীম গুণের পরিচয় পেল। তারপর কবিতার ভাবের আবেগে দুর্বল মুহূর্তে অন্য ছেলের ওপর তার না-পাওয়া ভালবাসার কথা হয়তো মেয়েটি ইউরাকে বলত। এ তো স্বাভাবিক, তার ভালবাসার প্রতিদান পেলে মেয়েটি তো ইউরার সঙ্গে অবসর সময়টুকু কাটাত না আর সিনেমায়ও যেত না। ইউরা তখনি প্রেমিকের পদ থেকে সরে গিয়ে একেবারে দাদা হয়ে দাঁড়াত। মেয়েটিকে সান্ত্বনা আর সৎ উপদেশ দিত। তিক্ত-মধুর গোপনীয়তা সেই থেকে তাদের মধ্যে চিরন্তন সখ্যতার সূত্রপাত করত।

জানাজানি হয়ে গেল যে বাচাল ইউরা অপরের প্রেম-প্রণয়ের গোপন-কথা অন্যের কাছে ফাঁস করে দেয় না। দু' তিনবার গোপন সাক্ষাৎ-আলাপের পর থেকেই হু হু করে এই গুপ্ত কথা বলার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

তারা দু'জনে প্রথম সন্ধ্যায় সিনেমা থেকে ফিরছিল। লিউবা উচ্ছ্বলভাবে বলে উঠল : "আমাকে কবিতা শুনিও না কিন্তু। প্রথম কথা, কবিতা আমি বুঝতে পারি না। দ্বিতীয় কথা হল, প্রেমে আমি ব্যর্থ হয়েছি।"

কিন্তু ইউরা ভাল করেই জানত যে লোকে প্রেমে বিফল হলে কি ভাবে কথা বলে। রোজ রাত্তিরে এমন নিয়মিতভাবে সে লিউবার সঙ্গে দেখা করতে লাগল যে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

পাণ্ডুর আননের উপর কবিতা-রচনা ধীরে-সুস্থে আয়তনে বাড়তে লাগল। পাখিটা বারবার বাসায় ফিরে ফিরে আসতে লাগল। তার এই অতিরিক্ত ব্যস্ততায় ইউরার চিত্তবিক্ষেপ ঘটতে লাগল। নিকিতাও তাকে আর মনসংযোগ করতে দিলে না। সে কি ভাবছিল ইউরা তা বুঝতে পেরেছিল।

ইউরা বুঝতে পেরেছিল যে ভয়ানক রকমের গুরু গাম্ভীর্য তার মধ্যে দেখা দিচ্ছে। এটাই সে কিছুতে সহ্য করতে পারত না। অন্যের কাছে ভয়ানক রকমের মাথাধরা যা ইউরার কাছে গাম্ভীর্যটা তাই : কপাল দুটো টনটন করা, পেটের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি আর যে কোন রকমই পরিবেশ

পরিবর্তনের তীব্র অনুভূতিবোধ। এখন তার ঠিক এই রকমই বোধ হচ্ছে। মনের ভারী মেঘ কেটে যাক—এইটাই সে চাইছিল কিন্তু তা কেটে গেল না।

তাছাড়া ইউরাকে বলা প্রেমের গোপনকথাটা আসলে কিন্তু তাকে ঠিক বলা হয় নি। শীতকালে হঠাৎ সে সেটা আবিষ্কার করে ফেলেছিল। ছাত্রেরা মেরুদণ্ডহীন জীবদের উপর বাস্তবভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল। কুমিরের কঙ্কালটা নিয়ে দেখতে দেখতে ইউরার চোখ দুটো যেন ক্লান্ত হয়ে এসেছিল! তার মতে কুমিরের বড্ড বেশি হাড় আছে। তার চোখ দুটো আনমনে গবেষণাকারের চারধারে ঘুরতে ঘুরতে ভারয়া বিরেজ্‌খোভার ওপর পড়ে স্থির হয়ে রইল। সে দেখল তার যেন কেমন কষ্ট হচ্ছে। সে তাকিয়ে ছিল নিকিতার দিকে। নিকিতা আল্‌লাকে সাপের দেহ-কঙ্কাল সম্পর্কে কি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছিল। নিকিতা আহত চোখে তার দিকে চেয়ে থাকলেও মনে হল সে যেন সোজাসুজি তার চোখ দুটোর দিকেই তাকিয়ে আছে। ইউরা কেমন যেন চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে কুমিরের কঙ্কালটার উপর তার কুনুইয়ের ভর দিতেই তার নীচের চোয়ালটা ভেঙে গেল। ভেরা ভাসিলিয়েভ্‌না তার ওপর চটে গেলেন।

"এটা আমাদের সব শেষের চমৎকার কুমির। আজকাল এদের পাওয়াই যায় না"—তিনি রাগে চিৎকার করে উঠলেন। শাস্তি দেবার জন্যে তিনি সবচেয়ে খুঁদে গিরগিটির কঙ্কালটা তাকে দিলেন। এটার উপর নানা রঙের পেনসিলের রঙ দেওয়া। একটা হাড় থেকে অন্য হাড়কে আলাদা করা বড্ড শক্ত। অনেকক্ষণ ধরে ভারয়ার ভাবনাব্যাকুল ছোট্ট মুখখানা যেন তাকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। একদিন পড়ার ঘরে সবুজ সন্ধ্যার স্বল্প অন্ধকারে সে কিছু খোঁজখবর নিল:

সে নিকিতাকে জিজ্ঞেস করল: "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কটা বেশ ভাল মেয়ে আছে—তাই না?"

: "হ্যাঁ, ক'জন মন্দ নয় বটে": নিস্তেজ জবাব।

: "যেমন ধর, ভারয়া……"

: "ভারয়া?" নিকিতা ভুরু কোঁচকাল। "কোন মেয়েটা? কালো দেখতে?"

: "ফর্সা মত", অবস্থা যে হতাশজনক তা বুঝতে পারল সে।

আর এখন, এই লতাপাতা-ঘেরা লুকনো জায়গায় নিকিতার পাশে

হামাগুড়ি দিয়ে বসে ইউরা আবার ভারয়া…নিকিতা আর আল্লার কথা ভাবতে শুরু করল।

নিকিতা বলছিল: "কথা বলো না।" কিন্তু কেন সে কথা বলবে না? বন-জঙ্গলের মধ্যে এমন লুকনো জায়গা—চমৎকার পরিবেশ। এখানে সে তার বন্ধুকে ভুল থেকে সাবধান করে দিতে ও সত্যিকার একটা ভাল মেয়ের সুখ শান্তিকে রক্ষা করতে সে ব্যগ্রব্যাকুল। নিকিতা ভাবতে চায় বলে তাকে চুপ করে থাকতে হবে? নিকিতা রহস্যময়! যেন কেউ জানে না যে নিকিতার ভাবনা চিন্তা সব ঐ আল্লাকে ঘিরে।

কিন্তু নিকিতা আল্লার কথা ভাবছিল না। সে ভাবছিল তার বাবার কথা। তার মানে এ নয় যে সেই মুহূর্তে সে তার কথা ভুলে গেছে। আল্লা তার জীবনের সঙ্গে, তার কাজের সঙ্গে, তার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নের সঙ্গে এমনি গভীরভাবে জড়িয়ে যে সে যেন সব সময়েই ছিল তার পাশে পাশে। এমনকি তার বাবার ভাবনার সঙ্গেও তার ভাবনাটা যেন জড়িয়ে গিয়েছিল। এ কথাটা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

কিছুদিন আগে নিকিতা তার বাবাকে একটা চিঠি লিখেছিল। এখন সে ভাবছিল যে তার বাবা তার সেই চিঠির কি উত্তর দিতে পারেন। সে আল্লাকে বিয়ে করবার অনুমতি তাঁর কাছ থেকে চেয়েছিল। তার বাবা: আইভান ত্রিফোনোভিচ ওরেখোভ স্বল্পভাষী এবং রূঢ় প্রকৃতির মানুষ। তার খুড়ীর মুখে সে শুনেছিল যে তার বাবা এক সময়ে ভারী আমুদে গান গাইতে ভাল বাসতেন এবং গ্রামের সেরা নাচিয়ে ছিলেন। নিকিতার মা ছিলেন অপরূপ রূপসী। সে তার মাকে দেখেনি। তার জন্মের সময় তিনি মারা যান। মায়ের মৃত্যুর পর তার জন্মস্থান সাইবেরিয়ার সেই গ্রাম ছেড়ে তার বাবা চলে গেলেন। বাড়ি থেকে পালিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীর সহানুভূতি বঞ্চিত হয়ে তিনি একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। শেষে যেখানে তাঁর বিবাহিতা ভগ্নী থাকত সেই রূপালী উইলো-ঘেরা শান্তিময় ছোট্ট চুভ্যাস গাঁয়ে তিনি বাস করতে শুরু করলেন।

তার বাবা ছিলেন কামার কিন্তু যখন তাদের কলখজে ট্রাক্টার আর চাষ-আবাদের নানারকম যন্ত্রপাতি আসতে লাগল তখন তিনি যন্ত্রবীদ্ হিসেবে প্রভূত দক্ষতা অর্জন করেছেন।

সাত-বছরের স্কুল শেষ হতেই তার বাবা তাদের গ্রাম থেকে পাঁচ

কিলোমিটার দূরে একটা বড় কলখজের দশ-বছরের স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। নিকিতা তাদের শিক্ষয়িত্রী মারিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নার কাছেই রইল।

তাঁর কাছে থাকতে তার বেশ ভালই লাগল। সে খুব পড়ত, ঘর-কন্নার কাজে মারিয়াকে সাহায্য করত এবং রবিবারে তার বাবাকে দেখতে যেত। কলখেজে একবার গিয়ে সে দেখল যে তার বাবা বেশ খানিকটা রোগা হয়ে গেছেন। একটা বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে তিনি সহায়তা দিচ্ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর বয়সী লোকের পক্ষে এ কাজটা একটু অতিরিক্ত রকমের শ্রমসাধ্য ছিল।

সেই রাত্রে নিকিতা শুয়ে পড়বার পর তার বাবা এসে তার পাশে বসলেন। সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে তিনি খুব আল্‌তো ভাবে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অস্ফুট কণ্ঠে বল্লেন: "আমার খোকন সোনা……"। নিকিতা অতি কষ্টে তার কান্না থামিয়ে রেখেছিল। সে শেষবার কবে কেঁদেছিল তা তার মনে নেই। এবং তার অনুভূতিটাই বা কেমন তাও তার জানা নেই। সে কেবল এইটুকুই জানত যে এ নিয়ে ভাবতে নেই, সেইজন্যে সে নিশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে পড়ে রইল। তার বাবা ঘুমোতে গেলেন। বিছানায় শুয়ে তিনি কেবল ছটফট করতে করতে ধূমপান করতে লাগলেন। সে জেগে তার বাবার ক্রমাগত দেশলাই-কাঠি জ্বালার শব্দ শুনতে লাগল।

পরের দিন স্কুলের পর নিকিতা মারিয়া ভাসিলিয়েভ্‌নাকে বলল যে সে তার বাড়িতে থাকতে যাচ্ছে। ছোট্ট তোরঙ্গটা কাঁধের ওপর নিয়ে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সে চলে গেল।

সেদিন ভীষণ ঝড়বৃষ্টি। গ্রামের পথ ধরে চলা সহজ। কিন্তু খোলা মাঠে এসে পড়তেই তার পা তুষারে ডুবে যেতে লাগল আর ঝড় যেন তাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে যাবার যোগাড় করল। সে ভয়ানক ক্লান্ত ও শীত-কাতর হয়ে পড়ল।

সে দেখল নির্ধারিত জায়গায় চাবিটা ঝুলছে? কাজ থেকে তার বাবা তখনও ফেরেন নি। স্টোভটাকে সেদিন জ্বালান হয় নি। জানালাগুলো তুষারে ঢেকে আছে। টেবিলে প্লেটের ওপর কতকগুলো ঠাণ্ডা আলু।

নিকিতা স্টোভটা জ্বালল। ঘরটা ধুলো। খাবার তৈরি করল। সে খুব তাড়াতাড়ি করতে লাগল যাতে তার বাবা ফিরে আসার আগেই সব তৈরি হয়ে যায়। বাবা ঘরে ঢুকেই যেন হাসেন এটাই সে দেখতে চাইছিল। কিন্তু তার বাবা ঘরে ঢুকেই তার দিকে উদ্বেগের দৃষ্টিতে তাকালেন।

: "অসুখ করেছে ?"

: "না, আমি বাড়ি থাকতে চাই।"

: "কিন্তু স্কুলের কি হবে ?"

: "আমি হাঁটতে পারি, পারি না ? একটু হাঁটলে আমার এমনকিছু ক্ষতি হবে না। এসো খেয়ে নিই।"

খাওয়া-দাওয়ার পর নিকিতা লেখা-পড়া করতে বসল। তার বাবা তার সামনে একটা কাগজ নিয়ে বসলেন। চশমার ফাঁক দিয়ে তিনি মাঝে মাঝে চোরা-চাউনি দিয়ে তিনি তাঁর ছেলেকে দেখতে লাগলেন। সে বুঝতে পারছিল যে তার বাবা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ঘরটা বেশ গরম আলো-ভরা আর নিস্তব্ধ। শোবার আগে তার বাবা হাত-মুখ ধুতে গিয়ে হঠাৎ সুর করে একটা পুরনো গান গেয়ে উঠলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে উচ্চগ্রামের এই কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে তার মনে হল যে পরের দিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে তুষার-ভরা মাঠের ওপর দিয়ে দ্রুতপায়ে স্কুলের দিকে দৌড়তে তার এতটুকু কষ্ট হবে না।

নিকিতা ইউরার দিকে একটি বাঁকা-চাউনি দিল। তার বাবার সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে হঠাৎ তার ভারী ইচ্ছে হতে লাগল। কিন্তু ইউরার ভাব-সমাহিত চাউনি এবং ইউরা যে ব্ল্যাক্ কাপের উপস্থিতির সময়টা ধরতে পারে নি এটা বুঝতে পেরে সে তার ইচ্ছেটাকে দমন করল।

নিকিতার বাবা তাকে বাস্তকার করবার আশা করেছিলেন কিন্তু এ নিয়ে তিনি জেদাজিদি করেন নি। জীববিদ্যা পড়বার অনুমতি তিনি তাকে দিয়েছিলেন। চলে যাবার আগে সে তার বাবাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তার সৎ সহৃদয় এবং কর্মঠ এক বোনঝিকে তাঁর ঘরকন্না দেখবার জন্যে ডেকে আনতে সম্মত করিয়েছিল। তার ভয় হচ্ছিল হয়তো রূঢ় বুড়ো লোকটি বোনঝিকে পত্রপাঠ বিদেয় করে দিয়ে সেই শীতল শূন্য ঘরে একা ছেলের জন্য দুঃখভোগ করছেন।

যত তাড়াতাড়ি হয় তাকে স্নাতক হয়ে তার বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আল্লাকে বিয়ে করবার সঙ্কল্প করার পর থেকে একটা অনিশ্চিতের রঙ তার স্বপ্ন যেন লেগেছে। কোথায় তারা থাকবে ?

আল্‌লা কি তার বাবাকে আদরযত্ন করবে? সব ব্যাপারটা তখন কিরকম দাঁড়াবে?

তাদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের এই অনিশ্চিত ভাব সত্ত্বেও আল্‌লার উপর তার ভালবাসা যেন দিন দিন বাড়তে লাগল। সে ভাবতে লাগল, আল্‌লা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, দয়াবতী, আনন্দময়ী···বলে সত্যি, তার মা-বাবা তার মাথা একেবারেই খেয়েছে। গ্রোমাদা, মারিনা, স্তিপ্যান ও লিউবা প্রভৃতি যাদের সে শ্রদ্ধা করে আল্‌লা তাদের এতটুকু শ্রদ্ধা করে না।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচকে আল্‌লা পছন্দ করতেন না—এ জন্যেই নিকিতার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। তার মানে তার বাবাও তাকে ঠিক পছন্দ করতে পারবেন না। পাহারা দিতে এসে আল্‌লাকে ঘুমোতে দেখে নিকিতা ভারী চটে গিয়েছিল। ওদের দু'জনার মধ্যে আর একবার যে পালা শুরু হত সেটাকে আললা নামকরণ করেছিল 'টেমিং অব দি শ্রু' বলে। এই সব দৃশ্যের উপসংহার ঘটত 'রূঢ় ব্যবহারে'র জন্য নিকিতার ক্ষমা-প্রার্থনা ভিক্ষায় যদিও সে মনে মনে জানত যে তার এতটুকু দোষ বা অপরাধ নেই।

এমনি মুহূর্তে তার নিজের ওপর বড ঘৃণা হত। নিজেকে শান্ত সংযত মানুষ বলে মনে করত আর সে-ই কিনা ঝগড়ার ভয়ে ভীরুর পায়ে নতি-স্বীকার করছে।

নিকিতা অস্থির হয়ে উঠল। তার পা দুটো যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ইউরা আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে রাগতভাবে বলল: "এইভাবে পাহারা দেবার যে কি মানে তা বোধ হয় তুমি আমাকে বোঝাতে পারবে না। আর লাল ও নীল পেনসিলের রেখাই বা আমরা টানব কেন?"

নিকিতার মৌন থাকার অসাধারণ গুণ ছিল। ইউরার মনে হল সে যেন সুদৃঢ়ভাবে বন্ধ দরজায় কেবল আঘাতই হেনে যাচ্ছে। কিন্তু সে স্থির করে নিয়েছিল যে এবার জবাব তাকে নিতেই হবে।

আগের দিন ভেরা ভাসিলিয়েভনা যা বলেছিলেন সে-সব ধৈর্য ধরে আবার তাকে বলল। বিশেষ একশ্রেণীর পাখি একদিন কি পরিমাণ পোকা ধরে খায় তা জানা বিশেষভাবে দরকার। আর পাখিটা দরকারী কি অদরকারী তাও জানা প্রয়োজন···

: "কেন?" ইউরা জিজ্ঞেস করে বসল। তার কাছে কোন কথা না বলার চেয়ে যা হোক কিছু বলা ভাল।

নিকিতা বিস্তৃতভাবে তাকে বোঝাতে লাগল যা ইউরার দৃষ্টি বক্তৃতা-পাঠ গ্রহণের সময় এড়িয়ে গেছে। সে যখন বক্তব্য বিষয়টিকে বেশ গুছিয়ে বলতে শুরু করেছে ইউরা তার পাশের পকেটের মধ্যে হঠাৎ হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চেনশুদ্ধ ঘড়িটা টেনে বার করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার ঘড়িটাকে যথাস্থানে রেখে দিল।

ঘড়িটাকে পকেটে ভাল করে রাখতে রাখতে নিকিতা বলল: "তাছাড়া এই-ভাবে পাহারা দেওয়াটা আমাদের ধৈর্য ও পর্যবেক্ষণ শক্তিটাকে বাড়িয়ে দেয়।"

অত্যন্ত বিরক্তভাবে বাসাটার দিকে তাকিয়ে ইউরা ফস করে বলে উঠল: "এটা কিন্তু 'আমাকে' ধৈর্যহীন হতে শিক্ষা দেয়।" সে ভাবছিল এখান থেকে সে পালিয়ে যেতে পারবে কিনা। এই পাহারার কাজ ঠিকমত চলছে কিনা। ভেরা ভাসিলিয়েভনা যদি নাও খবরদারি করেন তাহলেও তিনি বুঝতে পারবেন যে পাহারার কাজ শেষ হবার আগেই সে সরে পড়েছে। শীতকালে প্রাণিবিদ্যার ক্লাসে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের সম্পর্কে পড়বার সময় সে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছিল। বার বার ঘড়ির দিকে তাকানোর দরুণ ভেরা ভাসিলিয়েভনা তাকে পরিষ্কার ভাবে বলেছিলেন: "আরো তেরো মিনিট একটু কষ্ট করে থাকতে হবে।" সেজন্যে ইউরা মনে মনে ঠিক করে নিল যেখানে সে আছে সেখানেই সে থাকবে। ভালই করেছিল কেননা ঠিক সেই সময়েই পথের ধারে ভেরা ভাসিলিয়েভনাকে দেখা গেল।

তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল গাছের আগডালে। ক'দিন আগে তিনি লম্বা একটি বার্চ গাছে ফিন্‌চের বাসা দেখেছিলেন। সেইটাকে এখন আবার খুঁজে বার করতে চান। বোরিস তার মায়ের প্রতিটি ভঙ্গী অনুকরণ করে তাঁর পিছনে পিছনে ফিরছিল। ভেরা ভাসিলিয়েভনা মুখ তুলে তাকালেন, বোরিসও তাই করল। পথে কতকগুলি দাগের উপর তিনি ঝুঁকে পড়লেন, বোরিসও তাই করল।

ইউরা অকস্মাৎ আতিথেয়তায় দিশাহারা হয়ে চিৎকার করে বলে উঠল: "আসুন আসুন, আমাদের সঙ্গে যোগ দিন।"

ছোট্ট কালো মাথাটা একবার দেখিয়ে ব্ল্যাক্-ক্যাপটা বাসার মধ্যে উড়ে পালাল।

: "ডজডিকোভ—ওটা কি ?" ভেরা ভাসিলিয়েভনা জিজ্ঞেস করলেন।

: "মেয়ে-পাখি—" বেশ নির্ভরতার সঙ্গে সে জবাব দিলে।

নিকিতা ঢোক গিলল।

শান্ত গলায় ভেরা বললেন: "মেয়ে-পাখি—তাই কি ? তার ঠোঁটে করে সে সাদা মত কি নিয়ে যাচ্ছে ?"

বোরিস ফিস্‌ফিস্ করে উত্তরটা দিল কিন্তু ইউরা তার কথা শুনতে না পেয়ে চুপ করে রইল।

: "ওরেখোভ, তুমি এটাও জান না ?"

: "পুরুষ-পাখিটা বাসা পরিষ্কার করছে", নিকিতা বোকার মত উত্তর দিল।

: "আরো একটু পরিষ্কার করে বলতে পার না ?"

: "সে জীবকোষ বার করে নিয়ে গেছে। পাখিদের ছানা থেকেই জীবকোষগুলো জন্মায়। বাচ্চাদের বিষ্ঠার ওপর একটি আবরণ পড়ে যায়। বাপ আর মা বাসা থেকে এই জীবকোষগুলো সরিয়ে নিয়ে যায়। এই আবরণ শক্ত এবং স্বচ্ছ অনেকটা শিরিসের মত।"

বোরিস হঠাৎ বাধা দিয়ে বলল: "ওটা অনেকটা রেড়ির তেলের 'খেঁজুরের' মত ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়—তাই না মা ?"

ইউরার মাথার উপর যে ঝড় উঠেছে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সেই ঝড় এড়াবার আশায় নিকিতা জিজ্ঞেস করল: "আপনি নাকি সঙ্-থ্রাস্-এর বাসা দেখতে পেয়েছেন।"

: "হ্যাঁ, মারিনা ডিমকোভা এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। এবছর তিনি পাখির বাচ্চাদের ক্রমোন্নতির বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। বাসাটা দেখবে তুমি ?"

: "ফারকুঞ্জের একটা গাছে—ডানদিকে আছে না ?" নম্রভাবে নিকিতা বলল।

: "তুমি ওটা দেখেছ ?" ভেরা জিজ্ঞেস করলেন। তার কণ্ঠস্বরে রাগ-বিরক্তের অস্পষ্ট আভাস।

তিনি আরো বিরক্ত হয়ে ছিলেন এই কারণে যে ফয়ডর ফয়ডরাভিচ তাঁর অভ্যাস মত নিঃশব্দে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে নির্বিকারভাবে সেই সাইকেলের ল্যাম্পটাকে দোলাচ্ছিলেন। তাঁর ছাত্র-বয়েস থেকেই ভেরা ভাসিলিয়েভনা পাখির বাসা আবিষ্কার করা ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতিলাভ

করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি পাখির একটা বাসাও খুঁজে বার করতে পারেননি নিকিতা ওরেকভ না দেখানো পর্যন্ত। ফয়ডর এ নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবেন। মনে হল বোরিসও এই ঠাট্টা-বিদ্রূপে যোগ দেবার জন্যে যেন উৎসুক হয়ে উঠেছে।

: "আমাদের গবেষণাগারের কাছে এ্যাস্‌পেন গাছে রঙিন কাঠঠোকরার বাসা দেখেছ ?"

: "না তো।"

: "আঃ।" ভেরা ভাসিলিয়েভনা বোরিসের ওপর রাগভরা চোখে তাকালেন। ফয়ডরকে তিনি বললেন: "আমি পর্যাবেক্ষণের জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখব।"

: "এর মত অন্য সবগুলো ঠিক আছে তো ?"

: "না, অর্ধেকগুলোই যা একটু ভাল।" বনের দিকে ফিরে ভেরা জবাব দিল।

বোরিস তাঁকে ক'পা এগিয়ে যেতে দিল। ইউরার দিকে এক চোখ বুঁজিয়ে একবার চেয়ে তার হাতের ওপর ভর দিয়ে রইল। অনেকক্ষণ সে ভালমানুষ সেজে চুপচাপ করে ছিল।

ভেরা বার্চগাছের মগ্‌ডালের দিকে চোখ রেখে বললেন: "বোরিস, পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াও! কতবার তোমাকে বলব যে পাখির-বাসার কাছে হামাগুড়ি দিয়ে যেও না ?"

একান্ত অনিচ্ছায় বোরিস আবার দাঁড়িয়ে উঠল। বনের মধ্যেও কাউকে একা তারা ছেড়ে দিতে পারে না। তবু বাড়ির মধ্যে থাকার চেয়ে এ অনেক ভাল। মস্কোতে বড় কষ্টে বোরিসের কেটেছিল। বাড়িতে সব সময়েই তাকে শুনতে হত: "এই, চেঁচিও না—এখন তুমি আর রাস্তায় নেই!" আর যখন সে রাস্তায় খেলা করত, লোকেরা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকে বারণ করত—কারণ রাস্তাটা বাড়ি নয়। এ অবস্থায় একটা ছেলে কি করে বল দেখি ?

একটা জয়ের হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠল—কারণ তার মা যে পাখির বাসাটা খুঁজছিলেন সেটা সে-ই দেখতে পেয়েছে; যাহোক, সে স্থির করল তিনি যত বেশি সময় খুঁজবেন ততই তিনি তার পর্যবেক্ষণ-শক্তির প্রশংসা করবেন। বার্চগাছটা পার হয়ে যেতেই সে তাঁর পোশাকের একটা অংশ ধরে টান দিল।

: "ঐ দেখ—ঐ যে···" সে চিৎকার করে বলে উঠল।

: "এতক্ষণ পরে তুমি দেখতে পেলে?"—ভেরা হাত ঘুরিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে বললেন: "আমি ওটা অনেক আগেই দেখেছি। ঐ দেখো ট্রি-ক্রিপার—দেখতে পেয়েছ?"

পরাজিত বোরিস পাখিটাকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

স্তিপ্যান পোরোসিন ও আইভান ওস্তাপোভিচ্ গ্রোমাদা লুকানো জায়গায় কাজে এলেন। গ্রোমাদাকে দেখতে পেয়ে ইউরা উল্লসিত হয়ে উঠল। তার উপস্থিতি মানেই পাহারা শেষ। আইভান ওস্তাপোভিচ্ সেই বছরকার পার্টির সংগঠক। তার সঙ্গে মেপে-যুপে চলতে হয়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর-ভাবে ইউরা বলল: "সবাই হাজির আছে আর সব ঠিক আছে।"

আইভান ওস্তাপোভিচ্ নৌবাহিনীর কাজ থেকে একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিল।

সে গম্ভীরভাবে বলে উঠল: "ঠিক আছে, কাজ চালিয়ে যাও।" লোপার্টিনের দিকে বাঁকা-চোখে একবার তাকিয়েই ইউরা আবার ঝোপের মধ্যে চলে গেল। কে জানে আবার যদি তার ঘাড়ে কোন কাজ চাপানো হয়, তাহলে স্নান করার তার আশা থাকবে কোথায়?

নিকিতার বদলী হিসেবে এল স্বল্পভাষী সাইবেরিয়ায় শিকারী তরুণটি, এই তেইশ বছর বয়েসেই বেশ পুরুষ্টু, কালো দাড়ি তার গজিয়ে উঠেছে।

সেই লুকানো জায়গায় কিছুক্ষণ সব কিছুই নীরব হয়ে রইল। স্তিপ্যান, গ্রোমাদা ও ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সবাই পাইপ টানতে লাগলেন। আর নিকিতা ব্ল্যাক-ক্যাপের একটা ছবি আঁকল। লুকানো জায়গায় ঢোকবার উল্টো দিকে একটা ডালের ওপর পাখিটা ঘাড় একদিকে কাত করে একটা ডানা খেলিয়ে ক্লান্তভাবে চুপচাপ বসে ছিল। ডানার সব পালকগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মানুষের উপস্থিতি তার বেশ সহ্য হয়ে গেছে তা বেশ বোঝা গেল। তারপর শরীরটাকে কাত করে ডানাটাকে গুটিয়ে নিল। আর একটা ডানাকে মেলে ধরে শরীরটাকে ভাল করে খুলে মেলে ধরল। আঁশে-ভরা পাটায় একটা ধাতুর আংটি ঝকমক করে উঠল। ব্ল্যাক-ক্যাপটা উড়ল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জিজ্ঞেস করলেন: "আংটাটা দেখতে পেয়েছ?"

উড়ন্ত পাখিটার দিকে চাইতে চাইতে নিকিতা জবাব দিল: "হ্যাঁ।"

: "গত বছর যে কটা পাখিকে আংটা পরানো হয়েছিল এটা তাদেরই একজন। ডিম ফুটে এটা এখানে জন্মেছিল আবার এখানেই ফিরে এসেছে।"

: "হ্যাঁ—তারা সবসময়ই তাদের পুরনো বাসায় ফিরে আসে—" নিকিতা মন্তব্য প্রকাশ করল। লোপাটিন উঠে লুকানো জায়গার সামনে পায়চারি করতে করতে বললেন, "ঠিক কথা, কিন্তু এটা আমাদের ঠিক যুতসই হচ্ছে না।" বসতে বসতে বললেন : "আমাদের এটা বদল করে নিতেই হবে।"

মৃদু হেসে স্তিপ্যান বলল : 'পাখিদের সেকথা আপনি বোঝাতে তো পারেন না।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ গম্ভীরভাবে বললেন : "তা আমাদের বোঝাতেই হবে। ভেবে দেখ, আমরা যে সব ফলের আর ফুলের বাগান করেছি—এই সব জায়গায় পাখিদের বাসা তৈরি করতে আমরা বাধ্য করব। আমি বলছি তাদের বাধ্য করতে হবে।"

গ্রোমাদা হাসতে হাসতে বলল : "সেপাই-সান্ত্রী পাঠিয়ে।"

: "ঠিক কথা, আইভান ওস্তাপোভিচ্—ভারী সুন্দর কথাটা তুমি বলেছ। নতুন গাছগুলোকে বাঁচাবার জন্যে দলে দলে বনের সেপাই-সান্ত্রী : পাখিদের আমাদের পাঠাতে হবে। কি ধরনের সেপাই-সান্ত্রী! এই দেখ"—এই বলে তিনি একটা কচি ডাল ভেঙে নিয়ে ছাত্রদের দেখবার জন্যে তা তাদের সামনে মেলে ধরলেন।

এই কচি ডালটার ওপরে প্রকাণ্ড একটা শুঁয়াপোকা। গায়ে লোম আর বাঘের মত কালো আর কমলা রঙের ডোরাকাটা। গ্রোমাদা সেটাকে ছুঁতেই সেটা মাটিতে পড়ে গেল। এটা শুঁয়াপোকার খোলস। এই খোলসের গায়ে ঠুকরে একটা গর্ত করার দাগ।

: "এটা কার কাজ?" ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জিজ্ঞেস করলেন।

নিকিতা জবাব দিলে : "টিস্ট-মাউসের। পাখিটা বড্ড চালাক। এর শক্ত ঠোঁট আছে। এই ঠোঁট দিয়ে খোলসকে ঠুকরে গর্ত করে তা থেকে মাংসটা বার করে খেয়ে নেয় কিন্তু ছালটা ফেলে দেয়। এই শুঁয়াপোকার শুয়াগুলো ভয়ানক বিষাক্ত।"

স্তিপ্যান শ্রদ্ধাভরা চোখে নিকিতার দিকে তাকিয়ে রইল।

: "ঠিক কথা।" ফয়ডর ফয়ডরোভিচ তাকে সমর্থন করে বললেন : "কিন্তু কোকিলগুলো তাতে ভয় পায় না—তাদের সবশুদ্ধ গিলে ফেলে। এর

খাদ্যবহা নলীর ভেতরটা অসম্ভব রকমের পুরু—তাই সব কিছুই এ খেতে পারে। —তোমরা এটা জানতে ?

গ্রোমাদা বললে : "না।"

: "তাইতো পরীক্ষায় তোমাদের এই প্রশ্নটাই করা হয়নি"—লোপাতিন হাসতে হাসতে বললেন।

: "আর সেই জন্যেই বলি—" তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন : "চারদিকে ভাল করে তাকাও। চারদিকে শুধু গাছ আর গাছ। পাতার মধ্যে গুঁড়ির ওপর আর গুঁড়ির মধ্যে, লতায়-পাতায়-ঘাসে সব জায়গায় রয়েছে তাদের রক্ষাকারী। ওই তো ওখানে রয়েছে একটা ওয়ার্বলার—কচি ডালটার ওপর তার ডানা দুটো দোলাচ্ছে। ডালপালা থেকে গাছ-গাছালির উকুন বেছে নেওয়াই এর কাজ। এইভাবে একটার পর একটা ডালপালা সে পরিষ্কার করে যায়। ফ্লাই-ক্যাচার প্রসারিত একটা শাখার ওপর বসে সজাগ পাহারা দেয় আর বাতাস থেকে পোকা ধরে খায়। কাঠঠোকরা গাছকে কি থেকে বাঁচায় ? বাঁচায় ইপিডেই থেকে। কাঠঠোকরার লম্বা জিবটা করাতের দাঁতের মত। গাছের গায়ে ইপিডেই যে গর্ত করে তার মধ্যে সে তার জিবটা চালিয়ে দিয়ে তাদের দেহগুলো দ্বিখণ্ডিত করে একটার পর একটা তার জিবে ঝোলাতে থাকে। নাইটিঙ্গেল ও রবীন ঝোপ-ঝাড় আর মাটিতে পোকা-মাকড় খুঁজে বেড়ায়।"

গ্রোমোদা প্রশংসাভরা গলায় বলল : "তাহলে ওরা সেনাদলের 'স্যাপারস্'। সব রকমেই কাজ করে ওরা।"

: "একশ কুড়ি জাতের বুনো পাখি বনজঙ্গলকে এত সুন্দর করে রাখে। তারপর আছে আমাদের আস্কানিয়ানোভা সংরক্ষিত বনভূমি। আশী বছরের পুরনো। তবু এখনো সেখানে ফিঞ্চ নেই, থ্রাশ নেই বা চিফ্-চ্যাফ্ও নেই। এ তোমাদের ভাল লাগে ? আর আমাদের সবে তৈরি-করা বাগান-বাগিচাগুলোর ওই একই অবস্থা। এতে অবাক হবার কিছু নেই। পাখিগুলো তাদের পুরনো আস্তানায় ফিরে আসে আর ক্ষুদে আপদগুলো—" ফয়ডর ফয়-ডরোভিচ্ শুঁয়াপোকার খোলাসটা তুলে রাগ করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বললেন : "গাছগুলোকেই মজা করে কুরে কুরে খায়।"

: "এ সম্বন্ধে কি করা যেতে পারে"—নিকিতা জিজ্ঞেস করল।

: "আমাদের এই তো জবাব প্রশ্নেরই দিতে হবে। আমরা পরীক্ষা-নীরিক্ষা

চালিয়ে যাব। যেমন ধর, গেল-বছর আমরা পাখিদের ডিমগুলোর বাসা বদল করিয়েছিলাম।"

: "তারপর ?"

: "পাখিগুলো ডিম ফোটাল। এ বছরে খবর পেলাম যে তারা পুরনো জায়গায় ফিরে গেছে। কিন্তু এদের সংখ্যা বড় অল্প। ডিমগুলো বাসা-বদল করানোয় নানা ঝামেলা! ওগুলো শুকিয়ে যায় কখনও বা পচেও যায়!"

হঠাৎ খুব উৎসাহিত হয়ে উঠে গ্রোমাদা জিজ্ঞেস্ করল: "আচ্ছা, ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, পাখির ছানাগুলোকে বাসা-বদল করালে কেমন হয় ?"

: "ওটা আমাদের একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। আমরা আরো অনেক জিনিসই চেষ্টা করে দেখব। এখন শোন বন্ধুরা, চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ভিক্তর বেলিভেস্কী আস্ছে-কাল আসছে ? চেনো তো তাকে ?"

গ্রোমাদা হেসে বলল: "কে না তাকে চেনে ? আমরা তো তাকে 'লোপাতিনের ছায়া' বলে ডাকি।"

: "খুব চমৎকার খবর তো" ! নিকিতা বলে উঠল। ভিক্তরের সঙ্গে দেখা করার তারও নিজস্ব আলাদা কারণ আছে।

গ্রোমাদা তা বুঝতে পেরে তার চোখ দুটো কোঁচকাল।

: "কি সম্পাদক-মশাই, তোমার খবরের কাগজ নিয়ে বড় মুশকিলে পড়েছ ? ওর কাছে সহায়তার আশা করছ—না ?"

নিকিতা ঘাড় নেড়ে তার কথায় সায় দিল। সত্যি সে বড় বিপদে পড়েছে। সে আঁকতে পারত ভাল, নানা রকম আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুর কথা সে ভাবত কিন্তু প্রবন্ধ সে একেবারেই লিখতে পারত না যদিও গেল দুবছর সে সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম সম্পাদক। ভিক্তর খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারত এবং লিখতেও সে ভালবাসত। এমন সময়োপযোগী আর কিছুই হয়নি। 'বায়োলজিক্যাল স্টেশন-এর প্রথম সংখ্যার জন্যে সে কোন প্রবন্ধই সংগ্রহ করতে পারেনি। বাধ্য হয়ে নত হয়ে সে ইউরা ডজ্ ডিখোভ-এর সহায়তা চেয়েছিল। সাফ জবাব সে পেয়েছিল যে পুশকিনের মত তার মনে কবিতার উদয় হয় হেমন্তকালে।

লোপাতিন বল্লেন: "সংবাদপত্র ব্যাপারে ভিক্তরের সময় হবে কিনা জানি না। একটা বিশেষ কাজ করবার জন্যে সে এখানে আসছে।"

গ্রোমাদা বল্লে: "সব ব্যাপারেই ভিক্তরের সময় হবে। কিন্তু বিশেষ কি কাজে সে আসছে? ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্—ব্যাপারটা আমাদের বলুন না।"

: "মানে আমরা কাছে-পিঠে পাখির ছানাদের আর ডিমগুলোকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। ভিক্তর বেলিভেস্কী এই সমস্যা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। তোমরা যদি মনে কর তোমরাও সহায়তা দিতে পার। আমরা প্রথমতঃ দেখব আমাদের এই জীববিদ্যা-কেন্দ্রে কাজটা কেমন চলে। কিন্তু মনে রেখ পাঠ্যসূচীর মধ্যে এই কাজটা নেই। অবসর সময়ে তোমাদের এটা করতে হবে। কেমন ঠিক হবে তো?"

: "নিশ্চয়ই ঠিক হবে!" গ্রোমাদা জবাব দিল। স্তিপ্যানের দিকে ঘাড় নেড়ে সে আরো বলল: "সে এতে রাজীও আছে।"

লোপাতিন হেসে বল্লেন: "কথা বলে আর সময় নষ্ট করা নয়।"

: "কি আছে। কথা না বলেও আমরা একে অন্যেকে বুঝতে পারি।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ পবিত্র গাম্ভীর্যে বলে উঠলেন: "তাহলে আমরা শুরু করি—নিকিতা, একটা পাখির ছানা নিয়ে এস। খুব সাবধান, এটা নাও···আচ্ছা, আমিই বরং নিজে নিই তুমি এটাকে চেপেই মেরে ফেলবে।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ খুব সাবধানে বাসা থেকে একটা পাখির ছানাকে বার করে আনলেন এবং একটা পরিষ্কার ন্যাকড়ায় সেটাকে জড়িয়ে নিলেন।

: "তোমরা জান এর পরে আমরা কি করব? চড়াইয়ের সঙ্গে এটাকে বড় হতে দেব।" তাঁর আঙ্গুল আর বুড়ো আঙ্গুলের মধ্যে ছানাটার দেশলাইয়ের কাঠির মত একটা পা টেনে নিয়ে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ একটা আংটা তাতে লাগিয়ে দিলেন।

: "আচ্ছা, এই তো হল। মাঝে মাঝে নিয়মিত ভাবে এই ছানাটার ওজন নিতে হবে। বাসার মধ্যেকার একটা ছানার ওজন নিতে হবে। তারপর দেখব চড়াইগুলো এই ছানাটার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে আর পরের বছরে ছানাটা উড়ে কোথায়ই বা যায়। কতকগুলো চড়াইয়ের ছানাকে ব্ল্যাক-ক্যাপের বাসায় আমরা রেখে দেব।" ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ নিকিতাকে নিয়ে চলে গেলেন। তারা দৃষ্টিপথের বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত গ্রোমাদার চোখ তাদের অনুসরণ করতে লাগল।

ঘন গাছ-গাছালির মধ্যে তারা মিলিয়ে যেতে স্তিপ্যান জিজ্ঞেস করল: "শ্চাবরাভ-এর ক্লাস থেকে তুমি যে চলে এসেছ তা উনি জানেন?"

: "না।"

: "ওঁকে বললে না কেন?"

: "সে বিরাট ব্যাপার আর বড় অপ্রীতিকর।"

: "উনি তা বুঝতেন।"

গ্রোমাদা বলল: "আমি ও-বিষয়ে ঠিক নিশ্চিত হতে পারি নি।" খানিক চুপ করে থাকার পর সে বলল: "ধর, তুমি স্তিপ্যান, তুমি যেন অধ্যাপক—"। স্তিপ্যান মুচকে হাসল। "আর আমিও একজন অধ্যাপক। আমাদের মধ্যে আজ যেমন বন্ধুত্ব—তেমনি চল্লিশ বছর ধরে আমাদের দু'জনার মধ্যে সখ্যতা। বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি।"

স্তিপ্যান মাথা নাড়ল।

: "ধর আমার এক দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, যাকে ভালবেসেছি এবং শিক্ষা দিয়েছি হঠাৎ একদিন সে তোমায় বলে বসে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে তোমার অনেক ভুলচুক আছে। এবং গবেষণাগার ত্যাগ করে সে চলে যায়। তাহলে আমি কার পক্ষ নেব বলে তুমি মনে কর? তোমার অথবা একটা কাঁচা ছোকরার যে আমার পুরাতন এবং সত্যিকার এক বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে আহত করেছে?"

গ্রোমাদার দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে স্তিপ্যান উত্তর দিল: "তুমি জান কার দিকে তুমি যাবে।"

দু'জনেই আবার চুপ করে রইল। যে দিকে নিকিতা গেছে সেই দিকে গ্রোমাদা তখনও তাকিয়ে রইল। সে নিকিতাকে হিংসা করত কিন্তু স্তিপ্যান তা জানুক তা সে চাইত না। সেই মুহূর্তে নিকিতাকে কেন যে সে হিংসা করছে তার কোন কারণ সে খুঁজে পেল না। ফয়ডর ফয়ডরোভিচের সঙ্গে নিকিতার আলোচনাটা খুব প্রীতিকর হয়নি।

: "তুমি কার বদলী হয়ে এলে— ভারয়া বেরেজখোভার?"

: "হ্যাঁ"

: "আল্লা ইরতিশশোভা বেশিক্ষণ ঘুমিয়েছিল বলে আমি অনুমান করছি!"

নিকিতা জবাব দিল না। লোপাতিনের গলার আওয়াজটাই তাকে যেন কেমন আঘাত দিল।

॥ তিন ॥

নিকিতা ওরখোভের জীবনের সঙ্কটজনক মুহূর্তে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ দেখা দিয়েছিলেন। সেটা হল দু'বছর আগেকার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় নিকিতা সাহিত্যে বিশ্রী রকমের কম নম্বর পেয়েছিল। একদিন আগে সে ছিল পৃথিবীর একেবারে চুড়োয়। পদার্থবিদ্যা আর গণিতে সে বিজয়-গৌরবে পার হয়ে এসেছিল। কিন্তু এখন সব তার শেষ হয়ে গেল। মুখ কালো করে তাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। যদি তাকে অনুমতি দেওয়াও হয় তাহলেও অন্য পরীক্ষাগুলো এখন দেওয়ার কোন মানেই হয় না। যেখানে প্রত্যেক শূন্যপদের জন্যে এগারো জন প্রতিযোগী সেখানে তার আশা কতটুকু? আর প্রতিযোগীদের মধ্যে কুড়িজন মাধ্যমিক স্কুল থেকে স্নাতক হয়ে বেরুবার পর অনার্সের ছাত্র। অগ্রাধিকার তো তারাই পাবে।

নিকিতার রচনায় ব্যাকরণগত একটা অশুদ্ধি ঘটেছিল। কিন্তু সাহিত্যের মৌখিক পরীক্ষায় অধ্যাপক তাকে তলস্তয়ের জীবনী বলতে বলেছিলেন।

নিকিতা চটপট জিজ্ঞেস করেছিল: "আপনি কি ল্যেভ নিকোলিয়েভিচ-এর কথা বলছেন? অথবা আলেক্সই কনস্তানটিনোভিচ বা আলেক্সই নিকলিয়েভিচের কথা?"

অধ্যাপক শান্তভাবেই উত্তর দিলেন: "আমি বলছি ল্যেভ নিকলিয়েভিচের কথা।"

নিকিতা আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল।

: "ল্যেভ তলস্তয় ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন…"

অধ্যাপক একটা সিগারেট ধরিয়ে তার কথা শোনবার জন্যে তৈরি হলেন। কিন্তু নিকিতার দুর্ভাগ্য যে কথাবার্তায় সে তেমন পটু নয়। সে জানত তলস্তয়ের জীবনী বর্ণনা করতে হবে সুষ্ঠু ও অর্থপূর্ণ কথায় কিন্তু নিজের স্বল্প কষ্টকল্পিত কথা শুনতে শুনতে সে কেমন শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগল। তলস্তয়ের জীবনী বিস্তৃতভাবে বলতে সে সত্যিই চেয়েছিল—নানা দিক দিয়ে তাঁর জীবন সময়েই তার কাছে জটিল ও কঠিন বলে মনে হয়েছিল।

অধ্যাপক বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: "তলস্তয় কবে মারা গেলেন?"

তলস্তয়ের মৃত্যু নিকিতার কাছে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সে

কিছুতেই নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছিল না যে এমন খ্যাতনামা এই মানুষটি বৃদ্ধ বয়সে ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং নির্বান্ধব অবস্থায় কোন সুদূর রেল-স্টেশনে মারা যান। কিন্তু অধ্যাপকের উত্তাপহীন চোখে নিকিতার চোখ পড়তেই সে বুঝতে পারল যে ব্যক্তিগত ভাবাবেগ প্রকাশ করার জায়গা এটা নয়।

অধ্যাপক অধৈর্যভাবে বললেন : "তারপর ?"

প্রথম যখন নিকিতা তলস্তয়ের মৃত্যু-কাহিনী পড়েছিল তখন মনে মনে সে একটি ছবি এঁকে নিয়েছিল এই বুড়ো মানুষটির—পথ ধরে তিনি চলেছেন, পথটা যে কোথায় তাঁকে নিয়ে যাবে সে বিষয়ে উদ্বেগহীন। তাঁর অযত্নলালিত দাড়ি তাঁর বুকের ওপর উড়ছে, নিঃশ্বাস যেন তাঁর রুদ্ধ হয়ে আসছে। হিমশীতল চারদিক। হেমন্তের ঘরহারা মৃত সোনালী পাতাগুলো তাঁর চারপাশে উড়ে উড়ে পড়ছিল।

নিকিতা নিস্তেজ গলায় বলল : "হেমন্তকালে।"

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ভরা কণ্ঠে তিনি বললেন : "সম্ভবতঃ সালটা তুমি আমাদের বলতে পার ?"

কিন্তু নিকিতা কিছুতেই সালটা মনে করতে পারল না। যতদূর তার মনে পড়ে বিপ্লবের ক'বছর আগে কিন্তু ঠিক কবে ? নিকিতা চুপ করে রইল।

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে পরের প্রশ্নটি হল : "আনা কারেনিনা পড়েছ ?"

: "হ্যা—নিশ্চয়ই।" হঠাৎ জেগে উঠে সে যেন জবাব দিল।

: "নায়িকা সম্পর্কে তোমার কি বক্তব্য ?"

: "কারেনিনা আনা আর্কাডিয়েভনা বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী মহিলা ছিলেন।" নিকিতা অধ্যাপককে জানাল এবং তারপরই সে অস্পষ্টভাবে বলল : "কিন্তু তিনি দুর্বল ছিলেন।"

অধ্যাপক অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন। দু'জন ছাত্রী প্রশ্নপত্র পেয়ে সবে উত্তর লিখতে শুরু করেছিল। নিকিতার পিছনে উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় কি যেন বলাবলি করতে লাগল। কাগজের ওপর তাদের কলমের খস্‌খসানি হঠাৎ থেমে গিয়ে নিকিতাকে যেন সাবধান করে দিয়ে জানিয়ে দিল যে তার উত্তরের মধ্যে ভয়ানক বড় রকমের ভুল রয়েছে এবং অবিলম্বে এটা তাকে শুধরে নিতে হবে। কিন্তু নিকিতা তার অভিমত থেকে

টলল না। ভালভাবে পরিষ্কার করে সে বলতে পারল না বলে কেবল তার দুঃখ হতে লাগল। তার ভাবনাগুলো ছিল আন্তরিক, উষ্ণ ও আগ্রহ-ব্যাকুল! কিন্তু কথাগুলো ছিল অর্থহীন। একটা স্কুলের ছেলে এ কথাগুলো ব্যবহার করতে পারত—কিন্তু সে নয়। সে এখন পুরোপুরি ছাত্র!

সপ্তম বার্ষিক থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাধ্যমিক স্কুলে প্রবেশ করবার সময় নিকিতা ভয়ানক অস্বস্তি-বোধ করত। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যাওয়ার জন্য স্কুলের ছেলেরা তাকে বড্ড ঠাট্টা করত। তার সেই পুরাতন অস্বস্তির খানিকটা দূর হয়ে যেতে শুরু করেছিল। তার স্বল্প কথার জবাব সবসময়ই শিক্ষকদের খুশী করত। আর মারিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্না তো নিকিতাকে সেরা ছাত্র বলে গণ্য করতেন। পুশকিনের 'ক্যাপ্টেনস্ ডটার'-এর ওপর সে একটা প্রবন্ধও পাঠ করেছিল সাহিত্যসভায়।

সে যখন নবম শ্রেণীতে তখন ছাত্ররা তাকে স্কুল কমসোমলের সম্পাদক নির্বাচিত করেছিল। কমসোমলের সকল সভ্যেরা তাকে ভালভাবেই বুঝত। তাদের কলখজ বোর্ডের সভায় প্রায়ই তাকে উপস্থিত থাকতে হত। সে তাদের শান্ত মন্থর আলোচনা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। বোর্ডের সর্বজনমান্য চেয়ারম্যান তাকে তাঁর সমান মর্যাদা দিয়ে কথা বলতেন। তিনি প্রায় তাকে বলতেন: "ওরেখোভ তোমার দলের জন বারোকে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দাও। নবম শ্রেণীর বয়স্ক ছাত্ররা যাবে চারা-বাগানের কাজে।"

সেজন্যে নিকিতার দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে নিজের ধ্যানধারণাকে সহজভাবে স্বল্প কথায় প্রকাশ করে জীবনটাকে চালিয়ে নেওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পথে এই স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত কথা কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। এই সহজ ও সংক্ষিপ্ত উত্তর যাতে সে অভ্যস্ত ছিল—তাই তার কাছ থেকে চাওয়া হয়েছিল এবং সে বুঝতে পেরেছিল যে পদার্থবিদ্যা এবং গণিতে সে ভালই করেছে। এই বিষয়গুলিতে সব কিছুই নির্দিষ্ট এবং সরল—এর মধ্যে এমন কিছু নেই যা মানুষের মনে আবেগ জাগায়, দুঃখ ও উদ্বেগের অনুভূতি আনে। কিন্তু সাহিত্যের এই পরীক্ষা তার মনে ভাবের আবেগ জাগিয়েছিল। এই আবেগকে কেমন করে প্রকাশ করতে হয় তা নিকিতা জানত না।

অধ্যাপক নীরব হয়ে রইলেন। নিকিতা বুঝতে পারল পরীক্ষকেরা সাধারণতঃ ছাত্রদের চিন্তাধারাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেবার জন্য যে বিরতি দিয়ে

থাকেন—অধ্যাপকের এই নীরবতা সে-ধরনের নয়। এ-নীরবতা চেষ্টাকৃত ও ক্রমবর্ধমান বিরক্তিতে ভরা।

সে চাইছিল তার অধ্যাপক বুঝুন কেন আনা কারেনিনা সম্পর্কে তার এই ধরনের অভিমত। এই অভিমত তার মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। প্রথমবার আনা কারেনিনা পড়ে সে খুব খুশীই হয়েছিল। সন্ধ্যেবেলায় এই বইটা চেঁচিয়ে পড়ে তার বাবাকে শোনাত। তলস্তয় যে সব মানুষের কথা বর্ণনা করেছিলেন তারা নিকিতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনযাপন করত। কিন্তু তারা ভালবেসেছিল এবং দুঃখভোগ করেছিল বলেই নিকিতার তাদের ভাল লেগেছিল।

যুদ্ধের সময় মেয়েদের সঙ্গে অনেক কাজ করেছিল। অনেকক্ষণ ধরে সে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলত। এর আগে গ্রামের মেয়েদের কথাবার্তাকে সে গাল-গল্প বলে মনে করত এবং তাদের দুঃখকষ্টকে ও কলহকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। স্কুলে সে মেয়েদের অবজ্ঞার চোখেই দেখত। কিন্তু যখন যুদ্ধ এল, স্বামী-পুত্রদের তারা বিদায় দিতে বাধ্য হল, সে দেখল সব চেয়ে কঠিন কাজ মেয়েরা নিজেদের কাঁধেই তুলে নিল কারণ গ্রামে গ্রামে পড়ে রইল কেবল মেয়েরা, বাচ্চারা আর বুড়োরা। মেয়েরাও সৈনিকদের মত মৌনী ও সাদাসিদে হয়ে উঠল। তাদের কলখজে এক মহিলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। তাঁর সবচেয়ে দুঃখের দিনে নিকিতা তাঁকে দেখেছিল। নিকিতার বন্ধু: তাঁর ছেলে আঁন্দ্রেইয়ের নামে স্তালিনগ্রাদ থেকে তার বাবার মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে একটা বিজ্ঞপ্তি এল। আঁন্দ্রেইদের বাড়িটা একেবারে নীরব-নিথর হয়ে গেল, তার মা মারিয়া পেত্রোভ্‌না জানালার একটা গরাদ তাঁর রোদপোড়া হাতে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে নিশ্চলভাবে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হল তাঁর হাতের দৃঢ় মুঠির চাপে জানালার কাঠের গরাদটাই বা বুঝি খসে যায়। পাড়া-প্রতিবেশিরা বলতে লাগল: "উনি একেবারে পাথর হয়ে গেছেন!" দুঃখকে রূপ দেবার এর চেয়ে উপযুক্ত কথা আর নেই বলেই নিকিতার মনে হয়েছিল।

সম্প্রতি আরো একবার সে আনা কারেনিনা পড়েছিল। সে দেখল বইয়ের চরিত্র এবং ঘটনাগুলো তার বেশ মনে আছে। আগের বার আনা কারেনিনার জন্যে তার মনে যে অনুকম্পা জেগেছিল—সেই অনুভূতি এবারও পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে জাগল। কিন্তু যতই সে পড়তে লাগল ততই আনাকে সুদূরবর্তিনী ও সহায়হীনা বলে তার মনে হতে লাগল।

"আনা কারেনিনা সম্পর্কে আমি ভাবি যে তাঁর অসীম প্রেমের জন্যে তাঁর ওপর জনসাধারণ এতখানি কঠোর না হলেই ভাল করত। কিন্তু মানুষকে নানান অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে কি করে তিনি নিজেকে ট্রেনের তলায় বলি দিলেন ? তিনি কারেনিনের জন্য সেরওঝাকে ত্যাগ করলেন। যেন তিনি সত্যি সত্যিই তাকে গোটা মানুষ করে তুলতে পারতেন !"

অধ্যাপকের চোখের দিকে তাকিয়েই নিকিতা বুঝতে পারল তার উত্তরে অধ্যাপক ক্রুদ্ধ হয়েছেন। নিকিতা কেমন করে জানবে যে গতকাল তলস্তয় গ্রন্থাবলীর সম্পাদক, যে জন্যে অধ্যাপক টীকা-টিপ্পনী লিখছিলেন—অধ্যাপককে বলেছিলেন যে তিনি আধুনিক পাঠকদের মনোবিজ্ঞানের অবকাশ রাখেন না। অধ্যাপক এখানে দেখতে পেলেন যে ছাত্র ওরেখোভ সেই আধুনিক পাঠক যার মনস্তত্ত্বকে কোন অবকাশই তিনি দেবেন না।

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বল্লেন: "তুমি কি মনে কর না যে তুমি নিজের ওপর বড় বেশি ভার নিচ্ছ ? তলস্তয় আনা কারেনিনাকে কখনই দুর্বল বলে মনে করতেন না। বরং সমাজকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তলস্তয়-সৃষ্ট শক্তিশালী নারী-চরিত্রগুলির তিনি অন্যতমা নন বরং প্রধানতমা।"

নিকিতা জবাব দিল: "আমি নিজের ঘাড়ে কিছু নিচ্ছি না। আমি যা মনে করি তাই আপনাকে বললাম।"

আনা কারেনিনা সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে বিবেচনা করে কোন সালে পুশকিন 'দি ক্যাপ্টেনস্ ডটার' লিখেছিলেন অধ্যাপক তা জিজ্ঞেস করলেন। নিকিতা উত্তর দিল। প্রশ্নটা শুনে সে ভারী খুশী হয়েছিল এবং এ সম্পর্কে সে বিস্তৃতভাবে বলতে পারত। কিন্তু অধ্যাপক এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে জানতে চাইলেন কোন সালে পুশকিন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে গোনচারভ কি লিখেছিলেন। পুশকিন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছিলেন তা নিকিতা কখন শোনেনি। সেজন্যে সে ব্যগ্রভাবে অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করতে লাগল যে এ সম্বন্ধে তিনি কি বলেন এবং এখন তারা যেখানে আছে সেইখানেই অথবা অন্য কোথায় তিনি ছিলেন।

অধ্যাপক রাগ করে বল্লেন: "প্রশ্ন তো আমিই তোমাকে করব—তার উল্টোটা নয়। তুমি বরং বল 'দি স্টর্ম'টা কবে রচিত এবং মঞ্চস্থ হয়েছিল অথবা অস্ত্রোভস্কী সম্পর্কে তোমার কি কোন আগ্রহ নেই ?"

অস্ত্রোভস্কী সম্পর্কে তার আগ্রহ ছিল কিন্তু বিস্তৃত বিবরণ তার জানা ছিল না।

নিকিতা পড়তে ভালবাসত। সে ছিল চিন্তাশীল পাঠক, মুখস্থ করতে সে জানত না। ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখগুলো তার মনে গেঁথে গিয়েছিল কিন্তু ক্যালেণ্ডারে যেভাবে বছর, মাস ও দিনের নাম সাজান আছে সেভাবে নয়। যখন সে তাদের কথা ভাবল তখন সে তার চোখের সামনে দেখতে পেল স্ম্যোরভকে : রোগা চেহারা, মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলো এলোমেলো····পোতেমকিন যুদ্ধ-জাহাজের ওপরে গাঢ় লাল রঙের পতাকা······সাঁজোয়া-গাড়ির ওপর থেকে লেলিনের প্রসারিত হাত······এত বাস্তবভাবে এই মুহূর্ত-টাকে কল্পনা করলে যে তার মনে হল লেলিনের কণ্ঠস্বর সে যেন শুনতে পাচ্ছে। কোন চেষ্টা না করেই তারিখগুলো মনে পড়তে লাগল।

সাহিত্যের অধ্যাপক সাহিত্যের ঘটনাবলীর তারিখগুলোকে মুখস্থ করবার জন্য কখন জোর-জবরদস্তি করেননি।

আর এখানে একজন অধ্যাপক অতি তুচ্ছ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তারিখ আর নাম জিজ্ঞেস করছেন। কয়েকবার ভুল করার পর নিকিতা এমন গোলমাল করে ফেললে যে তার পরের প্রশ্নগুলির উত্তর অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণভাবে দিল। তা শুনে যে কেউ তার জ্ঞান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠতে পারত। চল্লিশ মিনিট পরে অধ্যাপক কাঁধ কুঁচকে তাঁর সহকারীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন —পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা তার স্পষ্ট।

পরীক্ষার পর নিকিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং শেষে হাজির হল জীববিদ্যার যাদুঘরে। এইখানেই সে পড়তে পারত কিন্তু অভিশপ্ত সাহিত্যই বাদ সাধল। তার চারপাশে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রকাণ্ড প্রাণীদের কঙ্কাল······আশ্চর্য সুন্দর পালকওয়ালা মৃত পাখি, নানা ধরনের কঙ্কাল······তার স্বপ্নের পৃথিবী······কিন্তু এখন সেখানে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ। পরের বছরে যে সে উত্তীর্ণ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অতিকায় হাতির কঙ্কালের পাশে একটা চেয়ারেতে বসে পড়ে নিকিতা হতাশায় ভেঙে পড়ল। এইখানেই ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাকে দেখতে পেলেন।

সেই অতিকায় হাতির কঙ্কালের খুব কাছে বসে থাকলেও নিকিতার দেহের উচ্চতা চোখে পড়বার মত, যে কেউ দেখতে পেত মস্কো যাবার জন্যে

সাজ-পোশাকে কি যত্নই না সে নিয়েছিল। তার চওড়া কাঁধে জ্যাকেটটা চমৎকার খাপ খেয়েছিল। নতুন উঁচু বুটটা ঝক্‌ঝক্ করছিল। এখন সেই চওড়া কাঁধটা কুঁচকে গেছে, সারা চেহারার দুঃখটা এমন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল যে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের নানা অবস্থায় দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন—তিনি দেখেই রোগটা ধরতে পারলেন।

তিনি নিকিতাকে জিজ্ঞেস করলেন : "পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছ ?"

উঠে দাঁড়িয়ে নম্রভাবে নিকিতা জবাব দিল : "হ্যাঁ।"

স্মিত মুখে একে অন্যের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ দীর্ঘকায় মানুষকে পছন্দ করতেন। তামাটে মুখ, সোনালী চুল, ঈষৎ বক্তিমভঙ্গিমায় বসানো বিশ্বাসভরা ঘন নীল চোখ দুটি যেন সরল ও যৌবনদীপ্ত। নিকিতার দুঃখভরা দৃষ্টি প্রশ্নকারীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হল।

: "তোমাকে মজালে কে ?"—ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জিজ্ঞেস করলেন। —"বয়লি-ম্যারিওট, না, নিউটন ও তাঁর অভিশপ্ত দ্বিপদী উপপাদ্য ?"

সেই অতিকায় হাতিটার পাটা হাত দিয়ে আলতোভাবে ছুঁয়ে নিকিতা উত্তর দিল : "না—আনা কারেনিনা।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তার দিকে একবার তাকিয়ে হাসিতে যেন ফেটে পড়লেন। হাসতে হাসতে কাশেন, চোখের জল মোছেন, আবার হাসেন আবার কাশেন। নিকিতা মুখ ভারী করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল—শেষে তার মুখখানাও হাসিতে ভরে উঠল।

হাসতে হাসতে কোন রকমে অস্পষ্টভাবে অধ্যাপক বললেন : "এমন সুন্দরী মহিলাও !"

নিকিতা দুঃখিত হয়ে বলল : "দেখুন, আমাদের স্কুল-পাঠ্যতালিকায় ওঁর কথা নেই, সেজন্যে আমি তাঁর সম্পর্কে যা ভাবি ঠিক সে কথাই বলেছি।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ হাসি থামালেন। তিনি নিজেই ভাল করে জানেন না যে আনা কারেনিনা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্কুল-পাঠ্যসূচীর কানুন-মাফিক হবে কিনা। এই সমস্যা নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি করতে ইচ্ছুক না হয়ে তিনি সেই অতিকায় হাতি আর জিরাফের মধ্যেকার জায়গাটায় পায়চারি করতে লাগলেন।

: "অপর বিষয়গুলোতে নম্বর কেমন পেয়েছ ?"

: "পদার্থবিদ্যা আর গণিতে সেরা নম্বর পেয়েছি।"

: "কোন বিভাগে তুমি যেতে চাও ?"

নিকিতা প্রশ্নটা বুঝতে পারল না।

: "কি নিয়ে তুমি পড়াশোনা করতে চাও ? পাখি ? মাছ ? না, ব্যাঙ ?"

: "ইঁদুর"—নিকিতা দৃঢ়স্বরে জবাব দিল—"আমি এটা চাই।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ হাসলেন। "ইঁদুরে আগ্রহ ? খেত-খামারের দাঁতাল-ইঁদুর ?"

: "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

নিকিতা ফয়ডরকে সবিস্তারে বলতে লাগল ইঁদুরগুলো কি ভয়ানক উপদ্রব শুরু করেছে এবং সে স্থির করেছে এই অনিষ্টকর আপদের হাত থেকে সমস্ত মানবজাতিকে উদ্ধার করবে। সে বলতে লাগল নিজ প্রদেশের ইঁদুর-গুলো কেমন দেখতে এবং শীতকালে তারা কি ভাবে খড়ের গাদায় বাসা করে। সে জানে কোন ধরনের খেতে দাঁতাল-ইঁদুরেরা মাটির মধ্যে গর্ত খোঁড়ে এবং মাটির ওপর ঝোপে-জঙ্গলে কোন ধরনের ইঁদুরই বা বাসা বাঁধে। বাচ্চাদের চেহারা এবং একসঙ্গে একবারে ছয়টা, আটটা এমনকি এগারটা পর্যন্ত বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার বর্ণনাটা সে দিল। স্বল্পবয়সীগুলোও তাদের বেলা ছ' সপ্তাহে অথবা দু'মাসে বাচ্চা পাড়ে।...

নিকিতা প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে কথা বলে চলল আর ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁর ঘাড় একপাশে কাত করে দুটো পা প্রকাণ্ড ফাঁক করে তাকে কোন রকম বাধা না দিয়েই তার কথা শুনতে লাগলেন। তারপর তাকে বললেন : "এখানে একটু অপেক্ষা কর ! এই বলে তিনি অন্ধকার বারান্দার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

নিকিতা আবার সেই অতিকায় হাতির পাশে বসে পড়ল। শনের মত চুল মাথায় একটি মেয়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার দিকে আক্রোশ-ভরা চোখে চাইল। কয়েক মুহূর্ত এখানে-ওখানে একটু ঘুরে-ফিরে আবার সে চলে গেল। সেও নিশ্চয় পরীক্ষায় ফেল করেছে কেননা নিকিতা আর তার দেখা পায়নি।

সে ফয়ডর ফয়ডরোভিচের জন্য পুরো একটি ঘণ্টা অপেক্ষা করল। এই সময়ের মধ্যে যে কি ঘটল তা সে আর জানতে পারল না।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ প্রথমে ডীনকে আক্রমণ করলেন। জীববিদ্যা-বিজ্ঞান-শাখার ডীন হলেন খ্রুস্ত এবং শান্তশিষ্ট ছাত্র হিসেবে তাঁকে ফয়ডর ফয়ডরো-ভিচের মনে পড়ছিল। বিশেষ কোন দক্ষতার জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল না—তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ কর্মী। ফয়ডর ফয়ডরোভিচের চোখের সামনে দিয়েই তাঁর ছাত্র-জীবনের সমস্ত কর্মধারা অতিবাহিত হয়েছিল : বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেবার পর তিনি জীবাণুতত্ত্ব নিয়ে স্নাতকোত্তর গবেষণা শুরু করলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হবার একবছর আগে তাঁকে সহকারী ডীন করা হল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁকে নম্র, কাজের লোক এবং সুদক্ষ সংগঠক বলে মনে করতেন—নিযুক্তি ব্যাপারে তাঁর মনোনয়নে অন্যের মধ্যে তিনিও তো সমর্থন করেছিলেন।

যুদ্ধের সময় মধ্য-এশিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়কে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সেইখানেই খ্রুস্ত ডীন হলেন। প্রজনন-কেন্দ্রগুলি সংগঠন করার কাজে অধ্যাপক লোপাতিনকে সরকার সাইবেরিয়ায় পাঠালেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ পশু-লোম বিশেষজ্ঞদের অন্যতম।

লোপাতিন ও খ্রুস্তে আবার দেখা হল। লোপাতিন মস্কোতে ফিরে এলেন। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ মস্কো স্টেশনে উপস্থিত হলেন শিশুর মত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে। খুব কম জিনিস নিয়েই তিনি বেরিয়ে ছিলেন। ছোট্ট একটি ভাঁজ-করা থলে ছাড়া তাঁর সঙ্গে আর কিছু ছিল না। পরিবারবর্গ ছিল সাইবেরিয়ায়। তাঁর প্রিয় শহরে ফিরে ভাবের আবেগে তিনি সোজা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চলে গেলেন।

অবশেষে আর একবার তিনি ক্রেমলিন দেখতে পেলেন। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে পড়ল বালক-বয়সে যখন তিনি প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। মনে পড়ল কঠিন ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারী তিমিরাইয়া-জেভকে···মেঞ্জবিরের সেই মনোযোগী দৃষ্টি···সিভারস্তসেভ, তাঁর অধ্যাপকদের, তাঁর সহকর্মীদের,···ক্ষুধার্ত ছাত্রদের···১৯০৫ সালে সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষ···। তাঁর মনে পড়ল তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা···তাঁর প্রথম নিদ্রাহীন রাত-গুলি···সেই দীর্ঘ পথ যা তাঁকে আজকের এই দিনে এনে পৌছে দিয়েছে। তিনি দুর্বল অথবা ক্লান্ত বোধ করলেন না। ফিরে আসার আনন্দে তাঁর মনপ্রাণ ভরে উঠল।

তাঁর ছোট্ট গবেষণাগারের টেবিলে তখনি বসে পড়বার ও ছাত্রদের কাছে

বক্তৃতা করার ইচ্ছা যেন তাঁকে পেয়ে বসল। আবার কাজ আর শিক্ষা দেওয়া শুরু। তিনি সোজা ডীনের ঘরে চলে গেলেন। সাইবেরিয়ায় যে-প্রজনন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সে-সম্পর্কে তাঁর কিছু বক্তব্য ছিল।

কিন্তু ডীন অধ্যাপক লোপাতিনের সঙ্গে সেদিন দেখা করতে পারলেন না, তারপরের এবং তারপরের দিনও নয়। এক সপ্তাহ পরে দু'জনায় দেখা হল। প্রথমে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁকে চিনতে পারেননি। খ্রুস্ত চাকেরায় শ্লথগতি হয়েছেন, তাঁর কথোপকথনকারীর দিকে কৃপাকটাক্ষে তাকালেন এবং এলোমেলো জবাব দিলেন। তারপর অবিরত তিনি ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌কে বাধা দিতে লাগলেন। তিনি তাঁর সব প্রশ্নের জবাবে শুধু 'হুঁ' অথবা 'অ' বলে হেঁয়ালিপূর্ণ উত্তর দিতে লাগলেন—ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তার অর্থটা নিজেই অনুমান করে নিক। কথা বলবার সময় তিনি তাঁর মাথাটাকে পেছন দিকে এমন হেলিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর চোখ নয়—কেবলমাত্র তাঁর চিবুকটা দেখা যাচ্ছিল।

অনতিবিলম্বে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে ডীন অধ্যাপক লোপাতিনকে পছন্দ করেননি এবং অধ্যাপক লোপাতিনও ডীনকে ভাল চোখে দেখেননি।

খ্রুস্ত গবেষণাগারে কখনও যাননি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়কর্ম নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। সেজন্যে ডীন বিজ্ঞান-বিভাগে কি-হচ্ছে-না-হচ্ছে তা অতি অল্পই জানতেন, মুহূর্তের উত্তেজনায় সব প্রশ্নের সমাধান করতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন এবং কারো পরামর্শ তিনি নিতেন না। এইজন্যেই ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ডীনকে দেখতে পারতেন না। আর অধ্যাপক লোপাতিনকে ঠিকমত ধাতস্থ করা যায় না বলে ডীন তাঁকে অপছন্দ করতেন। তিনি শান্ত-প্রকৃতির লোকদের পছন্দ করতেন।

সদাসর্বদা বিনয়নম্র হলেও অধ্যাপক লোপাতিন যে সব বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে অবিরত তর্ক করছিলেন—সে বিষয়গুলি ডীন মনে করতেন তাঁর গোচরীভূত হবার মত নয়। এতে তিনি ক্রমশঃই বিরক্ত হচ্ছিলেন। যখনই ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁর ঘরে আসতেন, তখনই তিনি বিরক্তবোধ করতেন। সভা-সম্মেলনে এবং পার্টিতে ফয়ডর বক্তৃতা করলেই খ্রুস্ত অন্যের চেয়ে তাঁর বেলায় সবচেয়ে বেশি বাধা দিতেন। সত্যি বলতে কি, অধ্যাপক লোপাতিন ছাড়া অন্য কাউকেও তিনি বাধা দিতেন না।

অপসরণের সময় প্রজনন-বিজ্ঞান-শাখার ভার অধ্যাপক শুমশ্‌কির ওপর পড়ল—তিনি খ্রুস্তের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে চলতে লাগলেন। বিজ্ঞান-বিভাগে শুমশকি আরো অধিকার পেলেন এবং তাঁর আধিপত্য দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। তাঁর অধ্যাপক-বন্ধুরা দুর্বোধ্যভাবে প্রায় সমস্ত বিজ্ঞান-শাখাগুলিতে অন্তের স্থলাভিষিক্ত হতে লাগলেন, এতে তাঁর সুখ্যাতিতে চারদিক ভরে উঠল এবং প্রজনন-বিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ বলে গণ্য হল। এমনকি লোপাতিনের পুরাতন বন্ধু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সহাস্যবদন, শান্তিপ্রিয় শ্যারভ — যাঁর জীবন কেটে গেছে গবেষণাগারে তিনিও খ্রুস্তের সঙ্গে বেশ মানিয়ে চললেন।

বিপক্ষতার সম্মুখীন হওয়ার অভ্যাসটা ডীনের ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে গেল এবং সমালোচনায় তিনি ভয়ানকভাবে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। কিন্তু ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ ঘরোয়া আলোচনায়, বিজ্ঞান-বিভাগের সভায়, বিদ্বদ্‌সমাজের সভায় এবং পার্টি সম্মেলনে ডীনের সমালোচনা করতে লাগলেন। এমন দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি সমালোচনা করতে লাগলেন যে, ডীন স্বয়ং ভাবতে লাগলেন হয়তো কোথাও তাঁর ত্রুটি হয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু তিনি শীঘ্রই এই অপ্রীতিকর অনুভূতিকে জয় করে নিয়ে ফয়ডরকে পাল্টা অভিযোগে অভিযুক্ত করতে লাগলেন। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌কে সমালোচনা করা খুবই সহজ, কেননা পার্টির জন্যে তাঁকে অনেক কাজ ও অনেক কর্তৃত্ব করতে হয়—এ-সব কাজে যে কোন বিষয়ে সবসময়েই দোষ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। যাহোক বিজ্ঞান-বিভাগের জটগুলোর ছাড়াবার কাজে উদ্যোগী হতেই ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ অবাক হয়ে দেখলেন যে এতেও ডীন বিরক্ত হয়ে উঠছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় তাঁদের সম্পর্ক বিশেষ করে অপ্রীতিকর হয়ে উঠল।

ডীন এবং নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান শুমশ্‌কি এঁরা দুজনেই মস্কো থেকে আগত ছাত্রদের অধিকতর অগ্রাধিকার দিচ্ছিলেন। তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন যে এই শ্রেণীর ছাত্রদের বেশ ভাল পড়াশোনা আছে। তাছাড়া ছাত্রাবাসে থাকার ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট এদের নেই, সেজন্যে হাঙ্গামও এদের সম্পর্কে খুব কম।

লেখক, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি স্বনামধন্যদের ছেলেমেয়েদের ওপর ডীনের দুর্বলতা ছিল এবং তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর নিজের বন্ধুদের উপকৃত করতে চাইছিলেন।

কিন্তু ছাত্রের বাবা স্বনামধন্য কিনা সে বিষয়ে অধ্যাপক লোপাতিন গ্রাহ্যই করতেন না। তাঁর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়েছিল যে প্রতিভাবান এবং কর্মঠ পিতামাতার সন্তান সব সময়েই সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। স্নাতক হয়ে বেরুবার পর থেকে মস্কোর বাইরে কোথাও তাদের কাজে লাগান কখন কখন কঠিন হয়ে পড়ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার আগে যারা প্রকৃতিকে ভালভাবে জানে, ভালবাসে এবং তার একান্ত কাছে বাস করে, অধ্যাপক লোপাতিন তাদেরই ভর্তি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর পরিচয় ছিল বহুজনের সঙ্গে এবং চিঠিপত্রের আদান প্রদানও হত প্রচুর। এবং প্রত্যেক বছরে প্রবেশিকা পরীক্ষার অনেক আগেই তিনি ডীনের অফিসকে জানিয়ে দিতেন কিংবা আনন্দে শুমশ্‌কিকে বলতেন যে তাঁর বন্ধু: বৃহৎ মৎস-সমবায় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান তাদের একটি সত্যিকার প্রতিভাবান ছেলের সন্ধান দিয়েছেন। স্কুলে সব বিষয়ে সেরা নম্বর পাওয়া ছাড়াও ছেলেটি মাছের সমস্ত ইতিবৃত্তান্ত জানে এবং মৎস-বিজ্ঞান সম্পর্কে অসংখ্য বই পড়েছে। আর এক সময় অসাধারণ প্রতিভাময়ীকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তাইগার মধ্যবর্তী কোন জায়গায়। মেয়েটি শিকারী এবং প্রাথমিক স্কুলে লেখাপড়া সবে শেষ করেছে। অধ্যাপক লোপাতিন তাকে মস্ত এক চিঠি লিখে সন্ধ্যাবেলার ক্লাসে যোগ দেবার জন্যে বললেন। মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ শেষ হতেই তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা ব্যাপারে কোন কিছুই লোপাতিনকে বাধা দিতে পারল না।

মিচ্যুরিন সংস্থা, মাধ্যমিক স্কুলগুলি ও জনশিক্ষার কেন্দ্রের জেলা বিভাগগুলি অধ্যাপক লোপাতিনকে মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ-সমাপ্তকারী এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যতের আশা জীববিদ্যায় আগ্রহী তরুণদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর দিতে লাগল।

মস্কোতেও ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ নিজ ছাত্রদের দিয়ে অনেক দিন ধরেই পাঠচক্র পরিচালনা করছিলেন। সেজন্য তিনি জানতেন মস্কোর স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে ভবিষ্যৎ জীববিদ্যাবিদ্‌দের পেতে গেলে কোথায় খোঁজ-খবর নিতে হবে।

অধ্যাপক লোপাতিন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছিলেন যাতে নির্বাচন কমিটি মিলিত হবার আগেই ছাত্রদের বিস্তৃত খবর তিনি জানতে পারেন—কোথায় তারা থেকেছে, কোথায় পড়েছে, বাপ-মারা

বেঁচে আছেন কিনা, তাদের প্রিয়পাঠ্য বিষয়গুলি কি, কি কি বই তারা পড়েছে এবং ভবিষ্যতে তারা কোন বৃত্তি গ্রহণ করার আশা রাখে। কাকে ভর্তি করা হবে এটা স্থির করেই তিনি মনোনয়ন কমিটিতে আসতেন এবং প্রত্যেক বারেই তর্ক-বিতর্ক করে গলা ধরিয়ে ফেলতেন।

এ সব বড় বিরক্তিজনক বলে ডীনের মনে হতে লাগল। ওরেখোভের কথা ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁকে বলতেই তিনি সাফ জবাব দিলেন: "আমার করার কোন অধিকার নেই, আমি আপনার জন্যে কিছুই করতে পারব না।"

"আমার জন্যে নয়--বিজ্ঞান-বিভাগের জন্যে এটা করা উচিত। ছেলেটি বিশেষ প্রতিভাবান।"

শুস্ত ক্লান্তভাবে তাঁর কাঁধ কোঁচকালেন। তিনি তাঁর অধিকার নিয়েই রইলেন। ভয়ানক খারাপ মেজাজ নিয়ে লোপাতিন তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় তিনি এক মুহূর্ত থেমে একটু ভাবলেন। ওরেখোভকে সাহায্য করতেই হবে। ১২০ নম্বর কামরায় যেখানে সাহিত্যের পরীক্ষা হচ্ছিল তিনি সেই ঘরের দিকে এগোলেন। ঠিক বিরতির সময়েই তিনি হাজির হয়ে অধ্যাপককে একা দেখতে পেলেন। বারান্দায় অন্যান্য অধ্যাপকেরা ধূমপান করছিলেন। এতে লোপাতিনের ভারী সুবিধে হল। সাহিত্যের অধ্যাপকের কাছে নিকিতার নাম করতেই ঘৃণাভরে তিনি বলে উঠলেন, "এমন হতভাগা ছেলে আমি কখনও দেখিনি—তার কাজে সংসুন্দর বলে কিছুই নেই!"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁকে বাধা দিলেন না। তারপর সাবধানে জিজ্ঞেস করলেন যে ওরেখোভ ঠিক কি বলেছিল। অধ্যাপক তাঁকে ওরেখোভের উত্তরটা বললেন।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বললেন: "কিন্তু জানেন সত্যিই আনা কারেনিনার ছেলের জন্যে দুঃখিত না হয়ে কেউ থাকতে পারে না।"

অধ্যাপক চুপ করে রইলেন—তিনি আনার ছেলের কথা ভাবছিলেন তা বেশ বোঝা গেল। নীরবতার এই সুযোগ ফয়ডর ফরডরোভিচ্ বেশ ভাল ভাবেই নিলেন।

চাপা গলায় তিনি বললেন: "ধর, কোন ছাত্রকে আমি গণিতে অকৃত-কার্য করিয়ে দিলাম। তারপর সে এল তোমার কাছে এবং যে মুহূর্তে সে তার মুখ খুলল সেই মুহূর্তে তুমি বুঝতে পারলে সে সত্যিকারের লেখক, ভাষাতত্ত্ববিদ, সমালোচক এবং এমন একটি লোকের জন্যে তুমি সারা পৃথিবী

খুঁজে বেড়াচ্ছিলে। তারপর সে হয়ে উঠবে তোমার সেরা ছাত্র আর তারই হাতে তুমি তোমার জীবনের পরমযত্নে লালন-করা আশা আকাঙ্ক্ষাকে তুলে দিয়ে যেতে পার।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচের পক্ষে এটা একটু অতিশয়োক্তি হল। তিনি তাঁর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অপরিসীম দয়াদাক্ষিণ্যের সঙ্গে বিতরণ করেছিলেন। তিনি এখন গুণতে পারেন যে সারা দেশে তাঁর অন্ততঃ দু'শজন প্রিয় ছাত্র কাজ করছে—এদের মধ্যে অনেকে আবার নিজেরাই এখন অধ্যাপক। কিন্তু এতে অবাক হবার কিছু নেই। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ তাঁর পরিচয়সূত্রে ভাগ্যবান।

অধ্যাপক চুপ করে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। এতে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

"আর এই ছেলেটি নিকিতা ওরেখোভ আমার কাছে ভারী কাজের ছেলে হয়ে উঠেছে। দাঁতাল-ইঁদুর সম্পর্কে এমন সব কথা বলেছে যা আমি কখনও শুনিনি।"

"তোমার আর এক লমনোসভ-এর জন্যে তুমি হাতিয়ার ধরছ নাকি?" অধ্যাপক, যিনি লোপাতিনকে ভাল করেই জানতেন, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই জিজ্ঞেস করলেন।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন: "সে ছিল স্বাভাবিক প্রতিভাবান। নিজের পথ সে নিজেই করে নিতে পেরেছিল। যে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় সে প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই বিশ্ববিদ্যালয় তারই মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সারা দেশের প্রতিভাবানদের সমাবেশ ঘটাবার আয়োজন এখন আমাদের আছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন তা ছিল না। আমরা এখন কর্তৃত্ব পেয়েছি। যদি আমরা বুদ্ধিমানের মত সব কিছু বজায় রাখতে পারি তাহলে একজন প্রতিভাবানকেও আমাদের হারাতে হবে না।"

অধ্যাপক জিজ্ঞেস করলেন: "আর এই ওরেখোভ—যাকে আমরা কিছুতেই হারাতে পারি না?"

"সত্যিই সে আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। সে হল জাত জীববিদ্যাবিদ, ঠিক যেমন কোন কোন লোক একেবারে কবি হয়েই জন্মায়।"

"কিন্তু তোমার এই কবি পারম্পর্য রক্ষা করে চিন্তা করা দূরে যাক, ঠিক মত কথাই বলতে পারে না।"

অসহিষ্ণুভাবে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বলে উঠলেন : "এমন কথা তুমি কি করে বলতে পার ? সে চমৎকার শিক্ষিত ছেলে, অযথা বাক্যব্যয় না করে সে সুন্দর, সংক্ষিপ্ত ও জীবন্তভাবে কথা বলতে পারে। তুমি তাকে আর একবার দেখ। সে আর একবার আসুক—তুমি নিজেই বিচার করে দেখ। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে এজন্যে তোমাকে দুঃখ করতে হবে না।"

অন্য সমস্ত বিষয়ে সেরা নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার পর নিকিতাকে সাহিত্যের অধ্যাপকের কাছে আবার একবার পরীক্ষা দিতে হল।

১২০ নম্বর কামরার বাইরে পথের ওপর ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ অলসভাবে পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে নিজেকে বোঝালেন যে তিনি একটু আরাম করে পরম শান্তিতে ধূমপান করছেন।

আধঘণ্টা পরে দরজা একেবারে হাট করে নিকিতা সহসা বারান্দায় এসে উপস্থিত হল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জিজ্ঞেস করলেন : "কি খবর ?"

"পাশ করেছি।" নিকিতা জবাব দিল।

নিকিতা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হল।

॥ চার ॥

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বলছিলেন: "প্রথমে আমরা এর ওজন ও মাপ নেব।" তিনি তাঁর পকেট থেকে ছোট একটা নিক্তি বার করে বাক্সটা নিকিতার হাতে দিয়ে পাখির ছানাটাকে নিক্তিটার ওপর রাখলেন। হল্‌দে চামড়ার ভেতর দিয়ে তার হৃৎপিণ্ডের ছোট্ট কালো গোলকটা ধকধক করছে তা দেখা যেতে লাগল। দৃষ্টিশূন্য চোখসুদ্ধু ছোট্ট মাথাটা ভাঙ্গা ঘাড়টার ওপর অসহায়ভাবে ঝুলছিল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাকে ছুঁতেই সেই পাখির ছানাটা মাথা তুলে তার লম্বা হল্‌দে ঠোঁট বড় করে খুলতে লাগল।

নিকিতা হেসে উঠল: "ভেবেছে আপনি ওর মা।"

"ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্"—তীব্র আনন্দভরা গলায় কে যেন ডেকে উঠল অধ্যাপক শ্যারভ লঘুছন্দে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

তাঁর নামটায় তাঁকে ভারী চমৎকার মানিয়েছিল। রুশ ভাষায় 'শ্যার' কথার মানে গোলাকৃতি। সত্যি গোল আকৃতি দিয়েই তাঁকে যেন সৃষ্টি করা হয়েছিল: প্রকাণ্ড গোল পেট, টাক-পড়া গোলাকার মাথা, তার ওপরেই পিট্ পিট্ করছে গোলাকৃতি চোখ। ভাবতেই পারা যেত না যে এই স্থূলতা সত্ত্বেও চলাফেরায় এত ক্ষিপ্রতা কি করে তাঁর সম্ভব হত। নিক্তিটা হাতে নিয়ে মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে লোপাতিন তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। নিকিতা তখন চিম্‌টে দিয়ে ২০০ মিলিগ্রাম ভারটা তুলছিল।

"পাখির ছানা এখনও ওজন করছ?" সাদা শনের পোশাক-পরা শ্যারভের দেহটা প্রকাণ্ড তুষার-প্রাচীরের মত তাদের ওপর যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াল।

"হ্যাঁ—এখনও ওজন করছি!" লোপাতিন সাড়া দিলেন।

"ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, একটু সময় হবে তোমার?"

"সময়? ঘুমের সময়টুকুই আমায় নিতান্ত অনিচ্ছায় দিতে হয়। হুঁ, তাহলে……ঠিক হয়েছে ৭.২ গ্রাম। একটা বাচ্চা হারকিউলিস্।" তিনি পাখির ছানাটাকে দাঁড়িপাল্লা থেকে তুলে নিয়ে গাছের গোড়ায় রাখলেন। নিকিতা এটার একটা ছবি এঁকে নেবার জন্যে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ অপেক্ষা করতে লাগলেন।

"হয়েছে ? ঠিক আছে ! দেখবে ?"--বলে তিনি ছবিটা শ্যারভের দিকে এগিয়ে দিলেন।

শ্যারভ এটার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। শ্যারভের প্রিয় ছাত্র আরকাডি কোরেনেভও এমন চমৎকার করে আঁকতে পারত না। বিজয়-গর্বে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ শ্যারভের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"নিকিতা এটাকে এখন অন্য বাসায় রেখে দাও। তুমি গাছে ওঠ, পাখির ছানাটাকে আমি তোমার হাতে দিয়ে দিচ্ছি। দুটো চড়ুই-ছানা বার করে নাও।"

নিকিতা বার্চ-গাছে উঠে পড়ল। এ-গাছে বেশ চালাক-চতুর চড়ুই-দম্পতি ছোট্ট একটা বাসা বেঁধে আছে ছানাপোনাদের জন্যে। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ছানাটাকে তার হাতে দিয়ে দিলেন।

শ্যারভ তাঁর হাত দুটো পিছনে রেখে ভুঁড়িটা বার করে অনিচ্ছুক চোখে তাদের দেখতে লাগলেন। লোপাতিন নিকিতার হাত থেকে চড়ুই-ছানাগুলো নিতে নিতে তার দিকে চেয়ে অর্থভরা হাসি হাসলেন।

নিকিতা মাটির ওপর লাফিয়ে নেমে আসবার পর তিনি বললেন : "এখন, যে পাখির ছানাটাকে বাসায় রেখে এলে তার একটা ছবি এঁকে নাও, প্রত্যেক দিন এটাকে ওজন কর। তাদের বাড়-বৃদ্ধিটা তুলনা করা খুব দরকার।"

শ্যারভ বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : "আজ ছাত্র-বন্ধুটির ছুটি নাকি ?"

একটু বিব্রত হয়ে নিকিতা জবাব দিল : "না, আমি তো ইতিমধ্যেই কাজে লেগেছি, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই বক্তৃতা শুরু হবে। আজকের আলোচনার বিষয়বস্তুটা বড় জটিল—ব্যাঙের খাদ্য। এখন তো আমাদের অবসর সময়।"

নিকিতা চলে গেলে শ্যারভ অননুমোদনের ভঙ্গীতে বললেন, "জটিল বিষয়বস্তু —তোমার আরো একটা প্রিয় পরিকল্পনা।"

লোপাতিন একটা গাছের তলায় বসলেন। সেখান থেকে তিনি বাসাটাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন এবং ধূমপান করতে শুরু করলেন। "আরে, দাঁড়িয়ে কেন বস, বস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছ—বিরক্তও হচ্ছ।"

"বসতে ভরসা পাই নে—উঠতেই আমার আধঘণ্টা লেগে যাবে। সেই জন্যেই অসুখ-বিসুখ হতে আমি দিই নে, একবার যদি বিছানা নিই তাহলে আর কখনও উঠতে পারব না। আমার শরীর-গতিক তা হতেই দেবে না।"

একথাগুলো বলে শ্চারভ তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠলেন। "তাছাড়া এখানে বসব কেন? তুমি বরং আমার বাড়ি এস।"

"একটু দাঁড়াও, আমি দেখতে চাই চড়ুইগুলো পাখির ছানাটাকে কিভাবে নেয়। হয়তো ওটাকে ফেলেও দিতে পারে।"

"কিসের ছানা?"

"ব্ল্যাক্-ক্যাপের।"

"ব্ল্যাক্-ক্যাপ?" গুঁড়িটার চারপাশ ঘুরে শ্চারভ লোপাতিনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। "আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে?"

"নিশ্চয়ই এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলোকে তুমি গত বছরে বাজে এবং অর্থহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছিলে।"

"একা আমি তো একথা বলিনি।"

"অন্যের কথা আমি থোড়াই কেয়ার করি। কিন্তু আমি মনে করেছিলাম যে অন্ততঃ তুমি বুঝবে। শুমশ্‌কি যে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিরোধিতা করবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বরং এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।"

"স্বাভাবিক কেন?"

"কারণ তোমাদের ইলারিয়ান এরাস্তোভিচ্ শুমশ্‌কি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা করে: বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান আর কি।"

"ফয়ডর, তুমি তো প্রজননবিদ্যাবিদ্ নও এবং সমালোচনা করার তোমার কোন অধিকার নেই।"

"নিশ্চয়ই আছে। প্রজনন গবেষণাগারের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হয়েছিল? আমাদের গবেষণাগারের তিনগুণ বেশি টাকা, তাই না? কিন্তু সে কি কাজ করেছে শুনি? মাছি, পতঙ্গ আর তাদের ক্রোমোসোম্‌স্ গুনতেই ব্যস্ত।"

"তা গোনা প্রত্যক্ষভাবে তো দরকার।"

"আমি আগে তাই মনে করতাম কিন্তু এখন দেখছি এটার দরকার একেবারেই নেই।"

শ্চারভ তাকে বাধা দিয়ে খুশীভরে বলে ওঠেন: "আমি বলছি তোমার কথা ভুল। এ সম্বন্ধে তুমি কিচ্ছু জান না।"

লোপাতিনের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে তিনি ছোট্ট ছেলের মত খুশী হয়ে ওঠেন।

"তাছাড়া পোকা-মাকড় নিয়েই সে ব্যস্ত নয়—নিত্য নতুন শাবক উৎপাদন ঘটিয়ে সে পশু-প্রজনন ক্ষেত্রে অনেক বড় কাজ করে যাচ্ছে।"

"এ কথা শুনেছি বলে তো আমার মনে হয় না।"

"তোমাকে একথা সে জানাবে কেন? তুমি কি তাকে তোমার পাখিদের সম্পর্কে কিছু বল?"

"আমি বলতাম কিন্তু এ বিষয়ে তার কোন আগ্রহ নেই।"

"ফয়ডর, এগুলো স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। শুমশ্‌কি তোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগ্রহান্বিত হতে পারে।"

"মনে আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় আমি তাকে এই বিষয়ে বলবার চেষ্টা করেছিলাম। সে আমার কথা আগাগোড়া শুনল। তারপর চেয়ারম্যান হিসেবে বলল: 'এই মূল্যবান তথ্যের জন্য আমরা অধ্যাপক লোপাতিনকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।' বলেই পরবর্তী বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। এটাকে মুখের ওপর মিষ্টি করে চাপড় মারা ছাড়া তুমি আর কি বলতে পার? যাহোক, সে এখন কি কাজ নিয়ে ব্যস্ত?"

"সবিস্তারে তা আমি তোমাকে বলতে পারব না, কিন্তু জানি এই ধরনের কি একটা কাজ সে করে যাচ্ছে।"

শ্যারভ তাঁর বন্ধুর দিকে তেরছা চোখে তাকিয়েই লোপাতিন একটু বিব্রত হয়েছেন বুঝতে পেরে খুশী হলেন। তিনি তাঁকে হারিয়ে দিতে কৃতসঙ্কল্প হলেন।

"ফয়ডর, তুমি বড্ড অস্থিরচিত্ত, তুমি তো শুমশ্‌কিকে পছন্দই করতে। মনে আছে তুমি বলেছিলে: 'সুদর্শন স্বাস্থ্যবান উৎসাহী মানুষকে আমি পছন্দ করি।' সুশিক্ষিত ও মহা সম্ভাবনাভরা বিজ্ঞানী বলে তাকে অভিহিতও করেছ।"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম এবং তার ক্রমোন্নতি দেখবার জন্যে এক বছর, দু' বছর, চার বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু কিছুই হল না। আমার সব আশা ব্যর্থ হল। দেখলাম নিজের ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলবার জন্যে সে তার শক্তির অপব্যয় করছে। তার মধ্যে এতটুকু মনুষ্যত্ব নেই, আর যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে যে এ থেকে সত্যিকার কোন কাজ হবে না।"

শ্যারভ দৃঢ়ভাবে জবাব দিলেন: "সত্যি করে তুমি কিছুই জান না।"

লোপাতিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন: "দেখ, আমি অপেক্ষাই করে যাব। কিন্তু নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ, আমায় বিশ্বাস কর, ওর সম্পর্কে তোমার

এতখানি আস্থা ভাল নয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা কি জান, যে ভুল-পথ সে বেছে নিয়েছে সে-পথে সে একা নয়—তার পিছনে আরও অনেকজনকে টানছে।"

শ্যারভ শান্ত গলায় তাঁকে বললেন: "আরে, সব তাল-গোল পাকিয়ে বস না। এই বিশ্রী গরমে মেজাজ একেবারে খারাপ হয়ে যায়। চল, একটু চা খাই গিয়ে। নাদিয়া হয়তো আমাদের জন্য বিশেষ কিছু করে রাখতেও পারে। আরে, ঐ দেখ তোমার চড়ুই।" চড়ুই-পাখিটা একটা গোত্তা খেয়ে বাসাটার ভেতর চলে গেল। প্রায় তখনই আবার বাসা থেকে বেরিয়ে এল। বাসার ভেতরটায় সব ঠিকঠিক আছে তা বোঝা গেল।

"ঠিক আছে, চল"—লোপাতিন বললেন। তারপর তাঁরা দুজনে ধীরে-সুস্থে জীববিদ্যাকেন্দ্রের দিকে চলতে শুরু করলেন।

"ও: কি ভয়ানক তুমি হাঁটতে মনে আছে?" লোপাতিনের কণ্ঠস্বর বিষাদভরা। "এমন হাঁটতে আমি কখনও কাউকে দেখিনি। আর তোমার হাতের গুলি! কি গুলিই না ছিল তোমার!"

অল্প একটু হাঁফাতে হাঁফাতে শ্যারভ বললেন: "এক হাতে আমি চার মন তুলতে পারতাম।"

"তুমি আর আমি: আমরা দুজনে অনেক কিছুই করেছি—তাই না? দুঃসাহসিক অভিযানে তুমি উন্মত্ত হয়ে উঠতে। আহা! একজন সত্যিকার প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌কে কিনা গবেষণাগার গিলেই ফেলল!"

শ্যারভ রেগে উঠলেন।

"প্রথমতঃ, তুমি নিজেই বছরের পর বছর গবেষণাগারে কাটিয়েছ আর দ্বিতীয়তঃ, আমি যদি এই দীর্ঘ বছরগুলো গবেষণাগারে না কাটাতাম, তাহলে বন্ধু আজকে যেসব বিষয় পরিষ্কারভাবে জেনেছ তা জানতেই পারতে না।"

"তা সত্যি, তা বটে—আমি তোমাকে একটু চাগাতে চেয়েছিলাম—" লোপাতিন তাঁকে চাঙা করবার জন্যে বললেন।

কিন্তু শ্যারভ এত সহজে শান্ত হলেন না।

"স্বীকার না-হয় করলাম যে পাখিদের বাসা-বদল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজনীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক এবং তাতে বাস্তব ফলের সম্ভাবনা মেলে কিন্তু"—শ্যারভের দম যেন ফুরিয়ে গেল। "কিন্তু তুমি নিজে পাখির ছানার ওজন নিলে কেন? তুমি কি মনে কর ও-কাজটা ভেরা ভাসিলিয়েভ্‌না নিজে করতে পারত না?"

"নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্"—লোপাতিন শ্চারভের তীক্ষ্ণ একঘেয়ে কণ্ঠস্বর নকল করে বললেন: "এই দেখ, তুমি আবার শুরু করলে! 'নিম্ন-মানের গবেষক-কর্মীরা বাস্তবকাজ চালিয়ে যেতে পারে।' এটা কিন্তু কাজের কথা হল না। অবশ্য তুমি গরমকালটা গবেষণাকেন্দ্রে কাটাতে পার অথবা এক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে অন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঘুরে বেড়াতে পার। কিন্তু কথা হচ্ছে—"

শ্চারভ তাঁকে বাধা দিলেন। "একদিনে অনেক তর্ক করে ফেলেছ বলে কি তোমার মনে হচ্ছে না?"

"না, আমি তর্ক করছি না। তর্ক করবার কিছু নেই। আমার কথা ঠিক, তোমারই ভুল হয়েছে,—ব্যস্ এই! প্রকৃতির সঙ্গে ছাত্রদের প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় তোমার বা আমার মত কোন অভিজ্ঞ অধ্যাপকের দ্বারা পরিচালিত হওয়া দরকার।"

"কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে এটা কি যথেষ্ট নয় বলে তুমি মনে কর না?"

"এতটুকু বেশি নয়—নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্, এতটুকু বেশি নয়।" —লোপাতিন জবাব দিলেন। "সময় বাজে নষ্ট করার কথা বলছ কিন্তু তুমি নিজেই জান পাখির ছানা ওজন করতেও দক্ষতার দরকার। ছানাটাকে ভাল-ভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে, ছাত্রদের দেখিয়ে দিতে হবে কি করে ছবি আঁকতে হয়—তার চোখ আর হাত কাজ করতে অভ্যস্ত হতে হতে ছাত্রের দৃষ্টি বিশেষ কটি ব্যাপারে আকর্ষণ করতে হবে। এসব কেন এবং আমাদের লক্ষ্য কি—তা আমি তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিই। ধর, যেমন নিকিতা ওরেখোভ। এই মুহূর্তে সে নিজেকে কি চোখে দেখছে বলে তুমি মনে কর? দেখছে বৈজ্ঞানিক ও পথ-নির্দেশক হিসেবে। তার সামনে জাগছে ভবিষ্যৎ-উন্নতির আশা, ভাবনা ভিড় করে আসছে মাথায়। অন্যভাবে তাকে শেখান লজ্জাকর। সৃষ্টিশীল তার মন, তার প্রতিভা রয়েছে। সে তোমার ঐ কোরেনেভের মত নয়।"

"আমার ঐ কোরেনেভের দোষ কি হল?"

"দোষ কোন কিছু নেই কেবল তুমি ওর মাথাটি খাচ্ছ।"

"মাথা খাচ্ছি আমি?" শ্চারভ যেন প্রতিবাদ করে উঠলেন।

"নিশ্চয়ই। সে তোমায় ভালবাসে আর বাসাই উচিত। শিক্ষকের

অনুগত হওয়া ছাত্রের কর্তব্য। কিন্তু তোমার ছাত্রকে তুমি করতে দিচ্ছ কি? ধারাল দাঁতওয়ালা ইঁদুরের চুল আর দাঁত গোন, তাদের কঙ্কাল মাপ-জোপ কর, বল কোন জাতের, কোন উপ-জাতের—এই তো?"

"সুশৃঙ্খল নিয়মপদ্ধতি যদি তোমার অভিমতে অদরকারী হয় তাহলে পরীক্ষার সময় তুমি এত কড়া কেন? ছেলেরা আর্তনাদ করে বলে যে তোমার চেয়ে আমাকে তুষ্ট করা অনেক সহজ।"

"নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্, আমার কথা না-বোঝার ভান করছ কেন তুমি? সুশৃঙ্খল নিয়মপদ্ধতি খুব দরকার—সব সময় এটা আমি জোর করে আদায় করে নেব, অঙ্গ-সংস্থান সম্পর্কে বিস্তৃত ও নিখুঁত দৃষ্টি অপরিহার্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এটা আমাদের দরকার কেন? ছাত্রকে এ-ব্যাপারে ভাল করে উপলব্ধি করিয়ে দিতে হবে যে কেন সে সুশৃঙ্খল নিয়মপদ্ধতি ও অঙ্গ-সংস্থান অভিনিবেশ করবে? বছরের পর বছর ধরে লোকেরা গবেষণাগারে কাজ করে কেন? তাকে দেখতে হবে সবচেয়ে দরকারী জিনিস—বিজ্ঞানের সত্যকার লক্ষ্য কি। আচ্ছা, তুমি কোরেনেভকে শারীরবৃত্ত বিষয়ে পাশ করিয়ে দিয়েছ—বেশ ভাল কথা। কিন্তু এর বিস্তৃতি এবং কার্যকারীতা একে দেখিয়ে দেওয়া তোমার দরকার। সে স্বপ্ন দেখুক, সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুক, খুঁজুক, ভুল করুক, কষ্ট পাক, একটা দুটো রাত না-ঘুমিয়ে কাটাক। তুমি নিজেই জান এর অর্থ কি—তাই নয় কি?"

"আমি কি ঠিক করিনি!"

"তাহলে কেন তুমি তাকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে দিতে গররাজী? এবছর কি কাজ তুমি তাকে দিয়েছ? সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ অতি তুচ্ছ কাজ। কিচ্ছু নয়—কেবল মাপজোপ নাও, মুখস্থ আর শ্রেণীবিভাগ কর। একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়—ভুল করবার এতটুকু সুযোগ পর্যন্ত না।"

"কিন্তু আমি তাকে সত্যিকার বৈজ্ঞানিক করে তুলছি। ভুল-করা শুরু করার আগে অ-আ ক-খ-টা ভাল করে সে শিখুক।"

"এই তো! তুমি তো নিজেই বর্ণমালার কথা বলেছ। লোকে বর্ণমালা শেখে কেন? ছেলে স্কুলে গেলে তাকে বলা হয় এটা 'ক', এটা 'খ' এবং সেই সঙ্গেই তাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় এই অক্ষর দুটো দিয়ে কি কি শব্দ তৈরি করা যেতে পারে। তা যদি করা না হয় তাহলে 'ক' 'ক'ই থাকবে—তার বেশি কিছু নয়। তুমি কোরেনেভকে অক্ষরগুলো দেখিয়েছ

—কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? সে তার নিয়ম-পদ্ধতি শিখবে, শ্রেণী-জাতি বর্ণনা করতে পারবে, বিশেষভাবে প্রদত্ত প্রজাতির শ্রেণী-বিভাগ মুখস্থ করবে। সম্ভবতঃ সেই শ্রেণীর গোফার এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। তোমার এই গোফার গবেষণাগারে শুধু মরা নয় পোকায়-খাওয়া অবস্থায় বিশ বছর ধরে পড়ে আছে। যেখানে এরা থাকত হয়তো সেখানেই ওরা অর্কিডের গাছ পুতেছে। অথবা ধর এক হ্রদ-বোঝাই মাছ। এগুলোই তো তোমার নিয়ম-পদ্ধতি—তুমি ওকে নষ্ট করে ফেলছ নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্—তাইই তুমি করবে। নিয়ম-পদ্ধতি দরকারী তা জানি—কিন্তু এটা সতত সঞ্চরণশীল প্রাণবন্ত-জান্তব বিজ্ঞানের শাখা হওয়া উচিত। তুমি ওকে মৃত ও প্রস্তরীভূত নিয়ম-পদ্ধতি শেখাচ্ছ।"

"কিন্তু এদিকে তার সত্যিকার ঝোঁক রয়েছে।"

লোপাতিন হঠাৎ থেমে শ্চারভের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই সরু পথটা যেন বন্ধ করে দিলেন।

"তা হতে পারে, কিন্তু আমি জানি বিজ্ঞানীর মন কোন কাজে আছে আর কোন কাজে নেই।"

"না, তোমার কোন অধিকার নেই একথা—" শ্চারভ হাঁফাতে লাগলেন।

"হ্যাঁ, আমার অধিকার আছে, আমি তোমার মনে আঘাত দিতে চাই না। তুমি আমার ওপর রেগে গেছ—তোমার কিন্তু রাগ করা উচিত নয়। আঃ, এত তাড়াতাড়ি হাঁটছ কেন? দেখছ কি গরম! যখনই আমরা দুজনে কথা বলতে শুরু করি তখনই আমাদের তর্ক বেঁধে যায়—আমরা একই বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করি—বিজ্ঞানের কোন সমস্যা কি সত্যিকার জীবনের দাবির সদুত্তর নয়? যেমন ধরো, ছাত্রদের শিক্ষা বিষয়ে আমাদের এই মতানৈক্য। দেশের যখন বিজ্ঞানীর প্রয়োজন তখন শুমশ্‌কি গবেষণাগারের কর্মী তৈরি করতে ব্যস্ত। এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে গবেষণাগারের কর্মী তারই দরকার। স্বাধীন চিন্তার স্বাচ্ছন্দহীন অভ্যাস থেকে মুক্ত হয়ে লোকে অবিচলভাবে তার কথা মেনে চলবে। যদি তোমার নিজের কোন দরকার নেই তবু তুমি খানিকটা কুঁড়েমি আর কতকটা আত্ম-তুষ্টির দরুণ ওরই মত গবেষণাগার-কর্মী তৈরি করতে শুরু করেছ। তোমার কথা হচ্ছে: 'এখন আমি বুড়ো হয়েছি, নামী হয়েছি—এখন আমি বিশ্রাম করতে পারি।' কিন্তু তা তুমি পার না। আমি ছাত্রদের জটিল জিনিস দিই বলে তুমি

আমায় বকছ। আমি জানি এই জটিলতা ওদের বড্ড কষ্ট দেয়, কিন্তু এই জটিল জিনিসই সত্যিকার বিজ্ঞানী হতে সহায়তা দেয়। আর এই বিজ্ঞানীদের আমাদের বড্ড দরকার। আমার ছাত্ররা দু'বছর ধরে ব্যাঙ নিয়ে গবেষণা করছে—তাদের গবেষণার ফলগুলো সংগ্রহ করে আমি প্রকাশ করব বলে মনে করছি—ছোটখাট বেশ কাজের একটা বই হবে। আমাদের বনে-জঙ্গলে পোকা-মাকড়ের অত্যাচারের কথা ভুলে যাবার কি আমার অধিকার আছে? আমি যদি তুমি হতাম—তাহলে এটার কথাও আমি ভাবতাম। ধারাল দাঁতাল ইঁদুর আর গোফার যখন সব একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে তখন তুমি তাদের উপ-জাত বর্ণনা করছ।"

"আমি তো সব একসঙ্গে করতে পারি না।"

"তা করবার দরকারও নেই। সারা সময় তুমি নিজেই কাজ করে যাচ্ছ। এটা কি ঠিক? আর আমার কাজের নিন্দা তোমরা করছ। এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলও করছে। 'লোপাতিন বিদ্রোহী', 'লোপাতিন স্বপ্নবিলাসী'—কিন্তু কি ভাবে কাজ হচ্ছে তা দেখ। ধর প্রাণিতত্ত্ববিদদের কথা, তারা অতি সন্তর্পণে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় আর পর্যবেক্ষণ করে। তারা পাখিদের ওড়াটাকে লক্ষ্য করে আর লিখে রাখে কোথায় তারা বসছে। আর আমাদের ছাত্রদের শিক্ষা দিই লুকোনো জায়গায় ঘন হয়ে বসে পাখিগুলো কতবার উড়ল আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফিঞ্চ কতবার গান করল লিপিবদ্ধ করে রাখতে। এজন্যে চিন্তা বা ভাবাটাই বড় কথা নয়—কোন কিছুর শান্তি-ভঙ্গ না করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। দূর থেকে বাসাটা লক্ষ্য কর। বাসার মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখা পাখির কাজ—তোমার নয়। তারপর আসে অঙ্গসংস্থানবেত্তারা। রক্তবাহী শিরাগুলি সব তাদের নখদর্পণে। তারা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই যে কোন সরীসৃপের পরিপাক-যন্ত্রটা এঁকে দিতে পারে; কিন্তু আবহাওয়া এবং অন্য অবস্থা এর কি ইতর-বিশেষ ঘটাতে পারে তা আমাদের অঙ্গসংস্থানবেত্তারা জানে না। ধর, তোমার নিজের কথা। তীক্ষ্ণ দাঁতাল ইঁদুর সম্পর্কে তোমার মতো কেউ জানে না। চল্লিশ বছর ধরে তুমি এ-নিয়ে পড়াশোনা করছ। কিন্তু পড়াশোনা করছ কোথায়? না, খেতখামার থেকে অনেক দূরে গবেষণাগারের টেবিলে। এভাবে তুমি ইঁদুরের নতুন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে না। তুমি পড়াশোনা করছ কেন? তোমার চূড়ান্ত লক্ষ্য কি? তা কি জ্ঞান-অন্বেষণ? কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়।

তোমার লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে স্থির নির্দিষ্ট হওয়া উচিত—ক্ষতিকর তীক্ষ্ণ দাঁতালো ইঁদুরের সংখ্যা হ্রাস করা এবং প্রয়োজনে আসে এমন ইঁদুরগুলোকে যত বেশি করে বাঁচতে দেওয়া। নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্, গবেষণাগারের এই চার-দেওয়ালের মধ্যে তা করা সম্ভব নয়। কেউই তা করতে পারে না। তুমি বনে-জঙ্গলে সন্তর্পণে পা ফেলে চলতে ভালবাস, কিন্তু আমার নিজের ক্ষেত্রে এমনি সন্ত্রস্তভাবে কেন আমি চলব তার কোন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমি চলতে চাই দৃঢ়ভাবে পা ফেলে স্বয়ম্ভু এককের মত, শুকনো ডালপালার জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে নতুন গাছ পুঁতে, পুকুরে মাছ ছেড়ে, পুকুরের পাড়ে ক্ষতিকর শোঁয়াপোকাগুলোকে ধ্বংস করে।"

শ্লেষভরে শ্চারভ বললেন: "ঠিক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মত।"

লোপাটিন যেন প্রতিবাদ করে উঠলেন: "ঈশ্বর?—না বিজ্ঞানীর মত, জীববিদ্যাবিদের মত। জীববিদ্যা কি তা একবার ভাব। এ হল জীবনের বিজ্ঞান। জীববিদ্যা কথাটা মস্ত বড় কথা—এটা আমাদের বড় রকমের অধিকার এনে দেয়। আমরা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করলে এদিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারব না। আমরা মিলেমিশে কাজ করব, একে অন্যকে সহায়তা দেব। কিন্তু তুমি আর তোমার বন্ধুরা এটাকে নানা কথায়: প্রকৃতিবাদী, অঙ্গসংস্থানবেত্তা, শারীরবেত্তা প্রাণি-ভূগোলজ্ঞ, বাস্তববিদ্যাবিদ্-এ ভাগ করে নিয়েছ; যে যার নিজের পথ ধরে চলেছ, ইচ্ছে করেই সে-পথকে করে রেখেছ সংকীর্ণ। পাথরের দেওয়াল একটা পথ থেকে অন্য পথকে আলাদা করে রেখেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা চওড়া রাস্তা রয়েছে সকলের জন্যে। প্রত্যেকে কি করছে তা জানা, একভাবে চিন্তা করা, এক লক্ষ্য অনুসরণ করে চলা মানে নিজ শক্তিকে অনর্থক ক্ষয় করা নয়। আমাদের নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা আমাদের নিজ নিজ বিভাগে আবদ্ধ হয়ে থাকা ঠিক নয়। নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্,—তোমার একটা পড়ার-ঘর আছে, এর দেওয়ালটা পুরু কিন্তু জানালাগুলো ছোট। কিন্তু আমার গবেষণাগারটা কি রকম? ইউনিয়নের সব চারাগাছের বাগান, সব পশুশালা, সব বনজঙ্গল আর শিকার-ক্ষেত্র এর মধ্যে। তোমার কাজের লোক মাত্র পাঁচজন আর আমার গবেষণাগারে হাজার হাজার পশুতত্ত্ববিদ, জীববিদ্যাবিদ্, ভূতত্ত্ববিদ্ কাজ করছে। তারা যা গবেষণা করছে তা তোমার দেখা উচিত। কি দুঃসাহসিক গবেষণা!"

"তোমার বিজ্ঞান-বিভাগে স্কুল-পাঠচক্র রয়েছে—তাতে পঞ্চম-মানের ছাত্র নাও না কেন?"

"আরে, এ তো ভারী চমৎকার পরিকল্পনা, একথা তুমি আগে বল নি কেন? সামনের বসন্তকালে আমি সবাইকে কাজে লাগাব। হেসো না যেন। আমার স্কুলের ছেলেরা বাজে নয়। নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্, তুমি ভাবতেই পারবে না কি চমৎকার পরিকল্পনা তুমি আমায় দিলে! ভারী দুঃখের কথা যে তাদের ছুটি বড় দেরিতে হয়েছে, ইতিমধ্যে পাখির ছানাগুলো বড় হয়ে যাবার সময় পাবে। ঠিক আছে! দ্বিতীয় দলের ছানাগুলো নিয়ে আমরা কাজ শুরু করব। আমার জন্যে খুব ঔৎসুক্যের সঙ্গে তারা ছানাগুলোকে বাসা থেকে স্থানান্তরিত করবে, এই কাজের জন্যে কাউকে আমাদের পয়সা দিতে হবে না। গরমের সময় স্কুলের ছেলেমেয়েরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আমার কাছে এসে কত কথাই না তারা আমাকে বলবে, তখন আমার কেবল শোনার পালা। নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্, একবার ভেবে দেখ, সারা দেশ জুড়ে কি উত্তেজনাময় কাজই না শুরু হবে। কোন কারণে 'কাঁচ-ঘরে' রাখা চারাগাছ বলে আমরা ছাত্রদের মনে করি। তাদের আমরা কেন এখানে-ওখানে পাঠিয়ে দেব না? আমার ছেলেদের আমি পাঠিয়ে দিতে পারি গো-প্রজনন কেন্দ্রে এবং তুমি তোমার দাঁতালো বাহিনীকে তোমার সহকারী ইভান অস্টাপোভিচ্ গ্রোমাদার নেতৃত্বে বৃক্ষহীন অনুর্বর প্রান্তরে পাঠাতে পার।"

"গ্রোমাদা আর আমার সঙ্গে কাজ করছে না।"

"সে কি?"

"সে বলেছে যে তার মা সেরে উঠেছে এবং আর তার টাকা রোজগার করবার দরকার নেই। সে পড়াশোনা করতে চায়। আমার মনে হয় ওটা আসল কারণ নয়। সে আমার সঙ্গে কাজ করতে চায় না। তারও প্রায় তোমার মতই আমার সম্পর্কে অভিমত।"

"থাম, থাম, তার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার লেখাপড়ার শুরু থেকেই সে তোমার গবেষণাগারে সুযোগ করে ঢুকেছে। এর অর্থ অনেক। তোমার সমালোচনা করা যেন তার পক্ষে বড্ড বাড়াবাড়ি হল। পাখির ছানার বাসা-বদলের কাজে বিলেভস্কী-বাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে তাকে যে আমি আমন্ত্রণ জানাতে যাচ্ছিলাম।"

"বেশ তো—তাকে ডাক না—তার তো একেবারেই কোন কাজ নেই।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বললেন : "এ কিন্তু আমি আশা করিনি।"

"আমিও না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছেলেদের পাঠানর মতলবটা তুমি বাদ দাও। এজন্যে কোন টাকাকড়ি বরাদ্দ নেই। এই যখন ব্যাপার, আমি নিজেই ভেবে পাচ্ছি না ছাত্রদের হাতে-কলমে কাজের ব্যাপারে কি করব।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁকে ভৎর্সনা করে বললেন : "কুজমিচ্‌কে তোমার যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি। তার মত লোককে কিছুতেই যেতে না দেওয়া উচিত ছিল। সে নিজে শিকারী, তার ওপর কাজের মানুষ, বন-জঙ্গলের প্রতিটি পথ-ঘাট, গাছ-পালা, ঝোপ জঙ্গল তার নখদর্পণে। আর এখানে ছেলেদের তো খুব যত্ন-আত্তি করা হত।"

"তুমি সব ব্যাপারটা জান না।"

"বল, শুনি—কি ব্যাপার।"

"এই দেখ, আমরা এসে পৌঁছে গেছি।"

শ্চারভ বাড়ির বারান্দায় পা দিলেন।

"আরে তোমার সব জিনিস এখানে জড় করেছ কেন? কেমন আছ নাদেজ্‌দা ইভানোভ্‌না?"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সেই প্রকাণ্ড ঘরের চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। বিছানার ওপর একটা কম্বল বিছানো, শেল্‌ফ্‌গুলোতে বই ঠাসা, জানালার ধারগুলোতে আচারের শিশি, টেবিলের ওপর একটা বাতিদান, আর একটা কেঠোপাত্রের চারপাশে কতকগুলো কাপ। নাদেজ্‌দা ইভানোভ্‌না সব সময়ে জরুরী প্রয়োজনে টেবিলের ওপর অনেকগুলো কাপ জড় করে রাখতেন, কেননা তিনি ভাল করেই জানতেন যে আতিথি-অভ্যাগতে সে-ঘর ভরে উঠতে পারে। শ্চারভ-দম্পতি তাঁদের অতিথেয়তার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁদের সেই মস্কোর ফ্ল্যাটে সব সময়েই ছাত্রদের ভিড়, তারা চা খেত, প্রাণিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করত, শ্চারভের সেলো বাজনা শুনত আর বিশ্ববিদ্যালয়-খ্যাত তাঁর সংগৃহীত জিনিস-পত্তর দেখত।

তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজ-কর্ম ছাড়াও শ্চারভ অন্য সমস্ত রকম কাজে অবসর করে নিতেন। অনেক সময় তাঁর বালসুলভ উৎসাহ জাগত—উৎসাহ যেমন তাড়াতাড়ি জাগত তেমনি তাড়াতাড়ি আবার মিইয়ে যেত। কিন্তু তাঁর ছিল চিরকেলে শখ, অনেকদিন ধরে তিনি সিগারেট-বাক্স আর পাখিদের ল্যাজের

পালক সংগ্রহ করেছিলেন। শ্চারভ বলতেন যে সিগারেট-বাক্সের ওপরকার ছবিগুলো ঐতিহাসিকদের অনেক মালমসলার সন্ধান দিতে পারে আর তাঁর এই পাখির পালক সংগ্রহ তাঁর গর্বের বস্তু। কিন্তু শ্চারভের স্ত্রী নাদেজ্‌দা ইভানোভ্‌না বন্ধুদের কাছে পরিচিত ছিলেন নাদিয়া নামে—ফয়ডর ফয়ডরো-ভিচ্‌ যখন তাঁর বন্ধুর জন্যে পাখির পালক উপহার হিসেবে নিয়ে আসতেন তখন তিনি চটে যেতেন। তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় তিনি বলে উঠতেন—"দোহাই আপনার ফেদ্‌ইয়া, এর মধ্যেই ওঁর পাখির পালক আট হাজার হয়ে গেছে। সেগুলোর ওপর পুরু ধুলো জমেছে। আর আমার ঝিও ছুকরী নয়—তার ওপর সব সময় তো আমার বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগতের ভিড় লেগেই আছে। তাকে দিয়ে তো পাখির ল্যাজ ঝাড়-পোঁছ করাতে আমি পারি না।"

গরম কড়া চায়ে আরামে চুমুক দিতে দিতে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ জিজ্ঞেস করলেন: "হ্যাঁ, সে-ব্যাপারটা কি বলছিলে শুনি।"

: "তোমার কুজমিচ্‌ ডীনের অফিসে উপস্থিত হয়ে জীববিদ্যাকেন্দ্রে লাইসেঙ্কো বিভাগ খুলবার প্রস্তাব করেছিল। সে বলেছে কলখজ-কর্মীরা এ-ব্যাপারে উৎসাহী।"

: "তারপর কি হল ?"

: "খ্রুস্ত তখুনি তাকে সে-মতলব বাতিল করে দিতে বললে। কিন্তু সে অনড়। সে বলল: 'আমি হচ্ছি জীববিদ্যাকেন্দ্রের কর্তা—আমার যা খুশী তাই আমি সেখানে করব।' তারপর তুমি তো নিজেই দেখতে পাচ্ছ ··"

: "না, আমি দেখতে পাচ্ছি না—" ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করে দিলেন। "জীববিদ্যাকেন্দ্র হচ্ছে জেলার বিজ্ঞান-কেন্দ্র। কুজ্‌মিচ্‌-এর কথাই ঠিক। একথা আমাদের নিজেদেরই ভাবা উচিত ছিল।"

: "আমরা ভাবিনি ভালই হয়েছে। এটা আমাদের কাজ নয়। লাইসেঙ্কো এবং তার প্রজনন-কেন্দ্র নিয়ে আমাদের যথেষ্ট হয়েছে। নাদিয়া আরো একটু চা দাও।"

: "এক সময়ে লাইসেঙ্কো সম্পর্কে তুমি অন্যভাবে কথা বলতে বলে আমার মনে হচ্ছে। তাকে তুমি প্রতিভাবান বলে ভাবতে।"

: "এবং এখনও তাই করি। কিন্তু লোকেদের বেশি বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। সে পাকা কৃষিতত্ত্ববিদ্‌। আর সেটাই আশ্চর্য। সে তার কাজে

লেগে থাক এবং আমরাও আমাদের কাজ করে যাই। সবাই বিজ্ঞানের একই পথ ধরে চলে না।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁর চোখদুটো কুঁচকে বললেন: "আমি কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পাচ্ছি না কার সঙ্গে আমি কথা বলছি—শ্চারভ না শুমশ্কি ?"

নাদিয়া বললেন: "শুমশ্কির ওপর আপনি এত চটা কেন? লোকটা তো বেশ চমৎকার—আপনি নিজেই তাঁর প্রশংসা করে বলতেন উনি সুশিক্ষিত ও স্বামী হিসাবে চমৎকার। কিন্তু এখন ?"

শ্চারভ তাঁর চামচটা চুষতে চুষতে বললেন: "তুমি বড্ড শক্ত মানুষ ফেদইয়া, সবার সঙ্গে তুমি ঝগড়া কর। আচ্ছা একটু আচার খাও—স্ট্রবেরীর আচার—কালকে এটা তৈরি করা হয়েছে।"

লোপাটিন শ্চারভের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন: "যদি আমি ব্যস্ত না থাকতাম এবং কুজ্‌মিচের পক্ষ নিতুম তা হলেও শক্ত মানুষ বলে কি আমার পরিচয় ঘটত ?"

: "একটু থামো তো! তার চেয়ে বল জীববিদ্যাকেন্দ্র নিয়ে আমার কি করা দরকার। এটা আমাকে একেবারে পাগল করে দিচ্ছে। ছেলেদের আমরা খাওয়াব কি? আর তাদের রাখবই বা কোথায়? আমাকে একথা বলতেই হবে যে তোমার কুজ্‌মিচ্ এখানকার বিলিব্যবস্থা বেশ ভালই করত।"

: "কুজ্‌মিচের কথা বাদ দাও। যুদ্ধের সময় সে তার সব টাকাকড়ি বাঁচিয়েছিল মাটির নীচে সব লুকিয়ে রেখে। নিজে প্রতিরোধকারী হয়ে লড়াই করতে গিয়েছিল। ফিরে আসার পনর দিনের মধ্যেই সে আবার সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিল। তুমি কখনও তার সঙ্গে কাজ করনি—তার ধরন-ধারন তুমি জান না।"

: "আহা, রেগে যেও না, এখন কি করব তাই বল।"

: "সৎ লোকদের তাড়িয়ে বদমাসদের ডেকে এন না।"

: "বর্তমান কর্তাটি বদমাস নন—তিনি নিজেই জানেন না কি করবেন।"

কিন্তু শ্চারভের ভুল হয়েছিল। জীববিদ্যাকেন্দ্রের নতুন কর্তা সত্যিই লোক ভাল নন। নতুন পদে যোগ দেবার ক'মাসের মধ্যেই পাখিদের আবার-ভূমির ভেতর গাছপালা দিয়ে নিজের জন্যে তিনি একটা কুটীর করে

নিলেন ; ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগী গোরু যোগাড় করলেন—বেশ খানিকটা জায়গায় র‍্যাশবেরী লাগালেন। মৌমাছি-রক্ষকের স্ত্রীকে নিজের কাজে লাগালেন—সেই সঙ্গে কতকগুলো মৌচাকও হাতিয়ে নিলেন—তা না-বলাই ভাল। ছাত্রদের উপস্থিতি তাঁর কাছে প্রাথমিক বিপর্যয় বলে মনে হল। তারা কি করে থাকবে সে-ব্যাপারে তিনি এতটুকু মাথা ঘামালেন না। ছাত্রদের থাকবার ঘর বানাবার জন্যে শীতকালে কিছু কাঠ-পত্তর তাঁর কাছে এল, তা দিয়ে তিনি নিজের জন্যে একটি আচ্ছাদন তৈরি করে নিলেন আর ছাত্রদের জন্যে পুরানো তক্তা আর তিন টুকরো কাঠ দিয়ে লম্বা ছাউনির মত বাড়ি বানিয়ে দিলেন। এই প্রকাণ্ড বাড়িটায় বৃষ্টির সময় জল পড়ত—বিদ্যুৎ-বাতির কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ইউরা ডজডিকোভের মজার গল্প শোনা বা নদীর ধারে কাঠ-কুটো জ্বালিয়ে তার চারপাশে বসে থাকা ছাড়া সন্ধ্যেবেলা ছাত্রদের আর কিছু করার থাকত না। কিন্তু এই নদীর ধারে বসাটাও কর্তামশাই না-মঞ্জুর করে দিলেন। জীববিদ্যাকেন্দ্রে স্নানের জায়গা নেই, জুতো শুকোবার স্থানাভাব, এমনকি খাবারজলের চৌবাচ্চা পর্যন্ত নেই। কেউ জানে না এই সব জিনিসপত্রগুলো কোথায় গেল। নিকটবর্তী বন-বিভাগীয় কেন্দ্রের নতুন পদে যাবার সময় কুজ্‌মিচ্‌ ভাল করে একটা তালিকা তৈরি করে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। এখন সেই তালিকাটাই পাওয়া যাচ্ছে না। নার্সও নেই। অধ্যক্ষের স্ত্রীই রাঁধুনী। এমন বিচ্ছিরি রান্না রাঁধলেন যে ছেলেরা মুখে তুলতেই পারল না।

লোপাটিনের মুখে কর্তার কাণ্ডকারখানা শুনে শ্চারভ বেশ ভয় পেয়েই জিজ্ঞেস করলেন : "তাহলে ওঁকে নিয়ে কি করি বল তো ?"

"কি করবে ? হতভাগাটার নামে এখুনি নালিশ ঠুকে দাও। আমি বালাসোভের কাছে যাই। তাকে বলি একজন সৎলোক আমাদের খুঁজে-পেতে দেবার জন্যে। যৌথখামারকেন্দ্রকে বলতে হবে আমাদের ক'জন ছুঁতোর-মিস্ত্রী পাঠাতে—থাকবার ও স্নান করবার কুঠুরীগুলোকে মেরামত করিয়ে নেবার জন্যে। তাদের সাহায্য করবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে স্বেচ্ছা-শ্রম-দিবসের প্রবর্তন করতে হবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্চারভ বললেন : "ছেলেদের পড়াশোনা থেকে সরিয়ে নেবার কোন অধিকার আমার নেই। আর ডীনের অনুমতি ছাড়া কেন্দ্রের কর্তাকে আমি অভিযুক্ত করতে পারি না।"

"যদি তুমি দেখ যে কোন লোক অন্য একজনের পকেট মারছে—তাহলেও তুমি কর্তৃপক্ষের কাছে পরামর্শ করতে ছুটবে? নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ, আর কিছু নয়—তুমি ঝগড়া করতে ভয় পাও।"

শ্চারভ শান্তভাবে স্বীকার করে বললেন: "তোমার কথাই ঠিক ফেদ্ইয়া; ঝগড়া করতে আমার ঘেন্না হয়।" আবার তিনি নাদিয়ার দিকে তাঁর কাপটা বাড়িয়ে দিলেন।

সেই মুহূর্তে তাঁর গোলগাল আবেগহীন ঘর্মাক্ত চেহারাখানা লোপাতিনের কাছে একান্ত অপরিচিত বলে মনে হল। শ্চারভ এর আগে কখনও তাঁর মনে এই ধরনের বিরূপ অনুভূতির সৃষ্টি করেননি। প্রায়ই তাঁরা তর্ক-বিতর্ক করেছেন, ঝগড়া করেছেন, মতবিরোধ হয়েছে বহুবার, কিন্তু কখনও একটি মুহূর্তের জন্যও তাঁর বন্ধুকে ভাল না বেসে তিনি থাকতে পারেননি। তাঁর হাসিখুশী ভাব, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, তাঁর ছেলেমানুষী, সম্পূর্ণ অসম্ভবের ওপর তাঁর উৎসাহ ইত্যাদির জন্য তিনি তাঁকে ভালবাসতেন। শ্চারভের সংশ্লিষ্ট সব কিছুরই ওপর তাঁর ভালবাসা ছিল।

তিনি ভালবাসতেন তাঁর সেই বিখ্যাত সংগ্রহ আর বাজনাটি। শ্চারভ খুব ভাল ব্যজিয়ে না হলেও লোপাতিন তাঁর বাজনা উপভোগ করতেন। শ্চারভ ছিলেন শান্তিপ্রিয়—সবার সঙ্গেই তিনি মানিয়ে চলতেন, সবাইকে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর চরিত্রের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য না থাকলেও সাধারণ মানুষদের ওপর তাঁর এই স্বাভাবিক সহিষ্ণুতাকে লোপাতিন ক্ষমা করে নিয়েছিলেন—তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর বন্ধুর আত্মার পবিত্রতা থেকেই আস্থাটা জন্মেছে। প্রাক্-বিপ্লব অবধি শ্চারভের খুব খারাপ দিন গেছে। সাহসের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করেছিলেন এবং তাঁর মাতৃভূমির বুকে সংঘটিত সমস্ত কিছুর ওপরেই অসীম আস্থা নিয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। খ্রুস্ত নিজের ভবিষ্যৎ-উন্নতি চান এবং শুমশ্কি নিজের খ্যাতি ছাড়া আর কোন কিছুই ভাবেন না: একথা তিনি ভাবতেই পারছিলেন না। এই সমস্ত মানুষদের ওপর রয়েছে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার আর সোভিয়েত সরকারের আস্থা রয়েছে এঁদেরই ওপর।

শ্চারভের সৎস্বভাব কখন কখন লোপাতিনের মনে ভয়ানক রকমের জোরালো তর্ক এবং বিরক্তির উদ্রেক করলেও তিনি তাঁকে ভালই বাসতেন।

কিন্তু এখন লোপাতিনের মনে হল যে তাঁর ও শ্চারভের মাঝে কতকগুলো

বাধার প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে। শ্চারভের শান্তিপূর্ণ সুখী চেহারা,…স্যামোভার …শুমশ্‌কি, কুজ্‌মিচ্‌, সন্তুষ্টিবিধানে-উদ্যত নাদিয়া, লোপাতিনের গবেষণার ওপর শ্চারভের পরিহাসপূর্ণ মনোভাব—এইগুলোই হল বাধার প্রাচীর।

লোপাতিন উঠে পড়লেন।

"নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্‌, আমার পরামর্শ তোমাকে আমি দিয়েছি, বাস্তব কাজের ভার তোমার ওপর— তোমাকেই এজন্যে জবাবদিহি করতে হবে। যা ভাল বোঝ কর।"

"আমি একটা রিপোর্ট লিখব'খন। কর্তৃপক্ষকে ওয়াকিফহাল করা দরকার।"

"তাই কর—তাই তোমার কাজ।"

নাদিয়াকে ঈষৎ আনত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে লোপাতিন বিদায় নিলেন।

॥ পাঁচ ॥

লোপাতিন চলে যাবার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

শেষে রাগে কাপগুলোয় ঝনঝন শব্দ তুলে নাদিয়া বললেন: "আমি তোমাকে ঠিক একথাই বলেছিলাম। ভারটা নেওয়া তোমার ঠিক হয়নি। ফেদ্‌ইয়া ক'বছর ধরে বাস্তব কাজের ভার নিয়েছিলেন। তোমাকে ছাড়াও তাঁর চমৎকার চলে যাচ্ছিল। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনলে না।"

রাগে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে শ্চারভ বলে উঠলেন: "আমাকে একটু একা থাকতে দাও! একটু একা থাকতে দাও আমায়!"

নাদিয়া রেগে গেলেন। টেবিলের ওপর একটা আ-ধোয়া কাপ রেখে চেয়ারের পিছনে তোয়ালেটা ঝুলিয়ে তাঁর স্বামীর দিকে পেছন করে জানালার ধারে গিয়ে তিনি বসলেন। শ্চারভ পাশের ঘরে চলে গেলেন। এ-ঘরটাকে গবেষণাগারের মত করে নেওয়া হয়েছিল। সে-ঘরে একটা প্রকাণ্ড টেবিলের ধারে আরকাদি কোরেনেভ দিব্যি চমৎকার ফিটফাট হয়ে বসে খেত-খামারের ইঁদুরকে কেটেকুটে দেখছিল। তার চুলগুলো চমৎকার করে আঁচড়ে পিছন দিকে ফেরান। শ্চারভ সেদিকে একবার তাকালেন।

"এটাকে কোথায় ধরেছ?"

"ধরিনি, ক'জন ছাত্র এটা আমার কাছে নিয়ে এসেছিল।"

"এগুলো তোমার নিজেই ধরা উচিত।"

আরকাদি স্বীকার করল: "তাই করব"—যদিও এ সম্পর্কে তার স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না যে কোথায় এবং কি করে সে এগুলোকে ধরবে।

কিন্তু তার স্বীকৃতি শ্চারভকে শান্ত করতে পারল না, তিনি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে তাঁর নিজের টেবিলের কাছে চলে গেলেন।

সোফার এক কোণে চমৎকার ভাঁজ করে গোটানো একটা বালিশ আর কম্বলের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এটা আবার কি?"

আরকাদি অধ্যাপকের অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়ে গেল। "ওগুলো আমার। নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্, ভেবেছিলাম রাতটা এখানে কাটাব। আমাদের থাকবার জায়গার অবস্থাটা বড় শোচনীয়। কিন্তু যদি আপনার কোন আপত্তি থাকে—"

"আরে না, না, এখানেই থাক। দুঃখ এই যে সবার জন্যে এখানে জায়গা নেই।".

"নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ,—ওরা এখানে আপনার খোঁজ করছিল।"

"কারা?"

"ছাত্ররা।"

"খোঁজ করাই তো স্বাভাবিক—কিন্তু কারা?"

"আমি তাদের নাম জানি না।"

"তুমি তাদের নাম জান না? দু'বছর ধরে তুমি না তাদের সঙ্গে পড়ছ।"

আমাদের বিভাগে তো কয়েকশ ছাত্র আছে—অবশ্য আমার দলভুক্ত ছাত্রদের আমি চিনি—কিন্তু বিভাগের সবাইকে আমি চিনি না। আপনি তো জানেন আমার অবসরটুকু কাটে আপনার সঙ্গে—আমার সময় আর কোথায় বলুন।"

শ্যারভ তাঁর কাঁধদুটো একবার কোঁচকালেন।

"তারা কি চাইছিল?"

"তা আমি তাদের জিজ্ঞেস করিনি। অধ্যাপক লোপাতিন আপনার সঙ্গে ছিলেন—আমি তাদের বললাম, আপনি ব্যস্ত আছেন।"

"এ তো বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার।"

"আমি তো কেবল আদেশ মেনে চলছিলাম।"

"কার আদেশ?"

"কেউ যেন আপনাকে ব্যস্ত-বিব্রত না করে তা দেখবার জন্যে শুমশ্‌কি আমায় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে কাজকর্ম দেখাশোনা ব্যাপারে আপনাকে বড্ড খাটতে হয়েছিল। সে-জন্যে আমি···"

শুমশ্‌কির রক্ষণাবেক্ষণ আমার দরকার নেই। তুমি তাঁর সঙ্গে নয়—আমার সঙ্গে কাজ করছ। শ্যারভ কি করবে তা শুমশ্‌কিকে নয় শ্যারভকেই জিজ্ঞেস কর—বুঝেছ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

আরকাদি একবার তার কাঁধদুটো কুঁচকে আবার তার কাজে মন দিল।

শ্যারভ টেবিলের ধারে একটা টুলের ওপর বসলেন। কাজ করবার চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু মনঃসংযোগ করতে পারলেন না। এটা কিন্তু হামেশাই ঘটত না। সাধারণতঃ টেবিলে একবার বসলেই তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক

অবস্থার কথা বিস্মৃত হয়ে একাদিক্রমে দশ এগার ঘণ্টা কাজ করে যেতে পারতেন।

তিনি মনে ভাবতে লাগলেন "নাদিয়ার কথাই ঠিক, একাজটা আমার না-নেওয়াই উচিত ছিল। আমি করছি কি? পাজী-হতভাগাদের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হব, রান্নাবান্না…শুকনো ঘর-এর কথা ভেবেই সারা হচ্ছি। এ সমস্তই ফয়ডরের দোষ। আর সে-ই কি না আমায় বকুনি দিতে সাহস করল।"

এ কথা সত্যি যে অধ্যাপক শ্চারভকে ছাত্রদের গ্রীষ্মকালীন ব্যবহারিক কাজ পর্যবেক্ষণ করতে সম্মত করানো হয়েছিল লোপাতিনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব থাকবার দরুণ। এই অবস্থায় এ-ভার গ্রহণ করতে বাধ্য—একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

১৯৪৮ সালের বসন্তকালের ভেতরেই শুমশ্কি এবং তাঁর বন্ধুরা কেন্দ্র-পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার নিজেদের হাতে নিয়ে নিলেন। এটা নিঃসন্দেহ যে যুদ্ধ যদি না বাঁধত, অনেক তরুণ বৈজ্ঞানিক যুদ্ধক্ষেত্রে যদি না যেত, মস্কো থেকে অনেক দূরে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসরণ না ঘটত—তাহলে শুমশ্কী এতদূর এগুতে পারতেন না। যা হোক, দাবা-বড়ের ঘুঁটির মত তিনি তাঁর নিজের লোকগুলোকে ভাল ভাল জায়গায় বসিয়ে দিতে পেরেছিলেন। খ্রুস্ত ইতিমধ্যেই শুমশ্কির ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠে নিজেকে একেবারে পুরোপুরি মেলে ধরেছিলেন।

মস্কোর জীববিদ্যা-শিক্ষার ডীন হওয়া ছাড়াও খ্রুস্ত শুমশ্কির সুপারিসে আর এক শহরের প্রজননবিদ্যার বিজ্ঞান-শাখার ভার গ্রহণ করেছিলেন। প্রতি-মাসে কটা দিন তাঁর বেড়িয়েই কেটে যেত। সাধারণতঃ তিনি তাড়াহুড়ো করে যেতে গিয়ে দেরিই করে ফেলতেন। সম্মেলন, অধিবেশন আর সভা-সমিতির খবরাখবরে প্রায়ই তাঁর নামটা প্রকাশিত হত। বহু বিচিত্র ও বহু তথ্য সম্বলিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহের তিনি ছিলেন সম্পাদক। তিনি আর পরমাণু-জীববিদ্যাবিদ্ নন একেবারে প্রজননবীদ্-এ পরিণত হয়েছেন এবং ডক্টরেট পাবার জন্যে শুমশ্কির তত্ত্বাবধানে তিনি থিসিস লিখেছিলেন।

এই সময় জীববিদ্যা-শিক্ষাকেন্দ্রে অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, কতকগুলো শব্দ তাদের আসল অর্থ হারিয়ে ফেলে নতুন শব্দে পরিণত হয়েছিল। 'অভিমত' কথাটার মানে একেবারেই বদলে গিয়েছিল। কর্তৃপক্ষের মতের সঙ্গে অধ্যাপক বা গবেষণারত কর্মীদের মত যদি না মিলত তাহলে সেটাকে অভিমত বলে

গণ্য করা হত না—সেটাকে 'ভুল' বলেই ধরে নেওয়া হত। নতুন শব্দকোষ অনুযায়ী শুমশ্‌কি অথবা তাঁর সহকর্মীদের কাজে যে কোনো প্রতিবাদকে 'আক্রমণ' বলে অভিহিত করা হত। কোন অধ্যাপক 'ভুল' করলে বা 'আক্রমণ' করলে তাঁর ভবিষ্যৎ-পরিণতি আগে থেকেই জানা ছিল। তখুনি তাঁর গায়ে একটা চিরকুট সেঁটে দেওয়া হত যেন তিনি খাঁচায়-পোরা বিশেষ ধরনের পাখি। সেই অপরাধী অধ্যাপক তখন থেকে কোন শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত হলেন তাই এই চিরকুটে লেখা থাকত।

একবার কোন অধ্যাপক এইভাবে তালিকাভুক্ত হয়ে যাবার পর তাঁর সঙ্গে তর্ক করা বা তাঁর ভুল স্বীকার করানোর আর কোন প্রয়োজন থাকত না; তিরস্কার করা হত। তাঁর ভুল সত্ত্বেও যদি তিনি জেদাজিদি করতেন তাহলে সর্বসাধারণের সামনে তাঁকে ভীষণভাবে ভৎর্সনা করা হত। তারপর তাঁর চেয়েও বিনয়নম্র ব্যক্তিকে তাঁর জায়গায় নিয়োগ করা হত। তাঁর প্রবন্ধ আর কখনও এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন লাভ করতে পারত না।

ডীনের অফিসে বড একটা কাউকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হত না। বরখাস্ত অনতিবিলম্বে পার্টি কমিটির, রেক্টারের ও উচ্চশিক্ষার জন্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রণা-সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করত এবং তাতে ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে পড়ত। তার চেয়ে বিরোধী লোকটিকে তাঁর নিজের গবেষণাগারের অন্ধকারময় কোণে ঠেলে দিয়ে নিজেদের লোক দিয়ে তার পথে বাধার সৃষ্টি করে, সরকারী তহবিল থেকে তার মাহিনা মিটিয়ে, তার কাজকে প্রয়োজনে লাগিয়ে ও তার মুখ খুলে প্রতিবাদ করাটা অসম্ভব করান অনেক সহজ। এটাই ছিল সহজতম উপায় এবং যাঁরা প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করেছেন তাঁদেরই ধীরে ধীরে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেকেই প্রতিবাদ করবার কোন চেষ্টা করেননি। কেউ কেউ যাঁরা কাজ করতে ভালবাসতেন পাছে কাজ চলে যায় এই ভয়ে তাঁরা চুপ করে থাকতেন: অন্য অনেকের আবার কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে ঝগড়া করবার সাহস হত না। অনেকে আবার তাঁদের চারপাশে কি ঘটেছে তা বোঝাবার পর্যন্ত চেষ্টা করতেন না।

সে-সময়ে অধিকাংশ জীববিদ্যা-গবেষণাগারগুলোতে এমন সব সমস্যা নিয়ে গবেষণা চলছিল যার সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের বা প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের কোন যোগ ছিল না। এই সব গবেষণাগারের

কর্তা-ব্যক্তিরা শুমশ্‌কির প্রতিবাদ ও সমালোচনা করা প্রায় নিজেদের সমালোচনা করার সামিল বলে মনে করতেন।

সাধারণের শান্তিভঙ্গ করার মত দুজন মানুষ শিক্ষাকেন্দ্রে তবু রয়ে গেলেন। তাঁরা হলেন সহকারী অধ্যাপক চিব্রেতস্‌ ও অধ্যাপক লোপাতিন। জীববিদ্যা বিজ্ঞান-শাখা ছাত্রদের মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ সম্পর্কে অধ্যাপনা করাতেন চিব্রেতস্‌। খর্বকায় ভদ্রলোক, কাঁধটা প্রশস্ত, তরুণের মত উজ্জ্বল চোখ। প্রকৃতপক্ষে তাকে যুবকই বলা যায়—বয়স চল্লিশের বেশি নয়। তাঁর ধূসর চুল তাকে বুড়োটে করেনি। চিব্রেতস্‌ তাঁর বক্তৃতা শুরু করবার আগে একবার চেঁচিয়ে বলতেন: "মেয়েরা সামনে এসে বস।" আর অমনি মেয়েরা ঝাঁক বেঁধে সামনের দিকে এগিয়ে এসে টেলিগ্রাফ তারের ওপর সোয়ালো পাখিদের মত সামনের বেঞ্চে বসত।

অভিজ্ঞ দর্শক সামনের এবং শেষের বেঞ্চিতে শ্রোতাদের সংখ্যা দেখেই বুঝতে পারতেন বক্তৃতা চিত্তাকর্ষক হচ্ছে কিনা। চিব্রেতস্‌ ব্লাকবোর্ডের সামনে পায়চারি করতে করতে নিচু গলায় বক্তৃতা দিয়ে যেতেন। মনে হত তিনি যেন একটু চেঁচিয়ে ভাবছেন। হলে ঢুকেই টেবিলের ওপর তিনি তাঁর নোট-বইটা রাখতেন, ঘড়িটা ঠিক চলছে কি না তা একবার দেখতেন, এক গ্লাস জল নিজের জন্যে গড়িয়ে নিতেন—এই থেকেই বোঝা যেত তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে গর্বিত। কিন্তু দু'ঘণ্টা ধরে বক্তৃতার সময় তিনি একবারও তাঁর নোট-বইয়ের ও ঘড়ির দিকে তাকাতেন না, জলও খেতেন না। তাঁর সময়জ্ঞান ছিল অসাধারণ—ঘণ্টা বাজবার ঠিক এক মিনিট আগেই তিনি 'বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত' বলে বক্তৃতার উপসংহার ঘটাতেন। আর ছাত্ররা তাদের নোট-বই থেকে চোখ তুলে অবাক হয়ে আবিষ্কার করত যে সত্যিই দু'ঘণ্টা কখন কেটে গেছে।

চিব্রেতসের বক্তৃতা এত চিত্তাকর্ষক হত কি করে তা বলা শক্ত। তাঁর ভঙ্গিটা ছিল সংক্ষিপ্ত এবং সংযত। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে পার্টি এবং জনগণের জীবন চিত্তাকর্ষকভাবে ছাত্রদের সামনে উদ্ঘাটিত হতে লাগল, তারা এই জীবন সম্পর্কে কেবল অবহিতই হল না—উপলব্ধিও তারা করল। চিব্রেতস্‌ রসকসহীন কাহিনী, প্রাণহীন তথ্যতালিকা জীবন্ত ভাষায় আগ্রহভরে ছাত্রদের মনে গেঁথে দিতে লাগলেন।

বিজ্ঞান-শাখার সম্পর্কে চিব্রেতসের আগ্রহ ছিল অসীম। নানা ব্যাপারে

তিনি প্রায়ই উৎসাহভরে ছাত্রদের সঙ্গেই যোগ দিতেন ও ভূতত্ত্ব এবং ডারুইন-তত্ত্বের ওপর অধ্যাপক লোপাতিনের বক্তৃতা তিনি অবধারিতভাবে শুনতেন। সামনের সারিতে উজ্জ্বল চোখে বসে তিনি লোপাতিনের বক্তৃতা শুনতেন।

বিজ্ঞান-শাখার জীবনে তিনি আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন এবং ছাত্রদের প্রিয় হয়ে উঠলেন। শিক্ষাক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষস্থানীয় চিত্তদাহ ঘটিয়ে প্রথমে পার্টিব্যুরোর সভ্য এবং পরে সেক্রেটারি নির্বাচিত হলেন তিনি।

তাই প্রথম দিন তাঁকে তার বক্তৃতা শুনতে দেখে উৎসাহ প্রকাশ না করে শুমশ্‌কি জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার—খোঁজ-খবর নিতে না কি?"

"আজ্ঞে না, তা নয়—।" চিব্রেতস্‌ প্রতিবাদ করে উঠলেন। পরে নম্রভাবে বললেন: "আমি শিখতে এসেছি।"

এবং সত্যিই তিনি সমস্ত বক্তৃতামালা শুনলেন, প্রতিটি বক্তৃতার নোট নিলেন—একটাও বাদ দিলেন না। কিন্তু শুমশ্‌কি সব সময়েই সন্দেহ করতেন যে শ্লেষভরা মন্তব্য তাঁর কাছে পাঠান হত, তা আসত চিব্রেতসের কাছ থেকে।

খস্ত চিব্রেতস্‌কে পছন্দ করতেন না। তাঁর অনুকরণীয় নিয়মনিষ্ঠা ও শিক্ষক হিসাবে দক্ষতার জন্য চিব্রেতস্‌কে তাঁর ভাল লাগত না। বিজ্ঞান-বিভাগে ডীনের পদে তিনি এই গুণের জন্যেই অনুমোদন লাভ করতে পারতেন।

খ্রুস্তের বক্তৃতার সময় সামনের বেঞ্চিগুলো একেবারে খাঁ খাঁ করত। নিচুগলায় কিন্তু বেশ সরবে হলের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি উঠত। পরিষ্কারভাবে বোঝা যেত যে বক্তৃতা শোনার দিকে ছাত্রদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। খ্রুস্ত মাঝে মাঝে থেমে ছাত্রদের উদ্দেশ করে বলতেন: "মনে রেখ বন্ধুরা, আমি তোমাদের শুধু অধ্যাপক নই—ডীনও।" এতে কিন্তু সরব-গুঞ্জন এবং হাসির ধ্বনিটা আরো তীব্র হয়ে উঠত।

পার্টিব্যুরোর সেক্রেটারি হিসেবে চিব্রেতস্‌কে সমস্ত সভা-সমিতিতে এবং বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিতে হত—তাই শুমশ্‌কি তাঁর বন্ধুদের এবং শিক্ষা-বিভাগে সংঘটিত ঘটনাসমূহের ব্যাপারে তিনি লোপাটিনকে বিনা দ্বিধায় সমর্থন করলেন।

পঠন-পাঠন শুরু হলে পর খ্রুস্ত চিব্রেতস্‌কে ছেঁটে ফেলবার চেষ্টা করলেন। ডীন তাঁকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠিয়ে নম্রভাবে উপদেশ দিলেন

বিজ্ঞান-বিভাগের কাজটা ছেড়ে দেবার জন্যে। চিব্রেতস্ সৎউপদেশের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিলেন যে বিজ্ঞান-বিভাগ ছেড়ে থাকবার তাঁর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

খ্রুস্ত বললেন : "তা হলে বিজ্ঞান-বিভাগের ব্যাপারে নাকগলান বন্ধ করাই ভাল।"

চিব্রেতস্ উত্তরে বলেছিলেন, "বিজ্ঞান-বিভাগের ব্যাপারে নয়—সোভিয়েত বিজ্ঞানের জন্যেই আমি নাক গলাই।"

"জীববিদ্যার আপনি কিচ্ছু জানেন না।"

"যথেষ্ট জানি না একথা সত্যি।"—খ্রুস্তের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে তিনি জবাব দিলেন—"কিন্তু বিপদ হচ্ছে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ সম্পর্কে আপনার কোন জ্ঞানই নেই।"

খ্রুস্ত রাগে লাল হয়ে উঠলেন কিন্তু নিজেকে তিনি সামলে নিলেন। চিব্রেতসের সঙ্গে তিনি তো আর মারামারি করতে পারেন না। চিব্রেতস্ যুদ্ধে পদকও পুরস্কার পেয়েছিলেন। পার্টি কমিটি এবং রেক্টরের অফিস দুই-ই তাঁকে সমর্থন করত।

"তা বটে," খ্রুস্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাঁর সামনে সেই সরল পীতাভ মুখের দিকে না-তাকাবার চেষ্টা করে বললেন, "দেখা যাক, আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি কি না।"

"আপনার সঙ্গে আমি কাজ করতে চাই না—" চিব্রেতস্ সাফ জবাব দিলেন।

"তাহলে আপনি চান কি?"

"আমি চাই আপনি বিজ্ঞান-বিভাগের কাজটা ছেড়ে দিন।"—স্পষ্ট পরিষ্কার গলায় চিব্রেতস্ বললেন।

এদের দু'জনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল সে-কথা খ্রুস্ত কাউকে বললেন না ; এমনকি শুমশ্কিকেও না। তিনি তাঁকে ভয় করতেন।

অধ্যাপক লেপোতিনকে সহ্য করা যায় না তবু কিন্তু তাঁকে সহ্য করতে হয় কেননা তিনি স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক, পার্টির সভ্য, স্তালিন-পুরস্কার-বিজেতা এবং নামকরা অধ্যাপক। একথা সত্যি তাঁকে সহ্য করার মত সহিষ্ণুতা ফয়ডর ফয়ডরোভিচের প্রয়োজনই হল না। তাঁর অধ্যাপক-পদ সম্পর্কে কোন অর্থই বিলি-বরাদ্দ করা হয়নি, পঠন-পাঠন এবং হাতে-কলমে কাজের

জন্য নির্দিষ্ট সময় ছিল স্বল্প—আর বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল—১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মকালে ছাত্রদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তাঁর মনোনয়ন অনুমোদন করতে অস্বীকার করল।

এই খবর শুনে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ শ্যারভের গবেষণাগারে ক্রোধকম্পিত কলেবরে হাজির হলেন।

"হুঁ, আমি নির্ভুলভাবে কাজ করছি না—হাতে-কলমে কাজ অন্যভাবে শেখান হবে ? শুমশ কি তাব নিজের লোকেদের একজনকে আমাদের এখানে পাঠাতে চাচ্ছে—আমি বুঝতেই পাচ্ছি আমাদের ছাত্রদের তারা কি করবে!"

কিছুক্ষণ ধবে শ্যারভ গবেষণাগারের মধ্যে লোপাতিনের অস্থির পাদচারণা দেখতে লাগলেন। তারপর একান্ত অনিচ্ছায় উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধুর দিকে গম্ভীরভাবে একবার চেয়ে সে-ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

শ্যারভের কথা শেষ অবধি শুনে ডীন সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, "ও ভাল নয় – অন্য একজনকে আমাদের খুঁজে দেখতে হবে গ্রীষ্মকালে অবসর-সময়ে ছাত্রদের প্রজননবিদ্যার পাঠগ্রহণ করা হবে। লোপাতিনের তো এ-ব্যাপারে কিছু করার নেই।"

শ্যারভ চুপ করে রইলেন। তাঁর গবেষণাগারের রমণীয় গ্রীষ্মকালের সজীবতা তাঁর মনের আকাশে চকিতে একবার দেখা দিয়ে গেল। তাঁর গবেষণাগার আর তাঁর বাড়ি: এই দুই জীবনের মধ্যেই তাঁর অভ্যস্ত পরিক্রমণ। অভ্যাস বদলাতে তিনি ঘৃণা বোধ করতেন। সকালে নির্ধারিত সময়ে শয্যাত্যাগ করতেন। একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে প্রতিদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন। দোরের কাছে বুড়ো দরোয়ান রোজকার মত বলত: "নমস্কার নিকেলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্।" তিনিও প্রতি-নমস্কার দিতেন, সন্ধ্যেবেলা ছাত্রেরা তাঁর বাড়িতে দল বেঁধে আসত, তারা চলে গেলে তিনি আবার ফিরে যেতেন তাঁর কাজের টেবিলে। তাঁর পড়ার-ঘরটা ছিল প্রকাণ্ড, দেওয়াল ঘেঁসে আলমারি-ভরা বই, ঘরের কোণগুলো অন্ধকার থমথম করত। শুধু টেবিলটা আলোকিত; তীব্র-উজ্জ্বল আলোর রেখা তাঁর একাকীত্বে আরো নিবিড় শান্তি ও শান্ত কোমল নীরবতা দিত। শান্তিতে কাজ করার তাঁর এই অধিকারকে প্রতিবছরের বসন্তকালে শ্যারভকে রক্ষা করতে হত ফয়ডর ফয়ডরোভিচের কাছ থেকে, একথা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করা হত যে

অধ্যাপকের কাজ হচ্ছে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া ও তাদের পরীক্ষা করা, তাদের সঙ্গে বনে-জঙ্গলে আর খানা-খন্দর ঢুঁড়ে বেড়ানো নয়। তিনি বলতেন একাজ হল বয়ঃকনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-কর্মীদের।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শ্চারভ তাঁর দিবাস্বপ্ন থেকে যেন জেগে উঠলেন। "আচ্ছা গ্রীষ্মকালের হাতে-কলমে কাজের ভারটা যদি আমি নিই তোমার কি কোন আপত্তি আছে?"

মাঠে-ময়দানের কাজ তোমার ভাল লাগে তা তো জানতাম না।"

"ওখানে নাকি দাঁতাল ইঁদুর পাওয়া যায় শুনছি—" শ্চারভ একঘেয়ে সুরে বলতে শুরু করেন, "কাজে লাগাবার মত আমার নানা পরিকল্পনা আছে। তা না হলে এ-ব্যাপারে আমি কিছুতেই নাক গলাতাম না। ঘর থেকে আমাকে বার করা শক্ত তা তো তুমি জান। বাইরে যেতে আমার একেবারেই ভাল লাগে না, কিন্তু এখন দেখছি আমাকে যেতেই হবে।" তাঁর কথাগুলো আন্তরিক উত্তাপে এত ভরা ছিল যে সন্দেহপ্রবণ খ্রুস্ত তাঁর কথায় বিশ্বাস করেছিলেন।

বিশ্বাস করার প্রধান কারণ হল কদিন আগে শুমশ্‌কি তাঁকে বলেছিলেন, —"শ্চারভ আমাদেরই একজন। ওর সঙ্গে আমার ভারী ভাব। তার গবেষণাগারের অর্ধেক লোক আমারই সুপারিশে সেখানে কাজ করছে।" তাছাড়া, শ্চারভের নিযুক্তির জন্যে লোপাতিন কোন আপত্তি করবে না এবং তার জের পার্টি কমিটি ও রেক্টরের অফিস অবধি স্বভাবতঃই টেনে নিয়ে যাবে না। এটাই ছিল সবচেয়ে বড় কথা।

বিচ্ছিরি মেজাজ নিয়ে শ্চারভ গবেষণাগারে ফিরে এলেন। লোপাতিন তাঁর দাড়ি সবলে আকর্ষণ করতে করতে তখনও পায়চারি করছিলেন।

একটা ইজি-চেয়ারে বসতে বসতে শ্চারভ বললেন: "আরে বস, বস। তোমার ভাববার কিছু নেই। তোমার ভাবনা-চিন্তা তো আমার ওপরেই চাপিয়ে দিয়েছ হে।"

"সে কি? আমি আবার তোমায় কি চাপালাম।"

"গ্রীষ্মকালে হাতে-কলমের কাজ আর কি! আমাদের একজনকে তো তা করতে হবে।"

শ্চারভের কণ্ঠস্বর ক্রোধে ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

"নিকোলাই আলেকসান্দ্রোভিচ! তুমি প্রতিভাবান! হাজারবার সেজন্য

তোমায় ধন্যবাদ।" লোপাতিন তাঁর হাত দুটো বাড়িয়ে স্থূলকায় শ্চারভকে যেন আলিঙ্গন করতে গেলেন।

"আরে ছাড়, ছাড়। কিশ্‌লোভোডাস্কে আমি রোগ সারাতে যাচ্ছিলাম —চল্লিশ পাউণ্ড বেশি ওজন হয়ে গেছে আমার।"

"আমি তোমায় গ্যারান্টি দিতে পারি যে গ্রীষ্মকালে মাঠে-ময়দানে হাতে-কলমের কাজে তোমার ষাট পাউণ্ড ওজন কমে যাবে।"

"বন্ধুর নিবিড় আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে করতে তিনি বললেন : এক শর্তে আমি এটা করছি : তোমাকেও ওখানে থাকতে হবে। তোমার জন্যেই আমি এটা করছি, না হলে আমার বড় বিশ্রী লাগবে। অনেক কাজ আমার করার আছে।"

"নিজেকে একেবারে শহিদ বানিয়ে ফেল না"—লোপাতিন জবাব দিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর সুস্থিরতা তিনি ফিরে পেয়েছিলেন। স্থিরকণ্ঠে তিনি বললেন : "এতে তোমার কাজ আরো ভালভাবে হবে। সত্যিকার জীবনে তোমার দাঁতাল ইঁদুরগুলো কেমন দেখতে তা তুমি নিজেই দেখতে পাবে।"

জীববিদ্যাকেন্দ্রে যে শোচনীয় বাস্তব অবস্থার সঙ্গে শ্চারভের পরিচয় ঘটল তা তাঁর ধারণার একেবারে বাইরে। পূর্বেকার বছরগুলোতে ব্যবস্থা হয়তো আরো উন্নত ধরনের ছিল কিন্তু সে-বছর শ্চারভের এক মুহূর্তের জন্য শান্তি ছিল না। পাখিদের ছানাগুলোকে স্থানান্তরিতকরণের অবাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যয়বরাদ্দের জন্যে লোপাতিন তাঁর পিছনে ঘ্যান-ঘ্যান করে বেড়াতে লাগলেন···ডীনের কাছে কে টাকা চাইবে? শ্চারভ? আরে না, ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌, শ্চারভ ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন!

রাগে ক্ষোভে বিরক্তিতে গজগজ করতে করতে শ্চারভ বারান্দার দিকে পা বাড়ালেন। এই অবস্থায় মানুষ কি করে কাজ করবে বলে আশা করা যায়?

সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ তিনি ভাবলেন। লোপাতিনকে খুঁজে বার করবার ইচ্ছে তাঁর হচ্ছিল। কিন্তু যত কটু কথা লোপাতিন তাঁকে বলেছিল সবই একে একে তাঁর মনে পড়তে লাগল। তাঁর মন বদলে ফেললেন। শ্চারভ মনে মনে স্থির করলেন, "সে নিজেই আসবে।"

॥ ছয় ॥

সেদিন কিন্তু ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ শ্চারভের কাছে এলেন না। তিনি আখর পেত্রোভিচ্ বালাশোভের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে স্ট্রীমস্ কলখজের দিকে গেলেন। পঠন-পাঠনের পর সন্ধ্যে প্রায় ছটার সময় তাঁর সঙ্গে ভারয়া বেরেজভোখাভাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

পোলের কাছে সদ্য-ছাঁটা মসৃণ সমতল ঘাসেভরা সবুজ তীরের ওপর তাঁরা দেখতে পেলেন নিকিতা একটা ব্যাঙকে চেরাচিরি করছে। ব্যাঙের পুষ্টি সম্পর্কে সে গবেষণার কাজ চালাচ্ছিল। তার কাজ ছিল বেশি সংখ্যক ব্যাঙ ধরে তাদের পাকস্থলীর বস্তুগুলির শ্রমসাধ্য বিশ্লেষণ করা।

এই চেরাচিরি কাজটা গবেষণাগারে হবার কথা কিন্তু নিকিতা সেই জায়গাতেই তা করত। গ্রীষ্মকালে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকা তার ধাতে সইত না। তার মনকে শান্ত করবার জন্যে নিকিতা আপাত সত্য সঠিক একটা কাবণ খুঁজে পেয়েছিল: গবেষণাগারে নিয়ে যেতে যেতেই ব্যাঙটা কতকগুলো খুব ছোট পোকা-মাকড় ইতিমধ্যেই হজম করে ফেলতে পারে আর তাহলেই সব চেষ্টা মিথ্যে হয়ে যাবে।

তার করণীয় কাজের পরবর্তী ধাপটা তাকে নিয়ে যেত কীটবিদ্যা গবেষণাগারে। এখানে তাকে কম করে সাতটা দিন কাটাতে হত ব্যাঙ-খাওয়া পোকা-মাকড়গুলোর শ্রেণী-বিচার, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের বাসস্থান এবং কি ঘাস-পাতা খেয়ে তারা বেঁচে থাকে তা স্থির করতে। তারপর একজন উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানবিদের তত্ত্বাবধানে নিকিতাকে এই সমস্ত গাছ-গাছড়া নিয়ে গবেষণা করতে হত। তার সবশেষের কাজ হল এই গাছ-গাছড়া যেখানে জন্মায় তার মাটি পরীক্ষা করে দেখা। গাছ-গাছড়া: যা খেয়ে পোকা-মাকড বেঁচে থাকে: আবার যা খেয়ে ব্যাঙরা বাঁচে: যা আবার নিকিতাকে চেরাচিরি করে দেখতে হয়: সাদা কথায় তার এই কাজটা ছিল বড় 'জটিল বিষয়বস্তু'।

ছাত্ররা এই জটিল বিষয়বস্তুই পছন্দ করত। এই জটিলতা নিয়েই তাদের গবেষণা-কাজ। এই বিচার-বিশ্লেষণ করতে করতেই তারা উপলব্ধি করত যে সত্যিকার বৈজ্ঞানিক-জীবনে তারা যোগদান করছে। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ

সব সময়েই তাঁর ছাত্রদের কাছে তাঁর নিজের কাজের উদ্দেশ্য, এর কার্য-কারিতা ও সম্ভাবনা ব্যক্ত করে সবাইকে পৃথক পৃথক কাজের ভার দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা ঘটাতেন। এই সহজ সাধারণ কাজগুলোই ছাত্রদের ভাবতে, গবেষণা করতে ও পাঠাগারে গিয়ে তথ্যানুসন্ধান করতে প্রবৃত্ত করত।

নিকিতা ছাড়াও আরও দশজন ছাত্র ব্যাঙের পুষ্টি নিয়ে গবেষণা করছিল। এইভাবে যে তথ্যগুলো সংগৃহীত হচ্ছিল পরের বছরে তা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করতে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ইচ্ছুক ছিলেন।

যে সব ছাত্রের ওপর তাঁর আস্থা ছিল, যারা স্বাধীনভাবে গবেষণা করতে ও সংগৃহীত তথ্য থেকে নিজ সিদ্ধান্ত গড়ে তুলতে সমর্থ, তাদের ওপরই ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ এই জটিল বিষয়বস্তুর ভার দিতেন। আর যারা চিন্তাশীল নয়—যারা জানে না তারা কি চায়—তাদেরই পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে তীক্ষ্ণ করে তোলার আশা করে তাদেরই সহজ কাজ করে যাবার শিক্ষা দিতেন ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্। এইভাবে ইউরা ডজ্‌ডিকোভাকে খুব সাধারণ একটা বিষয়ের ভার দেওয়া হল: জীববিদ্যা-কেন্দ্রের এলাকায় ধূসর রঙের পেঁচাদের বাসা-তৈরি। ইউরাকে এই আলাদা কাজ দেবার নিজস্ব একটা কারণ ফয়ডর ফয়ডরোভিচের ছিল, কারণ তিনি জানতেন যে ইউরার গবেষণা-কাজ যদি অন্য ছাত্রের সহায়তার প্রয়োজন হলেই সব কাজের ভার গিয়ে পড়বে ইউরার সহকারীর ওপর।

নিকিতা ওরেখোবকে জটিল কাজ দেবারও একটা বিশেষ কারণ ফয়ডর ফয়ডরোভিচের ছিল। নিকিতা ইতিমধ্যেই বনে-জঙ্গলে বেশ ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং গবেষণাগারের কাজের ওপর আগ্রহ জাগাবার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময় তা মনে করে তিনি এই ভার তাকে দিয়েছিলেন।

"ইঁদুরের এই গর্ত ছেড়ে তোমার বাইরে যাবার এই হচ্ছে সেরা সময়। জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বুদ্ধি এবং কলা-কৌশল আয়ত্তাধীন তোমায় করতেই হবে।" —তিনি বলেছিলেন।

নিকিতা একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যাঙ ধরা এবং তা কাটাকুটির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করল।

আগে আগে তার মনে হত যে চারিদিকে ব্যাঙ ছড়িয়ে-বিছিয়ে আছে—তাদের হাত থেকে পার হবার কোন উপায় নেই। কিন্তু কাজ শুরু করতেই

তার মনে হল ব্যাঙ খুব বেশি নেই আর তাদের ধরাও সহজ নয়। জলাতে চার ঘণ্টা ধস্তাধস্তি করে মাত্র চারটে ব্যাঙ তার কপালে জুটল, কিন্তু সেগুলো আবার এত ছোট আর রোগা যে তাদের পাকস্থলীতে কিছু আছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য যদি সত্যিই তাদের কোন পাকস্থলী থাকে। কিন্তু নিকিতার সব চেয়ে দুঃখ হল যে চারটে ব্যাঙই এক জাতের। অক্লেশে যাতে সে তাদের জাত বাছাই করতে পারে সেজন্যে পুরো দুটো রাত্তির সে তার পড়ার-বই নিয়ে কাটিয়েছিল। ফয়ডর কঠোর ভাবে মন্তব্য করে বলেছিলেন যে নিকিতার কাছ থেকে তিনি এটা আশা করেননি। পড়ার-বই ভেবেচিন্তে পড়তে হবে—না-বুঝে মুখস্থ করতে নেই। পড়ার সঙ্গে সে যদি তার মনটাকে মেশাত তাহলে সে বুঝতে পারত যে বিভিন্ন জাতের ব্যাঙ দিনের বিভিন্ন সময়ে দেখা দেয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতের ব্যাঙকে ধরতে গেলে লণ্ঠন নিয়ে রাত্তিরে, সন্ধ্যায় বা ভোরে বেরুতে হবে—একটা বাচ্চা ছেলেও একথা জানে।

লণ্ঠন নিয়ে রাত্তিরে, সন্ধ্যায় ও ভোর বেলায় নিকিতা ব্যাঙ শিকার করতে শুরু করে দিল। জাল দিয়ে ব্যাঙ ধরায় সে পাকা হয়ে উঠল। ব্যাঙের পিছনে তাড়া করতে করতে সে নিজের মনে মনে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে লাগল সেটা কোন জাতের হতে পারে। শীগগীরই সে খুঁতখুঁতে হয়ে উঠল। ধেড়ে ব্যাঙগুলোকে রেখে বাচ্চা ছোট্ট ব্যাঙগুলোকে সে ঘৃণাভরে খানা-খন্দরে ফেলে দিতে লাগল।

নিকিতা বেশ বড়সড় আর মোটাসোটা একটা ব্যাঙকে চিরছিল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ তার পিছনে এসে তার কাঁধের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে ভারয়াকে বললেন: "আরে দিব্যি পুরুষ্টু ব্যাঙ তো তোমার।" নিকিতা পাকস্থলীটা চিরে স্ঁচ দিয়ে মশার ডানা তা থেকে বার করল। তারপর একটা ছোট্ট গুবরে-পোকা হাঁফাতে হাঁফাতে সেই পাকস্থলী থেকে বেরিয়ে এসে এক মুহূর্ত নিকিতার হাতে স্থির হয়ে বসল। তারপর ডানা মেলে অলস ভঙ্গীতে নদীর দিকে উড়ে চলে গেল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ চোখ মেলে সেই পোকাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তিনি বললেন: "এটা হল গাছের পাতা-খেকো গুবরে-পোকা, নিকিতা, একটা পরিবারের কর্তার জীবনটা তুমি বাঁচিয়ে দিলে হে!"

নিকিতা একটা কার্ডে এই কথাগুলো লিখতে লিখতে হাসল: 'নানা 'রিডিবুণ্ডা' জাতের ব্যাঙকে ধরেছিলাম একটা, পুকুরের ধারে সন্ধ্যে ৬টায়—

তার পেট চিরে জ্যান্ত পাতা-খেকো গুবরে-পোকা দেখতে পেলুম—সেটা তখুনি উড়ে চলে গেল। এরপর ব্যাঙটার পাকস্থলী থেকে একটা মৌমাছি সে টেনে বার করল।

তারপরেই সে চেঁচিয়ে উঠল: "এই দেখুন ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, এটার পেট মৌমাছিতে একেবারে ঠাসা। এর আগে আমি কখনও ব্যাঙের পেটে মৌমাছি দেখতে পাইনি।"

"ব্যাঙটাকে ধরলে কোথায়?"

"পুকুরের ধারে—এখান থেকে দুই কিলোমিটার দূরে।"

"আরো কতকগুলো ধরবার চেষ্টা কর। ভারী কৌতূহলজনক ব্যাপার তো—ভয়ানকভাবে চিত্তাকর্ষক।"

"ঠিক আছে"—বলে নিকিতা মৌমাছিগুলোর পেট, বুক এবং পাখাগুলো তুলোর প্যাডের ওপর ভাল করে খুলে-মেলে সেঁটে রাখতে লাগল।

নিকিতার কর্ম-ব্যস্ত হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বললেন: "সত্যি ভারী কৌতূহলোদ্দীপক—পাখাটা সম্বন্ধে সাবধান হয়ো—আঃ ওটাকে টুকরো টুকরো করে ফেললে! পরের বারে গবেষণাগারে এটা কর—বাইরে এধরণের কাজ করা যায় না। কতগুলো ধরেছ?"

মৌমাছির ডানাটাকে সোজা করে নিতে নিতে নিকিতা তৃপ্তিভরে জবাব দিল: "চুয়ান্নটা।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তার দিকে খুশী হয়ে তাকালেন। তাঁর ভয় ছিল অন্য সব ভাল কর্মীদের মতই নিকিতা গবেষণাগারের কাজে অনুপযুক্ত হতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ ধরার কাজে তার ধৈর্য ও সতর্কতা এই দিক দিয়ে তাঁকে নতুন করে আশ্বাস এনে দিল। নিকিতা তাঁকে সব দিক দিয়েই খুশী করেছিল—শুধু একটি দিক বাদে—তা হল আল্লার ওপর তার আসক্তি। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ অনেক দিন ধরেই তার এই আসক্তিটা লক্ষ্য করেছিলেন। এর থেকে ভাল কিছুই হবে না। কিন্তু নিকিতার এই মনোভাব তাঁর কাছে কোন বাধার সৃষ্টি করে নি বলেই অধ্যাপক আল্লার অস্তিত্বটা সাময়িক-ভাবে স্বীকার করে নেবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

নিকিতার মুক্তাঙ্গন গবেষণাগার থেকে ক'পা দূরে গিয়েই তিনি ভারয়াকে বললেন: "ছেলেটা চমৎকার।"

"মন্দ নয়।" ভারয়ার নিস্তরঙ্গ কণ্ঠস্বর।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ মনে মনে ভারয়াকে উদ্দেশ করে বললেন: "ভারয়া তুমি বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষ সম্পর্কে একটা ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই। তোমরা সবাই পেট-মোটাদের নিয়েই হৈ চৈ কর কিন্তু শান্ত সুন্দর নম্র মানুষকে তোমরা কেউই যোগ্য মূল্য দিতে পার না।"

নিকিতার সঙ্গে তার এই সাক্ষাৎসংঘাত ভারয়া খুব সাহসের সঙ্গে মানিয়ে নিল। তার মুখের রং বদলাল না। ফয়ডর ফয়ডরোভিচের প্রশ্নের জবাবে সংক্ষিপ্তভাবে 'মন্দ নয়' বলতেও পারল। তার মনে হল যে সে নিজে শেষে গুরুগম্ভীর বয়স্ক এবং ভারসাম্যবোধসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারয়ার প্রথম বছরটা কেটেছিল উৎসাহ, আত্মকষ্ট এবং অনুশোচনার মধ্য দিয়ে। অনমনীয়, সময়-নির্ঘণ্ট ছাত্রদের অস্থির আত্মাগুলো এক জগৎ থেকে অন্য জগতে ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল।

পদার্থবিদ্যা-বিভাগের বক্তৃতা-দলটি থিয়েটারের দলের মত। প্রকাণ্ড লম্বা কালো বোর্ডটা পর্দার মত ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে উজ্জ্বল ঘরখানার মধ্যেকার বিচিত্র রকমের যন্ত্রপাতিগুলোকে দৃশ্যমান করে তুলেছিল। ধীর পায়ে অধ্যাপক এসে হাজির হলেন। তাঁর পিছনদিকে কালো বোর্ডটা নেমে এল আর তখুনি তিনি সূত্র এবং সংখ্যা লিখে লিখে তা একেবারে ভরিয়ে দিতে লাগলেন। কোন একটা কথা উচ্চারণ করা মাত্রেই খর্বকায় নির্বাক এক বৃদ্ধ তাঁর পাশে এসে হাজির হল এবং ঠিক অভিনেতার মত ইঙ্গিত মাত্রই বক্তৃতাটার ব্যাখ্যান করতে লাগল। সমস্ত কিছুরই মধ্যে ছিল নাটকীয় স্পর্শ। পদার্থবিদ্যায় বিশেষজ্ঞান আহরণ না-করার জন্যে তার জীবনটা একেবারে মিথ্যে হয়ে গেছে —এই মনোভাব হতে মুক্ত হতে ভারয়ার দুটো মাস সময় লেগেছিল।

ঔষধপত্রাদির ওপর তীব্র অনুরাগ ছিল। এর মায়া কাটান তার পক্ষে আরো কঠিন বলে মনে হল। শব-ব্যবচ্ছেদ-ঘরে তার কাজ দেখে তার মনে হল শব-ব্যবচ্ছেদ করতে সে ভালভাবেই পারবে। ফয়ডরোভিচের সঙ্গে সে এ নিয়ে কথাবার্তা বলল। কিন্তু তিনি তাকে সাফ জবাব দিলেন: "ওসব বাজে ভাবনা ছেড়ে দাও, তোমাকে আমি ছাড়ব না।" যা হোক, দ্রুত ধাবমান সাদা এ্যাম্বুলেন্স গাড়িগুলোর দিকে বিদ্বেষভরা দৃষ্টিতে তাকান বন্ধ করতে তার অনেক দিন লেগেছিল। মানুষের জীবন রক্ষা করবার জন্যে

এমনি মোটরে ঝড়ের বেগে যাওয়ার চেয়ে বিস্ময়কর আর কি থাকতে পারে? কিন্তু ফয়ডর ফয়ডরোভিচের সঙ্গে তর্ক করার কথা কেউ ভাবল না।

যদিও পরবর্তী উন্মাদনাগুলো সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বহন করতে পেরেছিল; জৈব-রসায়ন সম্পর্কীয় বক্তৃতাগুলো রসায়নবিদ্যায় অনুপ্রবেশের ইচ্ছা তার মধ্যে জাগায় নি। সেগুলো কেবল ভাবিয়েছিল যে জৈব-রসায়নবিদ্ হলে তার পক্ষে কি ভাল হত না।

প্রথম প্রথম ভারয়া তার ভাবনা চিন্তাগুলো তার বন্ধুদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখত, কিন্তু শিগগিরই সে দেখতে পেল কেবল দু' শ্রেণীর ছাত্ররা এ থেকে একেবারে মুক্ত—আল্লার মত মেয়েরা যাদের সত্যিকার জীবন বয়ে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে তারা পড়াশোনা ব্যাপারে এতটুকু গ্রাহ্য করে না; আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল নিকিতা, গ্রোমাদা ও মারিনা ডিম্‌কোভার মত মানুষেরা যাদের উদ্দেশ্য এমন এক ও অভিন্ন যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করার পূর্বেই স্থির করে নিয়েছিল কোন বিষয় নিয়ে তারা অধ্যয়ন করবে।

প্রথম শীতকালীন পাঠ-ক্রমের শেষান্তে নিকিতা প্রাণিতত্ত্ব সম্পর্কীয় সমাবেশে দাঁতাল ইঁদুরের ওপর একটা প্রবন্ধ পড়েছিল। কারণ ছাত্রদের গ্রীষ্মকালীন হাতে-কলমে কাজ শুরু হবার আগেই সে তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। সময় করে সে জীববিদ্যা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিল এবং উত্তেজনাভরা বিবরণী মতে সে-জায়গা নাকি "দাঁতাল ইঁদুরে ভরা।" এককালে যে উন্মাদনায় ভারয়ার মন দুলেছিল ঠিক সেই উন্মাদনাই অনেক ছাত্রদের মনে দোলা দিল। প্রথম বছর শেষ হয়ে যাবার মুখে সবাই শান্ত হয়ে এল কিন্তু হেমন্তকালে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়ে যাবার সময় আবার নতুন করে শুরু হল ছাত্রদের মানসিক দ্বন্দ্ব—কোনটা তারা বেছে নেবে—শারীরবিদ্যা, জৈব-রসায়ন, জীব-দেহ-তন্তু-বিজ্ঞান, অথবা অন্য কিছু? বিশেষ করে মেরুদণ্ডীদের প্রাণিতত্ত্ববিদ্যাকে ঘিরে চাঞ্চল্যের সাড়া জাগল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচের প্রথম বক্তৃতা তাঁর বিজ্ঞান-শাখার ওপর সকলের মন টানল। কিন্তু তবু তিনি যেন তৃপ্ত হলেন না এবং সব সেরা ছাত্রদের তিনি পেতে চাইলেন। যদিও তিনি সময় সময় কোন কোন ছাত্র সম্পর্কে মন্তব্য করে বলতেন: "চমৎকার, কিন্তু শারীরবিদ্যার দিকে ঝোঁক যেন বেশি।" আর মারিনা সম্পর্কে তিনি তাঁর তৃণ-শারীরতত্ত্ববিদ্ সহকর্মীদের বলেছিলেন, "এই প্রথম

বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রটি যেন তোমাদের জন্যেই জন্মেছে—খবরদার ওকে যেন যেতে দিও না—জৈব-রসায়নবিদ্‌রা ওকে নিয়ে নিতে পারে।"

অধ্যাপক লোপাতিনের চারিত্রিক দৃঢ়তা ভারয়াকে তার পাঠ্য-ক্রম বেছে নেবার দুঃখ-দ্বন্দ্ব থেকে কিছুটা অব্যাহতি দিয়েছিল। তিনি কেবল তাকে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে এ ব্যাপারে সমাপ্তির রেখা টেনে দিলেন। কিন্তু তার দ্বিধাদ্বন্দ্বের শেষ সেখানেই হল না। বিজ্ঞানের কোন শাখার বিশেষজ্ঞ হবার জন্যে সে তার সারা জীবন ব্যয় করবে তাকে তা স্থির করে নিতে হবে। ভারয়া যখনই এ নিয়ে ফয়ডর ফয়ডরোভিচের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছে তখনই তিনি কেবল বলেছেন, "ভারয়া, এ তুমি নিজেই ভেবে ঠিক করে নাও, এতে যদি ক'রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটে তাতে কি। সব সময়েই আমি তোমার মনস্থির করে দিতে পারি না। চারদিকে ঘুরে বেড়াও, সব ব্যাপারে নাক গলাও আর চোখ তোমার খোলা রাখ।"

ভারয়া ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াল, নানা ব্যাপারে নাক গলাল আর চোখ খোলা রাখল—কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। পাখির পালক গজান, খ্যাঁক-শিয়ালের আচার-অভ্যাস ও স্তন্যপায়ী জীবদের প্রজনন ইত্যাদি সব ব্যাপারে তার আগ্রহটা কি দোষের? যা হোক, শেষে তার অবসর সময়ে খ্যাঁক-শিয়াল নিয়ে পড়াশোনা করবার জন্যে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ স্নেহবশতঃ তাকে উপদেশ দিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটো বছর কাটাতেই ভারয়া বুঝতে পারল নতুন কোন সমস্যায় ভয়ানক ভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠার মুহূর্ত থেকেই আশা-নিরাশায়-ভরা নানা প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু খ্যাঁক-শিয়াল সম্পর্কে তার কোন ধ্যান-ধারণাই ছিল না, সেজন্য তার মনের শান্তি তখনও ব্যাহত হয়নি।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ জিজ্ঞেস করলেন, "কি হে, খ্যাঁক-শিয়ালের গর্তগুলো খুঁজে-পেতে দেখছ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এর মধ্যেই একটা দেখেছি।"

"ওই র‍্যাপস্‌-বেরী ঝোপের ভেতর একটা খাদের মধ্যে তো?" কেমন একটা অবজ্ঞার ভাব ফয়ডর ফয়ডরোভিচের কণ্ঠস্বরে—"একেবারে বাজে গর্ত—চারদিক খোলামেলা—ও-পথ ধরে যেই যাবে না-তাকিয়ে থাকতে পারবে না। তিনটে বাচ্চাই বেঁচে আছে তো?"

"না, দুটো বাচ্চা আছে।"

"আমার মনে হয়েছিল সব চেয়ে ছোট বাচ্চাটাই বাঁচবে না। ওটা ছিল বড্ড ক্ষণজীবী। বাসাটা তোমার কেমন লাগল? সামনে আর পেছন দিয়ে দুটো ঢোকবার জায়গা—তাই না?"

"দ্বিতীয় প্রবেশ-পথটা বার্চের ঝোপ-ঝাড়ে"—ভারয়া অসঙ্কোচে জবাব দিল যেন দ্বিতীয় প্রবেশ-পথটা খুঁজে-পেতে তাকে কিছুমাত্র কষ্ট করতে হয়নি যদিও প্রথমে এটা দেখে সে ভেবেছিল যে এই গর্ত দিয়েই আর একটা বাসায় যাওয়া যায়।

"নিজের জন্যে কেমন বাসাটা বানিয়েছে—ভারী চালাক খ্যাঁক-শিয়াল—তাই না?"

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে ভারয়ার একবার মনে হল কোথায় কি যেন একটা ত্রুটি রয়ে গেছে—কিন্তু গলদটা যে কোথায় তা কিছু ঠিক করতে না পেরে সে চটপট উত্তর দিল, "সত্যিই ভারী চালাক।"

"এই রকম একটা বড়ো গর্ত বানাতে বেচারাকে বড্ড কষ্ট করতে হয়েছে।"—ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বলতে লাগলেন—তাঁর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের ঝাঁজ ভারী স্পষ্ট। "এমন নরম পায়ের পাতা—এমন লোমে-ঢাকা পায়ের আঙুল। শীতকালে তুমি কি কখন খ্যাক-শিয়ালের পায়ের ছাপ দেখেছ, মিস জীববিদ্যাবিদ্?"

ভারয়া জোর করে চুপ করে রইল। তার মনে হয়েছিল যে সে এমন একটা বাসা খুঁজে বার করেছে যার অস্তিত্ব আর কেউই জানত না!

"খ্যাঁক-শিয়ালের পায়ের থাবার ছাপ দেখলে মনে হবে কেউ যেন আঁকবার তুলি এর ওপর বুলিয়েছে"—ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বোঝাতে শুরু করলেন—"শীতকালে লোমগুলো থাবা দুটোকে গরম রাখে কিন্তু খোঁড়া-খুঁড়ির ব্যাপারে এটা একটু অসুবিধা ঘটায়—লোমের মধ্যে মাটি লেগে যায়—আর তা যদি ভিজে থাকে তাহলে তা একেবারে সেঁটে বসে যায়।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ চাইছিলেন ভারয়া নিজেই এসব ব্যাপারের গভীরে প্রবেশ করুক। কিন্তু ভারয়া চুপ করে তাঁর পাশে পাশে ধীর পায়ে চলতে লাগল। পেঁজা-তুলোর মত একরাশ চুল মাথার পেছনে কেশরের মত নেমে এসেছিল। তার চোখে ছিল বিষাদের ছায়া।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ স্নেহভরে ভাবলেন: একেবারে ঠিক যেন বাচ্চা ঘোড়া।

"ও গর্তটা আসলে ছিল একটা ব্যাজারের—তোমার খ্যাঁক-শিয়ালটা তাকে এই গর্ত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তার থাবাটা সে নোংরা করবে কেন? ব্যাজারেরা গর্ত খোঁড়ে আর শিয়ালরা গর্ত থেকে তাদের তাডিয়ে দেয়।"

কৌতূহলে তার অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভুলে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করল: "কি করে ওরা এটা করে?"

"কেমন করে যদি দেখতে চাও তাহলে তাদের ধরন-ধারন তোমাকে ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে। আমি নিজে সঠিক জানি, কিন্তু লোকে যা বলে তা হল এই: ব্যাজাররা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিন্তু খ্যাঁক-শিয়ালরা করে কি তাদের বাসায় গু-গোবর ময়লা ন্যাকড়া, খালি টিন আর এটা-ওটা এনে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে তোলে। ব্যাজার বেচারারা গজ গজ করতে করতে বাসা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে থাকে। তারপর শেষে নিরাশ ও ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে বাসা একেবারে ছেড়ে চলে আসে। কিন্তু এটার বেলা ব্যাপারটা আলাদা। র‍্যাপসবেরীর ঝোপ থেকে বাসায় যাবার পথটা হল খ্যাঁক-শিয়ালের আর বার্চগাছের ঝোপ-ঝাড়টা হল ব্যাজারের।"

"তাহলে ওরা দুজনে একসঙ্গে থাকছে একথাই কি আপনি বলছেন?"

"ওরা তাই করছে। যেন ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করা ঘর।' সম্ভবতঃ ব্যাজাররা তাদের বাসাটার অর্ধেকটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। বার্চগাছের ঝোপ-ঝাড়ে একটা খ্যাঁক-শিয়াল আমি দেখতে পেয়েছিলাম। এটা একটা মরা কাক নিয়ে যাচ্ছিল। কাকটা একেবারে পচা। তার ডানার সব পালকগুলো খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল। নাক মুখ কুঁচকে এবং চোখ প্রায় বন্ধ করে শিয়ালটা দাঁত দিয়ে তার ডানাটা কামড়ে ধরেছিল। খ্যাঁক-শিয়ালটার নিজেরই খুব বিশ্রী লাগছিল। এমন কাকের কাছ থেকে অন্য যে কেউ পালিয়ে যেত। এখন হয়তো খ্যাঁক-শিয়ালটা ব্যাজারগুলোকে সেই গর্ত থেকে কোন-রকমে ভাগিয়ে দিয়েছে। তা বাসাটার মধ্যে ছানাগুলোকে কেমন দেখলে?"

"বড্ড রোগা।"

"আর তাদের লোমগুলো সব খসখসে, তাই না? আমার তো তাই মনে হয়। আমি তো কল্পনা করে নিতে পারি তারা গর্তটার অবস্থা কি করেছে। তুমি গর্তটার ভেতরটা দেখেছ?"

"না।"

"তুমি বরং একবার দেখ। বাচ্চাগুলো তোমায় দেখে ভয় পাবে না—

এজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। তারা সব বেশ বড়-সড় হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ কানগুলোতে দাগ আছে আর ও গর্তটা মাছিতে ভাত। লোমভরা গায়ে ঘা হবে এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? ভারয়া, সেজন্যেই তোমাকে দিয়ে কাল একটা কাজ করাতে চাই। আমার পাম্পটা আর প্যাকেট দুই ডি-ডি-টি নাও।" তিনি বেশ খুশীভরে কথা বলছিলেন। ওঃ এই জন্যেই তিনি পাম্পটা নিয়ে ঘুরছিলেন! "ওখানে গিয়ে সব ঠিক করে এস দেখি। আমার এতটুকু সময় নেই। হ্যাঁ, দেখো কাছে-পিঠে আরো আটটা শিয়ালের বাসা আছে।"

এ খবর ভারয়াকে হতচকিত করতে পারল না। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে বনের পশুপাখিদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং যত্ন-আত্তি করবার জন্যে জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার।

"বাচ্চাদের গায়ে বিষ লেগে যাবে না?" সে জিজ্ঞেস করল।

"না, আমরা অন্য সমস্ত রকম পোকা-মাকড়-মারা ঔষধ পরীক্ষা করে দেখেছি। অন্য ঔষধগুলো এদের পক্ষে ভাল নয় কিন্তু ডি-ডি-টির গন্ধ এদের ভয় পাইয়ে দেয় না। চেষ্টা করে যতগুলো পার রবারের নল যোগাড় কর এবং তার মধ্যে দিয়ে ডি-ডি-টির গুঁড়ো ছড়িয়ে দাও। তাহলে ক্ষতিকর পোকামাকড়গুলো মারা পড়বে আর তোমার ঐ শিয়ালের বাচ্চাগুলো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর হয়ে উঠবে। ভারয়া, তাহলেই আমার মনে হয় ওরা বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠতে পারে। ইতিমধ্যেই তারা বেশ বড় হয়ে গেছে। ওদের মা-বাবা পালিয়ে বেড়াচ্ছে—বাচ্চারা এখন নিজেরাই খাবার খুঁজে খেতে শেখেনি। ওদের মা বাপ কি কিছু শেখাচ্ছে ওদের?"

"হ্যাঁ, তাদের শেখবার জন্যে ওরা গতকাল একটা দাঁড়কাক এনেছিল।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ স্নেহভরে ভারয়ার দিকে তাকালেন। ভারী ভাল মেয়ে, নিশ্চয়ই সারাদিন সে গর্তটার দিকে চোখ রেখে কাটিয়েছে। কিন্তু সে বসেছিল কোন জায়গায়? সম্ভবতঃ ঐ ঝোপ-ঝাড়ের পিছনে; ওখান থেকে সবই দেখতে পাওয়া যায়।

ভারয়া ফয়ডর ফয়ডরোভিচের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে তারা দুজনে ইউরার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়বার সময় সে তাকে দেখতে গেল। তার কাজটা তেমন ভালভাবে এগোচ্ছিল না; নদীর ধারে পেঁচার বাসা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। ফয়ডর

ফয়ডরোভিচ্ অবাক হবার ভান করে তার দিকে তাকালেন। সে কেমন যেন হতচকিত হয়ে গেল—তার সমস্ত চেহারায় তন্ময়তা ও ক্লান্তির ছায়া। ইউরা তাঁকে জানালে যে সারা দিনটা ধরে সে পেঁচার বাসা খুঁড়ে খুঁড়ে বেড়াচ্ছিল। একটা বাসায় মনে হল পেঁচা-পেঁচী আর তাদের ছানা-বাচ্ছা আছে কিন্তু সঠিকভাবে সে বলতে পারে না কেননা, দিনের বেলায় তারা ঘুমোয় আর রাত্তিরে সে তাদের পরীক্ষা করে দেখতে পারে না—কেননা সে তো আর পেঁচা নয় যে রাত্তিরে দেখতে পাবে। ইউরা ভাবলে সে বুঝি ভারী মজার কথা বলেছে—কিন্তু ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন যে সাহিত্য বিভাগের পাঠ্যক্রমে নতুন বিষয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করা হয়েছে এবং ইউরা শোচনীয় কিছু করার চেয়ে সে বিষয়টা গ্রহণ করলে পারে। ভারয়া ভয়ে তাঁর চোখের দৃষ্টিটা এড়িয়ে নিল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাকে একথা বললে সে লজ্জায় মারাই যেত।

"তবু—" কঠিন গলায় ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বলতে লাগলেন—"কবিতার জন্যে দরকার হয় ভাবের। তার চেয়ে নৃত্যের সহকারী হিসাবে তোমার কোন ব্যালেতে যোগ দেওয়াই ভাল।"

এর আগে কখনও তিনি কোন ছাত্রকে ব্যালেতে যোগ দেবার পরামর্শ দেননি। লজ্জায় ইউরা একেবারে আরক্ত হয়ে উঠল এবং পেঁচার বাসা খোঁজার জন্যে বনের দিকে দ্রুতবেগে পা চালাল।

ইউরার হয়ে একটা কথা তাঁকে বলবার ইচ্ছা হচ্ছিল ভারয়ার কিন্তু এই অপ্রিয় ঘটনার ওপর কোন গুরুত্বই ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ প্রত্যক্ষভাবে আরোপ করলেন না—যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে বলতে লাগলেন।

"তা হলে ভারয়া, তুমি খ্যাঁক-শিয়ালছানাগুলোকে খাওয়াবে, কেমন পারবে না? কলখজে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি বিশেষ করে তাদের জন্যে কিছু মাংস আনতে। যাতে তুমি পরশু ওখানে যেতে পার এমন ব্যবস্থাই আমি করছি। তখন দেখতে পাবে খ্যাক-শিয়ালগুলো এবং তাদের শরীর তোমার প্রচেষ্টায় কিভাবে সহযোগিতা দেয়। সমস্ত শিকারীরা তোমাকে ধন্যবাদ দেবে।"

কিন্তু ফয়ডর ফয়ডরোভিচের তখনি মনে পড়ল যে জেলায় সত্যিকার শিকারীর সংখ্যা বড়ই অল্প; আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষানবীশ। এটা শহরের বড্ড কাছেও। বছর দুই আগে তিনি ছিলেন সাইবেরিয়ায়, ওখানকার শিকারীদের খ্যাঁক-শিয়ালগুলোকে মাংস খাওয়াতে এবং তাদের

বাসাগুলোকে বীজাণুমুক্ত করতে সম্মত করাতে তিনি পেরেছিলেন। তাইগাতে শিকারীরা ছিল ভারী আগ্রহশীল। আগ্রহশীল তাদের হতেই হয়। সব কিছুরই পরিচর্যা প্রয়োজন। বনরক্ষকরা বনের প্রতিটি গাছ-গাছালির ওপর যত্ন নেয়। এমনি যত্নের দরকার পশুপাখিদেরও।

প্রথমে শিকারীরা সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাঁকে দেখত। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি তাদের জয় করে নিলেন। এখন তারা দাগ-না লাগা চামড়া সরবরাহ করতে পারছে। সব চেয়ে বড় কথা হল যে এমনি করে শিকারীদের দেওয়া মাংস খেতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় খ্যাঁক-শিয়ালগুলো তাদের দেখা দেবার জন্যে প্রায় অর্ধেক এগিয়ে আসতে লাগল। যখন বনে-জঙ্গলে যাচ্ছ তখন একটা পাম্প, ক'প্যাকেট ডি-ডি-টি আর কিছু মাংসের টুকরো নিতে কোন কষ্ট নেই।

"ভারয়া, তারা তোমায় দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে'খন—" তিনি বলতে শুরু করেন—"আমি চাই গর্তের ভেতর যে সব ময়লা দেখতে পাবে তা সংগ্রহ করে নেবে, মশা-মাছি, খোলস সব কিছু কাঁচ-নলে ভরে নিয়ে কীট-বিদ্যাবিদের কাছে নিয়ে যাবে। খ্যাঁক-শিয়ালের রক্ত খেয়ে বাঁচা পোকাদের সম্বন্ধে তাদের সংগৃহীত তথ্য তোমাকে দিতে বলবে। বোরিস আর্কাদ্‌ইভিচ্‌ সানন্দে তোমাকে সহায়তা দেবে। তাঁকে চেন তুমি তো?"

আনন্দে ভারয়ার যেন কণ্ঠরোধ হয়ে এল। কারণ এটা নিশ্চিত যে বোরিস আরকাদ্‌ইভিচের গবেষণাগারেই নিকিতাকে গবেষণা-কাজ করতে হবে। পরজীবী নিয়েই সে অধ্যয়ন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। আর যত শীগগীর সম্ভব সে কাজ শুরু করে দেবে—আসছে কালই! সে প্রচুর মাছি আর খোলস যোগাড় করবে এবং এই নিয়ে গবেষণাগারে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা কাটিয়ে দেবে। নিকিতার পাশে বসে সে কাজ করে যাবে বটে কিন্তু তার সঙ্গে একটা কথাও বলবে না। নিকিতার পাশে বসে নিজের জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে করতে তার ভাবমগ্ন মুখখানি আর কর্মব্যস্ত হাতদুটোর দিকে তাকান কি আনন্দজনকই না হবে। গবেষণাগারে আর আল্‌লাদের দেখা মিলবে না। তাদের দলটা উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছে। উদ্ভিদবিজ্ঞান যে সত্যিই পড়বার মত বিষয়বস্তু সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তা ভারয়াকে আকৃষ্ট করেনি। গাছ-গাছালির সঙ্গে কথা বলা আর স্নেহ করস্পর্শ দেওয়া যায় না; কিন্তু খ্যাঁক-শিয়ালদের ব্যাপারই আলাদা। না, না, গাছগাছালি নিয়ে সে তার জীবন অপব্যয় করতে পারবে না। ফয়ডর

ফয়ডরোভিচ্ বললেন—"আর দেখ ভারয়া, যখন তুমি এটা করতে যাচ্ছ খ্যাঁক-শিয়াল ঘাস খায় কিনা তা দেখবার চেষ্টা কর। আর যদি তারা ঘাস খায় তবে কেন খায়। সম্ভবতঃ এটাকে তারা ঔষধ বলে মনে করে খায়। যে-ঘাস শিয়ালগুলো খায় তা নিয়ে উদ্ভিদবিজ্ঞানবিদের কাছে যাও এবং তীক্ষ্ণভাবে অনুসন্ধান-কাজ চালিয়ে যাও।"

ভারয়া সম্মতিভরে তার ঘাড়টা কাত করল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বলতে লাগলেন :

"পরের বছরে তুমি জৈব-রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করবে। অধ্যাপক পেত্রোভ চমৎকার মানুষ, তিনি এরই অধ্যাপক। তোমাকে আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেব'খন। কেশের রসায়ন সম্পর্কে তুমি পড়াশোনা কর—এর বর্ণানুলেপন বিজ্ঞানের অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়। এ নিয়ে বিশেষ-ভাবে কোন গবেষণা হয়নি। বর্ণানুলেপনে কোনটা সহায়তা দেয়—এই রকম আরো কত কি। রসায়নে তুমি কত নম্বর পেয়েছিলে?"

"অ-জৈব রসায়নে চার আর জৈব-রসায়নে পাঁচ।"

"আর পদার্থবিদ্যায়?"

"তিন।" ভারয়ার অনুতাপভরা জবাব।

"উঁহু, ওতে তো হবে না। প্রাণিতত্ত্ববিদকে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং জীববিদ্যার মত বিষয়গুলোতে বেশ ভালভাবেই রপ্ত হতে হবে। তুমি তো ভাল করেই জান যে আমরা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করতে পারি না। প্রত্যেক বিভাগেই আমার বিষয়বস্তু নিয়েই বহুলোক কাজ করে যাচ্ছে।"—ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ব্যস্ত হয়ে বললেন—"আমি কাউকেই স্বস্তি-শান্তিতে থাকতে দিই না। প্রথমে আমি একজনের কাছে যাই, তার কাজ সম্পর্কে সে আমাকে বলে, তখন আমি তাকে আমার নিজের কাজের কতকগুলো বিষয়ে কৌতূহলাক্রান্ত করে তুলি। আরো অনেক আলাপ আলোচনা করি—ব্যস্, তারপরই দেখি সে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সে আমার সেই সূত্রই গ্রহণ করে—যা নিয়ে গবেষণার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। এইভাবে আমাদের যুগ্ম-প্রচেষ্টায় দু'একটা জটিল বিষয়ের মীমাংসা করে নিই। যেমন, ধর, জীব-তন্তু-বিজ্ঞানবিদের প্রয়োজনীয়তা আমাদের কাছে খুব বেশি। জীব-তত্ত্ব-বিজ্ঞান বিভাগে ভারী চমৎকার একটি মেয়ে আছে—নীনা তার নাম। পশুপাখিদের লোম ও কেশের গঠন-কৌশল সম্পর্কে তাকে কৌতূহলী করে

তোলবার চেষ্টা কর। এনিয়ে সে পড়াশোনা করুক। আরে, ঐ দেখ! একটা খ্যাঁক-শিয়াল যাচ্ছে!"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তীক্ষ্ণ চোখদুটোকে বুড়ো পাখির মত বড় করে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ভারয়া অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু খ্যাঁক-শিয়ালটাকে দেখতে পেল না।

"যাঃ, চলে গেল!" ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বলে উঠলেন।

ভারয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার মনের প্রশান্তি ভেঙে যেন খান খান হয়ে গেল। খ্যাঁক-শিয়াল সম্পর্কীয় বিষয়বস্তুটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পদার্থবিদ্যা …রসায়ন …জীব-তন্ত্ব-বিদ্যা…ও ডি-ডি-টি বেদনাদায়ক সমস্যায় পরিণত হতে হল। মস্ত বড়দরের পশু-প্রজননবিদ্ সে হবে! তার পাশ দিয়ে একটা খ্যাঁক-শিয়াল চলে গেল আর সে কিনা দেখতেই পেল না!

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ স্নেহকোমল কণ্ঠে তাকে বললেন: "ভারয়া, এখন ভেবে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত কর না। বরং যে কোন রকমেই হোক প্রাণপণ কর। এছাড়া উন্নতির আর কোন পথ নেই। কিন্তু সব সময়েই এটা করবার চেষ্টা কর না। কোন সমস্যা নিয়ে কাজ করবে তা আগে থেকে মনে মনে স্থির করে নাও। তারপর ধীরে-সুস্থে কাজ শুরু কর। এটাকে বাড়াও—বিস্তার ঘটাও এর। নিজে নিজে কাজ কর কিন্তু অন্যের উপদেশ-পরামর্শ নাও। নতুন পথ খুঁজে নাও—অন্ধভাবে প্রচলিত মত ও পথ আঁকড়ে থেক না। একটা দুরূহ সমস্যার সমাধান করতে না করতেই তা থেকে আরো দশটা সমস্যা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠবে। তারা তোমাকে কিছুক্ষণ যন্ত্রণা দিক। যে সমস্যা তোমার মতে সবচেয়ে জরুরী আগে তার সমাধান ঘটাও—এমনি করে এগিয়ে যাও।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলেন:

"সবচেয়ে বড় কথা ভারয়া, কখনও ভুলো না আমাদের ঐশ্বর্য কত অপরিমেয় এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কি সম্ভাবনায় ভরা। বেশিদিনের কথা নয়, একবার এক ইংরেজ কোটিপতির সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। ভদ্রলোক তাঁর জমিদারিতে বীবর পালতেন। তিনি ঠিক আমার সামনে বসেছিলেন বলে তাঁর মনের ভাবনাগুলো আমি বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন: 'আহা বেচারা, তোমার নিজের কোন জমি নেই!' জমি-জমাতে আমার কি হবে যখন এদেশের সমস্ত বনভূমি আমার? ছোট্ট টুকরো জমিতে চাষ-আবাদ বা খেত-খামার করা আমাদের কাছে সেকেলে হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ রাস্তার ধারে জন্মানো ঘাসের ওপর হঠাৎ বসে পড়ে একটা মানচিত্র ধরে ভারয়ার সামনে মেলে ধরলেন :

"এই আমাদের জমিদারি, ভারয়া," বলতে বলতে তাঁর রোদ-পোড়া হাতটা সারা মানচিত্রের ওপর বোলালেন। "একশো, দুশো, তিনশো হ্রদ—সবই চাইবামাত্রই তোমার। আমাদের সব নদী, হ্রদ, বনভূমি—সবই আমাদের। সমস্তই আমার। একটা দোকানে বীবর-চামড়া কেনবার চেষ্টা কর দেখি একবার—পুরানো ছাড়া কিছুই আর পাওয়া যাবে না। এই-ই হল আদেশ। আমরা বীবর জন্মাচ্ছি। আমাদের দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শিশুর মত কোলে-পিঠে করে বীবর ছানাদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের উপযুক্ত হ্রদ ও নদীর ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি। এদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেই সমস্ত কিছুই বদলে যাবে। তখন খুশীমত আমরা সবাইকে বীবর-চামড়ায় বিভূষিত করতে পারব। প্রথমতঃ হয়তো আগে পরবে আমাদের বৈমানিকরা—তখন আকাশের সুদূরতম উর্ধ্বলোকে চাঁদের কাছাকাছি উড়ে যাবার সময় তাদের শীত করবে না। তারপর পরবে আমাদের অভিযাত্রীরা—যেখানেই তারা যাত্রা করুক না কেন সুখউষ্ণ হয়ে তারা যাবে। তারপর আমাদের মেয়েদের এরই পোশাক পরাব। এই তুহিনশীতল আবহাওয়ায় তোমরা হালকা কোট পরে উত্তপ্ত মেট্রোতে গিয়ে ভীড় কর। কিন্তু যখন তোমরা সবাই ফারে তোমাদের দেহকে ঢেকে শান্তভাবে পথে বার হবে—তুষারকণায় তোমাদের কপোল দুটি হয়ে উঠবে আরক্তিম। আরো সুন্দর, আরো কমনীয় হয়ে উঠবে তোমরা। বীবর-লোম সুন্দর, পুরু ও গরম হলেও তোমার পক্ষে তা একটু ভারী। তোমাকে পরতে হবে সেবল্। হালকা সুন্দর ফার ; এটা তোমার চলার ছন্দে এনে দেবে লঘু সুকুমার গতি।"

ভারয়া নিঃশ্বাস রোধ করে তাঁর কথা শুনতে লাগল। তার মনের ক্লান্ত বিরক্তিকর অনুভূতি কোথায় উধাও হয়ে গেল—আনন্দ আশ্বাসভরা একটা নতুন অনুভূতিতে তার মন ভরে এল—করণীয় কাজের ওপর এল ভালবাসা। তার শ্রমসাধ্য, উৎকণ্ঠাভরা, আনন্দময় ও সতত সামনে এগিয়ে-যাওয়া কাজের ওপর জাগল ভালবাসা।

॥ সাত ॥

অধ্যাপক লোপাতিনকে দেখেই স্ত্রীমস কলখজের চেয়ারম্যান জাখর পেত্রোভিচ আনন্দে তাঁকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। ভারয়ার সঙ্গে তিনি খুব আনন্দের সঙ্গেই করমর্দন করলেন। কি জন্যে সে এসেছে তা জানতে পেরে তখনই তা পাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ভারয়া তখনি তার কাজে চলে গেল।

জাখর পেত্রোভিচ্ তাঁর সঙ্গে আহার করার জন্যে অধ্যাপককে আন্তরিক-ভাবে আমন্ত্রণ জানালেন। ফয়ডর ফয়ডরোভিচের হঠাৎ মনে হল তাঁর ভয়ানক খিদে পেয়েছে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে তিনি ভাল করে খান নি—নিজের জন্যে চা তৈরি করে নেবার সময় পর্যন্ত তিনি কোন রকমেই করে উঠতে পারেননি। বাড়ি ফিরেই সাধারণতঃ অবসাদে আর ঘুমে তাঁর চোখ এত জড়িয়ে আসত যে তিনি নিজে নিজেই বলতেন, "ঠিক আছে, কাল সকালেই চা খাওয়া যাবে'খন।" কিন্তু সকালে বনভূমি সবে প্রাণময় হয়ে উঠতে শুরু করেছে তখন চা-তৈরি করে সময় নষ্ট করা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

না, ঠিক এক সপ্তাহ নয়। একদিন নিকিতা বারোটা সবে-সেদ্ধ-করা আলু আর একটা ধূমায়মান মাছ নিয়ে রান্নাঘর থেকে সোজা তাঁর ঘরে এসে হাজির; বাস্তব প্রাণিতত্ত্বের কেতায় মাছটা চমৎকার করে চেরা। সেটা সে থাশ-পাখির আরক-দেওয়া মৃতদেহ আর শিশিতে-রাখা পেট-চেরা ব্যাঙের মাঝখানে টেবিলের ওপর রেখেছিল। বিছানার ধারে হাসিমুখে নিকিতা বসে ফয়ডর ফয়ডরোভিচের খাওয়া দেখতে লাগল। তাঁর খাওয়া শেষ হলে সে আলুর খোসা আর মাছের কাঁটাগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল। আঃ, আলুগুলো সত্যিই ভারী উপাদেয় ছিল!

কিন্তু জাখর পেত্রোভিচের মাংসও আর এই শশার চাটনিও বেশ। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ একটা শশায় কামড় দিয়ে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর দু' বন্ধুতে মিলে চা, ধূমপান আর আলাপে মন দিলেন। ধীরে-সুস্থে একটার পর একটা বিষয় নিয়ে বেশ ভালভাবে তাঁরা আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ হঠাৎ বলে উঠলেন: "হ্যাঁ, ভাল কথা, ওভাবে

আমাকে তার করলে কেন? তারটা ঠিক তোমার বলে মনে হল না তো? একেবারে মূর্চ্ছো যাবার যোগাড়!

দোরের কাছ থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল: "তার করার সময়ে তোমার মানসিক অবস্থার খানিকটা আঁচ দাও হে। নিজেই একটা বিপাকে পড়েছে—কি করে তা থেকে নিস্তার পাবে তা সে নিজেই জানে না।"

চেয়ারম্যান ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সেদিকে তাকালেন। কলখজের সম্পাদক জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ দরজায় দাঁড়িয়ে। সম্পাদক আর সভাপতির মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে এমন ঝগড়া হয়েছিল যে সভাপতি বাধ্য হয়েই লোপাতিনকে একটা তার পাঠিয়েছিলেন।

সভাপতি জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচের সঙ্গে বড় একটা কলহ করতেন না। বাড়ির দরজা থেকে বাগানের ফটক অবধি অনিশ্চিতভাবে যেতে তাঁর পা-দুটো কাঁপত, সেইসময় থেকেই তিনি তাঁকে জানতেন। তাঁর বাড়ির বেড়ার অপর দিকের বাড়িটাতেই এক বছর আগে জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ জন্মেছিলেন। বাগানের দোর-গোড়াতেই দুজনের পরিচয় ঘটেছিল। আর জাখর পেত্রোভিচের মনে হয়েছিল যে তারপর থেকেই জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ সবসময়েই ঠিক তাঁর পাশে পাশেই রয়েছেন। 'জাখররা', 'জাখররা আসছে', 'জাখররা বলে'—এইভাবেই তাঁদের দুজনকেই অভিন্নভাবে অভিহিত করা হত। একটু বয়েস হলে তাঁরা দুজনে তাঁদের পৈতৃক নামে পেত্রোভিচ, ভ্যাসিলিয়েভিচ্ পরিচিত হয়ে উঠলেন। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করার দরুণ মানুষ সাধারণতঃ যেমন একই প্রকৃতির হয় তাঁরা দুজনেই তেমনি হয়ে উঠলেন। কিন্তু চরিত্রগতভাবে তাঁরা ছিলেন দুজনে সম্পূর্ণ বিপরীত। জাখর পেত্রোভিচ ছিলেন ভাবপ্রবণ, ক্রোধী, আপাত-উৎসাহী—উৎসাহের স্রোতে জোয়ার জাগত যত তাড়াতাড়ি ভাঁটা পড়ত তত দ্রুত। জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ ছিলেন স্বভাব-গম্ভীর ও স্বল্প-ভাষী। শিশুকাল থেকে বাগান করার শখ ছিল বলে এই পঞ্চান্ন বছর বয়সেও তাঁর ফলের বাগানে কি ফলই না আজও ফলাচ্ছেন!

চরিত্রের এই বিপরীতমুখী পার্থক্য অবশ্য দুজনার বন্ধুত্বের মধ্যে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। তাঁদের সমস্ত জীবন তাঁরা দুজনে একত্রে অতিবাহিত করেছেন। তাঁরা একসঙ্গে স্কুলে গিয়েছেন, বিপ্লবের সময় একসঙ্গেই লড়াই

করেছেন, একই সঙ্গে পার্টিতে যোগ দিয়েছেন আর দু'জনেই কুলাকদের সঙ্গে সংগ্রাম করে কলখজ গড়েছেন। যুদ্ধ শুরু হতেই তাঁরা দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ সমর-বাহিনীতে যোগ দিলেন। কিন্তু গৃহ-যুদ্ধের সময় মেরুদণ্ডে ভীষণভাবে আঘাত পাওয়ায় জাখর পেত্রোভিচ্‌কে সমর-বাহিনীতে গ্রহণ করা হল না। কিন্তু প্রতিরোধ-বাহিনীর মত আর কোথাও তিনি তাঁর বন্ধুর বিচ্ছেদ এত তীব্রভাবে বোধ করেননি। স্ত্রীমস্-এ ফিরে তিনি দেখলেন জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ ভিন্ন কলখজ পুনর্গঠন করা কষ্টকর। তাঁর এবং যৌথখামারের কাজে এই মানুষটার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। জাখর পেত্রোভিচ্ তাঁদের কাছ থেকে যে দু'চার ছত্র লেখা চিঠি পাচ্ছিলেন তা ছিল স্বস্তির ও সান্ত্বনার। তাঁর বন্ধু প্রচণ্ড বিক্রমে সংগ্রাম করে বার্লিনে প্রবেশের অধিকার অর্জন করে নিয়েছিলেন। জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেই আবার পার্টি-সংগঠনের সেক্রেটারী নির্বাচিত হলেন। আবার দুই বন্ধুতে একসঙ্গেই কাজ শুরু করে দিলেন। তাঁরা প্রায়ই তর্ক বিতর্ক করতেন কিন্তু তর্ক-বিতর্কের উপসংহার হত তাঁদের মতৈক্যে।

কিন্তু এবার যতই তাঁরা তর্ক করতে লাগলেন ততই তাঁদের মতবিরোধটা তীব্র ও ব্যাপক হয়ে উঠল।

মার্চমাসে কমসোমল সভায় জীব-জন্তুদের প্রতিষ্ঠান নিয়ে এই বিরোধের সূত্রপাত। কলখজের সভাপতি সভায় কিছু বলবার অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিলেন :

"বন্ধুরা, তোমাদের সঙ্গে আমি কিছু কাজের কথা বলতে এসেছি।"

সবাই তখনি আগ্রহ-উৎসুক হয়ে উঠল। কলখজের বয়স্ক সভ্যদের কাছে পেশ করবার সম্পূর্ণ নতুন ও অপ্রত্যাশিত কোন বিষয় জাখর পেত্রোভিচ্ তখনও করতে পারেননি। আলেক্সই ভিউসখভ্ কমসোমল প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী জাখর পেত্রোভিচ্‌কে আসন গ্রহণ করবার অনুরোধ করে তাঁর দিকে ছাইদানটা এগিয়ে দিল। তরুণরা সভাপতির দিকে এগিয়ে আসায় চেয়ারগুলোর ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ উঠতে লাগল।

"এটা ভারী লাভের ব্যবসা আর···" জাখর পেত্রোভিচ্ থেমে সিগারেট পাকিয়ে জিভ দিয়ে কাগজটায় ধীরে-সুস্থে থুতু লাগালেন··· "আর আমার ও তোমাদের মধ্যে এটা ভারী কৌতূহলোদ্দীপক।"

"সেটা কি ?" আনা ইন্নাস্নোভা অধৈর্যভাবে জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু সভাপতি তার প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না। তাঁর শ্রোতাদের কৌতূহলাক্রান্ত করে রাখতে তাঁর খুব ভাল লাগল।

তারপর তিনি বললেন : "গতকাল ডন কলখজে আমি গিয়েছিলাম আর সেখানকার ব্যাপার দেখে আমার হিংসে হতে লাগল। বন্ধুগণ, আমরা সত্যিই অনেক পিছিয়ে আছি।"

তাঁর কথায় শ্রোতাদের মধ্যে যে তপ্ত মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠল তিনি তা পরিমাপ করবার জন্যে খানিক নীরব হয়ে রইলেন।

"অন্য অন্য কলখজ যখন লাভজনক নানান নতুন পথের পথিকৃত, তখন আমরা ঘুমিয়ে আছি। দেখেশুনে আমি এত নিরানন্দ ও অস্থির হয়ে উঠলাম যে আমাকে হর্ষোৎফুল্ল করবার জন্যে ডন কলখজের সভাপতি আমাকে একটা উপহারই দিয়ে বসলেন।

"উপহার ?" আলেক্সই সন্দিগ্ধভাবে বলে উঠলেন যেন ডন কলখজের সভাপতির চেয়ে জাখর পেত্রোভিচেরই উপহার দেওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক।

"হ্যাঁ উপহার—অবশ্য দাম দিয়ে। কিন্তু দাম দিয়েও এমন উপহার সব সময় পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে ব্যাপারটা তোমাদের বলি।"

শ্রোতাদের কৌতূহলের সর্বোচ্চ শিখরে তুলে সভাপতি আবার নীরব হয়ে রইলেন। প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতেই তিনি চাইছিলেন। এতেই তাঁর বক্তব্য বিষয়টাকে আরো সুদূরপ্রসারী করে তুলেছিল। কিন্তু তরুণরা তাঁর কথায় আহত হল। এভাবে তিক্ত ও বিদ্ধ হতে তাদের ভালও লাগছিল না। সেজন্যে তারাও নীরব হয়ে রইল। তাদের নীরবতারই জয় হল। "কমরেডরা, তিনি আমাকে একটা খ্যাঁক-শিয়াল উপহার দিয়েছেন"—জাখর পেত্রোভিচ, সবশেষে ঘোষণা করলেন।

"কি দিলেন ?" তুশিয়া সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"একটা খ্যাঁক-শিয়াল ! রূপালী। সেরা বংশ। চমৎকার দেখতে। রূপোর মত তার লোম।"

"তাদের পশু-খামার আছে—কিন্তু খ্যাঁক-শিয়াল নিয়ে আমরা কি করব ?" আলেক্সই জিজ্ঞেস করল।

"আমাদেরই বা একটা পশু-খামার থাকবে না কেন ?" সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন সভাপতি—"ডন কলখজের থেকে আমরা কিসে কম ?"

আলেক্সই দেখতে পাচ্ছিল যে সভাপতিমশাই বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। নতুন কোন ভাবের উদয় হলেই তাঁর এমনটি হয়। পশু-খামার করার কথাটা আলেক্সইর ভাল লাগলেও—কিন্তু তাকে ঠিক মত পরিচালনা করা বড় জটিল বলে তার মনে হয়েছিল।

সে শান্ত গলায় বলল : "জাখর পেত্রোভিচ্—এজন্যে তো নতুন লোক—মানে বিশেষজ্ঞদের দরকার।"

"কেন তা কি আমরা খুঁজে দেখতে পারি নে? আমাদের নিজেদের লোকদের দোষটা হল কি শুনি?"

"ফার-খামারের জন্যে ডন কলখজ বিশেষজ্ঞ চেয়ে পাঠিয়েছিল।"

"আমরাও তো একজন চেয়ে পাঠাতে পারি।" ক্লাভা বলল।

"নিশ্চয়ই পারি," সভাপতিমশাই সায় দিলেন—"কিন্তু আমি এখানকার লোকদেরই হাতে-কলমে তৈরি করে নিতে চাই। অবশ্য আমরা একজন বিশেষজ্ঞকে পেতে পারি, কিন্তু তিনি হলেন শহুরে লোক। তিনি শহুরে হবেনই এমন কথা আমি কেন বলছি? কারণ কলখজের কোন সত্য স্নাতক হয়েই তাঁর নিজের গাঁয়ে ফিরে যায়। শহুরে ভদ্রলোক মাত্র তিন বছর থাকবেন, আমরা আর তাঁর দেখা পাব না। ডনের কপাল ভাল। তাদের বিশেষজ্ঞটি কুমারী। আর তাদের শিক্ষকটিও ছিল দেখতে ভাল।"

"তাই বিশেষজ্ঞ তাকে বিয়ে করে বসল," ডুশিয়া বলল।

"হ্যাঁ"—সভাপতিমশাই বলতে শুরু করেন—"কিন্তু ধর, মেয়েটা যদি বিয়ে না করত? উঁহু, এ ভাল নয়। আমাদের বিশেষজ্ঞ আমরা তৈরি করে নেবই। এখানেই রয়েছে আমাদের ঘরবাড়ি, আমাদের আত্মীয়-পরিবার, আমাদের সব কিছু। তোমাদের একজনকে এই বিষয় নিয়ে পড়তে পাঠাব দু'মাসের মধ্যে শিখে নেবার জন্যে, আর একজনকে পাঠাব ফার-সংস্থায়। আমাদের পশু-খামারশালার কাজ শুরু হতে হতেই উপাধিপত্র নিয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞরা ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে আমরা ডনের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারি। কাকে আমরা পড়তে পাঠাব?"

"খ্যাঁক-শিয়ালরা কামড়ায়, তাই-না? ডুশিয়া মন্তব্য করল।

"হ্যাঁ—তা বটে। আচ্ছা, পরে তোমরা ভেবেচিন্তে স্থির কর। আমি বলি কি এখন একটা খাঁচা তৈরি কর। ডনের এই খ্যাঁক-শিয়ালটিকে নাও। আর পাঁচটা রূপালী মাদী খ্যাঁক-শিয়ালের জন্যে সরকারী নার্সারীতে লিখে

দাও। ধীরে-সুস্থে কিন্তু উৎসাহভরে কাজ শুরু কর যাতে আমরা দু'বছরের মধ্যে ডনকে অতিক্রম করে যেতে পারি।"

বাস্তববাদী ডুশিয়া জিজ্ঞেস করল : "এতে আমাদের লাভটা কি? উদ্যোগ-আয়োজন কেমন হবে তা কল্পনা করে নিতে পারি—কিন্তু লাভ?"

"লাভ! ডুশিয়া, মাংসের ব্যাপারে আমাদের অবস্থাটা কেমন—খুব চমৎকার, তাই না? সরকারকে প্রয়োজনমত আমরা মাংস দিই, নিজেরা খাই, আর টেংরি প্রচুর পরিমাণে পড়ে থাকে। ঠিক কি না? সব টেংরিগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি না আর তা রাখাও যায় না। আচ্ছা শোন, খ্যাঁক-শিয়াল বলতে বোঝায় কি? খ্যাঁক-শিয়াল মানেই ফার, ফার মানেই রপ্তানি আর রপ্তানি মানেই সরকারে স্বর্ণসঞ্চয়। অনভিজ্ঞের হাতেও খ্যাঁক-শিয়ালরা বেশ ভালভাবেই বৃদ্ধি পায়। ফারও ভাল থাকে, রপ্তানিও ভাল হয়—তাই নয় কি? সেজন্যে আমি প্রস্তাব করছি যে আমাদের অতিরিক্ত টেংরিগুলো খ্যাঁক-শিয়াল আর শুয়োরদের কাজে লাগান হোক। লাভজনক চমৎকার ব্যবস্থা। মোটমাট এইটুকুই আমার বক্তব্য।"

সভাপতি সভার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব কিভাবে শ্রোতারা গ্রহণ করেছে তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না।

আনা বলে উঠল : "মেরে ফেলার জন্যে তাদের বড় করে তুলব—এ কিন্তু ভারী দুঃখের কথা।"

"দুঃখের কথা! শুয়োরগুলোকে আমরা মেরে ফেলি—তাই না?"

আলেক্সেই কেজো মানুষের মত বলে উঠল : "জাখর পেত্রোভিচ্, আমাদের কুকুরের ঘরগুলো তৈরি করব কোথায়?"

তাঁর দৃষ্টি কোমল হয়ে এল—জাখর পেত্রোভিচ্ তাঁর সামনে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডের দিকে আর একবার তাকালেন। তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ এই তরুণরা সত্যিই আশ্চর্য সুন্দর। একটা ভাবধারা ওদের দাও, লাফিয়ে উঠবে ওরা। আর একবার উৎসাহ জাগলে সে-কাজ সম্পূর্ণ সফল করে তুলতে তারা নাওয়া-খাওয়া সব ভুলে যাবে।

পরের দিন কমসোমল কমিটির এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে কুকুরের ঘর এবং বিশেষজ্ঞ না থাকায় কমসোলের কাজ হিসাবে এই 'উপহার'-দত্ত খ্যাঁক-শিয়ালের ভারার্পণ করা হল আনা ইয়াসনোভার ওপর।

একমাসের মধ্যেই ডন থেকে সেই উপহার এসে পৌঁছল।

খ্যাঁক-শিয়াল কুল-তিলকটি দেখতে ছোট-খাট, মাথাটা সরু, টেরচা—চোখদুটো হলদে। বসন্তকাল বলে খ্যাঁক-শিয়ালের গায়ের লোম ঝরা শুরু হল। একেবারে গোড়া থেকে বিবর্ণ লোমগুলো খসে যেতে লাগল এবং খোঁচা খোঁচা কুৎসিত কিছু চিহ্ন জেগে রইল। তাদের তৈরি করা প্রকাণ্ড খাঁচাটায় খ্যাঁক-শিয়ালটাকে আরো ছোট এবং নিঃসঙ্গ বোধ হতে লাগল। খাঁচার চারিদিকে সমবেত শিশুদের কোলাহল সত্ত্বেও খ্যাঁক-শিয়ালটা খাঁচাটির চারিদিক শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগল।

"এঃ, এই শেয়াল—আরে এটা এক্কেবারে মুরগী রে!"—ছোট্টরা চিৎকার করে উঠতে লাগল।

এক টুকরো মাংসের ওপর খ্যাঁক-শিয়ালটা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে খাঁচার একেবারে শেষের দিকে ঘরের কাছে টেনে নিয়ে গেল।

যখন সভাপতিমশাই এই শিয়ালটিকে দেখেছিলেন শীতকালে, তখন এটা দেখতে ভালই ছিল। আনার সন্দেহ হতে লাগল যে ডন তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্তু পাঠিয়েছে। সন্দিগ্ধভাবে সে খ্যাঁক-শিয়ালের ঠিকুজি-তালিকা আবার পড়তে লাগল।

"ঠিক আছে, এটা বেশ ছোট্টখাট আর ভাল"—এই কথা বলে সে নিজেকে আশ্বস্ত করল। গোলমাল থামাবার জন্যে বাচ্চাদের দিকে আন্না ধমক দিয়ে উঠল। শিয়ালটার কিন্তু কোন ভয়-ডর নেই দেখা গেল—নিশ্চয়ই এটা মানুষ দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

দিনে দিনে অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। সরকারী-নার্সারী তাদের কোন খ্যাঁক-শিয়াল পাঠাল না। কিন্তু জাখর পেত্রোভিচ্‌কে জানিয়ে দিল যে বিক্রির জন্যে সব খ্যাঁক-শিয়ালী ইতিমধ্যেই ভাগ-বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর কলখজের নামটা পরের বছরের জন্যে লিখে রাখা হয়েছে। অসুবিধায় পড়ে সভাপতিমশাই ফার-সংস্থার পরামর্শদাতা অধ্যাপক লোপাতিনের কাছে একটা তার পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ তখন ইয়াকুতিয়ায় শিকারী ও পশু-প্রজননকারীদের সম্মেলনে। তারটা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়নি।

সেজন্যে খ্যাঁক-শিয়ালটার সঙ্গীহীন অবস্থায় দিন কাটল। শেষকালে সভাপতিমশাই ফয়ডর ফয়ডরোভিচের কাছ থেকে একটা তার পেলেন:

"লাফানোর আগে তাকাও। ইতিমধ্যে রূপালী শিয়ালের সঙ্গে স্থানীয় লাল খ্যাঁক-শিয়ালীর প্রজননের জন্যে জোড় খাইয়ে দাও।"

কিছুটা উল্লসিত বোধ করে সভাপতিমশাই বনরক্ষক কুজ্‌মিচের কাছে গিয়ে প্রজননের জন্যে সাধারণ লাল খ্যাঁক-শিয়ালী জীবন্ত ধরে দেবার জন্যে বললেন।

"লাল খ্যাঁক-শিয়ালী? কিন্তু অন্য কলখজরা তো রূপালী খ্যাঁকশিয়াল জন্মাচ্ছে"—কুজ্‌মিচ্‌ দুঃখিত ভাবে বললেন। ফার-উৎপাদনকারী সমস্ত রকম জানোয়ার মিঙ্ক, স্যাবল, আরো কত পশু পালন করে থাকে—কিন্তু শিয়াল পালতে গেলে রূপালী-শিয়ালই পালা উচিত।

জাখর পেত্রোভিচ্‌ কুজ্‌মিচের সব কথা ধৈর্য ধরে শোনার পর নম্রভাবে তাঁর অনুরোধটা আবার একবার পেশ করলেন।

"আমরা পরে রূপালী শিয়াল পালব'খন—এখনই আমরা কজ শুরু করতে চাই আর কি!"

কুজ্‌মিচ্‌ অসম্মতির ভঙ্গী করে নীরব হয়ে রইলেন।

সভাপতিমশাই সুকৌশলে কথাটা বললেন, "অবশ্য আমি বেশ বুঝতে পারছি যে জীবন্ত খ্যাঁক-শিয়াল ধরা ভারী শক্ত। অবশ্য যদি তুমি না পার, তাহলে অন্য কোন শিকারী · …"

তিনদিন বাদে কুজ্‌মিচ্‌ একটা খ্যাঁক-শিয়ালী নিয়ে হাজির। বস্তাটার মুখটা খুলে দক্ষতার সঙ্গে শিয়ালীর ল্যাজটা ধরে সেটাকে ছুঁড়ে খাঁচার মধ্যে ফেলে দিল। মাদী খ্যাঁক-শিয়ালীটা লাল রঙের, রূপালী খ্যাঁক-শিয়ালের চেয়ে আকারে ও বয়সে বড়। তার মুখের ওপর ছাই রঙের ডোরাকাটা দাগ তাকে বেশ ভারিক্কী করে তুলেছিল। খ্যাঁক-শিয়ালটা তার দিকে দৌড়ে যেতেই সে তাকে দাঁত খিঁচিয়ে খাঁচাটার মধ্যে থাকবার জায়গায় লুকোবার জন্যে দৌড় দিল। থাকবার জায়গার চারপাশে খ্যাঁক-শিয়ালটাকে ঘুরপাক খেতে দেখে কুজ্‌মিচ্‌ বললেন: "শিয়ালীর সঙ্গে আপনার এই তরুণটার মিল হবে বেশ।" সেই থাকবার জায়গার ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা যেতে লাগল।

শিয়ালীর হিংস্রতা এবং সেটার ল্যাজ ধরে থলি থেকে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে বার করে আনতে দেখে আনা তাকে মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলে: "এটাকে ধরলেন কি করে?"

কুজমিচ্ তাঁর কাঁধটা কোঁচকালেন। "শিয়াল কি বলছ ?" তিনি বললেন : আমুর নদীর তীরে বাস করে এমন কজনাকে আমি জানি : বাপ আর চার ব্যাটা। তাদের সঙ্গে আমি জ্যান্ত বাঘ ধরতাম। আরে একেই আমি বলি শিকার। আচ্ছা চলি—তোমাদের মঙ্গল হোক!"

কুজ্‌মিচ্ খালি থলিটা দোলাতে দোলাতে বেশ নির্বিকারভাবেই সেই খাঁচার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল।

সন্তান-সন্ততির জন্ম দিয়ে তাদের এই নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাত্রাকে বিঘ্নিত করতে এই শিয়াল আর শিয়ালীর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আছে বলে মনে হল না। বার বার সন্তান-ধারণের সময় চলে যেতে লাগল। শিয়ালী কিন্তু তেমনি শীর্ণ ও লোমশ হয়েই রইল। তার সমস্ত চেহারা দেখেই বোঝা গেল যে তার ছানা-বাচ্চা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

জাখর পেত্রোভিচ্ পশু-খামারশালা করার কথাটা উচ্চারণ করা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। এ-ব্যাপারে যে তাঁর কোন উৎসাহই ছিল না—এটাই তিনি ভান করবার চেষ্টা পর্যন্ত করতে লাগলেন। কিন্তু একদিন কঠোর-কঠিন জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ তো তাঁকে স্পষ্ট করেই জিজ্ঞেস করলেন যে এ বিষয়ে তিনি আর কি করতে চান। তরুণদের উৎসাহ জাগিয়ে কিছু না-করলে তরুণদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি অপরিহার্য।

স্বাভাবিকভাবেই সেজন্যে অন্য সমস্ত মানুষদের চেয়ে ফয়ডর ফয়ডরোভিচের সামনেই জাখর পেত্রোভিচ্ ফার-সংস্থা নিয়ে নতুন করে কলহ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ অধ্যাপক লোপাতিনকে এই তর্ক-আলোচনায় টেনে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। টেবিলের ধারে একটা চেয়ারের ওপর বসে সভাপতির কিছুটা অসংলগ্ন কথাবার্তা গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি শুনতে লাগলেন।

সভাপতি থামতেই লোপাতিন ক্রুদ্ধভাবে বললেন : "তোমরা কি মনে কর যে স্ত্রীম কলখজ পশু-খামারশালা করবে বলে লোকেরা চুপ করে বসে থাকবে ? এখন একেবারে গরম কেকের মত খ্যাঁক-শিয়াল বিক্রি হচ্ছে। ইয়াকুতিয়া এই খ্যাঁক-শিয়াল বেচে কত পয়সা করেছে দেখবে ? এই দেখ।"

পকেট হাতড়ে অধ্যাপক এক টুকরো কাগজ বার করলেন। সভাপতি আড়চোখে সেই চিলতে কাগজটার দিকে তাকালেন—ছ'ঘরের একটা সংখ্যা তাতে লেখা। প্রত্যেক কলখজের নামের উল্টো দিকে কয়েকশ

হাজার রুবল লেখা। তার মুখের ভাবখানা অধ্যাপক লোপাতিন দুষ্টুমিভরা আনন্দে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

শেষকালে সভাপতি বললেন: "আমি এ-ব্যাপারটায় কঠিন আন্তরিকতায় লাগতে চাই।"

"তাহলে তোমার মাথাটা খাটাও, উপযুক্ত স্থান ও উপযুক্ত মানুষ আমরা খুঁজে নেব। জানোয়ারগুলো নিয়ে এস আর এই শীতকালেই তোমাদের জন্যে প্রাণিতত্ত্বে-অভিজ্ঞ একজনকে আমি এনে দেব। আমি নিজেই খ্যাঁক-শিয়াল নির্বাচন করে দেব। তারপর শুধু খ্যাঁক-শিয়াল নয়—মিঙ্কস্—স্যাবল, যা তোমরা চাও তাই-ই পাবে।"

বাধা দিয়ে জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ বলে উঠলেন, "আমার ধারণায় আমাদের কলখজে কোন ফার-সংস্থার প্রয়োজন নেই।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন।

জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করে বললেন, "সত্যিই আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। সবই যখন আমাদের একেবারে ঘরেব পাশেই মানে ডনে শুরু হয়েছে তখন আবার আমাদের কষ্ট করে লাভটা কি? ভাল জায়গা আর অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ তারা পেয়েছে। আমার মনে হয় ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে একত্রে ব্যবসাটা জোরদার করে তোলাই সবচেয়ে ভাল—আপনি কি বলেন?"

"মতলব মন্দ নয়।" ফয়ডর ফয়ডরোভিচের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি অনুমোদনের আশায় সভাপতির দিকে ফিরলেন। কিন্তু কোন অনুমোদনই তিনি পেলেন না।

জাখর পেত্রোভিচের ভ্রূ কুঁচকে উঠল: "একদম বাজে মতলব, ডনের সঙ্গে আমি যোগ দেব কিসের জন্যে শুনি?"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ যেন ধমক দিয়ে উঠলেন: "আরে, থাম তুমি! তুমি ভুল করছ। আবার নতুন করে গোড়াপত্তন করার সত্যিই কোন মানে নেই। আমি ডনের পশু-খামারশালার কথা শুনেছি। লোকে বলে বেশ চমৎকার সেটা চলছে। আর তোমাদের রয়েছে প্রচুর সম্পদ। এ পর্যন্ত সে সম্পদের কোন সুযোগ তোমরা নাওনি। তোমাদের কলখজের কাছেই একটা ছোট্ট হ্রদ আছে। এখানেই জলজ জন্তুদের চমৎকারভাবে পালা যেতে পারে।"

"কি ধরনের জন্তু ?"

"যেমন ধর দাঁতাল ইঁদুর-জাতীয় আর কি। যাদের চামড়া থেকে নিউট্রিয়া তৈরি হয়। এই হ্রদটার ওপর অনেক দিন ধরে আমার চোখ ছিল। এটার কোন মালিক নেই-ই বলে মনে হয়। আর এর জন্যে যে কার কাছে যাব তা আমি নিজেই ভেবে পাই না। স্ট্রীমসেরও নয়। ছোট্ট হ্রদটা নলখাগড়া আর পানায় ভরা। এর ওপর কারুর লক্ষ্যই নেই। বেশ বড় রকম একটা ফার-সংস্থা ওখানে গড়ে তোলার ভার তুমি নিজেই নাও। ওখানে তুমি শিয়াল, দাঁতাল ইঁদুর ও বীবর নিয়ে কাজ শুরু করতে পার।"

উৎসাহভরে জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ বলে উঠল: "ঠিক এই কথাই আমি ওকে বলছিলাম—আর এটা কেবলমাত্র একটা পশু-খামারশালার কথাই নয়। আমাদের ফলের বাগানের দিকে তাকাও! আমাদের ফলের বাগানের অবস্থানটা বেশ সুবিধাজনক। আমরা এখানে আঙুরও ফলাতে পারি। কিন্তু, না! ডন কলখজের মাঠে আমাদের ধারেকাছেই তা ফলান হচ্ছে। আমাদের সভাপতিরা কাটাকাটি করা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না—আর তাঁদের মধ্যে একজনেরও সহযোগিতা দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। যদি আমাদের জাখর পেত্রোভিচ্‌কে কোনরকমে সহজে মানিয়ে নেওয়া যেত তাহলে তাদের সঙ্গে আমরা বোঝাপড়া করে নিতে পারতাম। ফলের বাগানের বিস্তৃতিটা আরো বেশি করে ঘটতে পারত এবং শাকসব্জী ফলাবার জন্যে ডনকে আমরা খানিকটা জমি দিতে পারতাম। নদীর ওপারে খুব কাছেই একটা ছোট কলখজ আছে। এটাকেও যুক্ত করিয়ে দেওয়া যেত।"

জাখর পেত্রোভিচ্ বিদ্রূপ করে বলে উঠলেন, "এঃ, কি চমৎকার কলখজ—মাত্র সতরটা পরিবার!"

জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ যেন দাবি করে বলে উঠলেন, "এটাকে তাহলে একেবারে গরীব কলখজ বলে তুমি মনে কর?"

"গরীবের থেকেও অধম।"

"তাহলে সভাপতি মশাই, তুমি কি মনে কর যে সোভিয়েত সরকারের এই ধরনের গরীব কলখজের দরকার আছে?"

জাখর পেত্রোভিচ্ চটে উঠলেন: "বোকার মত প্রশ্ন করছ কেন? তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ বলে মনে কর?"

জাখর ভ্যাসিলিয়োভিচ্ শান্ত গলায় উত্তর দিল, "আমি পার্টির সভ্য স্ট্রীম

কলখজের সভাপতি জাখর পেত্রোভিচের সঙ্গে কথা বলছি। আর জাখর পেত্রোভিচ্ নিজে অলস ও স্বার্থপর। নিজের কলখজটিকে কেমন দাঁড় করিয়েছে। শুয়োর পালছে, অশ্ব-প্রজননশালাও করেছে। ফলের বাগানও। এবং একটা শক্তিকেন্দ্রও। এখন ও ভাবছে যে সে আরাম করে বসে এ কথাই বলতে পারে: 'এ-সবই আমার। অন্য আর একটা দুর্বল কলখজকে আমি সহায়তা দেব কেন? তার মানে তাদের লোকজনদের শিক্ষিত করে তোলা ও অর্থের, উৎপন্ন ফসলের ও বৈদ্যুতিক শক্তির ভাগ-বাঁটরা তাদের সঙ্গে করে নেওয়া'। এসব করতে সে নারাজ। কিছুই সে করতে চায় না। অন্যের সহায়তাও তার দরকার নেই। তার কলখজ যথেষ্ট সম্পদশালী—তাই নয় কি?

"আমরা নিঃস্ব ছিলাম এ কথাই তুমি বলবে?"

জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ শান্তভাবেই বললেন, "হ্যাঁ—তাই বলব। আমাদের রাস্তাঘাট খারাপ, আমাদের সংঘ বড্ড ছোট। জাখর পেত্রোভিচ্, তুমি ঘোড়া-টানা গাড়িতে এখানে ওখানে যাও, অবশ্য তোমার রিব্‌কা ঘোড়াটা বেশ ভালই। কিন্তু মোটরগাড়ি করে যেতে তোমার ইচ্ছে করে না? আমি কতকগুলো যন্ত্রপাতি দেখছিলাম, বেশ কাজের। কিন্তু আমরা সেগুলো কিনতে পারি না কারণ আমাদের কলখজ একেবারে নিঃস্ব। বিপুল ও বিস্তৃত আয়োজনে তুমি কাজ করতে নারাজ কেন? ভয় হচ্ছে যে তাল রেখে চলতে পারবে না?—খুব বেশি অভিজ্ঞতা নেই—তাই না?"

"সম্ভবতঃ তাই-ই, কে জানে?"

"তাই-ই যদি হয় তাহলে আমরা অন্য একজন সভাপতি নির্বাচন করে নিতে পারি। ডনের সভাপতি বেশ দক্ষ মানুষ।"

"ইঙ্গিত করে আর হবে কি? আমি সবই একসঙ্গে ধাতস্থ করতে পারি না।"

"অবশ্যই তুমি পার না। এ-কথাই তো আমি বলছিলাম। অর্থাৎ যদি তুমি জেদভরে প্রতিযোগিতা করতে চাও। কিন্তু যদি তুমি সহযোগিতা দাও তাহলে আমরা এমন কাজ করতে পারি যা তুমি কখন স্বপ্নেও ভাবনি। তুমি একটা পশুশালা করতে চাও—নয় কি? একটা কিছু করবার জন্যে তুমি অস্থির হয়ে উঠেছ—নয় কি?"

"হ্যাঁ।"

"কি রকম পশুশালা তুমি চাও—একেবারে নিজস্ব ব্যক্তিগত? যার নাম

রাখা হবে জাখর পেত্রোভিচ্ বালাশোভ? আর তোমার নিজের খ্যাঁক-শিয়ালগুলো থাকবে—তোমার স্ত্রীর জন্যে ফার তৈরি হবে—তাই কি?"

"জাখর, যথেষ্ট হয়েছে। আমি কলখজ পশুশালা চাই।"

"ওঃ তাহলে তুমি কলখজের জন্যেই এটা চাও? ঠিক আছে—তাহলে স্ত্রীমসের জন্যে। কারণ স্ত্রীমসকে তুমি তোমার কলখজ বলে মনে কর। ঐ একইভাবে ডন সম্পর্কে কথাটা ভেবে দেখবার চেষ্টা কর না কেন? তোমার নিজের জমির ওপর তোমার নিজস্ব পশুশালা হতে পারে, এটাকে তুমি প্রাণ-ভরে বাড়াতে পার, উন্নতি করতে পার। চাই কি তোমার লাল খ্যাঁক-শিয়ালীটাকে সেখানে তুমি স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রখতেও পার।"

জাখর পেত্রোভিচ্ তাঁর কথার জোরালো জবাব দেবার কথা ভাবলেন। কিন্তু তাঁর বিরোধীদের সংখ্যা অনেক, সেজন্যে একান্ত উদাসীন প্রত্যুত্তরের মধ্যেই তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন, "দেখ, এসব আমরা পরে ভেবে দেখব'খন। যদি ব্যাপারটা ঠিক…"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ আগ্রহভরে বলে উঠলেন, "তাহলে এটা খুব চমৎকার হবে না কি? তাহলে তুমি নিউটিয়া তৈরি করতে শুরু করে দাও। তুমি জান…"

লোপাতিন সভাপতির প্রায় অনুনয়ভরা দৃষ্টি দেখতে পেলেন। সে চাউনি যেন বলছিল, "দেখছি আমারই ভুল হয়েছে, তুমি আর কি চাও?"

লোপাতিন অল্প একটু হাসলেন, "জাখর পেত্রোভিচ্ ভুল সহ্যই করতে পারে না।" তাঁর পুরাতন বন্ধুর ওপর তাঁর মায়া হল। তাঁকে সম্পূর্ণ একা না পাওয়া পর্যন্ত ভর্ৎসনা দেওয়া থেকে তিনি নিরস্ত থাকবেন বলে মনস্থির করলেন। এমন একটা বিষয়ের তিনি উত্থাপন করবেন যা সভাপতির মনোমত হবে। এই রকম অসংখ্য বিষয় আছে: দশম-বার্ষিক ইস্কুল, শক্তি-কেন্দ্র, ঘোড়া, ফলের বাগান, ইঁট-তৈরি। কিন্তু লোপাতিন ভাল করেই জানতেন যে শূকর-পালন প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গই সভাপতিকে খুশি করে তুলতে পারবে না।

যুদ্ধের আগে এই প্রসঙ্গই সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভ্য পেত্রোভ নতুন গৃহ-জাত শাবক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন—তাঁর গবেষণার ফলাফল সরকারী খামারগুলোতে এবং প্রজনন-কেন্দ্রগুলোতে শুধু নয়—যৌথ খামারগুলোতেও যেখানে কাজকর্ম সুশৃঙ্খল

ধারায় চলছিল সেখানেও কাজে লাগান হয়েছিল। স্ট্রীমসের শূকর-পালন কেন্দ্রগুলোই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণাগারের অন্যতম। সেরা চ্যাম্পিয়ন ডেইসি নম্বর একত্রিশকেই 'হোয়াইট-ডেইসি' পরিবার থেকে এখানেই উৎপাদন করা হয়েছিল। সবচেয়ে মূল্যবান জীব-জন্তুদের মধ্যে যে কটাকে যুদ্ধের সময় বাঁচান সম্ভব হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল ডেইসি নম্বর একত্রিশ ও প্রচুর সম্ভাবনাভরা বাইয়ান বলে তরুণ এক বন্য শূকর। শেষোক্তটি ছিল জাখর পেত্রোভিচের বিশেষ যত্ন-আত্তিতে। তাঁর প্রিয় বুলি ছিল, "একটা ভাল শুয়োর দলের অর্ধেকের সমান।" শুয়োরের মাংস খাওয়ার তাণ্ডব-মত্ততার স্বল্প পরেই জার্মান আক্রমণকারীদের সুবুদ্ধির উদয় হতেই সবচেয়ে ভাল জানোয়ারদের তারা তাদের নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল। প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও জাখর পেত্রোভিচ্ একটু উল্লাসবোধ না করে পারেননি।

তিনি বলতেন, "এই থেকেই বোঝা যায় তাদের শূকর আমাদের শূকরের পাশে দাঁড়াতেই পারে না।"

কলখজের মুক্তির পর সেখানে ফিরে এসেই সভাপতি শুয়োর পালন নিয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কেউ কেউ তাঁকে কাঠকাঠরা দিয়ে পুরানো ধাঁচে নতুন উন্নত ধরনের একটা আচ্ছাদন বানিয়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু সভাপতি ছিলেন একেবারে অনড়।

তিনি বলেছিলেন, "যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এটাকে বেশ শক্ত ও মজবুত করে বানিয়ে নেওয়া। আর নতুন করে কোন আটচালা ও আশ্রয়-কেন্দ্র তৈরি হবে না। আমাদের মেঝেগুলো তো সিমেণ্ট করা। সব কিছুই সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়া। এই আমাদের শেষ যুদ্ধ। আর কাঠের বাড়ি নয়, একেবারে পাকা বাড়ি তুলব।

ইতিমধ্যে নতুন খামার-বাড়ি তৈরি হল। নতুন লোকও দেখা দিল। আলেক্‌সি ভিউশ্‌খোভ—সভাপতির যতদূর মনে পড়ে তখন একেবারে দুধের বাচ্চা। যৌথখামারে আলেক্‌সি পশু-প্রজনন-বিদ্যাবিদ্ হয়ে ফিরে এল। আর আনা ইয়াসনোভা যে প্রথমে শুয়োরদের দেখা-শোনা করত সেই দু'বছরের ভেতর শুয়োর-লালন-কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়িকা হয়ে গেল। প্রচণ্ড উৎসাহে তরুণরা কাজটা শুরু করে দিল আর তিন বছরের মধ্যেই নতুন করে সুনামীর দেখা মিলল—এ্যাসত্রা: ডেইসি নম্বর একত্রিশের পৌত্রী। এ্যাসত্রার ওজন ছিল দুশো নিরানব্বই কিলোগ্রাম। প্রথম একেবারে কুড়িটা

ছানা তার হল। নির্দয় জাখর পেত্রোভিচ্ ও আলেক্‌সি বেশীর ভাগ বাচ্চাগুলোর তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন। এতে আনা ইয়াসনোভার বড় দুঃখ হল।

সে মিনতি করে বলে উঠল, "এই···এই বাচ্চাটার দিকে একবার চেয়ে দেখুন। দেখুন কেমন গোলগাল আর মোটাসোটা।"

সভাপতি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "পুরুষ হিসেবে ওটার কোন সম্ভাবনাই নেই।" তরুণ প্রাণিতত্ত্ববিদ তাঁর মতকেই সমর্থন করল।

"আনা, তোমার এই মোটাসোটা বাচ্চারা একেবারেই ভাল নয়—ওদের দিকে একবার ভাল করে দেখ দেখি! ছোট ছোট পা, কুঁড়ে, ঘুমন্ত—ক্রীড়াচঞ্চল নয়। তাড়াতাড়ি এগুলোর চর্বি জন্মাবে। আর এইগুলো হল দলের সত্যিকারের সব-সেরা। দেখ কি বড় আর কি শীর্ণকায়। এরাই হল পরিবারের সত্যিকার প্রতিষ্ঠাতা।

জাখর পেত্রোভিচ্ সতর্কতার সঙ্গে সেরা শুয়োর-ছানাগুলোকে বেছে বেছে নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে রেখে দিলেন। এমন কি তিনি গর্ব করে বলতে লাগলেন যে এই বাচ্চাগুলো বাইয়ান থেকে জন্মায়নি, জন্মেছে নাম-করা নতুনজাতের শুয়োর কামিশ থেকে। এই ছানাগুলোর আশ্চর্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন। জাখর পেত্রোভিচের মতে এই উৎপাদনই হল জেলার আদর্শ। এরা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে আর উৎপাদন ক্ষমতাও এদের প্রচুর। এ্যাশত্রার যখন বাচ্চা দেবার সময় হল তখন জাখর পেত্রোভিচ্ আনাকে খাটিয়ে খাটিয়ে নাজেহাল করে দিয়েছিলেন।

লোপাতিন অবশ্য এ সমস্ত ব্যাপারই জানতেন। তিনি জানতেন যে শুয়োর প্রসঙ্গই জাখর পেত্রোভিচকে খ্যাঁক-শিয়াল খামারশালায় অপ্রিয় প্রসঙ্গ থেকে তার মনোযোগ বিচ্যুতি ঘটাবে। যা হোক তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে তাঁর মুখখানা আরো বিষাদগম্ভীর হয়ে উঠল। লোপাতিন জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচের দিকে ফিরে তাকালেন: এই প্রসঙ্গ নিয়েও কি জাখররা দুজনেই কলহে মত্ত হয়েছিল? কিন্তু পার্টি সেক্রেটারী সভাপতির মতই অসুখী-অসন্তুষ্ট হয়ে রইলেন।

"ব্যাপার ভাল নয়"—শেষকালে জাখর পেত্রোভিচ্ বললেন, "নতুন শাবক উৎপাদন না করার জন্যে নির্দেশ এসেছে; আমরা সাধারণ জন-মানুষ, এ আমাদের সাধ্যের বাইরে। ওঁরা আমাকে একটা শুয়োর পাঠিয়ে দিয়েছেন

—বরাবরের জন্যে এটাকে দিয়েই পুরুষের কাজটা করিয়ে নিতে হবে। শুয়োরটা ভাল একথা অস্বীকার করা যায় না—কিন্তু এখানকার পরিবেশ এর ছানা-বাচ্চাদের পক্ষে সহ্য হবে না—তাছাড়া আবহাওয়া খারাপ, খাবার-দাবারও তাই। ওঁরা বলছেন যে এরা বেশ ভাল বাচ্চা পাড়াতে পারে। তিন বছরের মধ্যে এর ছানা-বাচ্চারা সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে —সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জেলার পশু-ইনস্পেক্টার আমার কামিশ ও তার ছানা-বাচ্চাদের মেরে ফেলার জন্যে জেদাজেদি করবেন কেন?"

জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ বললেন, "তোমার দিক দিয়ে কোথায় কি গড়বড় হয়েছে অধ্যাপক। বিশেষ একটা কিছু জিনিস তুমি গ্রাহ্যের মধ্যে আননি। বিজ্ঞানের যত গভীরে তোমরা প্রবেশ কর বাস্তব ক্ষেত্র থেকে তোমরা তত দূরে চলে যাও। পশু-প্রজনন-কেন্দ্র থেকে একজন উপদেষ্টা আমরা পেয়েছিলাম। তিনি আমাদের জন্ম, উৎপত্তি ও প্রজনন সম্পর্কীয় সব আইন-কানুনের কথা বলেছিলেন, কিন্তু আমাদের ঘোড়া, গোরু আর শুয়োরগুলো এসব নিয়মকানুন মানতে চাচ্ছে না বলেই মনে হল। ভ্যাসিলি ভ্যাসিলিয়েভিচ্ সুমারেভের সঙ্গে আমি এ নিয়ে চিঠিপত্র লেখালিখি করছি—তাকে চেন তুমি?"

"আরে নিশ্চয় চিনি—ও তো মিচুরিনের শিষ্য।"—লোপাতিন জবাব দিলেন।

জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ বলতে লাগলেন, "তিনি আমাকে অনেক সহায়তা দিয়েছিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ। আমি আঙুর ফলাতে শুরু করেছিলাম। আমার আঙুরক্ষেতে বহু রকমের মিচুরিন চারা আছে। সেদিন আমার একটা চিঠি ফেরত এল। খামের ওপর লেখা: 'সুমারেভকে বরখাস্ত করা হয়েছে।' এমন কথা তুমি কখনো শুনেছ? খামের ওপর এই লেখা! সবাই পড়বে। তাঁর কাছ থেকে জবাব পাওয়া আমার জরুরী দরকার। কোথায় তিনি আছেন তা জানবার জন্যে আমি তাঁকে একটা তার করেছিলাম। এখনও তার জবাব আসেনি। চোখের সামনে থেকে তিনি একেবারে উধাও হয়ে গেলেন। পরামর্শ-উপদেশ চেয়ে আমি তোমার বিশ্ববিদ্যালয় ও উদ্ভিদ-উদ্যানকে চিঠি দিয়েছিলাম। তারা আমাকে জানিয়েছে যে আমাদের জেলায় আঙুর ফলিয়ে কোন লাভ নেই—আপেল ফলানোতেই আমার মনোনিবেশ করা

উচিত। তাহলে আমাদের আঙুর-ফলন একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে! হুঁ! তোমাদের বিজ্ঞানে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি আছে। অবশ্য গলদটা যে কি আমাদের বলা সম্ভব নয়। তোমরা সবাই বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও সম্মানীয়। কিন্তু আমরা সাধারণ জন-মানুষরা চাই পরামর্শ আর বাস্তব সহায়তা।"

সভাপতি বললেন, "আমাদের এইসব শুয়োরদের কথা আমিও বিশ্ব-বিদ্যালয়কে লিখেছিলাম। একটা উত্তরের আশায় আছি এখন। জেলা-ইন্‌স্পেক্টার আমাকে বলেছিলেন যে যদি আমি তাঁর কথা বিশ্বাস না করি তাহলে এ-বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শুমশ্‌কিকে ব্যাপারটা আমি লিখে জানাতে পারি। তুমি কি তাঁকে জান?"

অত্যন্ত উদাসীন ভাবে লোপাতিন জবাব দিলেন, "ওঃ···হ্যাঁ চিনি।"

"তিনি বেশ শিক্ষিত ও কাজের মানুষ। তার পরের দিন তিনি খুব নম্রভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমার চিঠির উত্তর দিলেন। 'আমি যত শীগগীর পারি আপনার ওখানে যাবার ইচ্ছে করি। আপনার সমস্যায় সহায়তা দেবার আশা রাখি।' এই-ই সত্যিকারের যোগ্য লোক।"

লোপাতিনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল!

"জাখর, তুমি যে আমাকে কি শুভ সংবাদ দিলে তা তুমি ধারণাই করতে পারবে না।"

জাখর পেত্রোভিচ্‌ লোপাতিনের খুশী হবার কারণটা ঠিক বুঝতে না পারলেও তখনই তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন :

"খুব ভাল খবর, তাই না? আমি ওঁর প্রত্যাশায় আছি। তিনি এখানে এসে আমার পাশে দাঁড়াবেন, আর জানবার আগেই নতুন চাম্পিয়নদের জন্য আমাকে তুমি অভিনন্দন দিতে শুরু করবে।" তারপর সভাপতির অকস্মাৎ সাধারণ সৌজন্যবোধের উদয় হল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন : "হ্যাঁ ভাল কথা, অধ্যাপক তোমার খবর কি? জীববিদ্যাকেন্দ্রের ব্যাপার-স্যাপার কি রকম? কুজ্‌মিচ্‌কে তোমরা তাড়ালে কেন? এরকম একটা ব্যাপার হতে তোমরা ভাবলে কি?"

জীববিদ্যাকেন্দ্রে কি ঘটছে তা সব তাঁদের আগ্রহ ভরে লোপাতিন বলতে লাগলেন। জাখররা তাঁর কথা মন দিয়ে শুনতে লাগলেন। তারপর সংযুক্ত-ভাবে কাজ করার এক প্রস্তাব তাঁরা করলেন।

"কলখজের শস্য কাটার কাজে সহায়তা করবার জন্যে জীববিদ্যাকেন্দ্র

আমাদের কিছু ছাত্র দিক। আর জীববিদ্যাকেন্দ্রকে বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে তৈরি করে দেবার জন্যে কলখজ একদল ছুতোর মিস্ত্রী পাঠিয়ে দেবে।"

সভাপতি ফসল কাটার কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাইছিলেন। কারণ তাঁর অনুমানে শীগগীরই মুষলধারে বৃষ্টিপাত ঘটবে। ছাত্রদের থাকবার ঘরগুলো চালুনির মত ছ্যাঁদা। বন-জঙ্গলে অভিযান সেরে ফিরে এলে তাদের পাগুলো সব সময়েই জলে-শিশিরে ভিজে থাকত। তাদের বুটজুতোগুলো শুকিয়ে নেবার মত জায়গাও ছিল না। রান্নাঘরে রান্নার জায়গায় তো আর তা শুকানো চলে না। ছাত্রদের ঠাণ্ডা লাগত কিন্তু নার্স বা ঔষধপত্র কিছুই ছিল না।

জাখরদের এই বন্ধুচিত প্রস্তাবে লোপাতিনের মনটা আশ্বাসে ভরে উঠল। জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ শীগগীরই তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তখন লোপাতিন ও জাখর পেত্রোভিচ্ দুজনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে ধূমপান করলেন, চা খেলেন, গল্প-গুজব করলেন। লোপাতিন যখন জীববিদ্যাকেন্দ্রে পৌঁছলেন তখন সবে আলো ফুটেছে।

॥ আট ॥

অধ্যাপক শ্চারভ ডীনের কাছে একটা চিঠি লিখে দিয়ে ভারয়া বেরেজ-খোবাকে মস্কোতে পাঠিয়েছিলেন। সকাল দশটার ট্রেনটা ধরবার জন্যে ভারয়া ভোর পাঁচটায় ধীরেসুস্থে কুড়ি কিলোমিটার পথ হেঁটে স্টেশনে পৌঁছবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। নীরব নিথর চারদিক। পথের দুপাশে শস্যক্ষেত্রগুলির অনেক উর্ধ্বে লার্ক পাখিরা পরিক্রমণরত। ধীরে-সুস্থে পথ চলতে চলতে ভারয়া গুনগুনিয়ে উঠল। শহরে সে যেতে চায়নি। জীববিদ্যাকেন্দ্র ছেড়ে যেতে তার মন চাইছিল না। তারপর ডীনের সঙ্গে তার আসন্ন সাক্ষাৎ-আলাপ তাকে একটু উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।

শ্চারভ ভারয়াকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, কারণ তাঁকে বলা হয়েছিল যে ভারয়া নির্ভরযোগ্য ও স্বাধিকার বিস্তারে তৎপর। এটা অবশ্য তার চরিত্রের সঠিক চিত্রণ নয়, কারণ, স্বাধিকার বিস্তারে তৎপর হওয়া দূরে থাক ভারয়া ছিল অসম্ভব লাজুক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রথম কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি। সে ছিল অতি শান্ত সাধারণ মেয়ে, মাথায় একরাশ নরম চুল আর সরল শান্ত পিঙ্গল চোখ।

অভিজ্ঞ কমসোমল-কর্মীর চোখ দিয়ে তাকে যাচাই করে নিয়ে লিউবা বলেছিল, "মেয়েটি মন্দ নয়, তবে বড্ড শান্ত—নাম-সম্মান তেমন করতে পারবে না।"

আর লিউবা ঠিক কথাই বলেছিল। প্রথম সভাতেই লিউবা ওদের কমসোমল-সংগঠক হিসাবে নির্বাচিত হল। এতে কিন্তু সে বিস্মিত হয়নি। কেননা 'লিউবা অনুরোধ করছে' বলার পরিবর্তে 'লিউবা দাবি করছে' একথা নিজের সম্বন্ধে শুনতেই সে অভ্যস্থ ছিল। ভাইবোনেদের মধ্যে সে সবচেয়ে বড় ছিল বলে ভাইবোনেদের ওপর অখণ্ডভাবে রাজত্ব করেছিল। ইস্কুলে তিন বছর কাটাবার পর নিজেকে সে একেবারে পাকা সমাজকর্মিনী বলে ধরে নিয়েছিল। সে হুকুম জারি করার মত কণ্ঠস্বর সে তৈরি করে নিয়েছিল। সে জানত বাচ্চাদের নিয়ে কেমন করে দল গঠন করতে হয়। তাদের মধ্যে কাজ ভাগ-বিভাগ করে দিতে এবং তা ঠিকমত আদায় করতে সে জানত।

সেজন্যে ছাত্রদের সভায় ভারয়া সম্পর্কে এরকম স্থির সিদ্ধান্ত নেবার পর

ভারয়াকে সমাজ-সেবার কোন কাজ আর দেওয়া হয়নি। কিন্তু ভারয়া যে শিশু-ভবনে বড় হয়ে উঠেছিল সেখানকার যুব পাওনিয়ার্স কাউন্সিলের সে ছিল সভ্য। শেষ বছরে কমসোমল ব্যুরোয় সে অন্তর্ভুর্ক্ত হয়েছিল। নিজের লেখাপড়ায় গভীরভাবে মগ্ন থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশ করেও সে তার সামাজিক কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। রুশ-ইতিহাসের পবিত্র স্মৃতি-বিজড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রাচীন দেওয়াল, ছাদগুলো, বক্তৃতা-ঘরগুলো, রাশিয়ার গৌরব ও গর্ব গ্রিবয়িডভ্, নারমনতভ্, হারজেন, বিশিনস্কী, পিরোগভ্, সিচেনভ তিমিরিয়াজেভ্ প্রভৃতির পাদস্পর্শে-পূত সিঁড়িগুলো তাকে গভীরভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল।

আল্লা ইরতিশোভা প্রথম বছরে তিন নম্বর দলের কমসোমল-সংগঠক নির্বাচিত হল। তিন দিনের মধ্যেই সবাই তাকে চিনে ফেলেছিল। তাঁকে না-চেনাই ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তার কেশরাশি এত স্বর্ণাভ, কালো চোখ দুটি এত হাসিখুশীভরা, দাঁতগুলো এত শ্বেতশুভ্র আর গণ্ডদ্বয় এত কমনীয় যে, একবার যে তাকে দেখেছে পুনর্বার সে তাকে না দেখে থাকতে পারত না। শীগ্‌গীর সকলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া উপলক্ষ্য করে তাদের অনেককে তার নিজের ফ্ল্যাটেই উৎসব-আমন্ত্রণে সে নিমন্ত্রণ করে এসেছিল। তার প্রশস্ত ফ্ল্যাটটি ছিল বেশ আরামপ্রদ আনন্দ-নিকেতন। আল্লার মা ক্লাভদিয়া নিকোলায়েভ্না ছাত্রদের জন্যে চব্য-চষ্য-লেহ্য-পেয়-র ব্যবস্থা করেছিলেন। আল্লা অক্লান্তভাবে পিয়ানো বাজিয়ে, নেচে-গেয়ে, বন্ধুদের খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করে সবাইকে মাতিয়ে তুলল। তার হাসিতে এমন মাদকতা ছিল যে স্বল্পভাষী সাইবেরিয়াবাসী স্তিপান পোরোসিন পর্যন্ত তার মায়া কাটাতে পারেননি। তাই সারা সন্ধ্যেটা তিনি তাঁর দাড়ির আড়ালে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। আল্লা উপস্থিত সবাইকে বই পড়তে দিল। তার বই ছিল প্রচুর এবং সবগুলোই ছিল চিত্তাকর্ষক। সে ছাত্রদের সঙ্গে তার বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিল। এরা সবাই কবিতা আবৃত্তি করতে পারত এবং নাচতে জানত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভাল্লুকদের' মত নয় তারা, ছাত্রদের ক্ষেপাবার জন্যে আল্লা এ কথাটা ব্যবহার করত। তারপর সবাইকে টেলিভিশন দেখিয়ে আরো খানিকটা খুশী করা হল। সে-সময়ে এ-জিনিসটা ছিল অভিনব। আল্লার বাবা স্বনামধন্য বিমান-নির্মাতাকে এই যন্ত্রটি উপহার দিয়েছিল তাঁরই ছাত্রদের মধ্যে এক তরুণ ইঞ্জীনিয়ার। সুপুরুষ ও রসিক বলে

আল্লা তার সুখ্যাতি করেছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে-রাত্রে তিনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে এ উৎসবে যোগ দিতে পারেননি।

আল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কমসোমল সভায় একটা বক্তৃতা দিল। স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য, আত্মবিশ্বাস ও লঘু রসিকতার সঙ্গে সে বক্তৃতা দিল। তার বক্তৃতাটি সবাইয়ের ভাল লেগেছিল—তাই যখন ব্যুরো থেকে দলের সংগঠক হিসাবে তার নাম প্রস্তাব করা হল সবাই সে-প্রস্তাব সমর্থন করল।

"সমষ্টির দিকে তার আন্তরিক অনুরাগ আছে।" লিউবা বলল।

আল্লা সহাস্যে জবাব দিল, "আরে না, না, আমার তা নেই। স্কুলে গান আর অভিনয় ছাড়া কোন ভারী কাজ আমাকে দেওয়াই হয়নি।"

"এ রকমটা হল কেন ?"

"আমার মনে হয় তারা সবাই জানত যে আমি খুব গুরুগম্ভীর নই।' আল্লার অসঙ্কোচ উত্তর।

লিউবা রেগে উঠল।

"ছাত্রদের কি করে চালাতে হয় তোমাদের ইস্কুলের কেউই তা জানে না।"

আল্লা সেই থেকেই কমসোমল সংগঠক হল। সুদিনে এবং দুর্দিনে সে যে সত্যিকার 'কমরেড' তা সে নিজেকে দিয়ে প্রমাণ করিয়েছিল। জিনা রিজহিকোভার মা অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লা তখুনি তাঁর জন্যে কিছু ভাল ঔষধ নিয়ে গিয়েছিল। তার একটু পরেই আল্লার মা জিনাকে দেখতে এলেন, রেখে গেলেন স্নেহভরা দু'ছত্র লিপি একটা, ক'টা লেবু, আল্লার তৈরি কিছু কেক এবং যে বক্তৃতা জিনা শুনতে পায়নি সে-বক্তৃতা সম্পর্কীয় সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। এগুলো কিন্তু আল্লার নেওয়া সংক্ষিপ্ত মন্তব্য নয়—এগুলো সে নিয়েছিল নিকিতা ওরেখোভ ও মারিনা ডিমকোভার কাছ থেকে।

আল্লা কমসোমল-সংগঠক হিসাবে অন্যদের বড় প্রশ্রয় দিত। তার দলের সভ্যরা যখন বক্তৃতা শুনত না বা বক্তৃতা-মঞ্চের সবচেয়ে উঁচু বেঞ্চিতে স্কুলের ছেলেদের মত ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে শব্দ-শৃঙ্খলের ধাঁধায় মেতে উঠত—অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে যেন তখন সব সময়েই সে তৈরি থাকত। আল্লা নিজেই এ-দলের সঙ্গে গিয়ে গানবাজনার জন্যে অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনা বাদ দিতে তার ভালই লাগল। প্রাচীর-পত্র যখন পনেরো দিন পরে বহু বিলম্বের প্রকাশিত হল বা তার দলের তিনটি মেয়ে নির্ধারিত সময়ে তাদের পদার্থবিজ্ঞানের নোট-বই ফেরত দিতে দেরী করল: আল্লা সমস্ত কিছুই অত্যন্ত

শান্তভাবে গ্রহণ করত। তার এক বন্ধু ছিল ক্লাসের সদ্দার-পড়ুয়া আর তার তিন নম্বর দলটা ছিল হাসি-হল্লায় সব সেরা—তা সত্ত্বেও অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগল। ব্যুরোর এক সভায় লিউবা এজন্যে আল্লাকে ভৎর্সনা করতেই সে তার চোখ দুটো কুঁচকে একথাই বোঝাতে চাইল যে এ-ব্যাপারে ভয়ঙ্কর বলে কিছু একটা নেই। বিশ্বাসভরা সরস চপলতার কাছে লিউবাকেও শেষে হাল ছেড়ে দিতে হল। নিকিতা আল্লার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে কবার আলোচনা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে ঠাট্টা করে বলেছিল যে সে আদর্শ ছেলে আর আল্লা নিজে সাধারণ মেয়ে। আর সেজন্যই সে মারিনা ডিমকোভার মত উদ্ভিদ-শারীরবিদ্যার ক্লাসে সারা সন্ধ্যেটা কেবল বসে তিমিরিয়েজভ পড়ে কাটাতে পারে না। শেথব ও মোপাশাতেই ছিল তার আন্তরিক অনুরাগ। আল্লা তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করে পরে অন্য মেয়েদের কাছেই তার নামে অভিযোগ করত। তার বন্ধুরা সব সময়ে তাকেই সমর্থন করত। এটা কিন্তু নিকিতা সহ্য করতে পারত না—মুখভারী করে ফিরে চলে যাবার চেষ্টা করলেই মেয়েরা কৌতুকোচ্ছলে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে তাকে ডাকত।

তিন মাসের মধ্যেই যে কেউ দেখতে পেত যে দলটার মধ্যে ভাঙন ধরেছে। একদিকে আল্লা আর তার গুঞ্জনরত মেয়েবন্ধুরা (কাত্য়া বেলকিন তাদের নাম দিয়েছিল 'মুরগীর খাঁচা') অন্য দলে ছিল কাত্য়া, নিকিতা, মারিনা, ডিমকোভা, স্টিপেন ও বিদায়-প্রত্যাশী ভারয়া বেরিজেয়েকোভা। কাত্য়াও তার সঙ্গে কাথাবার্তা বলবার চেষ্টা করেছিল। আল্লা বিনয়নম্র হলেও তার কথায় কিন্তু সে কর্ণপাত করেনি। কাত্য়া ইতিমধ্যেই পার্টির সভ্য হয়েছিল এবং যুদ্ধের সময় সে তার গ্রাম খুরুস্কের কাছে এক প্রতিরোধবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।

আর একটি কারণ ছিল, দলের ঐক্যবিরোধী ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পাশা-পাশি বসে পড়তে অভ্যস্ত ছিল না। তারা আলাদা আলাদা ইস্কুলে পড়ত। আন্ত-ইস্কুল সভায় সম্মেলনে তাদের দেখা সাক্ষাত হত যেখানে ছেলেরা বিদ্রূপ-কারিণী মেয়েদের দ্বারা ভয়ানকভাবে ত্যক্তবিরক্ত ও বিষণ্ন হয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। নিকিতা এর কোন সদুত্তর খুঁজে পেত না। সে গাঁয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। এখানে ছেলে-মেয়েরা একই ইস্কুলে পড়ত একই খামারে কাজ করত, একই পাঠচক্রে পাঠ গ্রহণ করত এবং একই সঙ্গে পরীক্ষার দুঃখকষ্ট ভোগ করত।

একথা অবশ্য সত্যি যে নিকিতা বুঝতে পেরেছিল যে এ কেবল ভারয়া আর আর তার মেয়েবন্ধুরাই কোন ছেলেকে গবেষণাগারে প্রবেশ করতে দেখলেই কাজ বন্ধ করে অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে কথা বলতে বলতে অকারণে হেসে আকুল হত—হাসবার মত কিছু না ঘটলেও, মেয়ে ইস্কুলে পড়লেও অন্য মেয়েরা কিন্তু শান্ত ও অচঞ্চল হয়ে থাকত।

দ্বিতীয় বছর শুরুতেই জিনা প্রস্তাব করেছিল যে আল্‌লা কমসোমল-সংগঠক হয়ে যেমন কাজ করছে তেমনি করুক। সে বারবার জোর দিয়ে বলল, "আল্‌লা সত্যিকার বন্ধু।" গালভরা শব্দসম্ভার সামগ্রিকভাবে যুবক-সমাবেশের ওপর ঐন্দ্রজালের মত কাজ করত। আল্‌লার বন্ধুরা করতালি দিয়ে উঠল। প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে বলে যখন মনে করা হচ্ছিল ঠিক সেই সময়েই নিকিতা দাঁড়িয়ে উঠল। সে বুঝতে পেরেছিল যে এতে আল্‌লার সঙ্গে তার মনোমালিন্য হয়ে যেতে পারে। সে বলল, "নতুন একজন কমসোমল-সংগঠক নির্বাচন আমাদের করতেই হবে। একাজের সঙ্গে তাল রেখে ভারয়া আর চলতে পারছে না—তা স্পষ্টই বোঝা গেছে।" তারপর সে মারিনার নাম প্রস্তাব করল। সারা বছরে মারিনা দু একটা কথা তার সঙ্গে বলেছে কিনা সন্দেহ। ভারয়ার নামটা প্রস্তাব করার কথা তার মনেই এল না।

আল্‌লা কৃত্রিমভাবে হেসে বলল, "দেখ মেয়েরা, তোমাদের স্বস্তিভরা সুখের জীবন এবার শেষ হয়ে এল।"

মেয়েদের মধ্যে একজন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলবার মত কিছু ছিল না—তবে এটা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে দলের স্বস্তিভরা জীবন সত্যিই শেষ হয়ে গেছে।

আল্‌লা ঠাট্টাচ্ছলে একবার মারিনাকে বলেছিল, "মানুষ জাতটা যে কত অসম্পূর্ণ তা তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়।"

মারিনা শান্তভাবে হেসেছিল। বিদ্রূপের খোঁচাটাকে সে ঠিক ধরতে পারেনি। মারিনা আল্‌লার চেয়েও ভালভাবে গাইতে, পিয়ানো বাজাতে ও হাসতে পারত, তবে বারে তার চেয়ে অনেক কম। সন্ধ্যেবেলা তার বন্ধুরা সবাই এসে ভীড় করত। সেও আনন্দে তাদের বই পড়তে দিত। মারিনা মোটর চালাতে, ফটো তুলতে, সাঁতার দিতে, গান গাইতে—সব কিছুই করতে পারত। দুটো ভাষা সে জানত, আঁকতে সে ভালবাসত এবং একটা সঙ্গীত বিদ্যালয় থেকে সে স্নাতকও হয়েছিল।

নিকিতা একবার আল্লাকে বলেছিল, "কমিউনিজ্ম যখন আছে তখন সবাই ডিমকোভার মত হয়ে উঠবে।"

মারিনাকেই সে মনোনীত করেছিল। আল্লার পক্ষে তাই ছিল বড় বেদনাদায়ক। কিন্তু মারিনা পদগ্রহণে অস্বীকৃতি জানাল, কারণ সম্প্রতি সে সমগ্র দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর কমসোমল ব্যুরোতে সভ্য ও উদ্ভিদ-শারীর-বিজ্ঞানের চেয়ারম্যান হওয়ায় তার কাজ অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। সে ভারয়ার নাম প্রস্তাব করল। স্বমতে আনতে সে ছিল অদ্বিতীয়। শেষে ভারয়া কমসোমল-সংগঠক হল।

দিন যেতেই সমগ্র আবহাওয়ায় একটা পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। দু'মাস পরে যখন একজন বক্তা কোন ছাত্র-সভায় 'একেবারে তিন নম্বর দলের মত খারাপ' কথাটা অসতর্কভাবে উল্লেখ করাতে সবাই প্রতিবাদ করে তাকে একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। 'তিন নম্বর দল' কথাটা এখন 'মন্দ' কথাটার সমর্থ-বোধক হয়ে রইল না। ভারয়া এত সৎ ছিল এবং কোন কমরেডকে ভৎর্সনা করবার সময় উত্তেজিত হয়ে উঠত যে কেউই তা প্রতিরোধ করতে পারত না। সে মুখের ওপরেই বলে দিত যে সে আল্লার মত ব্যুরো বা মনিটরকে তঞ্চকতা করবে না। আর যদি মেয়েরা অধ্যাপকের বক্তৃতা না শোনে তাহলে তাদের জবাবদিহি করতেই হবে। এর ফলে অনুপস্থিত ছাত্রদের সংখ্যা একেবারে শূন্যে গিয়ে দাঁড়াল।

সবাই বিস্মিত হয়ে দেখল ভারয়ার অপ্রতিরোধ অধিনায়কতায় তিন নম্বর দল মধ্য-শীতকালীন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল।

ভারয়া কোন পন্থা অবলম্বন করে তার দলকে উন্নত করে তুলতে পেরেছে নিউবা ব্যুরোর সভায় তা জানবার জন্যে তাকে পীড়াপীড়ি করতে লগাল। ভারয়া বিশেষ কোন পথ অনুসরণ করেনি—যা কিছুই তার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে তারই গভীরে সে আন্তরিকভাবে প্রবেশের চেষ্টামাত্র করেছে। সব কাজে এইই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীদলে বড় অপ্রীতিকর একটা ঘটনা ঘটল। 'নোভিমির' পত্রিকায় ছাত্র-জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাস সম্পর্কে উত্তেজিত আলোচনা অবসরের ক্ষণেক বিরতির সময় শুরু হয়ে অধ্যাপকের বক্তৃতার সময়ও তুমুলভাবে চলতে লাগল যে ক্ষুব্ধ অধ্যাপক ডীনের কাছে অভিযোগ জানালেন। প্রাচীর পত্রিকায় এ নিয়ে রোষ ও বিদ্বেষভরা একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। নিউবাকে

সর্ববিজ্ঞান-শাখার কমসোমল ব্যুরোতে ডেকে পাঠান হল। এটাই ছিল সবচেয়ে মর্মান্তিক।

"অবশ্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করার এবং উপন্যাস পড়ার অধিকার আমাদের অবশ্যই আছে। কিন্তু এজন্যে কমসোমল প্রতিষ্ঠানের কোনও ভর্ৎসনা আমি পাবার ইচ্ছা করি না।"

এই অপ্রীতিকর ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে কমসোমলের যে সভা আহ্বান করা হয়েছিল সেখানে এইভাবে লিউবা ক্রোধকম্পিতস্বরে বক্তৃতা করল। যাহোক তার বক্তৃতার শেষের দিকে ছাত্ররা কানাকানি করতে লাগল এবং হাসতে শুরু করে দিল। লিউবার পরবর্তী বক্তা বোঝাতে চাইলেন যে অধ্যাপকের ক্লাসে বিশেষ কোন গণ্ডগোল হয়নি। সামনের সারিতে-বসা কোন একজনের উদ্দেশ্যে পাঠান এক চিলতে চিঠি তাঁর টেবিলে এসে পড়েছিল। সেটা দৈবদুর্ঘটনা মাত্র।

ভারয়া সঙ্কুচিতভাবে কিছু বলতে চাইল। ভয়ানক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল সে। এমন সমাবেশের সামনে সে এর আগে কখনও বক্তৃতা দেয়নি। কিন্তু তার সহকর্মীদের সঙ্গে সে যদি একমত না হয় তাহলে সে কি করে নীরব হয়ে থাকতে পারে?

লিউবা তার নাম ধরে আহ্বান জানাতেই ভারয়া অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হল—সে যে পা ফেলে হেঁটে চলেছে তা তার মনেই হল না। সূর্যাস্তের আভায় আলোক-উজ্জ্বল আসনগুলো বড় বড় জানালা পর্যন্ত পাখার মত যেন ভেসে উঠল। নীচের থেকে শুরু করে জানালা অবধি আসন-গুলো মানুষের চোখ দিয়ে যেন ভরা। আর সব চোখগুলোই তার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে। বিষাদভরা কণ্ঠে সে তার বক্তৃতা শুরু করল, "বন্ধুরা, আমরা এ কি করছি।" সে-কণ্ঠস্বরে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল, ছিল নিজ অপরাধের জন্য অনুশোচনা যে শ্রোতাদের কলগুঞ্জন ও কানাকানি সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। তার কণ্ঠস্বর ছিল বড় ক্ষীণ, তাই তার ভয় হয়েছিল যে তার কথা কেউ-ই শুনতে পাবে না। কিন্তু তার বক্তৃতা করার সময় শেষ হয়ে গেছে এ কথা লিউবা ঘোষণা করতেই সবাই চিৎকার করে উঠল, "ওকে বলতে দাও, ওকে বলতে দাও…"। হাজার হাত সহসা উঁচু হয়ে উঠল তার সমর্থনে। এতে উৎসাহিত হয়ে ভারয়া অবাক হয়ে দেখল যে সে ছোটবেলায় মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যা পড়েছে বা শুনেছে তারই সংক্ষিপ্তসার—তার

বক্তৃতায় স্থান করে নিয়ে তার বক্তব্য-বিষয়কে আরও জোরালো করে তুলেছিল। অনেক কাল আগে রুক্ষ কঠিন, তিক্ত ও আশা-আনন্দহীন দিনে যারা সেখানে পড়েছিল এবং কাজ করেছিল তাদের চেহারাগুলো ছায়ামিছিলের মত দর্শকদের চোখের সামনে যেন ভেসে বেড়াতে লাগল। ভারয়া তাদের মনে করিয়ে দিল অধ্যাপক এনিচকোভের কথা যাঁর থিসিস ঈশ্বর-বিরোধী ও অপবিত্র বলে রেড স্কোয়ারে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। সে প্রকাশ করল হারজেনের কথা, অধ্যাপক মালভের নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যে যাঁকে তার সহপাঠীদের সঙ্গে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল।

ভারয়া বলতে লাগল, "আগে নানান ধাতের ও জাতের অধ্যাপক ছিলেন। অবশ্য এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন প্রগতিবাদী, কিন্তু অন্যেরা ছিলেন অজ্ঞ, অসহিষ্ণু ও অর্থ-লোলুপ। এদের বক্তৃতা থেকে জ্ঞান-শিক্ষা অর্জন করা যায় না আর সেই জন্যেই যেতে হয় বক্তৃতা-ঘরের বাইরে। এইভাবে অর্জিত জ্ঞান-শিক্ষা অনেক সময় অধ্যাপক কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষার বিরোধী হয়ে দাঁড়াত।

"আমরা ছোট্ট ছেলেদের মত অধ্যাপকের বক্তৃতার সময় গোলমাল করছি যেন পড়ার পর বই নিয়ে আলোচনা করতে আমরা পারব না। থাকবার জায়গা, বৃত্তি আর বইয়ের ব্যাপারে আমরা যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি তার প্রশংসা আমরা করতে পারছি না। সমস্ত ভাবনা-চিন্তা থেকে আজ আমরা একেবারে মুক্ত কিন্তু আগের কালে ছাত্ররা কি ভাবে থাকত? আজকে যেখানে ডাকঘর হয়েছে সেখানে আগে ছিল স্বল্প কয়েকজন ছাত্রের জন্যে একটা আস্তানা। বে-আইনী বই-পত্তরের খোঁজে স্বয়ং জার সেখানে গিয়ে তাদের বিছানাপত্র তল্লাসী করতেন। শ্রেষ্ঠ বই পড়বার অনুমতি তাঁদের ছিল না। কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিলে ছাত্রদের অনেকেই তা প্রতিরোধ করার জন্যে যেতেন। তাঁরাই ছিলেন সত্যিকার বীর। আর আজকে আমাদের লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু করতে হয় না। আর আমরা এমন ব্যবহার করছি যেন আমরা ইস্কুলের ছেলে যদিও আমাদের অনেকেরই বয়েস উনিশ বছর। আমাদের যে বয়েস হয়েছে, আমরা যে বড় হয়েছি একথা আমরা বুঝতেই চাচ্ছি না। জান গ্রিবোয়েডভ্‌ যখন স্নাতক হন তাঁর বয়েস কত ছিল? সতর বছর। আর একটা নয়—তিনটে বিষয়ে তিনি স্নাতক হয়েছিলেন।"

"আরে, ইনি হলেন গিয়ে গ্রিবোয়েডভ্"—ইউরা ডস্‌ভিকোভ্ চিৎকার করে উঠল, কিন্তু সেই মুহূর্তে সবাই তাকে থামিয়ে দিল।

"হারজেনস্-এর সময় যেটা ছিল কারাকক্ষ—সেইটাই হয়েছে আমাদের খাবারঘর"—মারিনা অস্ফুট-কণ্ঠে কথাটা বললেও চারদিক এমনই নীরব নিথর ছিল যে সবাই তার কথা শুনতে পেল।

সভা-ভঙ্গের পর লিউবা ভারয়ার কাছে এগিয়ে এসে তার পৃষ্ঠদেশে সমর্থন-সূচক করাঘাত করে স্নেহভরে বলল, "ভারয়া, জনমনে প্রবেশ করার সত্যিকার পথটা তোমার জানা আছে।"

তারপর থেকে প্রতিটি সভায় ভারয়া কোন-না-কোন পদে নির্বাচিত হত। তার দ্বিতীয় বছরের শেষ দিকে সে শুধু তার দলের কমসোমল-সংগঠক নয়, প্রাচীর-পত্রের সম্পাদক-মণ্ডলীর সভ্য, এরই ইস্তাহারের সম্পাদক, ট্রেড্ ইউনিয়ন কমিটির বসবাস ও জীবনধারণ-সম্পর্কীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভ্যও হল। লিউবা তার উৎসাহের আতিশয্যে ভারয়াকে দিয়ে একটা সঙ্গীত-চক্রের সংগঠন করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে-প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অসম্মতি সে জানিয়েছিল। আর সে ভাল করেই জানত যে গলাধঃকরণের চেয়েও যে বেশিটা কামড়ে ছিঁড়ে নিতে চায়—সাধারণতঃ সে খেতেই পারে না। কিন্তু যে সব কাজ সে ঘাড় পেতে নিত—সে সবের সঙ্গে তাল দিয়ে চলবার ব্যবস্থাও সে করে নিত। আর দ্রুতগতিতে সে বিশেষ একজন হয়ে উঠল যার কদর সব জায়গায় হতে লাগল।

"ভারয়া কোথায়?" "ভারয়াকে দেখেছ তুমি?" এই রকম শব্দে জীববিদ্যাকেন্দ্র ভরে উঠতে লাগল। এককালের ক্লান্ত ভারয়া হয়ে উঠল সমাজ-সেবক অক্লান্তকর্মী।

ছাত্র ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে ভারয়া চলেছে মস্কোতে। কল্পনার চোখে সে দেখতে লাগল—জীববিদ্যা-কেন্দ্রের শোচনীয় অবস্থার কথা সে সবিস্তারে ডীনের কাছে পেশ করছে। পরিচালকের ওপর খুব হয়তো তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন, দোকান থেকে ঔষধপত্র ও পানীয়জলের জন্যে একটা ট্যাঙ্ক আনতে তাঁর সেক্রেটারীকে পাঠাবেন আর বৃদ্ধ পরিচালকের জায়গায় অন্য এক যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনয়ন করবেন।

সে ঠিক তার পিছনে পুরুষালী পদশব্দ শুনতে পেল। সব জায়গাতেই নিকিতার উপস্থিতিটা মনে মনে কল্পনা করে নিয়ে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

কিন্তু পিছন ফিরে তাকাল না। শহরে নিকিতার কোন কাজ আছে—এও তো হতে পারে। দুঃখের কথা তারা স্টেশনের খুব কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু ট্রেন-যাত্রা এখনও বাকি। ট্রেন-যাত্রাটা সত্যিই বড় দীর্ঘ।

"ভারয়া, দোহাই তোমার এত তাড়াতাড়ি হেঁট না।" ভারয়া ফিরে তাকাল। গ্রোমাদা। একটু হেসে সে বলল, "কেউ যেন তোমার তাড়া করেছে—এমনিভাবে তুমি হাঁটছ।"

এ যদি নিকিতা হত তাহলে সে তাকে কি বলত তা ভেবেই পেল না। একটা স্বস্তির নিশ্বাস সে ফেলল। তার ছোট্ট অথচ দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে ওস্তাপোভিচ্ তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। নীরবে তার পাইপে ক'বার টান দিয়ে সে কথা বলতে শুরু করল। তার কথাবার্তা ছিল শান্ত ও সংক্ষিপ্ত। তার কথা শুনতে ভারয়ার ভাল লাগল। কথাবার্তা বলতে বলতে যে তারা স্টেশনে এসে হাজির হয়েছে এবং রেলের কামরায় চড়ে বসেছে তা তারা খেয়ালই করেনি। লাইনের দু'পাশের বটগাছগুলো ধূসর ধোঁয়ায় ভরিয়ে দিয়ে শ্লথগামী স্থানীয় ট্রেনটা টিকিয়ে টিকিয়ে চলতে লাগল।

আইভান ওস্তাপোভিচ নতুন গল্প তখন ফেঁদেছেন।

"আমাদের আমুরের দু'তীরে······"

নানা ধরনের মজার মানুষদের তিনি দেখেছেন, পরিভ্রমণ করেছেন নানা সুন্দর সুন্দর জায়গায়, অনেক পড়েছেন, জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ও করেছেন প্রচুর। যে কোন শহরের যে কোন জায়গার কথা এমন স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসভঙ্গীতে বলতে শুরু করলেন যেন সেগুলির মালিকানা তাঁর। তা শুনে ভারয়া অবাক হয়ে গেল। কিন্তু শীগগীরই সে তাঁর বলবার ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠল। 'আমাদের স্ট্রাট্রোসফিয়ারে', 'আমাদের প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে' কথাগুলো আর তাকে বিস্মিত করতে পারল না।

সামরিক দো-ভাষীর পাঠ্য-বিষয়ে স্নাতক হবার পর গ্রোমাদা নৌ-বাহিনীতে যোগ দিয়ে নানা দেশ দেখেছিলেন। বিদেশে সে ঘুরে এসেছে এমন মানুষের দেখা ভারয়া এর আগে কখনও পায়নি। "তাদের সেই ওয়াশিংটনে" গ্রোমাদার এই সংক্ষিপ্ত কথাটার মধ্যে নিঃসঙ্গের হিমশীতলতা ছিল।

মস্কোতে ট্রেনটা থামতেই গ্রোমাদা উৎকণ্ঠিতভাবে ভারয়ার দিকে তাকালেন। তাঁর মনে হল ভারয়াকে কেমন যেন রোগা রোগা আর ক্লান্ত

লাগছে। তিনি কঠিনকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে কখন তার ফুরসত হবে বলে তার মনে হয়?

বেলা চারটের সময় গোর্কী পার্কের সংস্কৃতি ও বিশ্রাম কেন্দ্রে তাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

সে যেন ছোট্ট মেয়ে এমনিভাবে তিনি তাকে বললেন: "মস্কভা নদীতে তোমাকে নৌকো করে একটু বেড়াতে নিয়ে যাব। তারপরে যেখানে হোক আমরা দুজনে মিলে যাবখন।"

ভারয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সানন্দে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। তারপর তাড়াতাড়ি সে একটা মেট্রো স্টেশনে প্রবেশ করল। গ্রোমাদা তার দিকে স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ওর মতই এমন শীর্ণ, সুন্দর ও শান্ত একটা বোন তাঁর ছিল।

ডীনের অফিসে সেক্রেটারী ভারয়াকে বললেন যে কমরেড খুস্ত এখন একটু ব্যস্ত আছেন। দু'ঘণ্টার আগে তার ফুরসত হবে না। ভারয়া তখন ট্রেড ইউনিয়ন কক্ষের দিকে গেল। তার চারজন ছাত্র-বন্ধুদের একটা স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে স্থান পাবার অনুমতিপত্র দেবার আশ্বাস তাকে দেওয়া হয়েছিল। দেখা গেল অফিসের কর্মচারীরা এই অনুমতিপত্রের কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়ে গেছেন। শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে ভারয়া তাদের জানিয়ে দিল যে এই অনুমতিপত্র না নিয়ে সে সেখান থেকে যাবে না। অনুমতিপত্র পাবার দরকারী কাগজ-পত্তর পাবার পরই সে শান্ত হল এবং ডীনের অফিসে আবার ফিরে গেল।

ডীন তখনও ব্যস্ত। সেক্রেটারী তাকে বলল যে সে ভাল করেই জানে যে তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। সে বরং তার আবেদন-পত্রখানা তার হাতে দিয়ে যাক।

"আবেদনপত্র নয়—চিঠি।"

কোন জবাব না দিয়ে সেক্রেটারী চিঠিখানা নিয়ে তার ডেস্কের ড্রয়ারে গুঁজে রেখে দিল। অনিশ্চিত মনে ভারয়া তার সামনে একটু দাঁড়িয়ে থেকে ঘর ছেড়ে চলে গেল। বারান্দা দিয়ে ক'পা হেঁটে যাবার পর তার মনে পড়ল ছ্যাদা ছাদ,...তেতো কপি পাতার স্যুপ,...জিনা অসুখে পড়ার সময় সকলের বিমূঢ় ভাব..., দৃঢ়পদক্ষেপে সে আবার ফিরে চলল। তার মুখখানা আরক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, সে সেক্রেটারীকে জানাল যে ডীনের সঙ্গে দেখা করতেই হবে এজন্যে তাঁর ফুরসত না হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে। কাঁধটা

একটু কুঁচকে সেক্রেটারী শ্যারভের রিপোর্টটা নিয়ে ডীনের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। এক মিনিটের মধ্যেই সে ফিরে এসে কোন কথা না বলে ভারয়ার আসার আগে যে উপন্যাসটা পড়ছিল—তাতে মন দিল। কয়েক মিনিট পরে ভেতরকার একটা দরজা খুলে গেল।

"অধ্যাপক শ্যারভের কাছ থেকে কে এসেছে ?"—ডীন জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে আমি।" ভারয়া যেন লাফিয়ে উঠল।

ডীন সৌজন্যের সঙ্গে একপাশে সরে গিয়ে ভারয়াকে ঘরের ভেতর যেতে দিলেন। একটা আরাম-কেদারায় তাকে বসতে বললেন।

"তোমাদের ওখানে এসব কি ব্যাপার ঘটছে ?"

ভারয়া সব কিছু পরিষ্কার করে বলতে শুরু করল। প্রথম দিকে ভয়ে ভয়ে সে কথা বলছিল, অনেক সময় কথা খুঁজে পাচ্ছিল না, কোনরকম বাধা না দিয়ে ডীনকে তার কথা মন দিয়ে শুনতে দেখে সে যেন উৎসাহিত হল। জীববিদ্যা-কেন্দ্রের শোচনীয় দুরবস্থার কথা জলন্ত ও অকাট্যভাবে বলে গেল।

তার কথা শেষ হলে ডীন বললেন, "এসব সত্যিই বিরক্তিকর, অর্ধেক দোষ আমাদের এখানকার অব্যবস্থার আর অর্ধেক দোষ অধ্যাপক শ্যারভের। এর আগে তিনি কখনও বাস্তব কাজের সংগঠনের ভার নেননি।" ভারয়া অধ্যাপক শ্যারভকে সমর্থন করবার যেন উদ্যোগ করল, কিন্তু খ্রুস্ত বলতে লাগলেন, "সত্যি কথা বলতে কি কমরেড রেরেজকোভা, কমসোমলের প্রাক্তন সভ্য হিসেবে সত্যিই আমি অবাক হয়ে গেছি যে তোমরা এমন অধৈর্য হয়ে পড়েছ! আমাদের সময়ে জীববিদ্যাকেন্দ্রে কোন বাড়ি যখন ছিল না তখন আমরা হাতে-কলমে আমাদের কাজ করতাম। ক্যাম্বিসের তাঁবুতে আমরা থাকতাম। হ্যাঁ, তাঁবুতেই থাকতাম; এবং তাতে আমরা বেশ খুশীই ছিলাম। আর রান্নার কথা শুনবে"—ডীন কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তাঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে স্মৃতিমন্থন তিনি উপভোগ করছিলেন। "আমরা ছাইয়ের মধ্যে আলু সিদ্ধ করে নিতাম আর মাছের ঝোল বানাতাম বহ্ন্যুৎসবে।"

"পরিচালক বহ্ন্যুৎসব করতে আমাদের অনুমতি দেন না।" ভারয়া সাহস করে বলল।

কিন্তু ডীন তার কথা যেন গ্রাহ্যই করলেন না।

"আজকের আমাদের এই বংশধরদের দাবি সম্পূর্ণ আলাদা। আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি না ভেবে পারি না যে প্রাত্যহিক জীবনের অতি

তুচ্ছ অসুবিধাগুলোকে ছাত্রদের মধ্যে অগ্রগতি ও নিয়মশৃঙ্খলায় বাধা হবার সুযোগ কিছুতেই দেওয়া যেতে পারে না।

ভারয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল যে সে ডীনকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয় যে প্রাত্যহিক অসুবিধাগুলো ছাত্রদের অগ্রগতি ও নিয়মশৃঙ্খলা এখনও নষ্ট করেনি। কিন্তু একথা বলার আগেই ডীন তাকে বিশেষভাবে লজ্জিত করে তুলেছিলেন। কি চমৎকার মানুষ তাঁরা ছিলেন। তাঁবুতে থাকতেন, আলু খেতেন আর বহ্ন্যুৎসবে রান্না করতেন। কিন্তু তবুও তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন! ডীনের ওপর ভারয়ার হিংসে হতে লাগল। ভারয়া প্রায়ই নিজেকে নিজেই বলত যে বড্ড দেরি করে সে জন্মেছে। বেগময় আবেগ-উজ্জ্বল বীরত্বভরা দিনগুলো কবে শেষ হয়ে গেছে। ক্যাম্বিসের তাঁবুর তলায় থাকাটা সে-সময়ে কি চমৎকার না ছিল! যদি সন্ধ্যেবেলায় বহ্ন্যুৎসব করবার অনুমতি পরিচালক তাদের দিতেন তাহলে তাদের বুটজুতোগুলো তারা শুকিয়ে নিতে পারত আর আলুও পোড়াতে পারত। জীববিদ্যাকেন্দ্রের ভাঁড়ার ঘরে এখন অবশ্য আলুই নেই। পরিচালক তাদের বলেছিলেন যে সমস্ত ফলন বীজের জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর নতুন ফলন এখনও ওঠেনি। ভারয়া হতচকিত হয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

ডীন বললেন, "অবস্থার যাতে উন্নতি ঘটে সেজন্যে আমরা অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। অধ্যাপক শুমশ্‌কি তোমাদের ও-দিকেই আসছে-কাল যাচ্ছেন। জীববিদ্যাকেন্দ্রে জন্ম, উৎপত্তি ও প্রজননবিদ্যা সম্পর্কে বক্তৃতা হবে। তিনি এবং অধ্যাপক শ্যারভ সেখানেই ঠিক করবেন কি করা যেতে পারে। আর কদিন বাদে আমি নিজেই যাব।"

"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।" ভারয়া আনন্দে গুনগুনিয়ে উঠে ঘর থেকে চলে গেল।

ডীন তার সঙ্গে খানিকটা এলেন। সেক্রেটারী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে একবার তাকালেন। বারন্দার ওপর ভারয়ার আনন্দচঞ্চল পদধ্বনি শুনতে শুনতে ডীন একবার তাঁর ভ্রূ কোঁচকালেন।

বিদ্রূপভরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে তিনি বললেন, "আমি জানি এটা কেমন হবে। যদি জানতাম যে শ্যারভকে বনে-জঙ্গলে পাঠান হবে তাহলে প্রতিটি পাইনগাছের তলায় বড় তাপ-উৎপাদন যন্ত্র আমরা বসিয়ে দিতাম।"

সহানুভূতিতে সেক্রেটারীও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

খুস্ত বললেন, "আমি গাঁয়ে যাব। খেটে খেটে সারা হয়ে গেছি। গাড়িটা বার করতে বল।"

পার্কের সংস্কৃতি-বিশ্রামকেন্দ্রে যাবার এখন অনেক দেরি। সেজন্যে ভারয়া ঠিক করল সেই-সময়টুকু এই উঠোনটায় একটু বিশ্রাম করে নেবে। চত্বরটার চারদিক লাইমগাছ-ঘেরা। অধ্যাপকদের মোটরগাড়িগুলো দেওয়ালের সামনে রাখা হয়েছিল। চত্বরটার গায়েই অধ্যাপকদের ফ্ল্যাট। স্বল্পবয়স্ক একটি তরুণ একটা গাড়ির কি যেন মেরামত করছিল। ভারয়া তাকে চিনতে পেরে অবাক হল। এই হাসিখুশী-ভরা মুখে কালো কালো দাগ-ভরা তার জৈব-রসায়ণের অধ্যাপকের ছেলে। বছর দুই আগে ছেলেটি ভারী দুরন্ত ছিল। বল দিয়ে কাচের শার্সি ভেঙ্গে এবং নানারকম নষ্টামি-দুষ্টামি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সে হয়ে উঠেছিল বিভীষিকা। তাকেই সে দেখল একটি মেয়েকে সৌজন্য-ভরে গাড়ির দরজা খুলে দিতে এবং তারপরে গাড়িতে উঠে বসতে। মেয়েটি গাড়িতে বসে তার দিকে চেয়ে মধুরভাবে হাসতেই চত্বরটা ছেড়ে গাড়িটা বেরিয়ে যেতে শুরু করল।

অপ্রত্যাশিতভাবে ভারয়ার একথাই মনে হল যে সময় অতি দ্রুতবেগে চলে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর ইতিমধ্যেই পুরো দুটো বছর কেটে গেছে।

চত্বরটা এখন নীরব নিথর—পূর্বেকার পরিচিত সেই চেহারাটা এখন একেবারেই নেই।

হেমন্তকালীন পাঠক্রম শুরু থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত চত্বরটা দেড় ঘণ্টা অন্তর অশান্ত অস্থির ছাত্র-জনতায় ভরে উঠত। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে ছুটোছুটি করে বেড়াত, কিন্তু মূল আকর্ষণটা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরকার এই চাতাল। ব্রিফ-কেস দোলাতে দোলাতে কাঁধের ওপর কোট-গুলোকে ফেলে তারা এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে ভীড় ঠেলে দৌড়ত। এরা ছিল প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ভূতত্ত্ববিদ্‌রা দৌড়ত উদ্ভিদকেন্দ্রের দিকে, প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌রা যেত পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগে, পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র যেত রসায়ন-বিভাগে।

দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা এত দৌড়-ঝাঁপ করত না। সকালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তারা উপস্থিত হয়েই বুদ্ধিমানের মত তাদের কোট তারা রাখত জামা রাখার ঘরে। সেজন্যে দিনে দুবার তাদের শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হত।

তারা জানত যে পদার্থ-বিজ্ঞান-গৃহে চমৎকার একটা স্ন্যাক-কাউণ্টার আছে আর রসায়ন-গৃহ থেকে নোটবইও কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়া দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা ছিল অধিকতর সাহসী। কখনও কখনও বক্তৃতার সময়ও চাতালেও তাদের দেখা মিলত।

তৃতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা একেবারেই দৌড়-ঝাঁপ করত না। অবশ্য বাইয়ো-কেমিস্ট, ফিসিও-কেমিস্ট ইত্যাদি এইরকম শ্রেণীভুক্তেরা ছাড়া অন্যেরা শান্ত-দৃঢ়পদক্ষেপে ভয়ানক রকমের গুরুত্বপূর্ণ হাতে-কলমের কাজ করতে যেত। বিজ্ঞান-বিভাগের আয়তন অনুসারে তাদের চলাফেরা সীমিত হত। সাধারণ-বিষয়-সমূহের পাঠ শেষ হয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পাঠ শুরু হয়েছিল।

চতুর্থ ও পঞ্চম-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা কেবল নিজেদের আবাসেই থাকত তা নয়—নিজেদের দলে, নিজের নিজের ঘরের টেবিলেই থাকত। এরাই ভাগ্যবান, কেননা তাদের জীবনের পথটা স্থিরনির্দিষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। একথা সত্যি যে তারা অনেকক্ষণ ঘুমতে পারত না, থিসিসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কত রাত বিনিদ্রভাবে অতিবাহিত হয়ে যেত আর সর্বশেষ পরীক্ষার কথা ভেবে ভয়ে তারা কাঁপত—কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ছিল ভাগ্যবান।

গ্রোমাদার সঙ্গে তার দেখা হওয়ার অনেক দেরি। ভারয়া পথে-ঘাটে একটু বেড়িয়ে নেবার কথা ভাবল। এটা পরিণত হল শোচনীয় সিদ্ধান্তে। একটা পেন্সিল-কাটা ছুরির জন্যে সে একটা দোকানে ঢুকে সেখানে একটা জলের ট্যাঙ্ক দেখতে পেল। ট্যাঙ্ক ঝকঝকে, তকতকে, হাতলগুলো কানের মত বেরিয়ে আছে। গরম জল এটাতে ভর্তি করে দিলেই হবে, তাহলেই তাদের একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ভারয়ায় যা টাকা-কড়ি ছিল ট্যাঙ্ক কিনতেই তা খরচ হয়ে গেল। সব সময়েই সে তার কমসোমল বিবেকের নির্দেশ সহজভাবে মেনে চলত। কিন্তু সেই প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কটা নিয়ে রাস্তার ওপর সে নিজেকে দেখতে পেয়েই তার মনটা নৈরাশ্যে ভরে গেল, কারণ ট্যাঙ্কটা বয়ে নিয়ে যাওয়া ভয়ানক অসুবিধাজনক। তাছাড়া এর একটা কল মাঝে মাঝে খুলে পড়ে যেতে লাগল—ফলে প্রত্যেকবার মাটিতে ট্যাঙ্কটা নামিয়ে রেখে কলটা আবার তাতে লাগাবার জন্যে কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর তাকে থামতে হচ্ছিল।

এই বোঝাটাকে এখন ছাত্রাবাসে নিয়ে যাওয়া নিরর্থক। বিশ্ববিদ্যালয়ের

জামা-কাপড় রাখার ঘরটা গ্রীষ্মকালে বন্ধ থাকে। আর গবেষণাগারেও সে এটাকে রেখে আসতে পারে না। কেননা গবেষণাগার আটটার আগে খোলে না—তার ট্রেন সাতটায়।

ট্যাঙ্কটা নিয়ে পার্কে আসতে সে হাঁফিয়ে পড়ল। ট্যাঙ্ক নিয়ে তাকে গলদঘর্ম হতে দেখতে পেলেন গ্রোমাদা ট্রাম থেকে। তিনি তাকে ঠাট্টা করে বললেন যে এটার জন্যে তাদের আলাদা একটা টিকিট কিনতে হবে। তারপর এটাকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নানারকম মতলব ঠাওরাতে লাগলেন। তারা দুজনে দুদিকের হ্যাণ্ডেল ধরে এটাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারেন অথবা গ্রোমাদা ট্যাঙ্কটা নিয়ে আগে আগে যাবেন আর পিছনে পিছনে যাবে ভারয়া, কলটা পড়ে গেলেই তা কুড়বে।

ট্যাঙ্কটা থেকে যতখানি রসিকতা টেনে বার করা সম্ভব তা করে ইভান অস্টাপোভিচ্ একজন করে যাবার ঘোরানো দরজার কাছে একটি মেয়েকে ট্যাঙ্কটা দেখতে বলে তিনি ভারয়াকে নৌকোর দিকে নিয়ে গেলেন। নৌকো করে বেড়ানো শেষ হলে তিনি ছোট মেয়ের মত তার হাত ধরে তাকে একটা ভোজনাগারে নিয়ে গেলেন।

জলের ঠিক ধারেই একটা টেবিলে তারা বসলেন। ভারয়া এর আগে কখনও ভোজনাগারে আসেনি। ভীরু বিস্ময়ে তার ভ্রূ ঈষৎ উন্নত এবং চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠার দৃশ্যটা গ্রোমাদা খুব উপভোগ করতে লাগলেন। তিনি মনে মনে কল্পনা করতে লাগলেন বাড়িতে তাঁর মা ভারয়াকে কিভাবে আদর-যত্ন করবেন। টেবিলের ধারে তাকে বসিয়ে তার পাশে নিজে বসে তার খাবারের থালাটি ডাম্পলিং, আলু ও টাটকা শশায় ভরিয়ে দিয়ে অস্ফুটভাবে বললেন—"খেয়ে নাও, লক্ষ্মী মেয়ে, সবগুলো খেয়ে নাও, তোমার গলাটা মুরগীর ছানাদের মত এত সরু কেন মা?"

ভারয়া তাঁকে বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিলে: সেই অনেকদূর চেরীফলের বাগানের মধ্যে তার সাদা চুনকাম-করা বাড়িটা, টাটকা রুটির উষ্ণ গন্ধ, ভাঁড়ারঘরে স্তূপীকৃত পিয়ার্স ও কুল থেকে ওঠা মিষ্টি গন্ধ নিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে তাঁর ইচ্ছে হতে লাগল। কিন্তু তাঁর মনে পড়ল যে ভারয়া অতি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন—সেজন্যেই তিনি স্থির করলেন যে তার মার সম্পর্কে কোন কথাই তিনি আলোচনা করবেন না।

তিনি গম্ভীরভাবে ব্রশচ্, বিফষ্টিকস্ ও আইসক্রিম আনতে হুকুম দিলেন।

আর কিছু চেরী ব্র্যাণ্ডিও। বাড়িতে তার মা ভারয়াকে চেরী ব্র্যাণ্ডি খাওয়াতেন।

মৃদু হেসে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি—খিদে পেয়েছে ?"

ভারয়া ঘাড় নাড়ল। সারাদিন কিচ্ছু তার খাওয়া হয়নি ছাত্রদের সেই চিরন্তন খাবার ছাড়া—কিছু স্যালাড, তাতে আবার বেশিরভাগ বীটপালংয়ের গোড়া আর মোরব্বার দুটো টুকরো। সে প্রায় আর কখনও স্যাপ খায়নি। স্যাপ বা ফল-মিষ্টি বেছে নেবার সময়—স্যুপটাকে বেছে নেবার মানসিক শক্তি তার যেন ছিল না।

গ্রোমাদা জিজ্ঞেস করলেন, "ডীনের সঙ্গে বেশ ভালভাবেই কথাবার্তা হল তো ?" ভারয়া তার গলার স্বরটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

"হ্যাঁ, হল। তিনি বললেন, আমরা নষ্ট হয়ে গেছি। ছাত্র-বয়সে তাঁরা তাঁবুতে থাকতেন।"

গ্রোমাদা রহস্যভরা হাসি হাসলেন।

"আমি জোর করে বলতে পারি যে আমাদের ছাত্রাবাসে যেভাবে বৃষ্টির জল পড়ে সেভাবে তা তাঁবুর মধ্যে আসত না।"

ভারয়া মনে মনে এ কথা স্বীকার করল যে তাঁবুর মধ্যে বাস করাটা বেশ আরামের। কিন্তু তার মনটা এমন খুশীতে ভরা ছিল আর ব্রশ্‌চ থেকে এমন সুস্নিগ্ধ কথা বেরুতে লাগল যে তার ইচ্ছে হল না ডীনের আলাপ-আলোচনার দীর্ঘ রিপোর্ট তাকে শুনিয়ে এমনি চমৎকার ব্যবস্থাটাকে নষ্ট করে দিতে। সেজন্যে সে সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিল।

"আসছে কাল জীববিদ্যাকেন্দ্রে অধ্যাপক শুমশ কিকে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। জন্ম ও প্রজননবিদ্যা সম্পর্কে একটা বক্তৃতা হবে। ডীন বলেছেন যে শুমশ্‌কি এসব ব্যাপারে নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচের সঙ্গেই বোঝাপড়া করবেন আর···"

গ্রোমাদার মুখের চেহারার অকস্মাৎ পরিবর্তন দেখে হঠাৎ সে থেমে গেল। এতক্ষণ যার সঙ্গে নৌকো করে বেড়াচ্ছিল, যে হেসেছিল, গল্প করেছিল, ঠাট্টা করেছিল এবং আজে-বাজে কত কথাই বলেছিল, একেবারে একরত্তি মেয়ে এটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে একবারে তিনপোয়া আইসক্রিম খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল—সেই হাসিখুশীভরা মানুষটার সুন্দর মুখখানা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

"তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।" তিনি যেন ধমক দিয়ে উঠলেন।

অবাক হয়ে তাকিয়ে তৃপ্তিভরে না খেয়ে ভারয়া বিফস্টেকটা গিলে ফেলল। গ্রোমাদা তাঁর ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে পরিচারিকাকে বললেন :

"আইস্‌ক্রিম বাতিল করে দাও। সময় নেই।" তাড়াতাড়ি পাওনা মিটিয়ে তিনি যেন ভারয়াকে দোরের দিকে প্রায় টেনে নিয়ে চলে গেলেন। গেটের দিকে এগুতে এগুতে গ্রোমাদা দেখতে পেলেন ভারয়া নানা রঙিন আলোর মালায় সাজানো ফেরিশ হুইলটার দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁর মনে পড়ল ভারয়াকে ওটাতে চড়তে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি।

"ওটায় একদিন আমরা চড়বখন ভারয়া, আর আইসক্রিমও খাব। কিন্তু এখন আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। ঐ শুমশ্‌কি! বিজ্ঞান-শাখার সর্বোচ্চ পদটা তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার মরগ্যানিস্ট-প্রজননবিদ্যা দিয়ে উনি প্রত্যেক ছাত্রকে একেবারে নষ্ট করে দেবেন।"

গ্রোমাদা ভারয়াকে ট্রামে উঠতে সাহায্য করলেন এবং নিজে ট্যাঙ্কটা নিয়ে কোনরকমে অতিকষ্টে ট্রামে উঠলেন। স্টেশনে যেতে যেতে পথের মধ্যে তিনি ভারয়াকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন যে শুমশ্‌কি যে কাজে রত আছেন তা কিভাবে প্রগতিশীল বিজ্ঞানীদের সমস্ত ধ্যান-ধারণার বিরোধী আর যা ঘটছে সেজন্যে পার্টির সংগঠক হিসেবে তিনিই দায়ী। তাঁকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হবে এবং বক্তৃতার সময় তাঁকে উপস্থিতও থাকতে হবে।

"তোমরা এক্কেবারে বাচ্চা"—হাসতে হাসতে তিনি বললেন। "তোমার কথাই ধর—তুমি নিজেকে ছাত্র বলে মনে কর অথচ তুমি স্কুলঘরের বাইরে গিয়েছ কি না সন্দেহ। তুমি এক্কেবারে বোকা বেড়ালছানা—হ্যাঁ, তোমরা তাই।"

ভারয়া রাগ করল না। এমন আত্মীয়-বন্ধুর মত কণ্ঠস্বর শুনে আর এমন স্নেহভরা হাসি দেখে কেই বা রাগ করতে পারে? তাছাড়া গ্রোমাদার কথাই ঠিক। কিন্তু বক্তৃতা ব্যাপারে তিনি যে কেন এত ক্ষেপে উঠলেন তা সে বুঝতেই পারল না। এমন আনন্দভরা বহির্ভ্রমণ এমনি আকস্মিকভাবে শেষ হয়ে গেল—সেকথা ভেবে ভারয়া সখেদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

ভোরবেলা ট্রেনযাত্রা শেষ হয়ে গেল। স্টেশন থেকে হেঁটে যাওয়াটা বিষাদমলিন। ভারয়ার পাশে পাশে গ্রোমাদা সেই ট্যাঙ্ক নিয়ে বিষাদমগ্ন হয়ে হাঁটতে লাগলেন। অধ্যাপক শুমশ্‌কি এবং তাঁর প্রিয়প্রসঙ্গ মাছিদের মঙ্গল যে কিছু নেই তা তার মুখের চেহারা দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

॥ নয় ॥

ষ্ট্রিম কলখজে শুয়োর-পালক আনা ইয়াসনোভার পক্ষে গ্রীষ্মের আতপ্ত দিনটা বড় বিশ্রীভাবেই শুরু হয়েছিল। সত্যি তার কষ্টটা শুরু হয়েছে দিন তিনেক আগে আসট্রার বাচ্চা হবার পর থেকেই। সেই থেকেই সে ছুচোখ এক করবার সময় পর্যন্ত পায়নি। সে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত বিব্রত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কিছু সংখ্যক দর্শককেও আদর আপ্যায়ন করতে হল। আসট্রাকে দেখবার জন্যে জেলার সমস্ত জায়গা থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল। তারা আসট্রার অনুজ্জ্বল অথচ সুন্দর লাল রঙের প্রশংসা করল, তার নরম লোমের ওপর হাত বোলাল; তার মুখের চেহারাটা অদ্ভুত রকমের সুন্দর—আনার এই কথার সঙ্গে একমত হয়ে অপরিহার্যভাবে এই অনুরোধ করলে যেন আসট্রার একটা বাচ্চা কিনতে তারা যায়। তারা কেমন করে জানবে যে আসট্রা মা হওয়ার পর থেকেই সে আনার ব্যক্তিগত শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ শূকরীটা মা হিসেবে শোচনীয়ভাবে স্নেহযত্নহীনা।

বাচ্চারা যেই ভাল করে ছুধ খাবার জন্যে স্থির হয়ে বসেছে অমনি সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অবিবেচকের মত গা ঝাড়া দিয়ে তাদের ভাগিয়ে দেবে। মার ছুধ না পাওয়ায় বাচ্চাগুলোর বাড়তে দেরি হত, ভালভাবে ঘুমত না, অস্থিরভাবে পাগুলো ছুড়ে তারা তারস্বরে চিৎকার করত।

আসট্রার এই বাচ্চাদের নিয়ে আনার অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। প্রথম বারোটা বাচ্চা মায়ের ছুধ খাওয়া শুরু করলেই অন্যগুলোকে তখন মায়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। অন্য কোন শূকরীর কাছে আনা তাদের ছেড়ে দিতে চাইত না—তার ভয় হত এতে করে আসট্রার ছুধটা কমে যেতে পারে।

এই ছুর্ভাবনার সঙ্গে জট পাকিয়েছিল ছোটখাট আরো অনেক বিপত্তি। বাচ্চাদের অধিকাংশকেই দোষযুক্ত বলে নিন্দা করা হলেও আনা ভাবত প্রতিটি বাচ্চা হবে ভবিষ্যতের সব-সেরা।

পশু-প্রজননবিদ্যাবিদ্ আলেকসি ভিউসখোভ দৃঢ়ভাবে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে আসট্রা তার বাচ্চাদের ছুধ খেতে না দেওয়ার দোষ হচ্ছে

আনার। তার লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল যে বাচ্চাদের দুধে-দাঁত যেন বেশী লম্বা না হয়—তা যদি হয় তাহলে দাঁতগুলো উকো দিয়ে ঘসে যেন ছোট করে দেওয়া হয়। বাচ্চাগুলো আসট্রাকে কামড়ে দিয়েছিল বলেই তাদের সে ভয় করত। ব্যাপারটা হল এই। এর সঙ্গে আচার-আচরণের কোন সম্পর্ক নেই। আলেক্সির মনে এটাই সম্পূর্ণভাবে সহজাত প্রবৃত্তি। আলেক্সির ওপর তার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও বিজ্ঞানের প্রতি অনন্যসাধারণ আন্তরিক অনুরাগ সত্ত্বেও তাঁর এ-কথাটা ঠিক সে মেনে নিতে পারছিল না। আসট্রার ওপর তার ভারী রাগ হল। তারপর থেকেই আসট্রার আদুরে নামটা বদলে ফেলে রহস্যজনক ও অপমানকর নাম দিয়েছিল 'মেডুসা'। তার মনে হয়েছিল যে নিজ সন্তানের প্রতি স্নেহবিমুখ এই মোটা আকর্মণ্য মা-টার ওপর খুব প্রতিশোধ এইভাবে নিতে পেরেছিল সে।

কিন্তু লোকে কি বলছে না-বলছে মেডুসা তা এতটুকু গ্রাহ্য করত না। তার নাম ধরে ডাকলেও সে সাড়া দিত না। ওটা ছিল বোকাটে, বদ-মেজাজী আর পেটুক। শূকরটাই তার কাছে যেতে সাহস করত না।

এবারে মেডুসার মোটমাট উনিশটা বাচ্চা হয়েছিল। তাদের দেখবার পর আনা শূকর-আবাসের চারদিকে ঘুরে বেড়াল। সিমেন্টের মেঝেগুলো ঝকমক করছিল আর বড় বড় জানলাগুলো দিয়ে আলোর স্রোত ভেতরে আসতে লাগল। অন্য সব শুকরীগুলো শূকরী-সুলভ ব্যবহারের পরিচয় দিয়েছিল। তারা নিঃশব্দে শুয়ে তাদের বাচ্চাগুলোকে স্তন্যপান করাচ্ছিল। স্তন্যপানের শান্তিপূর্ণ শব্দ আর ছন্দময় শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ আনাকে খানিকটা শান্ত করল। যখন সে মেডুসার কাছে ফিরে গিয়ে দেখল সে ইতিমধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে একটা পা দিয়ে তার একটা বাচ্চাকে চেপে ধরেছে আর আনার সহকারিণী দুশ্‌য়া বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবার জন্যে রাজি করাবার চেষ্টা করছে।

"ওরে মুটকী বোকা ভূত, তোর জন্যে আমরা রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দিয়েছি আর তুই কিনা তোর কাজ করতে চাস না!" আনা ধমকে উঠল—"অধ্যাপক রেডাকিনির বইয়ে লেখা আছে যে ইংলিস বার্কসায়ার শূকরী মা হিসেবে সেরা। তুই একবার নিজের দিকে তাকা! তোকে আমরা অন্য একটা কলখজে বিক্রি করে দেব। তখন বুঝতে পারবি মজাখানা।"

দুশ্‌য়া হাসতে লাগল।

"বিক্রি করে দেবে—তাই নাকি? তোমার বিক্রি করার সাধ্যি নেই। তাহলে তোমার নিজের সুনামকেই তোমাকে বেচে দিতে হবে।"

"সুনাম!" বিনা খেদেই আনা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। "লোকে বলে এটা নাকি নতুন জাতেরই নয়। আমি ভাবতেই পারি না আমাদের শূকর-আবাসের কি হবে এখন!"

সে দুশ্‌য়ার দিকে বাঁকা-চোখে তাকাল। যে কোনো বিষয়ে সব সময়ে দুশ্‌য়া তার প্রতিবাদ করতে তৈরি হয়ে থাকত।

কিন্তু এবার দুশ্‌য়া অস্বাভাবিক নম্রতায় কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাচ্চারা যাতে মায়ের দুধ খেতে পায় সেজন্যে মেডুসাকে শোয়াবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু সে তার পাগুলো সোজা করে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হয় এই মেদের পাহাড়ের ভার বহার পক্ষে তার পাগুলো নিতান্তই দুর্বল। বিকট নাদুস-নুদুস গোলাপী দেহটা অধৈর্যের প্রতিমূর্তির মত দোরের পাশে অল্প অল্প দুলতে লাগল।

দুশ্‌য়া রাগ করে উঠল: "নিজের খাবার সময়টার কথা ঠিক মনে থাকে অথচ নিজের বাচ্চাদের খাওয়াবার বেলা যত কুঁড়েমি, দাও ওটাকে বার করে। কিছুতেই ওটা শোবে না। ভাল কথা, ওটার খাবার সময় হয়েছে।"

আনা দরজাটা খুলল! মেডুসা সবেগে পথের ওপর গিয়ে পড়ল। সব শূকরীগুলো জলের পাত্রের দিকে তাড়াতাড়ি যেতে লাগল। মোটা, নিষ্প্রভ লাল চমৎকার পিঠগুলো যেন সাঁতার দিয়ে দিয়ে সরে যেতে লাগল। হঠাৎ যাতায়াত যেন রুদ্ধ হয়ে গেল আর শূকরীগুলো পথের দেওয়ালের ওপর ভীড় পাকিয়ে নিজেরা গুঁতোগুঁতি করে পথ পরিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগল। বন্য শূকরটা নিজের বিরাট দেহ এদিক-ওদিক দুলিয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে ধীরেসুস্থে যাচ্ছিল।

"আমাদের শূকরীগুলো বেশ ভাল।" আনা বলল।

দুশ্‌য়া শ্লেষাত্মক মন্তব্য করার সুযোগ কদাচিত হারাত। সে তার কথার প্রতিধ্বনি তুলে বলল, "শূকরীগুলো ভালই। কিন্তু আনা সেমোনোভ্‌না, খ্যাঁক-শিয়ালের ব্যাপারে তো কানাকড়িও কিছু করতে পারনি। কমসোমল তোমাকে যে কাজের ভার দিয়েছে তা তুমি সম্পূর্ণ করনি। তোমার সেই খ্যাঁক-শিয়াল-বাচ্চাগুলো কোথায় গেল? আর আমাদের চেয়ারম্যানের গর্বোক্তি—আমরা ডনকে ঠিক ধরে ফেলব। ধরব সত্যিই!"

আনা ফুঁসিয়ে উঠল। এটা কি তার দোষ? খ্যাক-শিয়ালগুলোকে তো বেশ ভালভাবেই দেখাশোনা করা হয়েছে, খাবার-দাবার ঠিকমত বেছে-বুছে দেওয়া হয়েছে।

"আরে এস এস—এদের খাবারদাবারের কাছে নিয়ে যাই।"—এই বলে সে একটা বাচ্চাকে তুলে চুনকাম-করা প্রকাণ্ড একটা ঘরে নিয়ে গেল। বাচ্চাটাকে তার কোলে বসাতেই দুশ্য়া তার হাতে একটা বোতল দিল। মনের খুশীতে শূকর-ছানাটা আগ্রহভরে খেতে লাগল। এর ছোট্ট দেহটা ছিল তেলতেলে, গরম আর দুধে-দুধে গন্ধে-ভরা।

আলেকসি ভিউশকোভ হঠাৎ সেই ঘরে এসে হাজির হলেন। অদ্ভুত সুন্দর তাঁকে দেখতে। এমন অপূর্ব সুন্দর মানুষ যে পৃথিবীতে আছে তা বিশ্বাসই করতে পারা যায় না। আনা বোতল আর বাচ্চাটার ওপর তার মাথাটা আরও নুইয়ে দিল। বিদ্রূপের হাসি হেসে দুশ্য়া সে-ঘর ছেড়ে পালাতে পালাতে বলল: "কথায় বলে দুইয়ে সাহচর্য, তিনে হাট।"

আলেকসি জিজ্ঞেস করল, "এটা কার ছানা?"

আনা ঠাট্টা করে বলে উঠল, "কার এটা? কমরেড জীববিদ্যাবিদ্, তুমি যদি নিজের কাজে নিযুক্ত থাকতে তাহলে একথা জিজ্ঞেস করতে না। আজকে আমরা বোতল থেকে এদের খাওয়াতে শুরু করেছি। এ বাচ্চাটা মেডুসার। এই যে এখানে এদের ওজন-টোজন মাপজোখ সব আছে।"

আলেক্সি মন্তব্যটা মনযোগ দিয়ে পড়ে এবং বাচ্চাগুলোকে ভাল করে দেখে বললেন: "বাঃ বেশ, বেশ ভাল তথ্য দেখছি।"

আনার না-বলা প্রশ্নের জবাবে শেষকালে সে বলল, "গতরাতে আমি জীববিদ্যাকেন্দ্রে ছিলাম।"

"কেন?"

"মৌমাছি-আবাস-কেন্দ্রে ভারী গোলযোগ। প্রতিদিন মৌমাছি কমে যাচ্ছে। তাই সেখানে গেলাম। আশা করেছিলাম অধ্যাপক লোপাতিনের দেখা পাব, কিন্তু বনে-জঙ্গলে চলে গেছেন তিনি। শ্চারভের সঙ্গে অবশ্য কথা বললাম কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। তিনি বললেন, মেরুদণ্ডী-জীবদের নিয়ে আমার কাজ-কর্ম। মৌমাছি হল মেরুদণ্ডহীন। যেন আমি তা জানি না।" আলেক্সি একটা সিগারেট বার করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আনার দিকে ভীরু চোখে চেয়ে তাঁর মতলবটা বদলে ফেললেন। শ্চারভ বলেছিলেন,

"কীটতত্ত্ববিদ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর কিন্তু ভুলে যেও না তাঁকে তাঁর নিজের কাজ করতে হবে, কাজেই দেবার মত তাঁর সময় খুবই কম।"

"আলেক্সি, তুমি এত উত্তেজিত হয়ো না। শ্যারভ বৈজ্ঞানিক—বিজ্ঞানের আর এক শাখার তিনি বিশেষজ্ঞ।"

"উনি বৈজ্ঞানিক—শুধুই বৈজ্ঞানিক। ওঃ আনা, বিজ্ঞান-জগতে যে যুদ্ধ চলছে সে বিষয়ে তোমার কোন ধারণা নেই!" জানালা দিয়ে সূর্যের আলো আনার কমনীয় কেশের ও সাদা সেমিজের ওপর এসে পড়ল। আলেক্সি তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে যেন পারল না।

"আমার মনে হয়…", আনা শুরু করল, কিন্তু তার দৃষ্টির সঙ্গে আনার দৃষ্টি মিলতেই সে হঠাৎ নীরব হয়ে গেল।

বাঁশির মত শব্দটা ঘোঁতঘোঁত আওয়াজে পরিণত করে শূকর-ছানাটা শেষ দুধটুকু চুষে চুষে খেল। সেটাকে ঝুড়িতে রেখে আনা যেটা সবচেয়ে বেশী গোলমাল করছিল সেটাকে তুলে নিল। এটা তার পালা নয়—সে অপেক্ষাও করতে পারত। কিন্তু আনা স্বল্প সময়ের জন্যে একটু নীরবতা চাইছিল। সে ভাল করেই জানত যে আলেক্সি তাকে বিশেষ দরকারী কোন কথা বলতে উদ্যত হয়েছে। আলেক্সি অদ্ভুত মানুষ। যখন তারা দুজনে একা থাকে তখন সে কেবল কাজের গল্পই করে। একবার শুরু করলে সে থামতে পারে না। আনা বঙ্কিম কটাক্ষে একবার তাকে দেখে নিল। পরিচিত চেহারা থেকে সে যেন সম্পূর্ণ আলাদা একটা মানুষ—বিব্রত, উত্তেজিত।

"আনা তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই…", সে সবে বলতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময়ে পথের ওপরের দরজায় প্রচণ্ড শব্দ হল। কে যেন সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

"কমসোমল-সংগঠনের সেক্রেটারী কি এখানে আছেন?"

"হ্যাঁ, এখানেই, আমিই সেক্রেটারী।" অনিচ্ছার সঙ্গে সাড়া দিয়ে আলেক্সি আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সামনে এগিয়ে গেল। আগন্তুক তরুণী। গোলগাল ও গোলাপ ফুলের মত ফুটফুটে তার মুখখানা। সে আগ্রহভরে আলেকসির দিকে তাকাল।

"মনে হচ্ছে আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি এর আগে?" সে বলল।

"আপনি কোত্থেকে আসছেন?"

"মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।" গর্বিত প্রত্যুত্তর।

সে আনাকে অভিবাদন জানাল। এর আগে পর্যন্ত সে তাকে দেখতেই পায়নি। শূকর-ছানাটার দিকে স্পষ্ট কৌতুকে তাকাল একবার।

"আপনি ওকে খাওয়াচ্ছেন কেন?"

"অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা হয়েছে। ওদের সবাইকে ওদের মা দুধ খাওয়াতে পারে না।"

আর একটা কথাও সে বলল না। অপরিচিতকে সব কথা বলতে সে বাধ্যও নয়—বিশেষ করে এমন অশুভ মুহূর্তে এল যখন মেডুশার মেজাজ খারাপ আর তার বাচ্চাদের ভাল করে খাওয়াতে সে নারাজ।

"আপনি কি চাইছিলেন?" আলেক্সি জিজ্ঞেস করল।

"আমি আসছি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আমাদের জীববিদ্যাকেন্দ্র আপনাদের কলখজের ঠিক পাশেই। আমরা আপনাদের সহায়তা দিতে চাই। আপনাদের জন্যে একটা ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করতে আমি এসেছি। কলখজ-যুবকদের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন করা আমাদের কর্তব্য।

'কলখজ যুবকদের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন' আলেকসির কমসোমল-সংগঠনের পরিকল্পনার স্থায়ী তালিকাভুক্ত বলে সে মেয়েটির দিকে জাগ্রত কৌতূহল নিয়ে তাকাল।

লিউবা কঠিন গলায় বলল, "আমি নিজেই প্রথম বক্তৃতা দেব। আসছে কাল সন্ধ্যা নটায় যতজন পারেন আপনার লোকজনদের নিয়ে আসবেন।"

"এ হতে পারে না।"

"কেন পারে না?"

"কলখজ পার্টি-সংগঠনের সেক্রেটারী আসছে-কাল কোরিয়ার ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের কাছে আলোচনা করবেন।"

"ঠিক আছে। তাহলে পরশু করি!"

"ও সময়ে আমাদের সুবিধা হবে।" আলেকসি বলল, "তাহলে পরশু দিন সন্ধ্যে নটার সময়।"

লিউবা ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"বক্তৃতার বিষয়বস্তু কি হবে?"

"কোক-সাজ্ইজ্ সম্বন্ধে—আপনি জানেন হয়তো এটা রবার-জন্মানোর উদ্ভিদ। আমি উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানবিদ্ আর এই রবার-জন্মানো উদ্ভিদ সম্পর্কেই আমি বিশেষজ্ঞ।"

একথা শুনে আলেক্সির অবয়ব প্রাণময় ও প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

"কোক-সাজ্ইজ্ চমৎকার বিষয়বস্তু। এর সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য আপনার জানা আছে?"

লিউবা ক্ষমাসুন্দরভাবে হেসে জবাব দিলে:

"আমার মনে হয় আমাদের জানা আছে। হাজার হোক, আমি আসছি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।"

"কোন শ্রেণীর ছাত্রী?"

"দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর—তবে আসলে তৃতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর। হাতে-কলমে আমাদের কাজ শেষ হলেই তৃতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী বলে আমাদের গণ্য করা হবে। তাহলে সব ঠিকই রইল তো? মনে থাকে যেন, খবরটা আপনাদের তরুণদের জানিয়ে দেবেন, এবং গুরুত্বটা বুঝিয়ে দিয়ে ওদের এজন্যে তৈরি করে রাখবেন, বুঝলেন তো?"

লিউবা চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার কি যেন মনে পড়ে যেতেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু ভাবতে লাগল।

"হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনাদের কাছে-পিঠের কলখজের অধিবাসীদের ডেকেও আনতে পারেন।"

"আমরা ডনের লোকদেরও আমন্ত্রণ করতে পারি। তাদের কোক্-সাজ্ইজ্ আবাদ বেশ ভালই হয়েছে।"

হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে লিউবা জোরে বলে উঠল; "কি বললেন?"

"এই আবাদ থেকেই ঐ কলখজটা বেশ লাভ করছে। লাইসেনকো-প্রণালী প্রচুর ফলন তাদের এনে দিয়েছে।"

"লাইসেনকোর কথা আপনি বললেন? আমরা এখনও ওটা পড়িনি।"

আনা বিজয়িনীর দৃষ্টিতে লিউবার দিকে তাকাল। সে জানত এই প্রত্যুত্তর বিদ্রূপ বহ্নিই বয়ে আনবে। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল যে আলেক্সি বরাভয় ভঙ্গীতে লিউবার দিকে তাকিয়ে আছে। তার সে চাউনিতে ছিল অনুজের প্রতি বয়স্কের স্নেহদৃষ্টি সহানুভূতির স্পর্শভরা।

সে বলল, "এটা খুবই স্বাভাবিক যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়েও এই ধারাটা নিয়ে পড়াশোনা করিনি। কিন্তু কলখজে তা করেছি এবং তদ্বারা বিশেষ-ভাবে উপকৃত হয়েছি। অনেক বিষয় আছে যা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখান হয় না। এগুলোকে আমাদের নিজেদেরই শিখে নিতে হয়।"

লিউবা জিজ্ঞেস করল, "আমরা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি ছিলেন?"

আনা তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার করে তোলবার চেষ্টা করে বলল: "উনি আপনার মতই একজন জীববিদ্যাবিদ—বিশ্ববিদ্যালয়ে করেসপনডেন্স কোর্স নিয়ে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন।"

বাচ্চাগুলো দুধের বোতল থেকে দুধ চুষে খাওয়ার শব্দই খানিকক্ষণ নীরবতাকে ভঙ্গ করতে লাগল। তারপর লিউবা কম্পিত কণ্ঠে বলল, "সে-ক্ষেত্রে আমরা বক্তৃতাটা স্থগিত রাখব। এ-বিষয়ে আমাকে বেশ কিছুদিন খাটতে হবে।"

আলেক্‌সি বলল, "আমার ভয় হচ্ছে যে জীববিদ্যাকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় মালমসলা আপনার পাওয়া বোধহয় সম্ভব হবে না। সম্ভবতঃ অন্যভাবে এটা আমরা করতে পারব। একটা সভা—কি যে বলি আমরা ওটাকে? পারস্পরিক মতামত আদানপ্রদানের জন্যে একটা জনসমাবেশ আমরা ঘটাব। আপনার বক্তব্য আপনি বলবেন আর আমাদের কমসোমল সভ্যেরা তাদের হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতার কথা শোনাবে। আপনি আপনাদের কজন ছাত্রকে আমন্ত্রণ করে আনবেন কি বলেন আপনি?"

সেই মুহূর্তটা লিউবার পক্ষে বড় কঠিন হয়ে উঠল।

"কবে আপনি আমাদের আসতে বলেন?" সে জিজ্ঞেস করল।

আলেক্‌সি জবাবে বলল, "এই ধরুন এক সপ্তাহের মধ্যে আর কি। আমাদের লোকেরাও তৈরি হতে পারবে। হিসেবনিকেশ দিতে তারা বড় একটা অভ্যস্ত নয়। আর আপনি যদি কোক্-সাজ্‌ইজ্‌ সম্পর্কে উৎসাহী হন তাহলে আমাদের গবেষণাগার থেকে কিছু তথ্য পেতে পারেন। তা কি আপনাকে আমি দেখাব?"

ঝুড়ির মধ্যে রাগ করে বাচ্চাটাকে বসিয়ে দিয়ে আনা মুখটা অন্যদিকে ফেরাল। বাচ্চাটা কুঁইকুঁই করে ডেকে উঠল। অন্যগুলো তখুনি তার সুরে সুর মেলাল।

লিউবার মনে হল কোথায় যেন একটু গণ্ডগোল ঘটেছে।

শব্দমুখর ঝুড়ির দিকে মাথাটা একবার নেড়ে সে বলল, "আমি দুঃখিত, মনে হচ্ছে আপনার কাছ থেকে আপনাকে জোর করে সরিয়ে এনেছি আর ওদের অসুবিধে ঘটাচ্ছি।"

“না, না, মোটেই তা নয়।”—আনা জবাব দিল। “দর্শকদের উপস্থিতিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। বহু লোক আমাদের খামার সম্পর্কে উৎসুক। সাংবাদিকরা আসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যেরা প্রায়ই এখানে পদার্পণ করেন। আর আশেপাশের খামারগুলো—যেগুলো আমাদের খামারের মত সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি সেখান থেকে বহু লোক আমাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে আসে।”

লিউবা আর একবার দোরের দিকে ফিরল। আলেক্‌সি তাকে অনুসরণ করতে উদ্যোগী হতেই আনার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে সে থামল।

“কমরেড সেক্রেটারী, আমাকে তোমার কি যেন বলবার ছিল বলে আমার মনে হচ্ছে।”

আনা একটা বাচ্চাকে তার বুকের কাছে শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হল বাচ্চাটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করলেও সম্ভবতঃ সহানুভূতির জন্যে সেটা চুপ করে আছে।

“পরে······সম্ভবতঃ আস্‌ছে-কাল···”

আলেকসি লিউবাকে অনুসরণ করে ঘরের বাইরে চলে গেল। আনা দুঃখভরা চোখে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে বসে শেষ বাচ্চাটাকে আবার খাওয়াতে শুরু করল। তার পিছনদিকে জানালাটার ঠিক বাইরেই সে কার ভারী নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। দেখল শুরাকে: আনার পনর-বছর-বয়সী সহকারী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মাটির দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে কোনও দুঃসংবাদ নিয়ে সে এসেছে। কথা বলবার যেন তার শক্তি নেই, মাছের মত হাঁফাচ্ছিল, মুখ দিয়ে তার নিশ্বাস বাঁশির মত আওয়াজ তুলে বেরুচ্ছিল, শণের মত বেণীবদ্ধ-কেশ তার ঘাড়ের ওপর ওঠানামা করছিল। মরিয়া হয়ে সে জলভরা সবুজ চোখে আনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। এ-সবকিছুই কিন্তু ভারী অস্বাভাবিক, কারণ অসাধারণ আত্মসংযমী, দৃঢ়চেতা তরুণী বলে সবাই শুরাকে সম্মান করত। লেখাপড়ার ওপর শুরার নিবিড় মনোযোগ ও প্রকৃতির প্রতি তার গভীর অনুরাগের জন্যেই তার স্কুলের কমসোমল সংগঠন-কেন্দ্র তাকে পশু-খামারে আনার সহকারীর ভারটা অর্পণ করেছিল।

সে খ্যাক-শিয়ালগুলো পরিচর্যা করত, নিয়মগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে নির্ধারিত সময়-মত তাদের খাওয়াতে ও তার প্রত্যেকদিনের পর্যবেক্ষণের কথা

দিনলিপিতে লিখে রাখতে সে কখনও গাফিলতি করত না। এই দিনলিপিতে খ্যাক-শিয়ালকে 'পুরুষ' ও শিয়ালীকে 'মহিলা' বলে উল্লিখিত করা হয়েছিল —তাদের আহার-বিহার ও পরিপাক সম্পর্কীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা ছাড়াও রহস্যভরা খ্যাঁক-শিয়াল-জীবনে মনস্তত্ত্বের যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটত তাও সে লিপিবদ্ধ করে রাখত। "পুরুষটা আমার ওপর রাগ করেছে।" "এই দ্বিতীয়-বার সে আমার সঙ্গে খেলা করতে অস্বীকার করল আর মহিলাটার পিছনে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগল··· ।" ইত্যাদি নানা দুঃখজনক কথায় দিন-লিপিখানি ভরা।

দুঃখে আনা চীৎকার করে বলল, "শুরা, লক্ষ্মী মেয়ে, বল, কি হয়েছে ?"

পাজী খ্যাঁক্-শিয়ালটা তার নিজের বাচ্চাটাকে খেয়ে ফেলে অসহ্-নির্বিকারভাবে তখনও তার ঠোঁট-মুখ চাটছিল। শিয়ালীটা ছোট কালো একটা :বাণ্ডিল তার মুখে ঝুলিয়ে খাঁচাটার মধ্যে একবার সামনে আর একবার পিছনে দৌড়চ্ছিল। আনা চুপি চুপি খাঁচাটার কাছে খ্যাঁক্-শিয়ালটার ল্যাজটা চেপে ধরল। সে সেটাকে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরেনি বলেই শিয়ালটা সোজা হয়ে বসে আনার অন্য হাতটার ওপর তার দাঁতগুলো বসিয়ে দিল। আনা তার টুঁটিটা চেপে ধরল কিন্তু তখুনি তার কামড়টা আলগা করল না। আনা বিব্রত হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। পশু-খামারটা ছিল গাঁ থেকে অনেক দূরে একটা বনের মধ্যে, খ্যাঁক-শিয়ালটাকে অন্য কোন জায়গায় রেখে যাবারও উপায় নেই। আনা সেটার ল্যাজ ধরে নির্দয়ভাবে মাটির ওপর দিয়ে টানতে টানতে ছুটে চলল বন-রক্ষকের স্ত্রী অ্যান্টি ন্যাস্তিয়ার কাছে। অতিথি-অভ্যাগত এলে চেয়ারম্যান সাধারণতঃ তাঁদের থাকবার জায়গা করে দেন নাসতিয়ার বাড়িতে। নাসতিয়া রাঁধতেও পারত চমৎকার। তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খোলা-মেলা বাড়িটা ছিল বনের ঠিক মধ্যিখানে ; ক্লাব, খামার-বাড়ি ও অন্যান্য যেসব অতিথি-অভ্যাগতেরা দেখতে চান তা থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে। জাখর পেত্রোভিচ্ এই সুযোগে তাঁর ঘোড়াগুলোর কেরামতিটা দেখিয়ে দিতেন। রোজ সকালে একটা করে নতুন তেজী ঘোড়া অতিথিদের কাছে পাঠান হত। আর ঘোড়াগুলো ছিল ছাই রঙের, উঁচু মেজাজের আর দেখবার মত।

মাটির ওপর দিয়ে খ্যাঁক-শিয়ালটিকে টানতে টানতে ও হাঁফাতে হাঁফাতে আনাকে আসতে দেখে নাশ্‌তিয়া ধীরপায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল।

পশু-খামারের শোচনীয় ঘটনার গোলমেলে একটা বিবরণ আনা তাকে শোনাল। নাশ্‌তিয়াকে কোনো কিছুই অবাক করতে পারে না। সে অতিথি-ঘরের চাবিটা আনতে গেল। সে-সময়ে ঘরটা ছিল খালি। খোঁয়াড়টা মোটেও ভাল নয়। খ্যাঁক-শিয়ালটা পালিয়ে যেতে পারত। আনা ছেড়ে দিতেই সেটা দেরাজের পাশে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। নাশ্‌তিয়া আনার হাতের ক্ষতটা ধুয়ে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। তারপর সে টেবিলের ওপর থেকে টেবিল-ঢাকাটা আর দুধের মত ধবধবে সাদা বিছানা থেকে লেপটা সরিয়ে সে দুটোকে নিখুঁত করে ভাঁজ করে রাখল। তারপর জানালাগুলো ঠিকমত বন্ধ আছে কিনা তা হাত দিয়ে দিয়ে দেখতে লাগল।

নাশ্‌তিয়া শান্তভাবে বলল, "আজ রাত্রে তুমি আসতে পার এবং এটাকে পরিষ্কার-টরিষ্কার করে দিতে পার। ভাল কথা, একে খেতে দাও কি ?—মাংস ?"

"হতভাগা পাজী বদমাইস !" আনা রেগে ফুঁসিয়ে উঠল—কিন্তু তার পরেই রাগ করার সময় নেই এ কথা বুঝে সে নিজেকে শান্ত করে নিয়ে নাশ্‌তিয়াকে বলল মাংস আর প্রচুর জল দিতে।

তার হাতটা ব্যথায় দপদপ করতে লাগল। তার হেপাজতে-রাখা প্রাণী-গুলোকে ঠিকমত পরিচর্যা করতে সে একেবারে অক্ষম—ব্যথাটা এ কথাই তাকে মনে করিয়ে দিতে লাগল। এটাই ছিল তার পক্ষে সবচেয়ে অস্বস্তিকর।

লালরঙের খ্যাঁকশিয়ালীটা তখন খাঁচার মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। খাঁচাটার সামনে চুপ করে ও ভয়চকিত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল ছেলেমেয়েরা—সারা গাঁ ঝেঁটিয়ে যারা এটাকে দেখতে এসেছিল। ধারে-কাছের গাছের একটা গুঁড়ির ওপর বসে বসে শুরা কাঁদছিল।

খ্যাঁক-শিয়ালীটা হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়াল—ছানাটাকে নামিয়ে রেখে তার খোঁয়াড়ের মেঝেটায় গর্ত খুঁড়তে শুরু করে দিল। ব্যাপারটা যে কি ঘটছে প্রথমে কেউই বুঝতে পারল না। খ্যাঁক-শিয়ালীটা তার প্রথম-জন্মানো বাচ্চাটাকে গোর দিতে যাচ্ছে। বহুপ্রতীক্ষিত রূপালী খ্যাঁক-শিয়ালকে জীবন্ত কবর দেবে! শুরা এক দৌড়ে খাঁচাটার কাছে গিয়ে খ্যাঁক-শিয়ালটাকে আচম্‌কা একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে নিল। তারপর সে অস্ফুট একটা চীৎকার করে খোঁয়াড়ঘরের ভেতরে গুঁড়ি মেরে চলে গেল। ফিরে আসতেই দেখা গেল তার হাতে রয়েছে আর একটা বাচ্চা।

খ্যাক-শিয়ালীটা তার বাচ্চাগুলোকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কেউই তার জন্যে সহানুভূতি প্রকাশ করল না। সবাই শুরাকে ঘিরে দাঁড়াল—তার কোলেই বাচ্চাদুটো সবে-জন্মানো ছাগল-ছানার মত ছটফট করছিল। বাচ্চা দুটো একরত্তি, ভোঁতা, দৃষ্টিবিহীন চোখ। কালো কালো চেহারা, সরু সরু ল্যাজের শেষ দিকে সাদা ক'গাছা চুল যেন লেগে আছে। খাঁচার চারপাশে ভীড়-করা ছেলেমেয়েদের একজন ফিসফিসিয়ে উঠল, "ঠিক বাপের মত দেখতে হয়েছে।"

আনা উৎকণ্ঠিতভাবে নীরব হয়ে রইল। এখন করা যায় কি? মায়ের কাছে ওদের ফিরিয়ে দেব? সম্ভবতঃ সে তাদের দুজনাকে জ্যান্ত কবর দেবে। কিন্তু মা-ছাড়া ও-দুটোকে কি তারা মানুষ-টানুষ করে তুলতে পারবে? খ্যাক-শিয়ালী যে-ছানাটাকে মুখে করে ফিরছিল সেটা প্রায় অনড় হয়ে শুয়ে আছে; এর একটা দিকে একটা ক্ষতচিহ্ন মত আছে, নিশ্চয় খোঁয়াড়ের কোন জায়গায় ওর মা-টা ধাক্কা লাগিয়ে থাকবেখন।

ক্রন্দনরত শুরাকে আনা ডাক দিল: "এস শুরা, এ-দুটোকে একটু জড়িয়ে-মড়িয়ে জাখর পেত্রোভিচের কাছে নিয়ে যাই।"

চেয়ারম্যানকে খুঁজে বার করতে তাদের বড্ড কষ্ট করতে হল ইট-খোলায়, ফলের বাগানে, ডেয়ারীতে, হট-হাউসে যেখানেই তাঁর কথা জিজ্ঞেস করে সেখানেই তারা একই উত্তর পায়: 'এই মাত্তর তিনি বেরিয়ে গেলেন।' কথাটা নানান জায়গায় নানান সুরে উচ্চারিত হল! কেউ খুশীতে উচ্ছ্বসিত হল—এ থেকেই বোঝা গেল চেয়ারম্যান তাদের সুখ্যাতি করেছেন, কেউ বা আবার বিষাদ-গম্ভীর—স্পষ্টই বোঝা গেল ঝেড়ে তাদের কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জাখর পেত্রোভিচ্ বিদায় নিচ্ছেন ঠিক সেই সময়ে তারা কালখজ বোর্ডের অফিসে পা দিল। আনার দুঃখের কাহিনী তিনি মন দিয়ে শুনলেন।

তার কাহিনী শেষ হতেই তিনি বললেন, "ভুল-ক্রটির অংশ আমরাও নেব, আনা, জীববিদ্যাকেন্দ্রে গিয়ে অধ্যাপক লোপাতিনের সঙ্গে দেখা কর। বাচ্চা-গুলোর সম্বন্ধে কি করতে হবে তাঁকেই জিজ্ঞেস কর। তাঁকে বল আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি। চল তোমাকে পোল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।"

আনা বলল, "অধ্যাপককে এমন কথা বলা বড্ড মুস্কিল।"

জাখর পেত্রোভিচ্ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। কোন কিছুর ক্রটি ঘটলে

তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কোন দৈব-দুর্বিপাকে তিনি অভ্যস্ত নন। প্রত্যেকটা ঝেড়ে ফেলতে তাঁর অনেকদিন লাগত, কেউ তাঁকে এ-সবের কথা মনে করিয়ে দিলে তিনি তার ওপর ক্ষেপে যেতেন।

অপ্রিয় কোন ঘটনা যারা তাঁকে জানাতে চাইত না—তিনি তাদের ওপর আরো চটে যেতেন। জাখর পেত্রোভিচ ছিলেন স্বতন্ত্র ধরনের মানুষ।

"হুঁম্"—বলে দৃঢ় পায়ে দোরের দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন।

তাঁকে দেখতে পেয়েই রিব্‌কা তার মাথাটা নাড়তে নাড়তে আর তার সাজ-সরঞ্জামে আওয়াজ তুলে তাঁর দিকে এগিয়ে এল। জাখর পেত্রোভিচ যে বাড়িতে থাকতেন সেখান থেকে পৃথিবীর কোনও শক্তি রিবকাকে কিছুতেই সরিয়ে দিতে পারত না। সাধারণ মানুষরা প্রায়ই অবাক হত একথা ভেবে যে যৌথ-খামারের চেয়ারম্যান নামকরা অশ্ব-খামার থেকে যিনি ঘোড়া বেছে নিতে পারেন তিনি কিনা অতি সাধারণ যবুথবু, ছিরি-ছাঁদহীন লোমশ একটা ঘোড়ায় চড়ে বেড়ান।

ধূসর রঙের চোখের পাতার শক্ত লোমের তলা দিয়ে বেরিয়ে-আসা বাদামী রঙের চোখের দিকেও রিবকার ক্রোধে-কোঁচকানো ঠোঁটের দিকে একবার তাকালেই যে কেউ একথা না ভেবে থাকতে পারত না, "আরে, তুমি বড্ড সেয়ানা!" বলা বাহুল্য রিবকা নিজে ও চেয়ারম্যানকে মিলিয়ে 'আমরা' বলেই ভাবত। আর সে-কথা না ভেবে থাকেই বা সে কি করে? সারাদিন ধরে স্থিরভাবে মন্থরগতিতে সে চলাফেরা করত, ধৈর্য ধরে ঝড়বৃষ্টিতে বা তুষারে অপেক্ষা করত, অবসর হলে তবেই খেত, কখনও অভিযোগ করত না, যা-ই তার ওপর দাবি করা হত সে তা-ই সেই মুহূর্তে করতে তৈরি থাকত। এমন কি যখন চেয়ারম্যান এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেতেন তখন সে-ও তাঁর কাঁধের ওপর নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে কুকুরের মত তাঁকে অনুসরণ করত।

রিব্‌কা ধৈর্য ধরে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। চেয়ারম্যান ও আনা গাড়িতে উঠে বসতেই সে আদেশের অপেক্ষা না করেই স্থির পদবিক্ষেপে চলতে শুরু করল। সে যেন বুঝতে পেরেছিল জাখর পেত্রোভিচের তাড়া আছে, তাই পথের মধ্যে যখন দু'এক মুহূর্তের জন্যে তার গতিকে রুদ্ধ করা হল, রিব্‌কা অসহিষ্ণুর মত লাগামে টান দিতে লাগল এবং শেষে আবার চলতে শুরু করল—যেন সে একগুঁয়ে অবাধ্য ও স্থির-হয়ে দাঁড়াতে নারাজ ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। চেয়ারম্যান তাঁর স্তব্ধ সংলাপকারীর দিকে একটা

চাউনি ছুড়ে দিয়ে অসহায়ের ভঙ্গীতে তাঁর কাঁধটা কোঁচকালেন—যেন এই কথাই তিনি বলতে চাইছিলেন, "আমার নিজের কর্তৃত্ব যেন আমার নিজের ওপর নেই।" রিব্‌কার লোমশ পিঠের দিকে প্রশংসভরা চোখে তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সত্যিই বাড়তি সময় তাঁর ছিল না; তিনি জেলা-কেন্দ্রের দিকে তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলেন।

রিব্‌কার অভিসন্ধি বা চেয়ারম্যানের চাতুরী—কোনটাই আনা লক্ষ্য করেনি। সে তার জ্যাকেটের ভাঁজ-করা দুই প্রান্তের দিকে তাকিয়ে ছিল—যেখানে তোয়ালে জড়ানো বাচ্চাদুটো বেশ আরামে শুয়েছিল। চেয়ারম্যান তাকে জীববিজ্ঞাকেন্দ্রের দোর-গোড়ায় নামিয়ে দিলেন। সেই মূক উষ্ণ ছোট্ট বাচ্চা-দুটোকে তার বুকের মাঝে চেপে ধরে সে অনিশ্চিন্তভাবে কাছে-পিঠের একটা বাড়ির দিকে যেতে শুরু করল।

॥ দশ ॥

কলখজ থেকে ফিরে লিউবা সোজা একেবারে গবেষণাগারে গিয়ে হাজির হল। এখানে মেরুদণ্ডীদের প্রাণিতত্ত্বের পরীক্ষা নেবার জন্যে ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্না তাঁর ছাত্রদের জড় করেছিলেন। প্রথমেই লিউবার পরীক্ষা। সে একটুও ব্যস্ত-বিব্রত হয়নি। সমস্ত বিষয়বস্তুটা তার মুখস্থ ছিল, তার দিনলিপি সুশৃঙ্খল আর তার আঁকা-জোকাগুলো ছিল ত্রুটিহীন। সে স্মিত হাসির সঙ্গে তার নিজস্ব খাতাখানা তাঁর হাতে তুলে দিল। কিন্তু ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্না তাঁর ফাউন্টেন-পেনটার মাথাটা দাঁত দিয়ে কামড়াতে কামড়াতে গড়িমসি করতে লাগলেন।

নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে লিউবা শেষকালে বলল, "আমায় ক্ষমা করবেন ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্না, আমার একটু তাড়া আছে।"

"কেন ?"

"আজকে একটা বক্তৃতা আছে জন্ম, উৎপত্তি ও প্রজনন-বিদ্যা সম্পর্কে। মস্কো থেকে অধ্যাপক শুমস্কি এবং তাঁর সহকারীকে আমরা আশা করছি। যাতে সব ঠিক-ঠাক থাকে তা আমোকেই দেখতে হবে।"

ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্না লিউবার দিকে চাইতে চাইতে তার খাতাটার ওপর লম্বা অস্থিচর্মসার '৪' লিখলেন। লিউবা রাগতভাবে কাঁধটা কুঁচকে খাতাখানা হাতে করে তুলে নিল এবং প্রত্যাশার ভঙ্গীতে ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্নার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

"লিউবা, আমি ভাবলাম তোমার তাড়া আছে।"

লিউবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার খাতাখানা দোলাতে লাগল স্পষ্টতঃ কালিটা শুকিয়ে নেবার জন্যে।

"এই বক্তৃতার কথা আমি আগে শুনিনি কেন ?"

"নির্ধারিত পাঠক্রমের মধ্যে এটা নেই। এটা কমসোমল-কার্যধারার অনুষ্ঠান-সূচীর একটা অঙ্গ। চলতি প্রসঙ্গ।"

ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্না তাঁর মাথাটা নাড়লেন।

"লিউবা, সবই তোমার কাছে 'চলতি'। তুমি একবারও থেমে ভাব না কেন ? কোথায় এবং কখন এই বক্তৃতা শুরু হবে ?"

"সাতটায়—খানা-ঘরে।"

"খানা-ঘরে কেন ?"

"কেন নয় ?" লিউবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"দেখ, এটা তো কমসোমলের গোপন সভা নয়—নয় কি ?"

"না।"

"তাহলে খানা-ঘরে কেন ? বনে-জঙ্গলের মধ্যে হওয়াই সবচেয়ে ভাল হবে। ছাত্রদের উন্নতি সম্পর্কে তোমাদের শেষ সভা হয়েছিল খানা-ঘরে। সেখানে তোমরা কি নিয়ে আলোচনা করেছিলে ? উদ্ভিদ-বিজ্ঞান আর প্রাণিবিদ্যা—তাই নয় কি ? তরুলতা আর পাখি। এরা তো রয়েছে আমাদের চারদিকে। আর তোমরা কিনা নিজেদের বন্দী করে রাখছ খানা-ঘরে ! ঘুপসি ! চারদিকে প্রাচীর-পত্র মারা : 'শৃঙ্খলা রক্ষা কর !' 'ধূমপান নিষেধ !' তার ওপর ভাজাভুজির গন্ধ। লিউবা, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না এটা কত অনুপযুক্ত ? কমসোমল আইনের কোন ধারায় কি লেখা আছে যে 'কার্যধারা'—এটাকে যা তোমরা বল আর কি, সবচেয়ে অনুপযুক্ত জায়গায় নির্বাহ করা হবে ? আইনের সেই ধারাটা আমায় দেখাও তো।"

"তা মাঠে-ময়দানে করতে হবে—এমন কথা কোন ধারায় লেখা আছে নাকি ?"

"হ্যাঁ আছে—তা যদি দেখবার মত তোমাদের চোখ থাকত !" ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্‌না তাঁর সামনে রোষদীপ্ত উত্তেজিত মুখখানিকে ভাল করে দেখতে দেখতে বললেন : "এই দেখ, তুমি রেগে গেছ ! লিউবা, তুমি যদি আমার ওপর রাগ করবে বলে স্থির করে থাক তাহলে কার কথা তুমি শুনবে বল ? কেন, তুমি যখন ঠিক এতটুকু ছিলে তখন আমি কমসোমল-সংগঠক ছিলাম। মেজাজ খিঁচড়ে আছে—তাই না ? আমি তোমাকে চার দিয়েছি আর তুমি চাইছিলে পাঁচ—তাই না ? কি রকম পাঁচ চাইছিলে ?" ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্‌না হাসতে লাগলেন। "বেশ মোটা-সোটা ছোট্ট একটা বালিশের মত পাঁচ-বিজয়মালা পরে মাথা দিয়ে শোবার মত। না, লিউবা, তোমাকে আমি পাঁচ দেব না। প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে তোমার জ্ঞান তোমার কমসোমল-কানুন জানার মতই অপর্যাপ্ত।"

লিউবা জীবনে এভাবে কখনও অপমানিত হয়নি।

"ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্‌না—সমস্ত আইন-কানুন আমার মুখস্থ।"

"ঠিক তাই। লিউবা, শুধু মুখস্থবিদ্যাই সার। তুমি ঠিক এই-ই। আরে, তুমি আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন? প্রাণিবিদ্যা তুমি মুখস্থ করেছ, কমসোমলের আইন-কানুনও তাই। কিন্তু তুমি এত কুঁড়ে যে তা ঠিকমত ভাল করে পড়তেও পারনি, ভাবতেও পারনি।"

লিউবা নির্বাক রোষে সব কথা শুনল। খানা-ঘরে সভা করা নিয়ে এত কাণ্ড!

শেষকালে সে বলল, "সভা খানা-ঘরে হবেই। ছবি আর নক্সা দেখান হবে।"

"এ বক্তৃতার আয়োজন করার কোন দরকারই নেই।"

"এ কি কথা আপনি বলছেন? আমায় ক্ষমা করবেন ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্না—কিন্তু বিজ্ঞান-শাখার কমসোমল ব্যুরোর নির্দেশ আমরা পেয়েছি। আর বক্তা এরই সভ্য। কমসোমলের নিয়ম-শৃঙ্খলানুযায়ী আমি—"

"আমি জানি লিউবা, তুমি ভারী নিয়মানুবর্তী আর সেজন্যে আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমাকে বোঝাবার তুমি চেষ্টা কর। তুমি বলছ যে আইন-কানুন তুমি জান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা তুমি জান না। ও-ভাবে তোমার জানা উচিত নয়। নিয়ম-কানুনগুলো সাধারণ গতিপথের নির্দেশ দেয়। যারা এটাকে উপলব্ধি করতে পারে, কেবল মুখস্থ না করে যারা সদা-সর্বদাই সজাগ থেকে এতে তাদের দেহ-মন সমর্পণ করতে পারে তারাই প্রকৃতপক্ষে এটাকে অনুসরণ করতে পারে। লিউবা, কথাটা ভেবে দেখ। আচ্ছা, এবার কে আসবে? বেরিজেখোবা—তাকে ডেকে দাও।"

ভয়ানকভাবে বিমূঢ় হয়ে লিউবা চলে গেল।

সে ভারয়াকে চুপি চুপি বলল, "কেবল চার! বড্ড মেজাজ খারাপ। বড্ড কড়া!"

কিন্তু সে নিজ মনের গভীরতায় ভাল করেই জানত যে ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্নার মেজাজের ব্যাপার এটা নয়। তিনি ঠিক আগের মতই আছেন। কোন তফাত নেই। বিপত্তির বীজটা রয়েছে লিউবার নিজের মনের মধ্যে।

কলখজ দেখে আসার পর তার খিদে পেলেও সে খেতে গেল না। জীবনে এই প্রথম সে একা থাকবার প্রয়োজনটা যেন বোধ করল আর সে জন্যেই সে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর তিন ঘণ্টা পরে সভাটা হবার কথা—সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নেবার যথেষ্ট সময় আছে।

লিউবা উনিশ বছরের মেয়ে। তার জীবনটা ছিল শান্ত সুন্দর ও উত্তাল-তরঙ্গবিহীন। শিশুকালে সে মনে মনে তার জীবনটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল: একটা ছিল আলোবাতাসহীন অতল গহ্বর: 'বিপ্লবের আগে' বলে যার ছিল পরিচিতি আর অন্যটা ছিল সত্যকার বাস্তব জগৎ: উজ্জ্বল প্রাণবন্ত সুবিবেচনাভরা-পৃথিবী যেখানে সে জন্মেছে—যেখানে সবই পাওয়া যায়, বোঝা যায়।

একবার স্কুলের এক পাওনিয়ার সভায় লিউবা বলেছিল, "বিপ্লব হল ছুটির দিন।" তার ডেস্কটার পিছনে দাঁড়িয়ে ক্ষীণকায় গোলগাল গড়নের ছোট্ট একটা মেয়ে: হাসিভরা পিঙ্গল চোখ যার, পাওনিয়ার টাইয়ের মত লাল গাল যার, সে-ই কথাগুলো বলেছিল।

সত্যিই এটা ছিল ছুটির দিন। এ ছাড়া আর কি? যেন অনেকটা জন্মদিনের মত—তবে পারিবারিক কোন জন্মদিন নয়. কারণ একই দিনটাকে সবাই পালন করেছিল। তার মনে আছে প্রথম নভেম্বর দিবস-পালন উৎসব শুরু হয়েছিল ভোর থেকে, সে ছিল তার বাবার চওড়া কাঁধের ওপর চড়ে, তিনি তাকে জনতার ভেতর পতাকার সমারোহ আর আনন্দগানের মধ্যে পথে পথে নিয়ে বেড়িয়েছিলেন আর সে-উৎসবের সমাপ্তি হল সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে: বাতাসে সন্ত-ভাজ-পাইয়ের গন্ধে ···· কড়া মাড়-দেওয়া পর্দাগুলো জানালায় চমৎকার করে টাঙানয়,······উৎসবের সাজে সুসজ্জিত লম্বা টেবিলধারে প্রিয়জনদের সমাবেশে।

বিপ্লবের ইতিহাস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়কার প্রশ্ন থেকে যা সে জেনেছিল তা সবই একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে ও পরিচিত চেহারা নিয়ে ইতিহাস ও তাদের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধ হল তার আত্মীয়-স্বজনের, তাঁদের যৌবনের, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের, তাঁদের কাজ-কর্মের আত্মজীবনী, শিশুকাল থেকে বিপ্লবের শহীদদের ও নেতাদের নাম শুনতে শুনতে তাঁরা যেন তার পারিবারিক জীবনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হয়ে উঠেছিল। তার বাড়িতে তাঁদের ডাক-নাম আর পদবী ধরেই উল্লেখ করা হত। বিপ্লব ও সংগঠনের কাজে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করা হত। তাঁরা ছিলেন তার পিতা-পিতামহ, তার পিতৃব্য-পিতৃব্যার বন্ধু-বান্ধবী।

সরল, দৃঢ়মনা, আত্মবিশ্বাসী ও জীবনে আস্থাশীল, আচার-আচরণে—

ন্যায়বান মানুষের মাঝেই লিউবা বড় হয়ে উঠেছিল। তাঁরা লিউবাকে ভাল বাসতেন এবং তাকে পরামর্শ-উপদেশ দিতেন।

আর সে তার বাবা, মা, ঠাকুরদা, তার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী—সকলের চোখের দিকে সোজা দৃষ্টিতে তাকাতে পারত। এমনই ছিল তার শৈশবকাল। অচ্ছেদ্য বন্ধনের বোধটাই শৈশবকালকে করে তুলেছিল অধিকতর সুখকর। তার বিবেক ছিল অমলিন। কাম্য ছিল তার পরিবেশ।

তার বাবা তার অশান্ত স্বর্ণাভ কেশগুচ্ছকে নাড়তে নাড়তে বলতেন : "লিউবা, কচি সোনা লিউবা।"

সে-সময়ে সে তার নিজের জন্যেই দায়ী ছিল। তার কাজ ছিল তার পোশাক-আশাক ইস্ত্রি করে রাখা, পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া আর তার পাওনিয়ার-করণীয় কাজগুলো সম্পূর্ণ করা। তারপর ধীরে ধীরে সে অপরের দায়িত্বও নিতে লাগল। সে জানত তার ছোট ভাইবোন নম্বর কম পেলে সে তার মায়ের কাছ থেকে পিটুনি খাবে; যদি প্রাচীর-পত্র ঠিক সময়ে না বেরয় বা গ্রীষ্মকালীন শিবিরের কিশোররা তাদের দেয় ওষুধের গুণসম্পন্ন গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে না দিতে পারে তাহলে ইস্কুল কমিটি ও পাওনিয়ার কাউন্সিল তাকে তিরস্কার করবে। তারপর এল যৌবন। অচ্ছেদ্য-বন্ধনের অপরূপ অনুভূতি শৈশবকালের মত যৌবনেও অন্তরসঙ্গী হয়ে রইল। তার বিবেক ছিল নির্মল ও পরিবেশও ছিল কাম্য।

বিশ্ববিদ্যালয়েও বিধি-ব্যবস্থা যেমন হওয়া উচিত তেমনিই ছিল। কমসোমল-সংগঠক হিসাবে সে নির্বাচিত হল, তার কর্তব্যকাজ চমৎকারভাবে করে গেল, পরীক্ষায় পেল সবচেয়ে বেশী নম্বর এবং সপ্রশংসায় তার নাম ধ্বনিত হল। কিন্তু মাঝে মাঝে এই অচ্ছেদ্যবন্ধনের অনুভূতিটা তার মন থেকে উধাও হয়ে যেতে লাগল। প্রথমে এটা চলে গিয়েছিল স্বল্পকালের জন্যে, যেমন ভারয়ার আন্তরিক আলোচনায় কোন কথার বা গ্রোমাদার বিদ্রূপ-ভরা চাউনিতে তার মনটা যখন অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠত। তার নিজের ওপর বিরক্ত বা অন্যের ওপর দুঃখিত হওয়ার সময়টুকুই ছিল ক্ষণস্থায়ী ও অপ্রীতিকর। কিন্তু কোন বিষয়ের গভীরে যাওয়ার মত এতটুকু সময় সে নিজেকে দিতে পারত না। ভাবনা-চিন্তা করতে তার ইচ্ছে হত না। ক্ষণস্থায়ী সংশয়-সন্দেহগুলোকে তার সরল ও অ-মলিন জীবন-পথের ওপর পরিখা বলে মনে করে সে তার জীবন-পরিক্রমা শুরু করেছিল। এই সন্দেহ-সংশয়গুলোই

বারে বারে প্রায়ই তার অগ্রগতিকে বাধা দিতে লাগল। অতিক্রম করে যাওয়ার পক্ষে সেগুলো হয়ে উঠল আরো গভীর, আরো ব্যাপক, আরো কঠিন। ধর যদি কোনদিন তার পদস্খলন ঘটে ?

লিউবা আনন্দভরা সঙ্গীত আর সূর্যকরোজ্জ্বল ছবি ভালবাসত। সন্দেহে সংশয়ে ক্ষতবিক্ষত হওয়া, বিনিদ্র রাত্রি যাপন আর দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া কাকে বলে সে জানতই না। "আরে, ওই হল কাব্য, আরো বাস্তববাদী হবার চেষ্টা কর"—ঠোঁট কুঁচকে সে ভারয়াকে বলত; "আবার অনিদ্রা রোগে, স্নায়ুর বিকারে ভুগছ ?" বলে আল্লা আর জিনাকে ঠাট্টা করত।

কিন্তু এ বছর কি একটা যেন লিউবাকে চঞ্চল করে তুলতে শুরু করেছে, ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এ কিন্তু অনিদ্রা, স্নায়ুবিকার ও দুর্বলতাজনিত নয়।

প্রথম নিদ্রাহীন রাতের পর সে নিজেই নিজেকে বলল, "লিউবা, তোমার পদবিক্ষেপ লক্ষ্য কর।"

সেটা ঘটেছিল শীতকালে। সে ক্রাসনায়া প্রেসনেয়া জেলার একটা বিবরণী লিখেছিল। এটা তার নির্বাচনী জেলায় একটা সভায় পড়বার কথা।*

সভার আগে তার বাবা কাজ থেকে বাড়িতে অনেক দেরিতে ফিরে এলেন। টেবিলের ধারে বসে তিনি তার লেখাটা পড়তে লাগলেন। ভারী খুশী মনে তাঁর প্রশংসা শোনার আশায় আকুল হয়ে সে বসেছিল—একথা মনে করলে তার গালদুটো জ্বালা করতে থাকে। নামধাম, সন তারিখ তথ্য-কাহিনী ভরে এর আগে অনেক ভাল প্রবন্ধই সে লিখেছিল। প্রবন্ধটা পড়তে পড়তে তার বাবা ক্রমশঃ বিষণ্ণ হয়ে উঠতে লাগলেন। তারপর আস্তে আস্তে প্রবন্ধের পাতাগুলো মুড়ে রাখলেন।

"ব্যাপারটা ঠিক ও-রকমটি হয়নি।" তিনি বললেন। "তুমি আমায় জিজ্ঞেস করলে পারতে! লিউবা, তোমার বয়েস উনিশ। তোমার মত বয়সেই আমরা লড়াই করেছি। সব জিনিস ভালভাবে বোঝার সময় এই বয়সটাই। তোমার ধারণায়, বিপ্লব ঘটানোটা খুবই সহজ। তোমাদের

*Presenya মস্কোর একটা জেলা। ১৯০৫ সালে গণঅভ্যুত্থানে কর্মীদের দুঃসাহসিক সংগ্রামের জন্য বিখ্যাত। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর এর নতুন নামকরণ হয়েছে ক্রাসনায়া (লাল) প্রেস্‌নায়া।—অনুবাদক।

জন্তে সাধারণ মানুষেরা কিভাবে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল খুঁজে-পেতে দেখে নিতে তোমার অনিচ্ছা।”

পরের দিন সকালে লিউবা জেলা কমসোমল কমিটিতে গিয়ে তার রিপোর্ট দেওয়া স্থগিত রাখতে বলল। জেলা কমিটির উপদেষ্টা প্রথমে অবাক হলেন। পরে তাকে খুব বকাবকি করতে করতে সরকারীভাবে তিরস্কারের ভয় দেখাতে লাগলেন। কিন্তু তবু লিউবা অনড় হয়ে রইল। সে কটা দিন ক্রাসনায়া প্রেস্‌না মিউজিয়মে ও বিপ্লব মিউজিয়মে কাটাল। সপ্তাহ পরে সে আবার একটা বিবরণী পড়ল। ছুটির দিন বলে সভায় লোকজন তেমন হল না। শ্রোতাদের অর্ধেকের বেশি ছিল ছোট ছেলেমেয়ে ও মহিলা।

কিন্তু দুদিন বাদে এক রবিবারের সকালে ভোটদাতাদের সভায় সেই বিবরণী তাকে আবার পড়তে বলা হল। এই সময় হলটা ছিল জনাকীর্ণ।

এই অভিজ্ঞতায় লিউবা কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিল। শেষকালে সে তার ভুলত্রুটির সন্তোষজনক কৈফিয়ত খুঁজে পেল—‘আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি’। কিন্তু তারপর ভেরা ভ্যাসিলিয়েভনার সঙ্গে তার সেই আলাপ-আলোচনা……

“অধ্যাপক লোপাতিনকে কোথায় দেখতে পাব বলতে পারেন?”

যৌথ-খামারে যে মেয়েটির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেছিল সে-ই তার সামনে দাঁড়িয়ে।

তার সঙ্গে কথা বলবার পর আলেক্‌সি সেদিন সকালে যে মেয়েটিকে নিয়ে গিয়েছিল—আনা তাকেই লিউবা বলে চিনতে পারলে আর মনে মনে ভাবল, ‘একে জিজ্ঞেস না করলেই ভাল হত।’

কিন্তু লিউবা খুশীভরে হেসে সহানুভূতির সঙ্গে তার খ্যাঁক-শিয়াল-ছানাদের কাহিনী শোনাল।

তারপর সে উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, “চলুন, আমরা দুজনে ওঁকে খুঁজে নেবখন।”

চমৎকার লতাফুল আঁকা লম্বা স্কার্টটা গুটিয়ে নিয়ে একটা মেয়ে বাড়িটার প্রবেশ-পথের দেউড়ির সিঁড়িগুলো ধুচ্ছিল। মেয়েটিকে দেখতে ভারী চমৎকার আর তার পোশাক-পরিচ্ছদও সুন্দর। আনা মেয়েটির দিকে খানিক তাকিয়ে রইল। সিঁড়ি কি করে ধুতে হয় মেয়েটি জানত না। সে যে সিঁড়িটা ধুচ্ছিল তার পরেরটায় ময়লা জলের স্রোত বইছিল। ন্যাতা দিয়ে তা মুছে

ফেলার বুদ্ধিটাও তার ছিল না। হতাশার ভঙ্গীতে হাতদুটো এলিয়ে দিতে দিতেই আনার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল।

আনা বন্ধুত্বের স্বরে তাকে বলল, "পোশাকটা আপনার বদলে আসা উচিত, এটাকে একেবার নষ্ট করে ফেলবেন যে।"

লিউবা তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আল্‌লা—পরের বারে তুমি আরও ভাল পারবে। আচ্ছা ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌কে তুমি দেখেছ?"

"তিনি তো ঝোপ-জঙ্গলের ভেতরে গেছেন।"

আল্‌লা সোজা হয়ে দাঁড়াল। যাক, শেষকালে চাতাল ধোয়াটা সে শেষ করেছে। অবিশ্যি খুব ভাল পরিষ্কার হয়নি কিন্তু তবু ধোয়া তো হয়েছে। যাহোক, খানিকটা তো ভিজেছে এটা। পরিষ্কার হয়েছে কিনা তা জানা যাবে এটার জল শুকিয়ে গেলে। সে তার মুখের ভাবটা ন্যায়নিষ্ঠ কর্তব্য-পরায়ণ মানুষের মত করে উঠল আর তার দুই গোলাপীগণ্ডে টোলগুলি যেন ঝিকমিকিয়ে উঠল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ মারিনার সঙ্গে বেরিয়েছেন। সে এখন রয়েছে বেলিভেস্কির বাহিনীতে নিকিতার বদলে। নিকিতা শ্চারভের সঙ্গে দাঁতাল ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করছে। যারাই প্রাণিবিদ্যায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা সবাই তাঁদের সঙ্গে গেছে।"

"কিন্তু তোমার কি হল?"

"আমি তিন নম্বর পেয়েছি। পরীক্ষক বিশ্রী রকমের কড়া।"

লিউবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনার দিকে ফিরে বলল, "তাহলে চলুন ঐ ঝোপ-জঙ্গলের দিকে যাওয়া যাক।"

লিউবার ভাবনার মেঘটাকে ছিন্ন করে আনা জিজ্ঞেস করল, "আপনার অধ্যাপক কি খুব রাগী?"

"ভয়ানক"—অন্যমনস্ক হয়ে লিউবা জবাব দিল কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "মানে রাগী নন, তবে একটু কড়া। এখন কোন কথা বলবেন না। কাছেই পাখির বাসা আমাদের গোলমাল করা ঠিক হবে না —খুব কাছে-পিঠে অনেক বাসা আছে—রেন আর চিফচ্যাপসের।"

লিউবা চোখ কুঁচকে ঝোপ-ঝাড়গুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। সেগুলো প্রায় একই রকম দেখতে। তারপর একটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। আনা তাকে অনুসরণ করল। সম্পূর্ণরূপে ছোট ফার-গাছ-ঘেরা ছোট্ট ফাঁকা

জায়গায় তারা নিজেদের দেখতে পেল। কয়েকজন—প্রায় আটজন সেখানে জড় হয়েছে, কিন্তু স্থানটা জনমানবহীনের মত অখণ্ড স্তব্ধতায় ভরে আছে। ফারগাছগুলোর তলায় গাছ-গাছালি আর ফার গাছের চারার ঘন জঙ্গল। আনার দিকে পিছন করে একটা মেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে কিসের ওপর যেন ঝুঁকে আছে। তার ঘনকুন্তলরাশি মাটি স্পর্শ করছে। এ দেখে হিংসায় আনা নীল হয়ে গেল। মেয়েটির ঠিক সামনে কালো জ্যাকেটপরা বুড়ো মত একজন লোক। তাঁর হাতে ঔষধ-বিক্রয়কারীর একপ্রস্থ ওজন-ডালা। একটা ডালায় বাটখারা আর অন্যটায় অনুজ্জ্বল লালরঙের জীবন্ত একটা পুঁটুলি।

লতাপাতার ভেতর দিয়ে উঁকি-দেওয়া দুটি মেয়েলী মুখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বৃদ্ধটি ফিসফিসিয়ে উঠলেন: "এটা পনর গ্রাম ওজন বেড়েছে।"

আনার দিকে পিছন-ফেরা মেয়েটি কি যেন নিচু হয়ে লিখল। বুড়ো লোকটি দাঁড়িয়ে উঠতেই বোঝা গেল তিনি বেশ দীর্ঘকায়। একটা পাখির ছানাকে হাতে করে তিনি একটা বাসার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর তিনি লিউবা ও আনার দিকে ফিরে তাকালেন।

তিনি তাঁর পড়ার-ঘরে তাঁর দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করছেন—এমনি ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও নাকি?"

"আমরা একটা বিপদে পড়েছি"—লিউবা বলে উঠল। উঁচু গলায় চেঁচিয়ে কথা বলার জন্যে একাধিকবার সে ফয়ডর ফয়ডরোভিচের কাছে বকুনি খেয়েছিল—সেজন্যে সে নিচুগলায় কথা বলতে চেষ্টা করল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ অবোধ্যভাবে মাথা নেড়ে তাঁর হাতটা একটা বাসার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। পাশের গাছ থেকে ডোরা-কাটা দাগ-ওয়ালা একটা পাখি ক্রুদ্ধভাবে তাঁর দিকে একটা ক্যাটকেঁটে আওয়াজ ছুড়ে দিল। তিনি সেই দিকে ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গীতে তাঁর মাথাটা একবার নেড়ে বাসাটার ওপর ঝুঁকে বাচ্চাটাকে স্নেহভরে ফিসফিসিয়ে কি যেন বললেন। তারপর তিনি আর একটা বাচ্চা বার করে মারিনার হাতে দিলেন। মারিনা তার মাথাটা উঁচু করল। ক্ষণিকের জন্যে আনা সেই ছানাগুলো এবং ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌কে ভয় করার কথা ভুলে গেল। মারিনাকে সুন্দরী বলা যাবে কিনা একথা সে জানত না কিন্তু তার অন্তরের অন্তস্থলে সে উপলব্ধি করল যে এর আগে কখনও এমন সুন্দর কাউকে দেখেনি। তার বড় দৃঢ় মুখমণ্ডলের কমনীয় রেখা

ভ্রূযুগলের ঈষৎ-উচ্চ বঙ্কিম চারুতায় মিশে তার মুখে অপরূপ সৌন্দর্য এনে দিয়েছিল। মারিনার তুলোর ওপর বাচ্চাটাকে রেখে ছোট্ট ক্যামেরাকে ঠিক-ঠাক করার মত করে চোখদুটো কোঁচকাল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জিজ্ঞেস করলেন, "গণ্ডগোলটা কি হয়েছে?"

আনা বোঝাতে শুরু করল।

তিনি তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "চমৎকার লোক তোমরা!" তারপর এমন লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগলেন যে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে মেয়েদের প্রায় দৌড়ে যেতে হল। "বাঃ চমৎকার তোমরা! ঝোপের মধ্যে আরও দুটো ঘণ্টা বসে কাটাতে তো? পশু-প্রজননবিদই বটে! এটা আমি কিন্তু আশা করিনি! জাখর পেত্রোভিচ্ আমাকে বিপদে ফেলেছে। তোমরা নিজেদেরই লজ্জিত করেছ। অনেকগুলো ছানা তোমরা পেয়েছ। আর তাদের কেমন যত্ন-আত্তি করছ তা তোমরা নিজেরাই চোখ দিয়ে দেখ! এমন দোআঁশলা বাচ্চা সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক।"

লিউবা ফিসফিসিয়ে আনাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "যাহোক, হতাশ হবেন না যেন। রগ-চটা—কিন্তু অদ্ভুত উনি। বাচ্চাগুলোর জন্যে ওঁর ভারী কষ্ট হয়েছে।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ হঠাৎ একপাশে সরে গেলেন।

পিছন দিকে ফিরে না তাকিয়ে তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "সাবধান, একটা বাসা আছে!"

আনা থেমে বাসাটা কোথায় ও কি ধরনের পাখি সেখানে থাকে তা দেখতে চেষ্টা করল, কিন্তু সে তাকিয়ে ঘাস আর বিলবেরীস ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। আর তাই একটা ঝোপের চারপাশে দৌড়ে ঘুরে অধ্যাপকের সঙ্গে চলতে হল তাকে।

শেষকালে সাহসে ভর করে সে তাকে জিজ্ঞেস করল।

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"কোথায় বল দেখি? তোমাদের কলখজেই। বাচ্চাগুলোকে এখুনি ওদের মার কাছ থেকে সরিয়ে আনা দরকার।

আনা জোরে বলে উঠল, "আমি ওদের সরিয়ে নিয়ে এসেছি।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ হঠাৎ থামলেন।

"এ-কথা তুমি আগে বলনি কেন?"—তিনি ফেটে পড়লেন। "একটা

বুড়ো মানুষকে এমনি করে ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অকারণে দৌড় করানোর মানেটা কি শুনি?" আনাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোন সুযোগ তিনি দিলেন না। তাঁর চোখদুটো কিন্তু হাসছিল। তাঁর দাড়ি, গোঁফ আর গোঁফের মত বড় লোমভরা ভ্রূ কৌতুকে উচ্ছল হয়ে উঠল। তিনি চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করে একটা গাছ দেখিয়ে দিলেন। কাণ্ডের ওপর দিয়ে একটা ধূসর পাখি ব্যস্তভাবে তার মাথাটা নাড়তে নাড়তে দ্রুতগতিতে এঁকেবেঁকে উঠছিল। "ওটা নাট-হ্যাচ", ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ খুশী হয়ে মাথা নেড়ে গাছটার পাশ দিয়ে সাবধানে এগোতে লাগলেন। এটাকে পিছনে ফেলে এসে তবে তিনি আবার ফিরে তাকালেন। "ভয়ানক লাজুক পাখি, বড্ড লাজুক"—তিনি বোঝালেন ওদের।

আনা সাহস করে বলল, "আপনি কি বাচ্চাগুলোকে দেখবেন?"

আরে সেইজন্যেই তো এত তাড়াতাড়ি চলেছি। এখন বল তো কোথায় এবং কার কাছে তাদের রেখেছ?"

"আমি এখানে সঙ্গে করেই এনেছি।"

আনা তার জ্যাকেটের সামনে থেকে বাচ্চাদুটোকে বার করল।

"তুমি সব কথা একসঙ্গে আমায় বলতে পারনি কেন? দেখি। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফিরছ একটা কথা না বলে! আশ্চর্য মানুষ তোমরা! এমন হলে কি করে?"

তিনি দুটো ছোট্ট কালো পুঁটুলি নিজের হাতে নিয়ে তাঁর শক্ত হলদে তর্জনী দিয়ে চমৎকার কালো লোমের ওপর সাবধানে ঘা দিতে লাগলেন। বাচ্চাগুলো নড়াচড়া করল না, লোপাতিনের হাতের চেটোর ওপর সেই ছোট্ট অসহায় বাচ্চাদুটো ঘুম-ঘুম চোখে পড়ে রইল। সবচেয়ে দুঃখের কথা তারা কিছুই চাইল না। খেতেও না, পান করতেও না। স্নেহভরা জরাজীর্ণ হাতের ওপর শান্তভাবে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই না। অনুভূতি-ভরা গাঁটসুদ্ধ বাঁকানো আঙুলগুলো মমতাভরে একটা বাচ্চাকে স্পর্শ করল, সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেল এর ঘাড়ের ওপর এলোমেলো কালো স্বল্প লোমের ওপর অর্ধবৃত্তাকারে সরু সাদা ক্ষতের দাগ।

"ওর মা-টা ওকে টেনে-হিঁচড়ে নিশ্চয় নিয়ে গিয়েছিল", ফয়ডর ফয়ডরোভিচ হেঁকে উঠলেন: "আমাকে একটা বেড়াল এনে দাও। বাচ্চা-কাচ্চা আছে এমন বেড়াল। এখুনি! আর আনা সেম্‌য়োনোভ্‌না, তুমি

আমার সঙ্গে এস। এটা খুব আনন্দের কথা যে তোমরা খ্যাঁক-শিয়াল প্রজনন করানোর সিদ্ধান্ত করেছ।" ফয়ডর ফয়ডরোভিচ কথা বলতে বলতে চলতে লাগলেন। "খুব ভাল জিনিস। লাভজনক আর খুব মজার ব্যাপার কিভাবে এটা করতে হবে তা না জেনেই এতে হাত দিয়েছ—এই হয়েছে তোমাদের গলদ। খ্যাঁক-শিয়ালী কত দিন গর্ভধারণ করে ?"

আনা কোন জবাব দিল না। শুয়োর সম্বন্ধে একথা যদি উনি আমায় জিজ্ঞেস করতেন।

"জান না, তোমাদের জানা উচিত। একান্ন দিন। প্রসব করার কদিন আগে খ্যাঁক-শিয়ালীকে আলাদা করে রাখা দরকার, তা না হলে যেমনটা তুমি দেখেছ খ্যাঁক-শিয়াল বাচ্চাগুলোকে খেয়ে ফেলবে। দ্বিতীয় কথা হল, শিয়ালীকে লম্বা কাঠের নলের মত একটা ঘর বিশেষভাবে তৈরি করে দিতে হবে। অন্ধকার। মাটির নিচে গর্তের অনুকরণে। শিয়ালীটা স্বচ্ছন্দে থাকবে। যদি সে দেখতে পায় তার বাচ্চাদের দিকে কেউ চোখ দিচ্ছে, আর সে যদি বুনো-শিয়ালী হয়—মানুষ দেখতে অভ্যস্ত না হয়ে ওঠে তাহলে সে তার বাচ্চাগুলোকে টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখবে। শিয়ালীর মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে আর বাচ্চারা না মরা পর্যন্ত সে তাদের টেনে নিয়ে বেড়াতে পারে। এ-ও তুমি দেখেছ। এখন বাচ্চাগুলোকে তাদের মার কাছে ফেরত দেওয়া অসম্ভব। প্রথম কাজ হচ্ছে বাচ্চা আছে এমন বেড়ালীকে এদের দিয়ে দেখতে হবে। সাধারণতঃ এতে সুফল ফলে, কিন্তু তা না-ও হতে পারে। তাহলে সেক্ষেত্রে এদের কৃত্রিমভাবে খাওয়াতে হবে। হ্যাঁ।" ফয়ডর ফয়ডরোভিচ চুপ করে রইলেন। তারপর আনার ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে চিকিৎসকের মত সহানুভূতির সুরে তিনি বললেন, "খুব বেশী আশা নেই। মাত্র একদিন বয়েস, এভাবে টানা-হেঁচড়া করা হয়েছে আর তার ওপর তুমি এত অনভিজ্ঞ। আমি খোলাখুলিই তোমায় বলছি—বিশেষ কোন আশা নেই।"

আনা কম্পিত কণ্ঠস্বরে জবাব দিলে, "আমি যদি ওকে রবারের নিপ্‌ল দিয়ে খাওয়াই।"

"নিপ্‌ল ? না, ওতে কাজ হবে না। বাচ্চাদুটো বড্ড কাহিল হয়ে আছে —ওরা চুষতে পারবে না। ঠিক আছে, এস।"

তারা একটা ছোট বাড়ির কাছে এসে পড়ল। এটাকে ঠিক বাড়ি বলা

যায় না, অনেকটা সোডা-লেমোনেড বিক্রি করার দোকানঘরের মত। দোরেতে মরচে-ধরা মস্ত বড় একটা তালা ঝুলছে। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তালাটা তুলে ধরলেন, এটা চাবি দেওয়া ছিল না এবং আনাকে ভেতরে ডাকলেন।

ঘরটা খুব ছোট্ট। দেওয়ালের গায়ে একটা খাট দাঁড় করানো। তার মাথায় দুটো গোলগাল, পরিষ্কার ফিকে লালচে রঙের রবারের নৌকো, নিচের দিকে একটা বন্দুক, গুলির থলি, একটা সাইকেল-পাম্প, একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র, মাথায় ছাঁদ আছে এমন একটা টিনের পাত্র, আরও টুকিটাকি নানা জিনিস-পত্তর। দোরের সামনে জানালার কাছে বড় একটা টেবিল, পাখির বাসা, যন্ত্রপাতিতে, নানারকম পাখির ও ছোট জীব-জন্তুর মৃতদেহের চামড়াতে আকীর্ণ আর এই এলোমেলো ছড়ানো জিনিসের মাঝখানে রয়েছে একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ টেবিলের ওপর একটা নরম কাপড় বিছিয়ে তার ওপর বাচ্চাদুটোকে রাখলেন। তারা ক্ষীণ ও অনিশ্চিতভাবে তাদের ঠ্যাংগুলো নাড়তে লাগল। মনে হল ভোঁতা নাক দিয়ে তারা যেন কি খুঁজছে। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সাবধানে তাদের পায়ের আঙুল আলাদা করে ও তাঁর হাত দিয়ে তাদের গোলাকার দৃষ্টিহীন মাথা তুলে ধরে তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

"এদের বড্ড টানা-হ্যাঁচড়া করা হয়েছে।"—কথাটাকে তিনি পুনরাবৃত্তি করে এদের একটার নাক নিজের গালের ওপর রাখলেন—"যা ভেবেছি, একটু জ্বর হয়েছে। তবু এদের বাঁচাতে আমরা চেষ্টা করব। বন্ধু, প্রাণটা হল ভারী জেদী জিনিস।"

বিছানাটার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "বস।" আনা তার ওপরে বসল।

"না, বোতল দিয়ে খাওয়ান চলবে না। ওরা এটা টানতেই পারবে না। একটা পিচকারি দেখ দেখি। এর মধ্যে ওষুধের কাচ-নল ব্যবহার করতে পার। একটু ক্ষীর নিয়ে শারীরিক উত্তাপের সমান অল্প একটু গরম করতে হবে। তার বেশী গরম করলে এটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ওরা যখন এত ছোট্ট—এখনকার মত এই ঔষধের কাঁচ-নল করে ওদের খাওয়াতে হবে।"

লিউবা দোরের কাছে এসে উপস্থিত হল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ আশাভরে তার দিকে তাকালেন।

লিউবা দুঃখিতভাবে বলল, "মাত্র একটা আছে—সেটা হল হুলো-বেড়াল।"

"কি দুঃখের কথা। এখানে তো সবাইয়ের বেড়াল ছিল অবশ্য বেড়াল না-থাকাটা পাখিদের পক্ষে স্বস্তির কথা, কিন্তু—"

"যাই আমি, দেখি খুঁজে-পেতে। আজ রাত্রে আবার একটা বক্তৃতা আছে।"—লিউবা প্রশ্ন-জড়ান স্বরে বলল।

"তা আমি জানি।" ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ রূঢ়ভাবে বলে উঠলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আনার দিকে চেয়ে স্মিত-হেসে জমাট-দুধের একটা টিন তাক থেকে বার করলেন। "ওটা যখন একটা হুলো-বেড়াল তখন আমরাই বাচ্চাদুটোকে খাওয়াব যতদিন না একটা মেনি-বেড়াল মেলে।" টিনটা খুলে তিনি বললেন, "অল্প অল্প খাওয়াবে। রাত্রে ছ'ঘণ্টা অন্তর। বাচ্চাগুলোকে বেশ গরমে রাখবে।"—বলেই তিনি তাদের চারপাশে কাপড়টা গুঁজেগেঁজে দিতে লাগলেন যাতে ঠাণ্ডা না লাগে।

তিনি ইলেকট্রিক স্টোভটা জ্বালিয়ে খানিকটা জল গরম করে চোখে ফোঁটা-ফেলার কাচ-নলটা ধুয়ে ফেললেন। "যদি ওরা বাঁচে, ওদের সম্বন্ধে লিখে-টিখে রেখো—ওদের ওজন নিও। কিভাবে লোম গজাচ্ছে তার একটা নক্সা করে রেখো।"

আনা গর্বিতভাবে বলল, "এ দুটোই রূপালী শেয়াল। ওদের দিকে চেয়ে দেখুন, কি ঘন কালো। ঠিক বাপের মত হয়েছে ওরা।"

"রূপালী, লাল, এমন কি সাদা শিয়ালগুলো প্রথম যখন জন্মায় তখন সব কালোই থাকে। কাজেই ওরা কি হবে এটা এখনই বলা অসম্ভব।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জমাট দুধের টিনটা সস্‌প্যানের গরম জলের ওপর রাখলেন। দুধটা গরম হতেই তিনি তাতে একটু জল মিশিয়ে নেড়ে নিয়ে কাচ-নল ভর্তি করলেন।

আগ্রহের সঙ্গে আনা দেখতে লাগল সেই দক্ষ হাতদুটোকে বাচ্চাটার মুখটাকে হাঁ করাতে। সেই জরাজীর্ণ হাত ও শান্ত চোখ যেন তাকে জীবনে ফিরিয়ে আনতে লাগল। মুখের ভেতর থেকে দুধটা পড়তেই শুয়োর-ছানাদের মত বাচ্চাটা ঠ্যাংদুটো নাড়ল। ছোট্ট ঠ্যাংদুটো ফয়ডর ফয়ডরোভিচের হাতটাকে যেন অবিরত খামচাতে লাগল।

কোমল কণ্ঠে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বললেন, "বাচ্চাগুলোর বড় খিদে পেয়েছে। এর চেয়ে আমরা আর কি বেশি আশা করতে পারি? ওদের ক্ষতটায় এই মলমটা লাগাও।"

বাচ্চাদুটোকে খাওয়াবার পর তাদের গরমে রাখবার জন্যে তিনি একটা তোয়ালে দিয়ে তাদের ঢাকা দিলেন। তাকের ওপর-রাখা 'বীভার', 'কাঠ-বিড়াল', 'বন-কুক্কুট', 'নেকড়ে', 'সাবল্' ইত্যাদি মার্কা বড় ফাইলগুলো থেকে 'শিয়াল' মার্কা ফাইলটা বার করলেন।

"এ থেকে তুমি অনেক খবর পেতে পারবে। এটা নিয়ে যেতে পার : কিন্তু ফেরত এনো। তোমার জন্যে আমি আর কিছু লিখে দিচ্ছি।" এক টুকরো পরিষ্কার কাগজ নিয়ে তিনি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখতে শুরু করে দিলেন। এমন এলোমেলো পাকা চুল, এমন প্রাণরসে-পূর্ণ মস্ত বড় মানুষটির কাছ থেকে এমন লেখা কেউ প্রত্যাশা করতে পারত না। "শিয়াল-শাবকদের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার রীতি" শিরোনামায় তিনি কর্তব্য-কর্ম ও প্রশ্নোত্তরগুলো লিখলেন। কি করে বাচ্চাদের ওজন ও মাপ নিতে হয়, চোখ-ফোটা ও পায়ে প্রথম রোম গজানো ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা তিনি এর মধ্যে দিলেন। লিখতে লিখতে বার বার থেমে থেমে আনার দিকে মুখ ফেরাতে লাগলেন। ল্যাজ মাপবার সময় রুলার নয় দড়ি ব্যবহার করতে বললেন। রোমগুলো কেমনভাবে গজায় তা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে তিনি তাকে একটা আতস কাচ দিলেন।

শেষে বললেন, "আর দেখ, ওদের দাঁতগুলো দেখা-শোনা করতে যেন ভুলো না। আমি বিশেষ করে একথা বলছি। ওদের উপযুক্ত খাবার দিও, তা না হলে দাঁতগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ কাচ-নলের ধারগুলো উকো দিয়ে ঠিক করে দিতে দিতে বললেন, "ধারগুলো বড্ড ধারাল, এতে ওদের কেটেকুটে যেতে পারে।"

আনা এইভাবে একদিনের বাচ্চাকে দেখাশুনো করার রহস্যের মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবেশ করল। মায়ের দুধ খাবার সময় যাতে তাদের দম বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্যে ওদের নাকের গর্তগুলো পরিষ্কার করা একান্তভাবে দরকার এটা সে শিখল। তিনি তাকে দেখালেন কি করে তুলোর সলতে পাকাতে হয় আর ব্যবহার করতে হয়ই বা কেমন করে। তাঁর আঙুলগুলো বড় হলেও পরিষ্কার ছোট তুলোর সলতে তৈরি হল। খুব শান্তভাবেই বাচ্চাদুটো এসব সহ্য করল।

শেষকালে তিনি ওষুধের বোতল ও শিয়াল-বাচ্চা পরিচর্যা সম্পর্কে লেখা

ফাইলটা তার হাতে দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দোরের দিকে এগিয়ে এলেন।

"জাখর পেত্রোভিচকে প্রীতিশুভেচ্ছা দিও, জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্‌কেও। এই নিয়ে আরও বোঝাপড়া করবার জন্যে আমি শীগগীরই ওদের দুজনার কাছে যাব। অশ্ব-খামার চলছে কেমন? স্ত্রিমসে তোমাদের ভাল ভাল ঘোড়া আছে। আর তোমাদের নামকরা শুয়োরদের জন্যেও সাধুবাদ। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভ্য তাঁর রিপোর্টে এদের উল্লেখ করেছেন। আমি তাঁকে বলব যে তোমরা এবার শিয়াল নিয়ে পড়েছ, বলব না কি?"

"না, এটা হচ্ছে আমাদের অবসর সময়ের কাজ।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আনার দিকে তাকালেন।

"এই অবসর সময়ের কাজে শীগগীরই তোমাদের নিঃশ্বেষ ফেলার সময় থাকবে না। আর শুয়োর-ছানাদের কথা তোমরা ভুলেই যাবে।"

আনা অসহিষ্ণুভাবে তার মাথাটা নাড়ল।

"আনা সেম্‌ওনোভ্‌না—খারাপ কিছু মনে করে বলিনি। শুয়োরদের ব্যাপার ভারি মজার—শিয়ালদের ব্যাপারও ঠিক তাই। আমার এক ছাত্র ভারয়া বেরেজকোভা শিয়াল সম্পর্কে ভারী উৎসাহী। তোমরা দুজনে যদি পরস্পরে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বিনিময় কর তাহলে খুবই ভাল হয়। সে তার পর্যবেক্ষণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বনে: প্রকৃতির মধ্যে, আর তুমি কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে।"

সূর্য অনেকটা ওপরে উঠেছে। পাইন গাছ থেকে তীব্র উষ্ণ গন্ধ বেরুচ্ছিল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ দোরের কাছে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে গরম সুস্নিগ্ধ চা-পানের আনন্দের মতই সেই তীব্র উষ্ণ গন্ধ যেন পান করলেন।

"তোমার রূপালী শিয়াল কেমন আছে তা দেখবার জন্যে আমি নিশ্চয়ই যাব।"

জীববিদ্যাকেন্দ্রের ফটক পার হয়ে আনা দ্রুতপায়ে চলতে লাগল। বাচ্চা-গুলোকে মানুষ করে তোলার সঙ্কল্পটা যেন আগের চেয়ে আরও তীব্র হয়ে উঠল। বাচ্চাদুটোকে বুকের কাছে চেপে ধরে, "শিয়াল" লেখা ফাইলটা বগলদাবা করে আতস কাচ আর কাচ-নলটা যেন যাদুমন্ত্র—এমনিভাবে হাতে চেপে ধরে সে দ্রুতপায়ে পথ চলতে লাগল।

ছাত্ররা খাওয়া-দাওয়ার পর খানা-ঘরেই রইল। লিউবা একটা টেবিল একটুকরো কাপড় দিয়ে ঢেকে তার ওপর একটা জলের বোতল ও একটা গেলাস রাখল। এই আয়োজনে সে খুশীই হয়েছিল।

"আমাদের জন্যে কি চিত্তাকর্ষক ব্যাপারই না হবে!" শুমশ্‌কির একজন সহকারী যে দেওয়ালে সাঙ্কেতিক ছবি লাগাচ্ছিল তাকে সে বলল: "একশ জনের মধ্যে একশ জনই উপস্থিত থাকবে।"

আর একটা সাঙ্কেতিক ছবি খুলে ধরতে ধরতে সহকারী অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল!

হলের মাঝখান থেকে কে একজন বলে উঠল, "শুম্‌শ্‌কির মাছি।" প্রত্যেক ছবিটা ড্রোশোফিলা ফল-পাকড়ের মাছির। এই সব মাছিদের বংশপরম্পরাগত গুণের নিয়মাদি নিরীক্ষা করার জন্যে জন্ম-উৎপাদন প্রজনন-বিদ্যার গবেষণাগারকে কাজে লাগানো হয়েছিল। দ্রুত বংশ বিস্তার ও এদের লালাগ্রন্থিসমূহের ক্ষুদ্র কক্ষে ক্রোমোসোমস্‌ অস্বাভাবিক পরিষ্কারভাবে দেখা যায় বলেই গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক উপাদান বলে মনে করায় প্রজননবিদ্‌রা ড্রাশোফিলার প্রশংসা করতেন। প্রজনন-বিদ্যাবিদ্‌রা বিশেষ করে এই মতই দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতেন যে জননকোষে তুলনীয় ক্রোমোসোমস্‌ই বংশগত বৈশিষ্ট্যের একমাত্র বাহক।

একটা ছবিতে বিরাট ক্রোমোসোমকে 'পরিচিত' প্রজাতির মিলন-কেন্দ্রগুলিতে ভাগ করা হয়েছিল।

লিউবা জলের বোতলের ওপর পেনসিল দিয়ে শব্দ করে সভা শুরু হবার ইঙ্গিত করল, কিন্তু তার পিছনে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

"আমি সভাপতিত্ব করব। যাও, হলের মাঝখানে বস গিয়ে।" গ্রোমাদার কণ্ঠস্বর এটা।

"কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না, কেন আপনি···?" লিউবা অনুযোগ করে।

টেবিলের দিকে ফিরে গ্রোমাদা বললেন, "বসে পড়, শোন, তাহলেই বুঝতে পারবে।"

"আমরা তাহলে আরম্ভ করি?" বক্তাকে সে জিজ্ঞেস করল।

॥ এগার ॥

আন্টি নাসতিয়ার ওখানে কদিন বিশ্রাম করে অশ্ব-খামার ও কলখজ মোটামুটি পরিদর্শন করার যে প্রস্তাব চেয়ারম্যান করেছিলেন তা বাতিল করে দিয়ে অধ্যাপক ইলারিয়ান ইরাসতোভিচ্ শুম্শকি সোজা গবেষণাগারে চলে গেলেন।

জাথর পেত্রোভিচ্ সেক্রেটারী প্রাণিতত্ত্ববিদ্ আলেকসি ও শূকর-খোঁয়াড়-পরিদর্শিকা আনাকে ডেকে আনবার জন্যে শুরাকে পাঠালেন।

জাথর পেত্রোভিচ্ অধ্যাপককে গাড়ি থেকে একটা বাক্স বার করে আনতে দেখে খুব অবাক হয়েছিলেন। অধ্যাপক নিশ্চয় ভেবে নেননি যে যৌথ-খামার গবেষণাগারে কোন অণুবীক্ষণ-যন্ত্র নেই! তাঁরটা হয়তো বিশেষ ধরনের। কিন্তু না, এটা ছিল অতি সাধারণ একটা অণুবীক্ষণ-যন্ত্র।

যাদের ডেকে পাঠান হয়েছিল তারা খুব তাড়াতাড়ি এসে হাজির হল। অধ্যাপক আগ্রহভরা উপস্থিত সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন।

"বন্ধুরা, গৃহপালিত পশুদের বংশবৃদ্ধির উন্নতি-সাধন কতখানি দরকারী সে-কথা আপনাদের বুঝিয়ে বলতে আমায় হবে না। আপনাদের খামার-গুলোর এ কাজ করা আপনাদের পক্ষে বড় শক্ত। আপনাদের কাজ হচ্ছে উন্নত জাতের প্রাণীদের লালন-পালন করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অনুমতি নেই। যেমন ধরুন, আপনারা মনে করেন যে আপনাদের বুনো-শুয়োর কামিশ কর্তৃক উৎপাদিত শুয়োর-ছানাগুলো বিশেষ গুণসম্পন্ন। কিন্তু আসলে এটা সত্যি নয়। আপনাদের খামারে লালিত পশুগুলোকে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি এবং অন্য কলখজগুলোতেও পাঠিয়েছি। ১৯৪৬ সালে, যেমন ধরুন, কামিশের ছেলে অরলিয়োনোককে নিউওয়ে কলখজকে দেওয়া হয়েছিল। তার বংশধরদের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল হয়েছিল অতি শোচনীয়। শুয়োরগুলো হল একেবারে বাজে, দুর্বল আর নানা অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যে গুণের দাবি আপনারা করেন আপনাদের পশুপালনের—তার একটিও তাদের ছিল না।"

আলেক্সি হঠাৎ বলে উঠল, "ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, কমরেড অধ্যাপক,

আমি ওখানে ছিলাম। তারা নিয়মিতভাবে ঘনিষ্ঠভাবে জোড় খাওয়াতে শুরু করেছে : বাপের সঙ্গে মায়ের, ভাইয়ের সঙ্গে বোনের। বংশের অধোগতি এতে অপরিহার্য। এই ঘনিষ্ঠ সহযোগ কেবলমাত্র কটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটাবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।"

আলেকসির কি বক্তব্য আছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনে অধ্যাপক তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "তোমার কিন্তু ভারী ভুল হচ্ছে। নিজ বংশের ভেতর ঘনিষ্ঠ সহযোগ ঘটাবার ব্যাপার এটা নয়। এ বিষয়ে স্পষ্টতঃ তোমার প্রচুর জ্ঞান আছে…"

চেয়ারম্যান গর্বভরে বলে উঠলেন, "ও যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রজনন-সম্পর্কীয় বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করছে।"

"বেশ ভাল কথা।" শুম্‌শ্‌কি বলতে লাগলেন, "তাহলে তুমিই আমার কথা পরিষ্কার বুঝতে পারবে। আপনাদের কামিশের সন্তানসন্ততিদের ত্রুটি-বিচ্যুতি কোনমতেই নিজ বংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠসংযোগ ঘটাবার জন্যে নয়—বাপ-মার বংশগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই রয়েছে এই অসম্পূর্ণতা।"

জাখর পেত্রোভিচ্‌ আবার বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "কিন্তু কমরেড অধ্যাপক—আমরা এরকম চমৎকার পশুর উদ্ভব ঘটালাম কেমন করে? কারণ আমাদের শূকরপালকরা দিনরাত খাটে। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের মতানুযায়ী তারা বিশেষ দৃষ্টি ও আদর-যত্ন পেয়ে থাকে। আমরা নিজবংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগ হতে দিই না, প্রায়ই পুরুষ বদল করে দিই আর তাছাড়া জন্মানো বাচ্চাদের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ আমরা বাতিল করে দিয়েছি। আর এখন আমার সব কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। একটা পুরো দলের জন্যে মাত্র একটা পুরুষ আমাদের পাঠান হয়েছে। আর এটা এখানকার পক্ষে উপযোগী নয়।"

শুম্‌শ্‌কি বললেন, "কমরেড বলোশোভ, আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে এই প্রশ্নটাকে দেখছি। বাজি জেতার মত বাচ্চা সব বংশের মধ্যে থাকবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আপনার ঐ বাজি-জেতা কামিশ বা এ্যাসট্রার সন্তান-সন্ততিরা তাদের সমস্ত সৎগুণের অধিকারী হবে এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। পশুপালনের জন্যে শুদ্ধ-জাতের বন্য পুরুষ আপনাদের রাখতেই হবে—যাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য শাবক উৎপাদনকারী কৃষকদের দায়ী করা যেতে পারে।

অদম্য জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ বলে উঠলেন, "কিন্তু আপনার শুদ্ধ-জাতের পুরুষ সেকেলে ধরনের। কিন্তু আমাদের শুয়োরদের বৈশিষ্ট্যগুলি আধুনিক দাবির সদুত্তর দিতে পারে। কমরেড অধ্যাপক, আমরা স্থানীয় নতুন বংশ সৃষ্টির একান্ত কাছে এসে পড়েছি বলে বলতে পারি।"

"সেইজন্যেই তো আমি আমার অণুবীক্ষণ-যন্ত্রটা নিয়ে এসেছি। অনুগ্রহ করে এটার দিকে তাকান।" তুমি অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের ভেতর স্লাইড ঢুকিয়ে দিলেন। "দেখতে পাচ্ছেন? শুদ্ধ-জাতের পুরুষ শূকরের—যেটার সম্বন্ধে আপনারা আপত্তি তুলেছেন জনন-কোষের থেকে এটা নেওয়া হয়েছে আব এইটা হল আপনাদের পুরুষ শূকরের যাকে মেরে ফেলবার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যেটা আপনারা বলছেন শুদ্ধ-জাতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আপনারা এখানে কি দেখছেন? এই কালো রেখাগুলো হল ক্রোমোসোমস—উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলো হস্তান্তর করতে সমর্থ। আচ্ছা, এইবার এখানে দেখুন। দেখতে পাচ্ছেন? ক্রোমোসোমস্-গুলোকে গুনুন। তাদের গড়নটা দেখুন। পশুপালকের পাচনবাড়ির মত।" শুমশ্কি শেষ কথাটা বেশ উপভোগ করেই যেন বললেন এবং সত্যি সত্যি তিনি হাসলেন। তাঁর শ্রোতারা বুঝতে পারবে এমন উপমা তিনি খুঁজে পেয়েছেন দেখে তিনি নিজেই খুশী হলেন। "আচ্ছা এরপর এগুলি দেখুন, যদি আপনারা এগুলি সতর্কতার সঙ্গে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে উভয় বিভাগেই ক্রোমোসোমসের সংখ্যা ও আকৃতি এক ও অভিন্ন। অতএব, এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে আপনার পুরুষ-শূকররা তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলো হস্তান্তর করতে পারে না।"

একজন একজন করে প্রত্যেকেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখে শ্রেণীগত তুলনা করে, ক্রোমোসোমস গুনে এক থেকে অন্যের তফাতটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

"আচ্ছা এগুলো কি?" ক্রোমোসোমসের মধ্যে ছড়ানো কতকগুলো ছোট কালো দাগ দেখিয়ে বিনীতভাবে জাখর পেত্রোভিচ্ জিজ্ঞেস করলেন, "রঙ এবং অন্য সব দিক দিয়ে এগুলো ক্রোমোসোমসের মত বলে মনে হচ্ছে।"

"ও কিছু না, কিছু না। ওগুলো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।" শুমশ্কি বললেন। জাখর পেত্রোভিচ্ অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের কাছে সরে এলেন।

"ওগুলো ধর্তব্যের ভেতর না হতে পারে, কিন্তু কে বলতে পারে যে বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলো এই অতিক্ষুদ্র কালো দাগের মধ্যে নেই?" তিনি একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করেন, "কমরেড অধ্যাপক, আপনি কি জানেন আপনাকে কি অনুরোধ করতে আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে? আসুন আর আমাদের পশু-খামার দেখুন একবার। এই কোষ ছাড়া আমরা আর অন্য কিছু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব না কেন? আসুন, যত শূকর আছে সব দেখা যাক। একত্রিশ নম্বর ডেইজির মেয়ে হল এ্যাশত্রা। এ শূকরীটাকে আপনার দেখা দরকার। একবারে কুড়িটা বাচ্চা দিয়েছে ও। খুব কঠোর ভাবে বাছাই করেও কম করে আটটা প্রথম শ্রেণীর শূকর হবে এ আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। আটমাসের মধ্যে এগুলো বাজারে পাঠাবার উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর আপনার শুদ্ধজাতের বাচ্চাগুলোর সাবালক হতে লাগছে আঠার মাস। পশুপালক হিসাবে এটা আমার উপযুক্ত হচ্ছে না। খরিদ্দার মস্কো তো হাতের কাছেই। কমরেড অধ্যাপক, আপনাদের তো খাওয়াতে হবে অথচ আপনি আমায় আরও সাত মাস অপেক্ষা করতে বলছেন।"

আনা বলল, "ঠিক বলেছেন। আসুন আমাদের শূকর-খোঁয়াড় দেখে যান। আমাদের শূকরগুলো দেখতে কেমন আর তাদের ওজনই বা কত—সব কিছুই দেখতে পাবেন।"

শুমশ্‌কি তাঁর কাঁধটা কোঁচকালেন।

"আপনাদের শূকরগুলো দেখতে পেলে খুশীই হতাম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার এতটুকু সময় নেই। মোটামুটি আমি যা বলেছি তা পুনরুক্তি করে বলি যে আপ্রাণ যত্নে শূকরদের মধ্যে আপনারা সদ্‌গুণগুলো ফোটাতে পারেন। এ খুব ভাল কথা। কিন্তু তদ্দ্বারা নতুন জাতের স্রষ্টা বলে তাদের কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। আপনাদের খামারে ভাল-জাতের উৎপাদন আপনারা করছেন এবং আমাদের দেশ তা পেয়ে খুশী হয়েছে। এই-ই আপনাদের কাজ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা যেখানে কর্মনিরত আছেন সেখানেই নতুন জাতের শাবকের জন্ম ঘটান হবে।"

নিজেকে সংযত করতে না পেরে চেয়ারম্যান বলে উঠলেন, "কমরেড শুমশ্‌কি, ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমি যতদূর জানি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য পেত্রোভ একজন বড় বৈজ্ঞানিক। তাঁর কার্যাবলী পরীক্ষামূলক খামারগুলির ওপর

শুধু নয়—পশু-খামারগুলোর ওপরেও ভিত্তি করে চালিয়েছিলেন। তাছাড়া অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা……"

শুমশ্‌কি শেষে বিরক্তভাবে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "একটু উন্নত ধরনের শূকর জন্মিয়েই আপনারা ভাবেন নতুন জাতের সৃষ্টি করলাম। কিন্তু নতুন জাত সৃষ্টি করতে লাগে বহু বহু বছর। আর একথা আপনারা মনে রাখবেন, নতুন জাতের ক্রমবৃদ্ধির বাঁকা রেখাটা বর্তমানে ক্রমাবনতিই নির্দেশ করে দিচ্ছে।"

আলেক্‌সি বাধা দিয়ে উঠল: "বাঁকা রেখা নিয়ে নয়—আমরা বলছি জ্যান্ত শূকর সম্পর্কে। নতুন জাতের সৃষ্টি করার সময়কালটা বদলে গেছে। আমার যদি ভুল না হয় সাইবেরীয় জাতের শূকর পেতে আট বছর লেগেছিল।"

ঈর্ষার সঙ্গে জাখর পেত্রোভিচ্ বললেন, "সাইবেরীয় জাতের পত্তন ঘটেছে ১৯৪২ সালে—আমার কাজ-কর্মগুলো যদি শত্রুরা নষ্ট করে না দিত তাহলে আমিও একটা দামী জাতের সৃষ্টি করতে পারতাম। আমি আপনাকে খোলাখুলিই বলছি যে যুদ্ধের আগে এই ধরনের কাজের ওপর মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।"

জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ বললেন, "অধ্যাপক শুমশ্‌কি, আর একটা ব্যাপার আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমি মিচুরিনের কাজ বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করে দেখেছি। আমি নিজে ফল-উৎপাদক, আমি তাঁর সমস্ত তত্ত্বীয় সিদ্ধান্তকে বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখেছি। আপনি বলছেন যে জনন-কোষই বংশগত বৈশিষ্ট্য হস্তান্তরিত করে থাকে; কিন্তু মিচুরিন একমাত্র মেণ্টার প্রথাতেই তিনশরও বেশী নতুন জাত-এর সৃষ্টি করেছিলেন। আর এই প্রথায় জনন-কোষ কোন অংশই গ্রহণ করেনি।"

শুমশ্‌কি হাসলেন।

"আমাদের আলোচনা ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। আধুনিক প্রজনন-বিদ্যা-বিজ্ঞান ব্যাখ্যাত বংশ-পরম্পরাগত গুণের নিয়মাদি আপনাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে জটিল হয়ে দাঁড়াবে। পৃথিবীর সর্বত্র গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রজনন-বিদ্যা-বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি-লাভ করেছে আর আমাদের সোভিয়েত প্রজনন-বিদ্যাবিদ্‌রা এসে দাঁড়িয়েছেন প্রথম সারিতে। আমরা আশাকরি যে আমাদের বিজ্ঞানীরা অনেক গুণবিশিষ্ট—সেরাজাতের জীবজন্তু আপনাদের উপহার দেবেন যেমনটি আপনারা চান।"

শুমশ্‌কি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর অণুবীক্ষণ-যন্ত্রটা সরিয়ে দিলেন।

জাখর পেত্রোভিচ্ দুঃখিত হয়ে বললেন: "কমরেড অধ্যাপক, আমি বুঝতে পারছি না—সত্যি আপনাকে খোলাখুলিই বলছি যে আপনি এটা কি-ভাবে করলেন তা বুঝতে পারছি না। বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে। আমাকে শুদ্ধজাতের শাবক দিচ্ছে। আমার নিজের সৃষ্ট-জাতের তুলনায় এই শুদ্ধ-জাত আমার বিচিত্র বাজারটা দিচ্ছে সাত মাস পিছিয়ে।"

"এক পা এগোনো আর দু পা পিছানো আর কি।" আলেক্‌সি বলল।

শুমশ্‌কি আকস্মিকবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন।

"কতদিন তুমি পড়াশোনা করছ?"

"এই সবে আমার চতুর্থ-বার্ষিক শ্রেণী হচ্ছে।"

"ছাত্র-বন্ধু, আমার সঙ্গে তর্ক করা তোমার পক্ষে একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে বলে কি তোমার মনে হচ্ছে না?"

"খারাপ কিছু মনে করে তো আমি বলিনি। আমরা কেবল সত্যিকার তথ্যটাই দিচ্ছিলাম।"

"জীবিত জীবজন্তু সম্পর্কে তোমরা দিচ্ছিলে তথ্য আমি বলছিলাম তাদের বংশগত বৈশিষ্ট্যের কথা। আর আমি তোমাদের জোর করে একথা বলতে পারি যে তোমাদের সুন্দর শুয়োরগুলো নিকৃষ্ট ধরনের শাবকের জন্ম দেবে।"

আলোচনা অসার এটুকু বুঝতে পেরে জাখর পেত্রোভিচ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুমশ্‌কির দিকে ফিরলেন।

"অধ্যাপক, আপনি একটু কিছু খাবেন না?"

"না, ধন্যবাদ। আমার খুব তাড়া আছে। শহরে খেয়ে এসেছি।"

গাড়িতে উঠে বসার পর আনা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। বাচ্চা ছেলের মত সানুনয়ে সে বলে উঠল: "কমরেড অধ্যাপক, অন্ততঃ একবার এসে আমাদের শুয়োরগুলো দেখুন। শুয়োর-খামারটা খুব কাছেই। একবার অন্ততঃ আসুন!"

বাচ্চা ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন এমনি কোমল কণ্ঠে খুশী হয়ে শুমশ্‌কি জবাব দিলেন: "আর একদিন যাব।"

গাড়িটা ছেড়ে দিল।

বক্তৃতা শুরু হবার পর শুমশ্‌কি এলেন। তিনি সোজা মঞ্চে চলে গেলেন, কারণ সভাপতিত্ব করা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। গিয়েই জনাকীর্ণ

খানা-ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁর হঠাৎ চোখ পড়ল পিছনে—বেঞ্চিতে ছাত্রদের মধ্যে উপবিষ্ট লোপাতিনের ওপর। "এ্যা! ওঁকে সভাপতি-মণ্ডলীর সভ্য ওরা করেনি", হিংসাভরা আনন্দে নিজের মনেই তিনি কথাগুলো বললেন। সহসা নিজেকে সংযত করে নিলেন যখন দেখলেন এখানে সভাপতি-মণ্ডলীর কোন অস্তিত্বই নেই। তিনি আর গ্রোমাদাই টেবিলের কাছে রয়েছেন। শুমশ্‌কি একটা সিগারেট ধরিয়ে বক্তৃতা শুনতে শুরু করে দিলেন।

* রোগা, চেকনাই-করা চুল, তরুণ বক্তা তার শিক্ষকের ভাবভঙ্গী ও মুদ্রা-দোষ অনুকরণ করে বিশ্বাসভরে দ্রুতবেগে বলে যাচ্ছিল। তার নিজস্ব কোন ধারণা না থাকায় ও নিজে পরিশ্রমী ও বাধ্য ছাত্র বলে সে শুমশ্‌কি ও তার সহকারীদের দৃঢ় উক্তিগুলোরই পুনরাবৃত্তি করছিল: "প্রতিটি জীবদেহের কাছে দুটি অংশ—শরীর অথবা ধড় ও জনন-কোষ, শেষোক্তটিতে আছে বংশগত প্লাজমের যৌগিক ক্রোমোসোম। এই সব ক্রোমোসোমের প্রজাতি-গুলোই কেবল বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে। জীব-দেহকে যে কোন অবস্থাতেই রাখা হোক না কেন, ক্রোমোসোম দ্বারা পূর্ব-নির্দিষ্ট বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলোর কোন পরিবর্তন ঘটে না। একথা সত্যি যে ক্রোমোসোমে প্রজাপতির বিন্যাসের ব্যাঘাত ঘটলে বংশগত জটিলতায় অদৃষ্টপূর্ব পরিবর্তন ঘটে তা পরে ভবিষ্যৎ-বংশধরগণের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়। যেমন ধরুন, অধ্যাপক শুমশ্‌কি যে ফলের মাছি নিয়ে গবেষণা করছিলেন তার নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে চোখের নীল রঙে। শুমশ্‌কি সাধারণ লাল-চোখো মাছির বদলে সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন নীল-চোখো ড্রোশোফিলা···বিজ্ঞান-জগতে এটাকে স্মরণীয় ঘটনা বলে মনে করা হয়। বিদেশে তাঁর এই গবেষণা-কথা প্রকাশিত হয়েছিল এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

"মানুষ নিজে অভিপ্রেত পরিবর্তন আনতে অসমর্থ। নতুন আকৃতি সৃষ্টি করার ব্যাপারে সে শক্তিহীন। প্রজনন-বিদ্যাবিদরা হঠাৎ পরিবর্তনগুলোই অবিষ্কার করতে পারেন কৃত্রিম নির্বাচনের দ্বারা, ক্রোমোসোমে প্রজাতির নিয়ম-পদ্ধতিতে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে এই পরিবর্তনের ধারা রক্ষা করতে অথবা ক্রোমো-সোমের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাতে পারেন।"

শুমশ্‌কি বিনীতভাবে শ্রোতাদের দিকে একবার তাকালেন। তিনি ভাবছিলেন যে বিজ্ঞান-জগতে এখন যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তার তিলমাত্র

ধারণা ছাত্রদের নেই ; তাদের অপরিণত মনকে এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা কর্তৃপক্ষ করছেন। বলা বাহুল্য যে লাইসেনকোর নাম বক্তৃতায় বা শিক্ষাসম্পর্কীয় অনুষ্ঠানে কখনও উল্লিখিত হতে দেখা যায় না।

শ্রোতাদের সম্পূর্ণ নীরবতা দেখে শুমশ্‌কি গ্রোমাদার কাছে মন্তব্য করলেন :

"সভা বেশ ভালই হচ্ছে। বেশ সুশৃঙ্খল।"

"এইরকম প্রায়ই আমাদের তত্ত্বীয় গবেষণা-সভা করা উচিত।"

গ্রোমাদা তখুনি সায় দিল।

বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল।

"কোন প্রশ্ন আছে ?"—গ্রোমাদা জিজ্ঞেস করল।

স্তিপ্যান পোরোসিন ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল। ছাত্ররা উৎকণ্ঠাভরে অপেক্ষা করতে লাগল। সে এত চুপ করে থাকত যে আসলে তার গলার স্বরটা যে কেমন সে বিষয়ে অনেকেরই কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু পরে দেখা গেল গভীর খাদে নামান তার কণ্ঠস্বর।

"ক্ষমা করবেন, এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা ঠিক আমি বুঝতে পাচ্ছি না। আপনি বললেন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটেছে। আমি যা জানতে চাই তা হল এই, মাছিগুলো অনিষ্টকর অথবা উপকারী ? আর চাষীদের কাছে এই আবিষ্কারের কোন মূল্য আছে কি না ?"

বক্তা ধৈর্যধরে বোঝাতে শুরু করলেন যে ড্রোশোফিলা পর্যবেক্ষণের পক্ষে অদ্ভুত রকমের সুবিধাজনক এবং অনেক বছর ধরে একটা প্রজনন-বিদ্যাকে সেবা-সাহায্য দিয়েছিল। স্তিপ্যান শেষ পর্যন্ত তার বক্তব্য শুনল। তারপর শ্রোতাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগল :

"সম্ভবতঃ এঁর কথাই ঠিক। এর ঠিক বিচার আমি করতে পারব না। আমি আশা করি পরে আমি তা বুঝতে পারব। এখুনি আপনি বললেন যে অনেক বছর ধরে আপনারা এই মাছি নিয়ে গবেষণা করছেন। ঠিক আছে, আপনারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ? আমাদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ?"

নিজের ধৈর্যে স্পষ্টতঃ আশ্বস্ত হয়ে বক্তা পুনরাবৃত্তি করে বলল যে প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে মাছির বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। কিন্তু এটা

গবেষণাগারের গবেষণার কাজে সহায়তা দেয় ও এই গবেষণার ফলাফল অন্য জীবজন্তুর ওপর প্রয়োগ করতে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করে।

খুশী হয়ে স্তিপ্যান সায় দিয়ে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা এই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি এই উপসংহারে গিয়ে পৌঁছেছেন যে বংশগত বৈশিষ্ট্য ক্বচিৎ কখনো পরিবর্তিত হতে পারে।"

শুমশ্‌কির সহকারী তার ঘৃণার ভাবটা লুকোবার চেষ্টা না করেই বলল, "ঠিক তাই।"

প্রকাণ্ড কালো বেড় দিয়ে ভাগ-করা সাঙ্কেতিক ছবিটাকে দেখিয়ে স্তিপ্যান বলল, "আপনি এই কথাই বোঝাতে চাইছেন যে মানুষ নিজের দরকার মত আপনার এই ক্রমোসোমকে ভেঙেভুঙে নিতে পারে না? দৈবাৎ নয়, আমাদের দরকার মত।"

বক্তা নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। শুমশ্‌কি হাসলেন।

গ্রোমাদাকে ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন, "কি সরলতা।"

গ্রোমাদা চোখ কুঁচকে স্তিপ্যানের কথা শুনছিলেন। শুমশ্‌কি চেয়ারম্যানের মুখের ভাবটা ঠিক অনুধাবন করতে পারলেন না। একটু নীরব থেকে স্তিপ্যান আবার বলতে শুরু করল :

"বন্ধুগণ, ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে মনে করি যে আমরা যা চাই তা এই ধরনের বিজ্ঞান নয়। আমরা এমন বিজ্ঞানের সাধনা করব যা মানুষকে প্রকৃতির ওপরে অধিকতর কর্তৃত্ব এনে দেবে।" স্তিপ্যান নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়ল। আসনে বসেও তার উত্তেজনা যায়নি তা স্পষ্ট বোঝা গেল। সে ক্রোধে চেঁচিয়ে উঠল, "এই নীল-চোখো মাছি নিয়ে ঘোড়ার ডিম আমাদের হবে কি?"

মারিনা ফিসফিসিয়ে উঠল, "আঃ স্তিপ্যান, তুমি বলছ কি! নীল-চোখ-ওয়ালা মাছি! কি মিষ্টি-মধুর!" মারিনা কথাগুলো আস্তে কোমলকণ্ঠে বললেও ঘরের মধ্যে সবাই সে-কথা শুনতে পেয়েছিল। গ্রোমাদা জলের বোতলটার ওপর টকটক শব্দ করার আগে হাসির ঢেউটা মিলিয়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করল।

বক্তার সঙ্গে শুমশ্‌কির দৃষ্টি বিনিময় হল। লোপাতিনের তা চোখ এড়াল না। তার জন্যে কি যে অপেক্ষা করে আছে সে বিষয়ে শুমশ্‌কি স্পষ্টভাবে কিছু বুঝে উঠতে পারেননি। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ, কিন্তু পরিষ্কার স্পষ্ট

বুঝতে পেরেছিলেন ঘটনাটা কিভাবে দানা বেঁধে উঠছে। দ্বিতীয়-বার্ষিক ছাত্রদের সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল তিনি তাদের 'বিজয় সেনানী' বলতেন। সত্যি, তৃতীয়ের চেয়ে দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীতেই ছিল ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশ কিছু বেশী। ইস্কুল থেকে সোজা ওরা এসে ঢুকেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। মনে মনে এদের নামকরণ করেছিলেন 'চড়ুই' বলে। উদ্বেগ, উত্তেজনা ও বিরামহীন কলগুঞ্জনে ও তাদের যুবোচিত আগ্রহে এরা তাঁকে খুশী করে তুলত। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পদার্পণ করতেই তারা একেবারে মানুষ হয়ে উঠত। তাছাড়া দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা-- স্তিপ্যান, কাতিয়া, বেলকিনা ও গ্রোমাদার মত অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের তিনি ভালবেসে ফেললেন। চিন্তাশীল বয়োবৃদ্ধ হলেও তারা ছিল প্রায় তরুণ, বেশ শক্তসামর্থ ও মনসংযোগে ছিল অদ্বিতীয়। অনেক পোড় খেতে হয়েছে তাদের, ইস্কুলে যা শিখেছিল তা গিয়েছিল ভুলে। তরুণদের চেয়েও তাদের কাছে লেখাপড়া শেখাটা কঠিন হলেও এ-ব্যাপারে তারা উন্নতি করেছিল বেশী। শুমশ্‌কি পড়াশোনার দিক দিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের 'দুর্বল' বলে মনে করতেন। কিন্তু ওইখানেই তার হয়েছিল ভুল। অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের প্রভাবে পড়ে 'চড়ুই পাখিরা' আরও বেশী চিন্তাশীল ও পরিশ্রমী হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া, এদের মধ্যে অনেকেই, যারা এসেছিল সোজা ইস্কুল থেকে, যারা পেয়েছিল সাধারণ শিক্ষা এবং এই যুদ্ধের ভেতরই যারা বড় হয়ে উঠেছিল, ছিল অস্বাভাবিক রকমের চিন্তাশীল। মারিনা, নিকিতা—কাউকেই 'চড়ুইদের' মধ্যে ঠিক মানাত না। অর্ধেক ডানা-গজান-'চড়ুই' আর এই যুদ্ধে অভিজ্ঞেরা সপ্তও প্রভাব-বিস্তারকারী শক্তির প্রাণসঞ্চার করে সমস্ত শক্তি দিয়ে বিজ্ঞানের দিকে দুর্দমনীয় বেগে এগিয়ে চলেছিল। ছোট হলেও তাদের নিজেদের সংঘ-শক্তি ছিল বেগবান। গ্রোমাদা এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত করে তুলে পাখা-গজান মাথাওয়ালা 'চড়ুইদের' একত্রিত করেছিল।

কাতিয়া বেলকিনা বক্তৃতা দিতে শুরু করেছিল। চেহারাটা ছোট্টখাট্ট, গোলগাল মুখে তিল, হাসিখুশীভরা ঈষৎ বাদামী চোখ, দেখতে ইস্কুলের মেয়ের মত, তার তেইশ বছর বয়েস হয়েছে তা বিশ্বাসই করা যায় না। আর জার্মানরা এই খাঁদা নাক, স্বল্প চুল আর ছোটখাট মেয়েটিকে ধর্তব্যের

মধ্যেই আনেনি এবং ভাবতেও পারেনি যে প্রতিরোধ-বাহিনীতে এই মেয়েটি ছিল সেরা সংবাদ-প্রদানকারিণী।

কাতিয়া বলতে শুরু করল :

"এই কথাই আমি আপনাদের বলতে চাই যে যুদ্ধের আগে আমি ছিলাম ইস্কুলের ছাত্রী। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তখন ভেবেই পাচ্ছিলাম না কোন বৃত্তি আমি বেছে নেব। একবার মনে হত আমি অভিনেত্রী হব, আবার অন্যসময় মনে হয় সাহিত্যের অধ্যাপনা আমি করব। জীববিদ্যার কথা আমি কখনও ভাবিনি। আমি খুস্ক-এর অধিবাসিনী। আপনারা সকলে জানেন যে খুস্ক অধিকৃত হয়েছিল। লালফৌজ শত্রুদের তাড়িয়ে দিলে আমরা আমাদের বিধ্বস্তপ্রায়-গৃহে আবার ফিরে গেলাম। শহরের ও আশেপাশের খামারবাড়িগুলোর সবকিছুই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। গৃহ-পালিত পশু ও হাঁস-মুরগী হয় মরে গেছে, নয়তো শত্রুরা নিয়ে গিয়েছিল—সব সেরাগুলোকে দেশের বাইরে পাচার করে দেওয়া হয়েছিল। ফলের বাগানের গাছপালা কেটে ও পুড়িয়ে একেবারে ভূমিসাৎ করে ফেলা হয়েছিল। অবস্থাটা খুবই মর্মন্তুদ ও শোচনীয়—খেতে ফসলের একটা দানা পর্যন্ত নেই। বৈজ্ঞানিকপ্রথায় খেত-খামারের প্রয়োজনীয়তা সেই প্রথম আমরা উপলব্ধি করলাম। তাড়াতাড়ি ফলে এমন মিচুরিন বীজের চারা আমাদের দেওয়া হল। চমৎকার গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগী আমাদের কাছে পাঠান হয়েছিল। আমাদের সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মিচুরিন, ইভানভ্ প্রভৃতির মত মানুষেরা কি করছেন—সেই আমরা প্রথম দেখলাম এবং পড়লাম। আর তখনই আমরা জীববিদ্যাবিভাগে ভর্তি হবার জন্যে মনস্থির করে ফেললাম। অধ্যাপক শুমশ্‌কি, প্রজননবিদ্যা পড়বার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে ছিলাম। কারণ আমার মনে হয়েছিল যে এই বিজ্ঞানই নতুন ধরনের তরুলতা, ফল-ফুল ও পশু-পাখি সৃষ্টি করতে আমাদের অনেকখানি সহায়তা দিতে পারবে। কিন্তু আপনার মতে এ-সবই অসম্ভব। কিন্তু তা কি করে হতে পারে? আপনাকে আমি খোলাখুলিই বলছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দায় আপনাকে দেখতে পেয়ে আমি ভারী আনন্দ পেয়েছিলাম। আমি জানি কোন কাজ নিয়ে আপনি খুস্কে গিয়েছিলেন। আমি ভাবতে লাগলাম : কি আশ্চর্যের ব্যাপার বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এক অধ্যাপককে পাঠান হয়েছে আমাদের এই বিধ্বস্ত শহরকে সহায়তা দেবার জন্যে! অধ্যাপক, যে মাছি নিয়ে এত আলোচনা—

সে-বিষয়েই এই কিছুক্ষণ আগে আমি আপনার বইটা পড়েছি। অবশ্য এর সব কিছুই এখনও বুঝতে পারিনি। প্রজনন-বিজ্ঞান অবধি আমরা এখনও আসিনি। কিন্তু আমি জেনেছি যে আপনি ড্রোশোফিলার কিছু সংখ্যক ক্রোমোসোমের ওপর যুদ্ধের ফলাফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। আমি জানি এটা বিজ্ঞানের মহামূল্যবান আবিষ্কার হতে পারে কিন্তু যদি আপনি বলেন যে প্রকৃতির ওপর মানুষের কোন অধিকার নেই তাহলে এই ধরনের আবিষ্কারে যে কি লাভ তা আমি সত্যিই বুঝে উঠতে পারি না। আপনার এ কাজের লাভটাই বা কি তাহলে?"

"আমরা এখন গৃহপালিত পশু-উৎপাদন ও ফল-মূল ফলন করা নিয়ে আলোচনা করছি না—আমরা বাস্তব নয়—তত্ত্বীয় প্রজনন-বিদ্যা-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছি—", তার কথায় বাধা দিয়ে শুমশ্‌কি বলে উঠলেন।

"আমি বুঝতে পারছি—তা আমি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারছি। কিন্তু যা মানুষকে বেঁচে থাকতে ও জীবনধারণ করতে সহায়তা দেয় এমন বিজ্ঞান সম্পর্কে আমি কিছু শুনতে চাচ্ছি।"

বাধা দিয়ে এবার বিদ্বেষভরা কণ্ঠে শুমশ্‌কি বলে উঠলেন, "তাহলে তোমাকে তো গৃহপালিত পশু-উৎপাদন কলেজে যেতে হয়।"

কাতিয়া বলে উঠল, "না, গৃহপালিত পশু-উৎপাদন কলেজে আমি যাব না। প্রবেশিকা পরীক্ষা কষ্ট করে আমায় পাশ করতে হবে। স্নাতক না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই আমি পড়তে থাকব। আমি বিজ্ঞানী হতে চাই। খেত-খামারের সমস্ত রকম কাজে যা আমাদের সহায়তা দেবে আমি এমন সব বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে চাই।"

কাতিয়া নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

ভারয়া অখণ্ড মনোযোগে কিন্তু কিছুটা অবাক হয়ে সব আলোচনা অনুসরণ করছিল। বক্তৃতার সমস্ত কিছুই এমনকি নীল-চোখে-মাছি প্রসঙ্গটুকুও তার কাছে প্রকৃত সত্য, চিত্তাকর্ষক ও দরকারী বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু স্তিপ্যান ও কাতিয়া যা বলেছিল তা তাকে আরও গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, মনে হয়েছিল এর গুরুত্ব অনেক বেশী। দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হলেও তার মনে হল তারা সুখ্যাত অধ্যাপক ও তাঁর সহকারীদের চেয়ে সত্যের অনেক কাছে এসেছিল। অধ্যাপক শুমশ্‌কি যেভাবে কাতিয়াকে বাধা দিচ্ছিলেন তা তার ভাল লাগেনি। সবাইকে কথা বলতে দেওয়া

উচিত। বাধা দেওয়াটাকে সে ঘৃণা করত। গভীর অভিনিবেশে তার নিচের ঠোঁটটা কামড়ে, চোখ বড় বড় করে, তার প্রকাণ্ড কপালটাকে কুঁচ কে সে শুনতে লাগল। একজনের পর একজন করে ছাত্ররা এসে বক্তৃতা দিয়ে যেতে লাগল।

ছাত্রদের বিজ্ঞ এবং সাবধানী হতে দেখে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ খুব খুশী হয়েছিলেন। যাদের একটু বদনাম ছিল বা নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার জন্যে যাদের সতর্ক করা হয়েছিল শুধু তারাই নীরব হয়ে রইল। তারা বক্তৃতা না দিলেও তারা দৃষ্টি বিনিময় করে। একে অন্যকে ঠেলা দিয়ে এবং যারা বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে বক্তব্য বিষয়ের নানা সূত্র লিখে পাঠাতে লাগল। সবচেয়ে বেশী নম্বর পাওয়া সব-সেরা ছাত্রেরা বক্তৃতা দিতে লাগল। এইভাবে তারা তাদের যুক্তির সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রইল। স্পষ্টই বোঝা গেল তাদের যা শেখান হয়েছে তা তারা সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে - কিন্তু তারা যে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক বিতর্ক আলোচনার অংশগ্রহণ করবার উপযুক্ত নয় তা তারা বুঝতে পেরেছিল। তারা তাদের বিস্ময় ও বিমূঢ়তা প্রকাশ করতে লাগল এবং যে সব প্রশ্ন অধ্যাপক শুমশ্‌কি এবং তাঁর সহকারীকে করা হয়েছে তার জবাব দেবার জন্যে তাঁদের দুজনকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগল।

ছাত্রেরা যে বক্তৃতা শুনেছিল বা যে বইগুলো পড়েছিল—তার ধার দিয়েও গেল না—তাদের নিজেদের জানা বিষয়গুলোই তারা উল্লেখ করতে লাগল।

তারপর শুরু হল জিনা রেজিকোভার বক্তৃতা। শুমশ্‌কির তত্ত্বাবধানে সে কাজ শুরু করেছিল—ইচ্ছা ছিল তার জীববিদ্যাবিদ হবার। সে পূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করে বলল যে বিজ্ঞানের কাছ থেকে বাস্তব ফলাফল দাবি করবার কারও অধিকার নেই। উৎসাহী এবং সত্যিকার কর্মী বলে জিনার সুনাম ছিল। তার বক্তৃতা কিছু সংখ্যক শ্রোতার মনে বিশ্বাসের সঞ্চার করল তবুও শুমশ্‌কি এবং তাঁর সহকারী বিষন্ন হয়ে বসে রইলেন। ছাত্রেদের মনের মধ্যে জমা প্রশ্ন, সন্দেহ ও সংশয়ের স্পষ্ট ও স্বাভাবিক প্রকাশ তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তোলেনি। কিন্তু এইসব প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, সন্দেহ-সংশয় ও জাখর পেত্রোভিচের বিমূঢ় দৃষ্টির পিছনে শুমশকি দেখতে পাচ্ছিলেন অসংখ্য সন্দিগ্ধ চাউনি আর শুনতে পাচ্ছিলেন সংখ্যাহীন প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা। যে কোন কারণে বিরক্ত, তাঁর বিরোধী ছাত্র অথবা অধ্যাপক তাঁর বিজ্ঞানের সামনে এইসব প্রশ্ন ও সংশয়গুলোকে হাজির করেনি। যারা

তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কাজকর্মে বিজ্ঞানের সহায়তা ও সহযোগিতা চায় --সেই কলখজের সভ্যেরাই: কৃষকরা ও শিকারীরাই-- এই-সব প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেছিল।

হঠাৎ শুমশ্‌কির মনে হল, যে সংগ্রাম তিনি শুরু করেছেন এরাই হল তাঁর সবচেয়ে বিরুদ্ধবাদী। যেমনটি তিনি মনে করেছিলেন এরা ঠিক তেমন শান্ত নম্র ছাত্র নয়। প্রগতিশীল রুশীয় বিজ্ঞানের এরা যেন স্বেচ্ছাসৈনিক। লোমোনোসভ, মিচিনিকোভ, সেচিনোভ, তিমিরিয়েজেভ, জুকোভস্কী, পাভ্‌লভ্, মিচুরিন ও লাইসেনকো যে-পথ দেখিয়ে গেছেন তারা সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে।

গ্রোমাদা শান্ত গম্ভীর অবিচলিতভাবে শুমশ্‌কির পাশে বসে তাঁর ধৈর্য-হীনতা ও বিরক্তি না দেখার ভান করে বসেছিল। লিউবা তার বক্তব্য পেশ করার অনুমতি চাইল। অনেকক্ষণ ধরেই সে চাইছিল কিন্তু গ্রোমাদা তার দিকে বাঁকা-চোখে তাকিয়ে তাকে কেবল থামিয়েই রাখছিল। শেষকালে লিউবা স্থির করল যে কমসোমল সংগঠক হিসাবে সবশেষে তার বক্তব্য পেশ করা উচিত এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যগুলো একবার মনে মনে মোটামুটি সে ঠিক করে দিতে লাগল, গ্রোমাদা তার দিকে মাথা নাড়ল:

"এবার লিউবার পালা।"

লিউবা তার স্বভাবসুন্দর কণ্ঠে বলতে শুরু করল, "আজকে যে সমস্ত মন্তব্য করা হল তার মধ্যে অনেকগুলোই আমার ভাল লাগেনি। যা এখনও আমাদের জানতে-বুঝতে বাকি তা নিয়ে কোন তর্ক বিতর্ক করতে আমরা পারি না। আমরা এখনও প্রজনন-বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু পড়িনি। পড়াশোনা করবার পর এ নিয়ে তর্ক-আলোচনা করতে পারব।" গ্রোমাদা যে তার দিকে তাকিয়ে আছে সে-বিষয়ে সজাগ না হয়ে লিউবা বলতে লাগল, "আমাদের আরও নম্র, আরও শৃঙ্খলাধীন হতে হবে। বর্তমানে আমরা বিজ্ঞানের পথটাকে সহজ-সুন্দর করে তুলছি না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বেরুলেই আমরা এ-সব প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারব। আজকের বক্তাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রস্তাব করছি যে যারা পাঠক্রমের বাইরের সমস্যা সম্পর্কে উৎসাহী তাদের উচিত হচ্ছে, তাদের নিজেদেরই এ-বিষয়ে পড়াশোনা করা। যেমন ধরুন, আমি নিজে রবার তৈরি হয় এমন গাছ-গাছড়া সম্পর্কে উৎসাহী। আমি যৌথ-

খামারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এ-বিষয়ে বাস্তব দিকটা নিয়ে আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাই।”

কাতিয়া বলে উঠল, “তা করবার পর তুমি বুঝতে পারবে তোমার ভুল হয়েছে।”

লিউবা তার কাঁধটা রাগভরে কুঁচকে তার কথার জবাব দিল।

“সত্যি, লিউবার কথাই ঠিক, আমরা অনেক বকেছি। এখন ইাত করার পালা এসেছে”—ডজডিকভ প্রস্তাব করল।

গ্রোমাদা টেবিলটা একবার চাপড়ালেন।

শুমশ্‌কি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখতে বেশ সুন্দর! আর তাঁর বন্ধুরাই তাঁকে আশ্বাস দিতেন যে তাঁকে দেখতে রোম দেশের সম্ভ্রান্ত লোকের মত—অন্ততঃ মুখের পাশের দিকটা তো বটেই। তাই তিনি সাধারণ-সভায় অথবা ঘরোয়া বৈঠকে বক্তৃতা দিতে হলে তাঁর মাথাটা অর্ধেক ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে ধীরভাবে শোভনভঙ্গীতে বক্তৃতা শুরু করতেন।

“আমার ছোট্ট বন্ধুরা”, তিনি সুন্দরভাবে বলতে শুরু করলেন, “আজকের সভায় বক্তার অনভিজ্ঞতা ও স্বল্পবয়সের জন্যেই আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের বিভাগের কার্যধারার বিবরণ তোমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুতরকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আজকের সভার বক্তব্য-বিষয়ের সঙ্গে তোমাদের প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদের কোন মিল বা সামঞ্জস্য নেই। আমরা তোমাদের কাছে কষ্টসাধ্য-তত্ত্বীয়-গবেষণার কথা বুঝিয়ে বলছি—আর তোমরা সম্পর্কহীন বাস্তব সমস্যার সমাধানের পথ বাতলে দেবার জন্যে আমাদের কাছে দাবি জানাচ্ছ। এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক যে তোমরা এই সব বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্যে ব্যাকুল হবে। সোভিয়েত তরুণ হিসেবে তোমরা চাও বিজ্ঞান হোক উর্বর ও সৃষ্টিমুখর, দেশকে সুন্দর এবং নতুন করে গড়ে তোলার কাজে বিজ্ঞান আমাদের সহায়ক হয় এ-ও তোমরা প্রত্যাশা কর, এবং আমরাও করি। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার বিভিন্ন পথ আছে। তোমরা বিচ্ছিন্ন সম্পর্কহীন সমস্যা—যেমন ধর, তরুলতাকে নতুন জলবায়ুতে অভ্যস্ত করান, গৃহপালিত প্রাণীর প্রজনন, কিংবা মৌমাছিপালন নিয়ে গবেষণা করে যেতে পার। এ পথ আনন্দে-খুশীতে ভরা, খুব তাড়াতাড়ি এ থেকেই সুফল পাওয়া যায়।

“কিন্তু এর চেয়েও কঠিন একটা পথ আছে। বিজ্ঞানের বিজয়-গৌরবের জন্যে দুঃসহ সংগ্রাম। অনেক বছর আগে, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক

মৃতে প্রাণ-সঞ্চার করা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি পিতৃভূমি রক্ষার মহান্ যুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন আমাদেরই এক বিজ্ঞানী সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়েই আবার গবেষণা করতে শুরু করেছেন। এবং আমাদের এই দেশে এমন মানুষ জীবিত আছে যাদের রোগ-ইতিবৃত্তের তালিকায় 'মৃত' বলে ধরা হয়েছিল। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চারের প্রণালীর সহায়তায় আবার তারা বেঁচে উঠেছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাধারণের গোচরে আনা হয়নি। গবেষণা, পুনঃ-পুনঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও জোর কদমে চলছে। তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, বিজ্ঞানে নতুন কিছু রূপ দিতে গেলে কত দীর্ঘ সময় লাগে। ধৈর্যশীল হওয়াই বিজ্ঞানের ধর্ম।

"আমরা এই দুস্তর পথটাই বেছে নিয়েছি। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা পরমাণুর অন্বেষণে বছরের পর বছর ধরে নিজেদের আবদ্ধ করে রেখেছিলেন গবেষণাগারে এবং সবশেষে তা আবিষ্কার করে পৃথিবীর সবচেয়ে পরাক্রান্ত শক্তিকে মানুষের হাতে তাঁরা তুলে দিলেন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই শক্তিকে, এরই কল্যাণে মানুষ নিয়োজিত করবে। আজকের দিনের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্ভবতঃ এঁদের মত আর কেউ সচেতন নন—এঁরাই বস্তু-জগতের বিবিধ রহস্যের গভীরে অন্তপ্রবেশের আন্তরিক-ভাবে চেষ্টা করছেন। আর আমরা জীববিদ্যাবিদেরাও খুঁজছি আমাদের পরমাণু—জীবন্ত জীবের গণ। আবিষ্কার করতে পারলেই এটাকে আমরা বিজ্ঞানের সকল বিভাগের কাজে লাগাব।

"ইতিমধ্যেই আমাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতাকে কৃষিকাজের বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ-ফলাফল আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছি। দুর্ভাগ্য-বশতঃ, আমাদের বক্তা এই ধরনের কাজে আত্মনিয়োগ করেনি এবং সেইজন্যেই উল্লেখ করতে পারেনি যে আমরা গৃহপালিত-প্রাণীদের নতুন উন্নত ধরনের সন্তান-উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছি। একটা বাস্তব উদাহরণ তোমাদের দিই। আমি সোজা স্ট্রিম কলখজ থেকে এখানে এসেছি। শূকরের নতুন জনন নিয়ে আলোচনা করার জন্যে কমরেডদের অনুরোধে আমি ওখানে গিয়েছিলুম। যৌথ-খামারগুলোতে সবচেয়ে ভাল এবং সাচ্চা জাতের জানোয়ার উপহার দেওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য আর আমরা তা করবই। জনগণের কল্যাণে ও সেবায় আমাদের বিজ্ঞানকে আমরা নিয়োজিত করব।"

ভারয়া হতাশভাবে শুমশ্‌কির দিকে তাকাল। তিনি ঠিক কথাই বলছেন বলে তার মনে হল। তাদের মাটি-মায়ের কথা, জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথা, বিজ্ঞানের দুস্তবপথের কথা তিনি এমন আবেগভরে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছিলেন যে ভারয়ার মনে হল যে এই সব কথার প্রতিধ্বনি সে তার আত্মার গভীরে শুনতে পাচ্ছে। কথাগুলো যেন কেবল শুকনো অক্ষরের সমষ্টি নয়—তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভাব-সম্পদ হয়ে তা দাঁড়িয়েছে। শৈশবে সে দেখেছে তাদের দেশ কিভাবে বিধ্বস্ত ও রক্তাক্ত হয়েছিল। ক্ষুধাটা যে কি তা সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল লেনিনগ্রাদ অবরোধের সময় একটুকরো শুকনো বরাদ্দ-করা রুটি থেকেই। আর সেই জন্যেই এই কথাগুলি তার কাছে কেবল শুকনো অক্ষরের আঁচড় হয়েই রইল না। এই কথাগুলোই তার মনে আবেগের উদ্রেক করল, তার কেমন যেন কষ্ট হতে লাগল এবং তার কর্তব্য সম্পর্কে তাকে সচেতন করে দিল। কথাগুলো যে একান্তভাবেই দরকারী তা ভালভাবে জ'না না পর্যন্ত তা বলা ঠিক নয়। শুমশ্‌কি নয় কাতিয়ার কথাই ঠিক। হয় শুমশ্‌কি ভুল করছেন নয়তো তিনি পুরো মিথ্যে কথাই বলছেন।

ফয়ডর ফয়দরোভিচ উৎকণ্ঠিত চোখে ভিক্‌টর বেলিভেস্কীর দিকে তাকালেন। বেলিভেস্কী চতুর্থ-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। লোপাতিনের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র—অনেকটা তাঁর বন্ধুস্থানীয় হয়ে উঠেছে। এখন শুমশ্‌কির জবাব দেবার পালা তার। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ বেলিভেস্কীকে সভাপতি-মণ্ডলীর কাছে একটা চিরকুট পাঠাতে দেখলেন।

সভা শেষ হবার জন্যে শুমশ্‌কি অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করছিলেন।

শেষকালে গ্রোমাদাকে তিনি বললেন, "সভা শেষ করার সময় হয়েছে।"

কিন্তু গ্রোমাদা ছিল অন্য ধাতের মানুষ।

"লোকে বলতে চাচ্ছে যখন তখন সভা শেষ করে দিই কি করে?"—তীক্ষ্ণগলায় জবাব দিয়ে গ্রোমাদা সহাস্যে কাকে যেন বলল, "আরে এস, এস।" মারিনা ডিমকোভা টেবিলের কাছে সরে এল। শুমশ্‌কি অনিচ্ছায় বসে রইলেন। মারিনার যে মুখের দিকে প্রশংসা-উজ্জল চোখে তাঁর সহকারী তাকাত, এখন সেই সুন্দর মুখেই তিনি দেখলেন বিদ্রোহের চিহ্ন।

মারিনা শুরু করল বক্তৃতা: "অধ্যাপক, আপনি বলছেন যে বাস্তব সমস্যার সমাধানের আশা আমরা আপনার কাছ থেকে করব না কেননা, আপনারা বিজ্ঞানের অতলে নিজেদের নিমগ্ন রেখেছেন"—মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে

সে তার রেশমের মত চুলগুলি ঘাড়ের এক পাশে সরিয়ে দিল। "কিন্তু আমার মনে হয় যে—বিজ্ঞানীরা মানুষের কথা ভুলে যান না, তাঁরাই তত্ত্বীয় সমস্যার সমাধান নির্ভুলভাবে করতে পারেন। আমি তিমিরিয়জেভের কথাই বিশেষ করে বলতে চাই। প্রতিদিন আমরা তাঁর গবেষণাগারের জানলার পাশ দিয়ে যাই। এই জানলা দিয়ে তিনি সূর্য-রশ্মি নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর যন্ত্রপাতিগুলো আমাদের দেখান হয়েছে। এইগুলো নির্ভুল ও নিখুঁত করে তুলতে তিনি তাঁর জীবনের অনেকগুলি বছর ব্যয় করেছেন আর এদেরই সহায়তায় তিনি সূর্যের বর্ণালি নিয়ে গবেষণা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।"

শুমশ্‌কি বলে উঠলেন, "আহা, এ-তো জানা কথা।"

"তা আমি জানি—তাছাড়া উদ্ভিদের শারীরবৃত্তে আমরা এখনও এসে পৌছইনি। আর এ-সভার উপস্থিত সবাইকে আমি উদ্দেশ করে বলছি। আমার কথাটা আমাকে বলতে দিন- মারিনা নিষ্প্রাণ গলায় জবাব দিল। সৌর-বর্ণালির বিশ্লেষণ ভিন্ন প্রকৃতি ও পৃথিবীর কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া যেত কি? তিমিরিয়জেভ এ-কাজের দায়িত্ব কেন নিয়েছিলেন? প্রকৃতির উর্বরতা ও মানুষের সুখ-শান্তির মুখ চেয়েই তিনি এটা করেছিলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন বস্তুর চিরন্তন বিনিময়, উদ্ভিদের পুষ্টি, প্রকৃতির ওপর সূর্য-রশ্মির ফলাফল প্রভৃতি নানা নিয়ম আর আমাদের দিলেন এই নির্দেশ: 'যে মাটিতে একটা দানা ফলত সে-মাটিতে দুটো দানা ফলাও।' আজকের এই সভায় বিবরণীর মধ্যে কিছুই নেই—প্রকৃতির কথা নয়, সূর্যের কথা নয়, এমনকি জীবনকে অধিকতর আনন্দময় করে তোলার সামান্য এতটুকু ইচ্ছাও নয়। আছে কেবল বংশগতির জন্যই বংশগতির কানুন, শুকনো পরিসংখ্যান আর লক্ষ্যহীন গবেষণা। আপনারা বলছেন যে আপনারা গণ-এর খোঁজ-খবর করছেন—যা আজও কেউ দেখেননি। কিন্তু গণ-এর তত্ত্ব নিয়ে কি হবে যদি আপনারা মনে করেন যে রোগ-প্লাজমের ক্ষয় নেই আর মানুষ তার নিজ প্রয়োজন ও ইচ্ছামত তার পরিবর্তন ঘটাতে অপারগ?"

মুহূর্তের জন্যে নিজেকে বিস্মৃত হয়ে গ্রোমাদা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, "হ্যাঁ—এ দেখছি বলতে জানে।"

"আমি এখনও বিজ্ঞানী হইনি তবে আমি বিজ্ঞানী হতে চাই, কিন্তু বন্ধুরা, আমি একটা কথাই জানি: যারা দৃঢ়ভাবে নিজ দেশের মাটির ওপর দাঁড়াতে জানে তারাই পারে সূর্যের দেশে পৌছাতে।"

মারিনা তার আসনে বসবার জন্যে এগুতে লাগল—গ্রোমাদা তার দিকে তাকিয়ে রইল।

লোপাতিন সেই গর্বোন্নত কমনীয় চেহারার দিকে তাকিয়ে আপন মনেই যেন বলে উঠলেন, "ভারী লক্ষ্মী মেয়ে!"

"ঠিক আছে—এবার সভা শেষ করে দাও", শুমশ্‌কি বলে উঠলেন।

কিন্তু গ্রোমাদা তাঁর দিকে যেন ফিরেও তাকালে না।

"আপনি কিছু বলবেন না, অধ্যাপক লোপাতিন?" সে জিজ্ঞেস করল।

নিকিতা উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি কিছু বলুন।" কিছু বলবার জন্যে নিকিতার ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু ঠিকমত বলতে পারবে কি না সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভেতরে ভেতরে সে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন।

"অধ্যাপক শুমশ্‌কি, আমার মনে হচ্ছে না-আপনি এবং না-আপনার ছাত্র-বন্ধু আমাদের ছাত্র-বন্ধুদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার স্বরূপটা ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছেন। আপনার সঙ্গে তর্ক করা ওরা কল্পনাই করতে পারে না। তাদের মনে যে সব প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা জেগেছে সেগুলোই তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে মাত্র। এদের মধ্যে অনেকেই এসেছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। প্রকৃতিকে জয় করতে, মানুষের জীবনকে সহজ সরল করে তুলতে, বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির দ্বারা মাটিকে প্রাচুর্যময়ী করে তুলতে এবং যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে জগতকে মুক্ত কি করে করা যায় তা জানতে এবং শিখতে ওরা আমাদের কাছে এসেছে।

"ওদের শিক্ষা দেওয়াই আমাদের কর্তব্য কাজ। আমাদের তারা বিশ্বাস করে, আমাদের ওপর তাদের আস্থা আছে। আপনাতে আর আমাতে রয়েছে অনেক তর্ক-বিতর্ক। আপনার হয়তো মনে আছে একবার অপনি বলেছিলেন যে ভবিষ্যৎ-বংশধরেরা আমাদের বিচার করবে। অবশ্য এরা এখনও বিচার করতে আরম্ভ করেনি, সবে প্রশ্ন শুরু করেছে। কিন্তু এ প্রশ্নগুলো প্রায় বিচারের সামিল। আমাদের নামকরা বিজ্ঞানীদের গবেষণার কথা আমাদের কাছ থেকে শোনার দাবি তারা করতে পারে।

"ছাত্রদের সামনে তর্ক-বিতর্ক আর করব না, ভুল কার আর নির্ভুলই বা কে তা তর্ক-বিতর্ক করে স্থির করার অন্য আরও অনেক জায়গা আছে। বর্তমানে এটা এখনও কঠিন; আমাদের পরস্পরের আবিষ্কারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা দরকার তা বলাই বাহুল্য।

"শুনে সুখী হলাম যে আপনি স্ট্রিম থেকে সোজা এখানে এসেছেন। ওখানে আছে চমৎকার সব মানুষ, অদ্ভুত কর্মী সব। স্ট্রিম্‌সে জাত শূকরগুলো নতুন জাতের না হলেও নানাদিক দিয়ে যে তারা উন্নত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। ওরা আপনার মনে একটা গভীর দাগ কাটতে পেরেছে—তাই নয় কি?"

শুমশ্‌কি অস্পষ্টভাবে হাসলেন।

"আর মনে হচ্ছে যা নিয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা করছি তাকে কেবলমাত্র বাস্তব প্রশ্ন বলা যাবে না। আগে যাকে বলা হত বাস্তব কাজ আজকে তার নাম হয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা। আজকে একে বলা হয় পৃথিবীর রূপান্তর। আগে বিজ্ঞান এত বড় কাজে হাত দিতে পারেনি কারণ সে-সময়ে এটা অসম্ভব ছিল। আমাদের দেশে যে-বিজ্ঞান জন্মলাভ করেছে সে-বিজ্ঞানের এটা একটা নতুন ধর্ম, একটা নতুন দিক। এদেশের মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্তা আর এদেশে যে-কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ গবেষণাগারের চার দেয়ালের বাইরে শত শত যৌথখামারে, সরকারী খামারে ও পশুপ্রজনন কেন্দ্রগুলিতে চালিয়ে যেতে পারে। আমাদের গবেষণাগারে যে সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা ব্যস্তবিব্রত রয়েছি তা সমাধানে তারা শুধু সহায়তাই দেয় না, তারাও নতুন সমস্যা, নতুন দাবি আমাদের সামনে এনে হাজির করে। তারা আমাদের নিজেদের ও আমাদের বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও বিস্তার ঘটাতে আমাদের সহায়তা দেয়।

"আজকে এই কথাই ডিমকোভা স্পষ্টাক্ষরে বলেছে। সে যা বলেছে তা ভাবোচ্ছ্বাস নয়। সুন্দর ভাষায় সঠিকভাবে সে বিজ্ঞানের সারতত্ত্বের মূল্য নির্ণয় করে দিয়েছে।" মারিনাকে উদ্দেশ করে তিনি শেষে বললেন, "আমি সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করি তুমি ও তোমার বন্ধুরা যেন তোমার কথাকে কাজে পরিণত করতে পার—এগিয়ে যাও, সূর্যকে স্পর্শ কর! আর তোমরাই তা পারবে, কেননা তোমরা স্বদেশের মাটিতে দৃঢ়পদে আছ দাঁড়িয়ে—এ-দেশের তোমরাই ছেলেমেয়ে—দেশকে সুন্দর করে তুলতে তোমরাই চাও।"

লিউবা বিমূঢ়ভাবে লোপাতিনের দিকে তাকিয়ে রইল, জীবনে এই প্রথম বড়দের সঙ্গে তার মতের অমিল হল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচের বক্তৃতা শেষ হতেই সভা ভেঙ্গে গেল। ভারয়া বিষণ্ণভাবে টেবিলের ঢাকনাটা গুটিয়ে নিয়ে জলের বোতলটা পাশের তাকে রেখে দিল। ঠিক যে কি ঘটল! তার চলার

পথে খানাখন্দর নয়—উপছে-পড়া নদীর যেন দেখা মিলল। সেই বন্য উর্মিমুখর নদীর তীরে সে একা দাঁড়িয়ে, কি করে যে তা পার হবে তা সে জানে না।

ঘর থেকে বাইরে আসতেই হাসিখুশী-আমুদে ভাবটা শুমশ্‌কির মুখ থেকে উধাও হয়ে গেল।

তাঁর সহকারী ছাত্রটিকে তিনি বললেন, "এখানকার ব্যাপার সম্পর্কে আমাকে আগে-ভাগে একটু ওয়াকিবহাল করে রাখা তোমার উচিত ছিল।"

"আমি আপনাকে একটা ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করেছিলাম "

"তোমার ছুকরী বান্ধবীদের ইঙ্গিত দাও গে যাও!"—শুমশ্‌কি ধমক দিয়ে উঠলেন। কিন্তু তখুনি তাঁর মুখখানা সৌজন্যভরা হাসিতে ভরে উঠল।

ভিক্‌টর বেলিভেস্কী ছাত্রদের ভীড় ঠেলে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিল। একটু অবাক হয়ে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ ভিক্‌টরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এখুনি শুমশ্‌কির সঙ্গে ভিক্‌টরের তর্ক-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কোনও কারণই তিনি দেখতে পেলেন না কিন্তু তিনি বাধা না দেবারই সঙ্কল্প করলেন। খানা-ঘরের চারদিকে তিনি ঘুরে-ফিরে দেখে বেড়াতে লাগলেন। ঘুরে ফিরে পুরানো জায়গায় ফিরে এসে তিনি শুমশ্‌কি ও তাঁর সহকারী কাউকেই দেখতে পেলেন না। ছাত্ররাও চলে গেছে। নিকিতা ওরেখোভ ও ভিক্‌টর বেলিভেস্কী একটা টেবিলের ধারে বসে একটা মস্ত বড় কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছিল, তাদের দেখাচ্ছিল ঠিক ষড়যন্ত্রকারীদের মত। পায়ের শব্দ শুনে তারা দু-জনেই চমকে উঠে কাগজটার ওপর আরও ঝুঁকে পড়ে সেটাকে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল।

লোপাতিন তাদের আশ্বাস দিয়ে যেন বলে উঠলেন, "আরে, আমি হে, আমি, আমি ওটা দেখব না?"

তারা না বলতে পারল না, কিন্তু দুজোড়া চোখ এমন আকুতিভরে তার দিকে চেয়ে রইল যে লোপাতিনের তা দেখে মায়া হল, তিনি দরজার দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু যেতে যেতেই তাঁর চোখ পড়ল টেবিলের ওপর আঁকা-জোঁকার নানান সামগ্রী পড়ে আছে: আঁকবার তুলি, ভারতীয় কালি (Indian ink), মানচিত্র আঁকবার কলম, কতকগুলো ডালপালা আর লতাপাতা। কিছুই যেন তাঁর চোখে পড়েনি, তিনি দেখেননি কিছুই এমনি ভান করে লোপাতিন তাদের দুজনাকে হাত তুলে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

"নতুন রকমের সৃষ্টি—পাতা দিয়ে প্রচ্ছদপট। আঁকাজোঁকার বদলে পাতাগুলোকেই গঁদ দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। এটাই ভিক্টরের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। সামান্যকেই সে অসামান্য করে তুলতে পারে। আর নিকিতা মাথা নিচু করে কোন কথা না বলেও তোমাকে অবাক করে দিতে পারে। ওর ঐ সংবাদপত্র—খুব সামান্য সহজ হলেও আগে কেউই ভেবে দেখিনি। প্রত্যেকদিন খানা-ঘরের দরজায় এক টুকরো কাগজ ও সুতো-বাঁধা একটা পেনসিল আটকান থাকত। সমস্ত কাগজটায় কিছু লেখা নেই শুধু কাগজটার ওপর লেখা,—'যা কিছু জানাবার মত তা এখানে লিখে যাও।' জীববিদ্যাকেন্দ্রের অপরূপ দিনলিপি।"

লোপাতিন আজকের দিনলিপিটা পড়লেন। ছোট ছোট কথা। খানা-ঘরে যাওয়া-আসার পথে দাঁড়িয়ে যা লেখা যায়: স্বল্প সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। তাড়াতাড়ি লেখা হলেও সবগুলিই সত্যিকার দরকারী; চড়ুইয়ের বাসায় ব্ল্যাক-ক্যাপগুলো আছে কেমন—এটা হল ডিমকোভার মন্তব্য; ব্যাঙের পাকস্থলীতে মৌমাছিদের কেমন করে দেখতে পাওয়া গেল—এটা হল অরে-খোভের; শিয়ালের নতুন বাসা কি করে দেখতে পাওয়া গেল—এটা হল বেরিজোভকভের মন্তব্য :

বালিকাকে দেখেছিনু নদীর তীরে
পেচকের চেয়ে ওরা মিষ্টি মধুর।

ইউরা ডোজডিখোবার মনে হেমন্তের সুর বড় অকালে দেখা দিয়েছিল। নিকিতার কাছ থেকে ইউরা কি বকুনিটাই না খাবে—মনে মনে কল্পনায় লোপাতিন তা দেখতে লাগলেন। ভারী আমোদ পেলেন এই ছবি মনে মনে আঁকতে। পাছে সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্যদের কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটে সেই ভয়ে লোপাতিন খানা-ঘরের বাইরে এলেন।

মোটামুটি ব্যাপারটা এর চেয়ে আর কিছু ভাল হতে পারত না। আজকের সভাটা থেকে যে বেশ কিছু শেখা গেছে তা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। খুব উৎফুল্ল-মনে অধ্যাপক লোপাতিন নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। আজকের রাত্তিরে যে তিনি বেশ চমৎকারভাবেই কাজ করতে পারবেন তা তিনি ভাল করেই জানতেন।

॥ বার ॥

বেড়ালীটা শিয়াল-ছানাগুলোকে স্তন্যপান করতে কিছুতেই দিল না। থ্রিম্‌সে ফিরে আনা কলখজের সমস্ত ছেলেমেয়েদের মেনীবেড়াল খুঁজে আনার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বছরের এই সময়টাতেই বেড়াল-ছানাগুলো ইতিমধ্যেই বেশ ডাগর-ডোগর হয়ে উঠেছিল—পাগুলো বেশ লম্বা, বড়দের মত মোটা—ইঁদুর-ছানা তাড়া করা আর মানুষের পায়ের তলায় আশ্রয় নেওয়াতে তারা বেশ রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

শেষকালে অনেক খোঁজাখুঁজির পর শুরার ঠাকুমার কাছে একটা ভাল বেড়ালীর খোঁজ পাওয়া গেল। যদিও তার বাচ্চা তিনটে বেশ বড় হয়ে গিয়েছিল তবু তখনও তারা তাদের মায়ের দুধ খাচ্ছিল।

শিয়াল-ছানাগুলোকে ইতিপূর্বেই ক্লান্ত মেনীবেড়ালের কাছে একটু মানুষ-মুনুষ করে তোলবার জন্য শুরার ঠাকুমাকে রাজী করানই এক মহা শক্ত কাজ হয়ে দাঁড়াল। বুড়ি বড্ড একগুঁয়ে আর বেড়ালটাকে বড্ড ভাল বাসতেন। তাঁর মতে শিয়ালগুলো অকম্মার ঢেঁকি। জানোয়ার-খামারে শুরা এতটা সময় অপব্যয় করছে এবং বাড়িতে এসেও শুরার মুখে শিয়ালের কথা ছাড়া আর কোন কথা নেই বলে বুড়ি ঠাকুমা গোড়া থেকে গজগজ করছিলেন। যাহোক, বুড়ি ঠাকুমাকে তো বুঝিয়ে-বাজিয়ে বাগে আনা গেল।

শুরা আর আনা মেনী-বেড়ালটার ঝুড়ির পাশটায় বসে একে অন্যের মুখের দিকে উৎকণ্ঠিতভাবে তাকাতে লাগল। শিয়াল-ছানাগুলো কেমন আদর-যত্ন পাবে তা তারা স্থির করে উঠতে পারছিল না।

"এইবার বাচ্চারা যাচ্ছে।"—বেড়ালটার দিকে একটা অনুগ্রহ-প্রার্থনাভরা হাসি ছুড়ে দিয়ে আনা বলে উঠল আর শুরা শিয়ালগুলোকে বেড়ালীটার দিকে ঠেলে এগিয়ে দিল।

প্রথমে বেড়ালীটা নড়লই না, কিন্তু খানিক পরে সে তার মাথাটা তুলে বাচ্চাগুলোর গন্ধ নিতে লাগল এবং অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে রইল। কি যে ঘটেছে তা সে বুঝে উঠতে পারছিল না। অবাক হওয়াটা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কেননা, অন্ততঃ আটবার তার বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে কিন্তু এতদিন ধরে মাতৃস্তন্য পান করবার পরও বাচ্চাগুলো আগে কখনও

হঠাৎ এত ছোট হয়ে যায়নি এবং আগে কখনও তাদের গায়ের গন্ধ এমন বিজাতীয় ও অপরিচিত বলে তার মনে হয়নি।

একটা বাচ্চা তার দুর্বল পায়ে এগিয়ে বেড়ালীটার গায়ে তার নাক আর মুখটা চেপে ধরল। এই অপরিচিত অঙ্গ-সঞ্চালনে স্পষ্টই বেড়ালীটা যেন আশ্বস্ত হল। স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সে নিজেকে আরও মেলে ধরল, মুখে ফুটল তার অর্ধপ্রশ্নসূচক ডাক—মিউমিউ আর গরগর শব্দ মিলে এক হয়ে গেল।

আনা আর শুরা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। বেড়ালকে ভক্তি-ভয়ের চোখে দেখতে শুরার ঠাকুমা তাকে শিখিয়েছিলেন। শুরা ভয়-ভয় চোখে সেটার দিকে তাকিয়ে আদরভরে তার গা চাপড়ে দিতে দিতে দ্বিতীয় বাচ্চাটাকে সে এগিয়ে দিল বেড়ালীটার কাছে। এইভাবে আদর খেয়ে খুশী হয়ে বেড়ালীটা নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরে তার সবুজ চোখদুটো কুঁচকে রইল। এই সময় একটা বেড়ালছানা তার লোমভরা লেজ নিয়ে খেলা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে হঠাৎ স্থির করল তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়াটা চুকিয়ে নেওয়া যাক। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সকল পুষ্টির উৎস-মুখের দিকে সে এগিয়ে গেল। কিন্তু তার নাকটা গিয়ে ধাক্কা খেল একটা শিয়ালছানার গায়ে। অবাক হল সে, ভয়ও পেল। বোড়ালছানা ভয় পেয়ে যা করে সে তাই করল—আক্রমণ করার জন্যে সে যেন তৈরি হল, তার পিঠটা হয়ে উঠল ধনুকের মত, লেজটা উঁচু হয়ে উঠল, গায়ের লোমগুলো খাড়া হল আর হিংসেতে সে ঝাঁঝিয়ে ডেকে উঠল। বেড়ালীটা অপ্রতিভ হয়ে তার মাথাটা তার বাচ্চাটার দিকে এগিয়ে দিয়ে তার গায়ের গন্ধ নিল—এবার তো তার নিজের বাচ্চাদের চেনাগন্ধ! শিয়াল-ছানাগুলোকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঝুড়ি থেকে দিলে এক লাফ। তারপর ধীরেসুস্থে ঘরের উল্টো দিকে, কোণের দিকে যেতে শুরু করল, তার নিজের বাচ্চাগুলো চলল তার পিছনে পিছনে।

সব শেষ হয়ে গেল! অসহায় ক্ষুধার্ত কালো কালো মাংসপিণ্ডের তালগুলো দুর্বলভাবে সেই শূন্য, ক্রমশঃ ঠাণ্ডা-হয়ে-আসা ঝুড়িটার মধ্যে আঁকুপাঁকু করে বেড়াতে লাগল।

সেই দিন থেকে আনা আর শুরা সেই বাচ্চাগুলোকে পালা করে দেখাশোনা করতে লাগল। প্রথম সপ্তাহে আনা শুয়োর-ছানাগুলোকে দেখাশোনা করল। এদের সংখ্যা রোজই বাড়তে লাগল। শুরা তখন দেখাশোনা করল শিয়াল-বাচ্চাদের। সন্ধ্যে ছটার সময় আনা এল তার পালাটা

নিতে। সারা সন্ধ্যেটা ওরা তাদের সঙ্গে সানন্দে থাকতে পারত কিন্তু তার ঠাকুমার এতে বারণ ছিল। সেজন্যে ওরা শিয়াল-বাচ্চাদের সারাদিনের সব খবর সবিস্তারে জানিয়ে আনার কাছে তাদের জমা দিয়ে বিষন্নমনে বিদায় নিত।

কিন্তু আনাকে দীর্ঘ সন্ধ্যেটা বড় একা-একাই কাটাতে হত। তাদের পোষা বেড়ালীটা শিয়াল-ছানাগুলোকে ইঁদুর মনে করেছিল বলে তাদের বাড়িতে বাচ্চাগুলোকে একা রেখে যেতে তার মন সরত না। এক মুহূর্তের জন্যে পিছন ফিরলেই সে সন্দেহভরা এক খুসখাস আওয়াজ শুনত আর দেখতে পেত যে তাদের বেড়ালটা জ্বলজ্বলে-চোখে শরীর শক্ত করে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছে। আনা বেড়ালটাকে তখন থেকে ঘেন্না করতে শুরু করল। ঘৃণার সঙ্গে এসে মিশল আর একটি অনুভূতি—তা হল হিংসা। যারা একনাগাড়ে ঘুমোতে পারত তাদের সবাইকেই আনা হিংসে করত। বেড়ালটা সারাদিন ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিত। আর আনা রাত্তিরেই ঘুমোবার ফুরসত পেত না। মাঝ-রাত্তিরে সে বেড়ালটাকে তার ঘর থেকে দূর করে দিয়ে দরজাটায় খিল লাগিয়ে দিত। তার বিছানার খুব কাছে বাচ্চাগুলোর ঝুড়িটাকে টেনে এনে রাক্ষস বেড়ালটার মিউ মিউ প্রতিবাদ-ধ্বনির মধ্যেই ঘুমোবার চেষ্টা করত।

তার নিজের মতে বেড়ালটার কোন ভুলচুক ছিল না। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ ইঁদুর-ধরা বন্ধ করে দেওয়ার মানেটা সে বুঝে উঠতে পারল না। আর দিনের বেলা দিব্যি ঘুম দিত বলে সারা রাত ধরে অক্লান্তভাবে মিউ মিউ করে সে বেড়াতে পারত।

কিন্তু আনা সবচেয়ে বেশী হিংসে করত শিয়ালীটাকে। দিন আর রাত্তিরের সব সময়েই ওটা ঘুম দিতে পারত।

একদিন চোখের দুটো পাতা যে এক করতে পারেনি তা নয়, কতদিন যে সিনেমায় বা ক্লাবে যায়নি সে তার ঠিক নেই। দীর্ঘ সন্ধ্যেটা শিয়াল-বাচ্চারা ছাড়া আর কারও সঙ্গই সে পায়নি। ব্যক্তিগত জীবনের এই আনন্দহীন অবস্থাটা ভেবে-চিন্তে দেখবার প্রচুর সময় সে পেয়েছিল।

সত্যিই আনন্দহীন : অ-নে-ক দিন আলেক্‌সির সঙ্গে তার দেখা হয়নি।

আলেক্‌সি সেদিন আসব বলে কথা দিয়েও তা রাখলে না। এই-ই তার প্রথম নয়। আনা বিষাদভরে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে বিরক্তভাবে শিয়াল-বাচ্চাগুলোর দিকে তাকাতে লাগল। তারা না

থাকলে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সে সিনেমায় যেত—আলেক্‌সি তাকে খুঁজে-পেতে বেড়াত।

কমসোমল সংগঠন-সম্পাদককে অনেক কিছু কাজ করতে হয়। এ-করাটা স্বাভাবিক। নিজেকে নিয়ে সত্যিই সে বড় ব্যস্ত ছিল। তাহলেও আলেক্‌সি আধঘণ্টার জন্যেও তার খোঁজ-খবর করতে পারত।

আলেক্‌সি সত্যিই সেদিন সন্ধ্যায় আনাকে দেখতে যেতে পারেনি। আগের দিন জীববিদ্যাবিভাগের এক ছাত্র তার কাছে এসে হাজির হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল যে তাদের মৌচাকের মৌমাছির সংখ্যা কমে যাচ্ছে এটা সত্যি কিনা। অধ্যাপক লোপতিন তাকে একথা বলেছেন।

"খাঁটি সত্যি কথা, কি করব তা আমরা জানি না। আমি তো একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি।"

"মনে হচ্ছে এ-ব্যাপারে আমি তোমাদের সহায়তা দিতে পারি। আচ্ছা কাল পুকুরের ধারে ছটার সময় এসো দেখি।"

আলেক্‌সি ভেবেছিল গিয়ে একথাটা আনাকে জানিয়ে আসবে কিন্তু সময় পেল না। জেলা কমসোমল-কমিটি থেকে তাকে ডেকে পাঠান হয়েছিল। দুগ্ধ-খামারে অনেক ঝামেলা ছিল। পৌনে ছটায় তার ফুরসত মিলল। নিকিতার সঙ্গে দেখা করার কথা, কাজেই ছুটল সে সেই পুকুরের দিকে।

ইতিমধ্যেই নিকিতা সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল, পুকুরের ধারে শুয়ে পড়ে জলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল।

"আমার পাশে শুয়ে পড়ে দেখ, তোমাদের মৌমাছিগুলো কোথায় যায়।"

প্রথম দিকে আলেক্‌সি কিছু দেখতে পেল না। অতি সাধারণ ছোট পুকুর। পানা আর কাঁটাওয়ালা জলজ গাছ-গাছালিতে ভরা। নীরব নিথর। একটা মোটাসোটা গোলগাল সোনালী রঙের মৌমাছি আলেক্‌সির মাথাটা প্রায় ছুঁই-ছুঁই করে ঘুরে ফিরে উড়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু তারপর আর সে তাকে দেখতে পেল না। কিন্তু নিকিতা একটা ঠেলা দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিল যে মৌমাছিটা পুকুরের পানার সরু ডালের ওপর বসেছিল। মৌমাছিটা একটু একটু করে সেই পানার পাতা বেয়ে জলের ওপর যেন নেমে এল। প্রায় জল ছোঁয় আর কি, এমনি সময় জলে একটা ঢেউ উঠতেই মৌমাছিটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আবার একটা মৌমাছি উড়ে এল, তারপর আরও একটা। আলেক্‌সি দেখতে লাগল ওরা

কোথায় নামছে। সকলের ভাগ্যে সেই একই অবস্থা ঘটল। ব্যাপারটা কি হচ্ছে তা সে বুঝতে পারল। কিন্তু এই আবিষ্কার এত দ্রুত ঘটল যে এটাকে সে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না।

হঠাৎ নিকিতা লাফিয়ে পড়ে মস্ত বড় গোলগাল চেহারার একটা ব্যাঙ পুকুর থেকে টেনে তুলল।

"মৌমাছি কোথায় যাচ্ছে তা তো দেখতেই পেলে। এই হতভাগা ব্যাঙটা পেট বোঝাই করে মৌমাছি খেয়েছে। এছাড়া ব্যাঙদের অন্যকিছুতে আর রুচি নেই। তোমার মৌচাকই এদের এমন সুখাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মৌমাছি খেতে মিষ্টি আর শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর।"

নিকিতার খুশী যেন আর ধরে না। জীবনে এই তার প্রথম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। সে আলেক্‌সিকে বলল যে ব্যাঙের খাবার নিয়ে 'গবেষণা করতে গিয়ে সে দেখতে পেল এই পুকুরের ধারে-কাছের সব ব্যাঙগুলোই মৌমাছি খেয়ে বেঁচে থাকে। অধ্যাপক লোপাতিন তাকে উপদেশ দিয়েছেন যে যতক্ষণ সে পারে পুকুরপাড়ে থেকে যতগুলো ব্যাঙ ধরা সম্ভব তা ধরুক। প্রথম দিনেই নিকিতার দেখবার সৌভাগ্য হল যে স্ত্রিমের মৌচাকের মৌমাছিগুলো জল খেতে এসে কেন আর ফিরে যেতে পারে না। অপ্রত্যাশিত 'রেস্টুরেণ্ট'-এর খবর এত শীগগীর ব্যাঙ-মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল যে এই পুকুরে তারা অসম্ভব সংখ্যায় দলে দলে রোজ রোজ হাজির হতে লাগল। তারা বিশ্রীরকমের নির্লজ্জ হয়ে উঠল। খাবারের খোঁজে অন্য জায়গায় যেতে আর তাদের এতটুকু ইচ্ছে দেখা গেল না। শুধু পানায় ঘাপটি মেরে বসে মৌমাছি আসার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিচ্ছু ব্যাঙকে করতে হত না। এলেই উঠে জিবটা বাড়িয়ে দেওয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে তখুনি মৌমাছি ব্যাঙের জিবে আটকে যেত।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে নিকিতা বলল, "শেষ-বেশ এই!"

"তোমাকে ভাই অনেক ধন্যবাদ।"

আলেক্‌সি নিকিতার হাতটা ধরে নিবিড় কৃতজ্ঞতায় ঝাঁকুনি দেবার জন্যে হাতটা আলগা করতেই ব্যাঙটা তার হাত থেকে ধপাস করে ঘাসের ওপর পড়ল। ব্যাঙটা ধীরেসুস্থে পুকুরের দিকে এগোতে লাগল। আলেক্‌সি চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

সেই ব্যাঙটির দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, "তোমার খেলা শেষ হয়ে গেল, আর মৌমাছি তোমায় খেতে হচ্ছে না। গুবরেপোকা খেয়ে দেখো। তাতে

আমাদের দুজনেরই লাভ। চাকের কাছেই মৌমাছিদের জলের ব্যবস্থা কালই আমি করব।”—তারপর নিকিতাকে উদ্দেশ করে বলল, “এ ব্যাপারটা আমি কি করে উপেক্ষা করি বল? ব্যাঙগুলো এবছরে আমাদের অনেক মধু নষ্ট করে দিয়েছে।”

ঘণ্টা তিনেক পরে আলেক্সির মনে হল আনা তার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছে। নিকিতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে খুশীই হল। নিকিতা নিজে লাজুক প্রকৃতির বলে আলেক্সির সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা বলতে পেরেছিল—সে নিজেও কম অবাক হয়নি। সম্ভবত সে তাকে সহায়তা দিতে পেরেছে বলেই সে নিজেকে একটু বয়োজ্যেষ্ঠ বলে মনে করতে পেরেছিল। অথবা এ-ও হতে পারে যে শিশুবয়স থেকে তার ও আলেক্সির পরিবেশের মধ্যে এমন সাদৃশ্য ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দুজনাকে একই রকমের ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা এবং নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এত সহজভাবে কথা-বার্তা তারা বলতে পেরেছিল বলেই নিকিতা স্পষ্ট করে তাকে জিজ্ঞেস করল:

“বিয়ে করেছ?”

“এখনও করিনি।”

“আমিও করিনি বটে তবে শিগগীরই করব।”

“ছাত্রীদের একজনকে?”

“হ্যাঁ।”

“খুব সুন্দরী?”

“হ্যাঁ, আমার বাবাকে ইতিমধ্যেই আমি লিখেছি। বাবা মত দিলে মেয়েটির বাবার কাছে গিয়ে আমি কথা বলব।”

“নিকিতার এই সহজ সঙ্কোচহীন ব্যবহারে ও কথাবার্তায় আলেক্সির খুব ভাল লাগল। আর সেও যে বিয়ে করতে যাচ্ছে এ খবরটুকু তাকে দিতে ভুলল না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল এখুনি সে নিকিতাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আনাকে দেখিয়ে আনে, চা খায়, গল্প-সল্প করে। কিন্তু তারপরেই তার মনে হল আনার কাছে আদর-অভ্যর্থনা এখন খুব সুবিধার হবে না।

অনুতপ্তভাবে সে বলল, “আমি এখানে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করছি অথচ সে আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে।”

“তাহলে যাও তাড়াতাড়ি। এ কাজটা তোমার কিন্তু ভাল হয়নি।”

“আমার বিয়েতে আসবে তো?”

"নিশ্চয়ই একা নয়—সদলবলে আসব—আসব না ?"

"নিশ্চয়ই, সবাইকে নিয়ে আসবে। এখানকার সবাইকে আমার বিয়েতে আমি হাজির করব।"

আলেক্‌সি দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে যেতে শেষ কথাটা চেঁচিয়ে বলল। ইতিমধ্যেই বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। যত সময় যেতে লাগল আলেক্‌সির মনে আনার সুন্দর রাগভরা চোখদুটো ততই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

আনা তার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। সোফায় বসে ছানাগুলোকে বুকের কাছে চেপে ধরে তার কান্নাটাকে চাপবার চেষ্টা করছিল। সমস্তক্ষণ ধরে সে মনে মনে দিবা-স্বপ্ন দেখছিল : বারান্দায় ইতিমধ্যেই অন্ধকার হয়ে গেছে। আলেক্‌সি তার কাছে এসে বলবে, "আনা, আমার ওপর রাগ করো না, কি করব, আসবার উপায় ছিল না। একটা কথা তোমাকে বলবার আছে—"

দরজার ওপর একটা শব্দ হতেই সে চমকে উঠল। দরজা খুলতেই ফুলের গন্ধ যেন তাকে অভিনন্দন জানাল। চাঁদের আলো মেঝের ওপর তেরচা-ভাবে লুটোপুটি খেতে লাগল। দরজার কাছে আলেক্‌সি অস্থিরপায়ে দাঁড়িয়েছিল। আনা নীরব হয়ে রইল। তার মনে হল আনার রাগ হয়েছে।

শেষে আলেক্‌সি জিজ্ঞেস করল, "তারপর, তোমার বাচ্চাগুলো কেমন আছে ?"

"চমৎকার, ধন্যবাদ তোমায়।" শিয়ালছানা সম্পর্কে আলেক্‌সি উৎসাহী হলে সে তার সঙ্গে এই বাচ্চাদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারত। সে-দিনই একটা বাচ্চার চোখ ফুটতে শুরু করেছে। ছোট্ট এতটুকু ফুটকি! লোমের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট একরত্তি চোখদুটো চকচক করছিল। এ নিয়ে আনার গর্ব করবার ছিল। আগের দিনে তার ল্যাজটাও প্রায় আধ হাত হয়েছিল। সে বাচ্চাদের থাবাগুলো দেখিয়ে বেড়াতে লাগল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ আনাকে যে আতস-কাচ দিয়েছিলেন তা দিয়ে তারা বাচ্চাদের থাবাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। নরম কালো পায়ের পাতায় প্রায়-অদৃশ্য লোমগুলো দেখা গেল। একটা বাচ্চার হঠাৎ একটা দাঁত বেরিয়েছে; আনা তাকে সেটা দেখাল। এতটুকু দাঁত একটা ফুটকির মত আর কি! আলেক্‌সি বাচ্চাটার এই দাঁতটা দেখতে লাগল। আনা নিজের মনের কাছে স্বীকার না করে পারল না যে বাচ্চাগুলোকে ঝুড়িতে রেখে দিয়ে সোফায় আলেক্‌সির পাশে বসা বরং ভাল।

সেই সময় হঠাৎ বেড়ালটার আবির্ভাব ঘটায় আনা খুব খুশী হল। কারণ শিয়ালছানা-প্রসঙ্গটা যেন ঝিমিয়ে আসছিল। যে কোন মুহূর্তে তাদের আলোচনায় ছেদ পড়ত আর তারপরই আলেক্সি বিদায় নিয়ে চলে যেত। বাচ্চাগুলোর ঘুমোবার সময় হয়েছে এ কথা আনা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠে বাচ্চাগুলোকে ঝুড়িতে শুইয়ে দিয়ে তাদের গায়ে একটা পুরানো শাল ঢেকে দিল। তারপর ফিরে এসে আলেক্সির পাশে সোফার ওপর বসে বেড়ালটার ব্যাপার নিয়ে অভিযোগ করতে লাগল। সে মন দিয়ে তার কথা শুনতে লাগল। সোফার এক কোণে আনার পাশে সে বসেছিল—আনার ভারী ইচ্ছে করছিল তার মাথার চুলগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে দিতে।

বেড়ালটা আড়মোড়া ভেঙ্গে অদ্ভুত সাহসভরে আনার কোল থেকে লাফ দিয়ে আলেক্সির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিউ মিউ করে ডাকতে শুরু করে দিল। আলেক্সি বেড়ালটার পিঠের ওপর হাত বোলাতে লাগল।

আলেক্সির কাছ থেকে এত আদর পেতে দেখে আনা বেড়ালটার দিকে হিংসাভরে তাকাতে তাকাতে বলল, "আচ্ছা, এবার শুনি তোমার খবর।"

আলেক্সি তার নিজের খবর বলতে শুরু করে। আনা তার কথায় কান পাতলেও সে যে কি বলছে তা সে বুঝতেই পারল না। আলেক্সির হেজেল রঙের চেনা অথচ অচেনা চোখদুটো তার এত কাছে যখন রয়েছে তখন শিয়াল আর মৌমাছির কাহিনী শুনে তার লাভটা কি? আলেক্সি বুঝতে পারছিল আনা তার কথায় কান দিচ্ছে না।

অস্বাভাবিক নীরবতা শুরু হল। বেড়াল তীব্রকণ্ঠে একবার ডেকে উঠে আনা কি ভাবছে সে কথাই আলেক্সিকে বোঝাবার যেন চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আলেক্সির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বেড়াল অথবা শিয়াল থেকে তার মনটা তখন উধাও হয়ে গেছে। শেষে লজ্জিতভাবে সে বলল:

"তোমার কথা সবাই বলছিল—তার ওপর গানের মহড়া নেবার মত কেউ ছিল না।"

হঠাৎ আনার খুব রাগ হল। সবাইয়ের ওপর তার হিংসে হতে লাগল। তারা খড় শুকিয়ে নিচ্ছিল—সারা সন্ধ্যেটা মাঠে কাজ করে আর গান গেয়ে কাটিয়ে দিল। ভোরবেলায় একসঙ্গে সবাই মিশে খাওয়া-দাওয়া করল। আলেক্সি ছিল এই এদের দলে। কিন্তু আনাকে সারাদিন ধরে শুয়োরগুলোকে দেখাশোনা করতে হল। আর সন্ধ্যেটা কাটাতে হল শিয়াল নিয়ে। আর

আলেক্‌সি কিনা একটা মিষ্টি কথাও তাকে বলল না। কেবলই বিচ্ছিরি কুতকুতে ব্যাঙের কথা! ইতর, হ্যাঁ, ইতরই তো সে, একটা মিষ্টি কথা বলতেও তার বাধে।

"আমার কাজটাকে তুমি বাজে কাজ বলে মনে কর—তাই না? এই শিয়াল-ছানাগুলোকে নিয়ে আমি যে কি বিপদে পড়েছি তা কেইই বা খবর রাখে? কমসোমলের যে-কাজ তুমি আমায় দিয়েছ তা করতে করতে রাত্রে আমি ঘুমোতেই পারি না—তাতে কারই বা মাথাব্যথা? গানে মহড়া নেবার কেউ নেই—বেশ কথাটি বললে! তুমি তো জান যে তুমি একজনকে কাজ দিয়েছ কিন্তু সহায়তা দেবার কথা উঠলেই তুমি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়। ব্যাপারটা ঠিক এইভাবে ঘটছে! আমার আন্তরিকতার সুযোগ তোমরা নিচ্ছ। একজন কাউকে আমার জায়গায় পাঠিয়ে একটা রাত আমাকে একটু ঘুমোতে দেবার কথাও কেউ ভাবল না! আর যখন তুমি এলে তখন তোমার মুখে কেবল কাজেরই কথা, ব্যাঙ আর নানান জিনিসের কথা…। তুমি যাও কাউকেই আমার দরকার নেই…"

কান্নায় তার গলা বুজে এল। বেড়ালটা হঠাৎ যেন রেগে উঠল, আলেক্‌সির কোল থেকে ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে নেমে এসে একটা টুলের পায়ায় তার থাবার নখগুলোতে যেন ধার দিতে লাগল।

আনা বেড়ালটাকে একটা লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলে।

আলেক্‌সি হতভম্ব হয়ে বলে উঠল, "রাগ করো না, এখন আমি চললাম।"

অমনি হঠাৎ না-বলে-কয়ে তাকে ছেড়ে চলে যাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল আলেক্‌সির। কখন কখন আনার মনে হত এ ছাড়া আর কিছু সে জানে না। হঠাৎ কিছু না বলে-কয়ে সে উঠে পড়ে চলে যেত। নিজেকে সামলে নিয়ে কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করে তাকে আটকে রাখার মত কোন কথা ভাববার আগেই আলেক্‌সি ফটকের বাইরে চলে যেত আর তার দ্রুত চলার শব্দ দূরে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যেত। আনা কেন তাকে যেতে দিলে? আবার কবে তার সঙ্গে তার দেখা হবে?

পরের দিন খুব ভোরে আনার ফটকের কাছে তাদের দুজনায় আবার দেখা হল। দেখাটা অবশ্য হঠাৎই হল। দুজনে অবিরত কথা বলতে বলতে ধীর পায়ে পাশাপাশি চলতে লাগল। এক মুহূর্ত থামলেই বিব্রতভাবে তাদের হঠাৎ মনে পড়ল যে এই জনহীন বিজনপথে অনিশ্চিত ধূসর উষায়

তারা শুধু দুজনে পাশাপাশি একা। যে-কথায় আজ তারা দুজনে মুখর, এমন কথা পরে তারা কেউ-ই ঠিক মনে করে উঠতে পারবে না। আর তাদের দুজনার চিন্তায় আর কথায় ছিল আশ্চর্য মিল। আনা যা ভাবছিল আলেক্‌সি ঠিক সে-কথাই বলল আর আনা যা বলল ঠিক সেই কথাই আলেক্‌সির মনের মাঝে গুঞ্জন করে ফিরছিল।

খুব তাড়াতাড়ি তারা শুয়োরদের খোঁয়াড়ে পৌঁছে গেল, কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে আলেক্‌সির মনে পড়ল নদীর দিকে যাবার রাস্তাটার দুপাশে চমৎকার পপলার গাছ সবে লাগান হয়েছে। সে-গাছগুলো তারা দুজনে দেখতে গেল। দেখে আনা বুঝতে পারল যে উইলোর ডাঁটার মত অতি পেলব কোমল গাছগুলি সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার। তারপর তারা আবার খোঁয়াড়ে ফিরে গেল।

সম্ভবতঃ জীবনে এই প্রথম একান্ত অনিচ্ছায় আনা খোঁয়াড়ে প্রবেশ করল। কারণ সেদিন আলেক্‌সি হয়তো সেখানে আর আসবে না—তারও অনেক কাজ করার ছিল।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে আনা শুয়োর-ছানাগুলোকে ঘুরেফিরে বেড়াবার জন্যে বাইরে ছেড়ে দিল। শুয়োর-ছানাগুলো যে গাছটার তলায় আনার ব্যক্তিগত পরিচর্যায় ঘুরে-ফিরে বেড়াত, দেখা গেল সেইখানটায় আলেক্‌সি বসে আছে। এবার কিন্তু শুয়োর-ছানাদের দেখাশোনা করাটা আনার কঠিন-কুটিল বলে মনে হল না।

তারা দুজনে একসঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটাতে না কাটাতেই কি একটা ব্যাপারে শুরা সেখানে এসে হাজির হল। শুরাটা ছিল বিশ্রীরকমের একটা উৎপাত। কেবলই সে আনার পিছনে পিছনে ঘুরত, নানা প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। তাকে দেখেই কমসোমল-সংগঠনের সেক্রেটারী তার স্বাভাবিক ধৈর্য হারিয়ে ফেলে হঠাৎ উঠে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

শুরা এবং শুয়োর-ছানারা কেউই আনাকে এত কাঁদতে দেখেনি। সেজন্যে তাকে ঘিরে নির্বাক আশ্চর্যে তারা দেখতে লাগল তাকে।

অস্ফুট গলায় কথাগুলো বলতে বলতে আনা একবার হাসল আর একবার কাঁদল।

"এত শান্ত, এত ভাল কিন্তু তবু কেন হঠাৎ…"

বাকি কথাটা কান্নায় হারিয়ে গেল।

কিন্তু শুরা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারল যে এ ব্যাপারে সান্ত্বনার কোন প্রয়োজন নেই। আশ্চর্য সংযম নিয়ে চুপ করে ঘাসের ওপর আনার পাশে সে বসে রইল। রাস্তার ওপর শুয়োর ছানাগুলো একটা একটা করে যখন বেশ খোশমেজাজে লাফালাফি শুরু করে দিল তখন তাকেও মাঝে মাঝে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে হচ্ছিল। বাচ্চাগুলোর সুস্থতার জন্যে যেটুকু রোদ দরকার তার চেয়ে বেশী রোদ যাতে তারা না লাগায়—মাঝে মাঝে উঠে উঠে তা তাকে দেখতে হল।

শেষকালে কতকগুলো শুয়োর-বাচ্চাদের বারবার পালিয়ে যাওয়া আর কান্নার ক্ষণবিরতির এক ফাঁকে শুরা গম্ভীর গলায় তাকে জিজ্ঞেস করল:

"আনা সেমোনোভ্না, তোমার না কি বিয়ে হবে?"

বাচ্চাগুলো আনার চারপাশে আবার ভিড় করে এল—সে কাঁদছে বলে নয়—কেননা তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। সকাল বেলাকার খাবার সময় হয়েছে অথচ কেন সে তাদের খোঁয়াড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না: সে কথাই যেন জানবার জন্যে তারা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

"হ্যাঁ, আমি আলেক্সি, আলেক্সিয়িভিচ্‌কে বিয়ে করছি," আনা গর্বিত-ভাবে জবাব দিল। তারপর নিজেকে সামলে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে খোঁয়াড়ের দিকে আবার ফিরে চলল।

ক্ষুধার্ত শুয়োর-ছানাগুলো গুঁতাগুঁতি করতে করতে এবং একসঙ্গে ডাকতে ডাকতে তার পিছু পিছু চলতে লাগল।

শুরা সম্মতিসূচক মন্তব্য করল, "হ্যাঁ, বেশ চমৎকার ছেলে!"

আলেক্সি বিদায়গ্রহণের আধঘণ্টা পরে শুয়োর-ছানাগুলো আনন্দে লাফালাফি করে বেড়াতে থাকলেও আনার কান্নায় ছেদ পড়ল না। এত সুখ, আনন্দ ও তৃপ্তি এ কান্নায় যে তা সে থামাতে চাইল না।

"একটা কথা কখনও বলে না, অথচ কাছ দিয়ে আসা-যাওয়ার বিরাম নেই ...তারপর হঠাৎ 'আমাকে তুমি করবে আনা?' পাগল দুষ্টু ছেলে কোথাকার!"

আনার বুক ছাপিয়ে কান্না এল। এল আনন্দের স্নিগ্ধ হাসিও। বৃষ্টির পর যেমন সব পরিষ্কার হয়ে যায় তেমনি এ কান্নায় হৃদয়ের সব কিছু যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আনন্দে বুক ভরে উঠল।

॥ তের ॥

নিকিতা ফয়ডর ফয়ডরোভিচের কাছে একদিনের জন্যে মস্কো যাবার অনুমতি চাইল। "একটু কাজ আছে," সে বলল।

"কি ধরনের কাজ?" ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জিজ্ঞেস করলেন।

নিকিতা বেশ সহজ-সরল স্পষ্ট বলল, "ব্যক্তিগত কাজ।"

"মস্কোতে তোমার ব্যক্তিগত কি কাজ থাকতে পারে হে? এখানে তো তুমি চমৎকার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছ।"

নিকিতা কোন জবাব দিল না

অকারণ অসতর্ক হওয়ার জন্যে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলেন। পরে বিব্রতভাবে বললেন :

"তোমার দলটাকে নিয়ে আমি আস্‌ছে-কাল সকালে একটা অভিযানে যাচ্ছি। দেখ, ঠিক সময়ে ফিরে এস কিন্তু।"

"হ্যাঁ, ফিরে আসব।"

আল্লার বাবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার জন্যে নিকিতার মস্কো যাওয়া। তার বাবার কাছে সে জবাব পেয়েছে, যত শীগগীর সম্ভব তার বিয়ের হাঙ্গামাটা মিটিয়ে ফেলা দরকার। আল্লাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। যেখানেই তার কাজ পড়ুক না কেন সেখানেই সে দেরিতে গিয়ে হাজির হচ্ছে। জীববিদ্যায় সে পেয়েছে বড্ড কম নম্বর আর তার দলের মেয়েদের সঙ্গেও তার বিরোধটা তীব্র হয়ে উঠছে।

তার সঙ্গে বিয়ে হলেই আল্লার সবকিছু বিপত্তির অবসান ঘটবে। সে আরও গুরুগম্ভীর হয়ে উঠবে, অন্যেরা তাকে সম্মান করতে শুরু করবে আর ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ও তাকে ভালবাসবেন।

তার বাবার কাছ থেকে চিঠি পেয়ে নিকিতার অস্বস্তি দূর হয়ে গেল, তার বাবা ইভান ত্রিফোনোভিচ্ তাকে লিখেছিলেন যে সে যদি মনোমত পাত্রী পেয়ে থাকে তাহলে তিনি তার বিয়েতে আপত্তি করবেন না যদিও তিনি মনে করেন যে সে বড় তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে যাচ্ছে। ব্যাপারটা আরও ভাল করে ভেবে দেখবার জন্যে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিয়ে করলেই সন্তান-সন্ততি হতে শুরু করবে, তখন পড়াশোনাটা চালিয়ে যাওয়া তত সহজ হবে

না। কেবল লিখেছেন: তিনি নিকিতা ও তার স্ত্রীকে এই গ্রীষ্মের শেষে দেখবার আশা করছেন। তার মা তাঁর পুত্রবধূর জন্যে উরাল পাথরের একটা নেকলেস রেখে গিয়েছিলেন। ইভান ত্রিফোনোভিচ্ মনে করেছিলেন যে তাঁর পুত্রবধূ এটা খুব পছন্দ করবে। তাঁর চিঠিখানা অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ ও স্নেহ-ভালবাসায় ভরা। স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে নিজের যৌবনকালের কথা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল। হয়তো নিজে বুড়িয়ে যাচ্ছেন বলেও তাঁর মনে হয়েছিল। তাঁর ছেলে বড় হয়েছে, স্বাধীন হয়ে উঠছে—চিঠির মধ্যে সূক্ষ্ম একটা তৃপ্তির রেশও যেন ছিল।

নিকিতা ঠিক করলে আল্লার বাবার সঙ্গে তাঁর কারখানায় গিয়ে সে দেখা করবে। বাড়িতে দেখা পাওয়া শক্ত—এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আল্লাকে তিনি কখন দেখতেও আসেননি। আল্লার বাড়িতে যাওয়াটা নিকিতার কেমন যেন পছন্দ হল না। ও-বাড়ির নানান রকমের বিধি-নিষেধ-মানা তার যেন নিশ্বেস বন্ধ করে দিত। বিধি-নিষেধগুলো ভালর জন্যে হলেও আসলে সেগুলো ভীতিজনক।…'এটা ছুঁয়ো না,'…'এটা মাড়িও না,'…'এ কাপে খেয়ো না'…। নিকিতা এই ধারণার মধ্যে মানুষ হয়ে উঠেছে যে ব্যবহারের জন্যই জিনিসের অস্তিত্ব।

আল্লার ফ্ল্যাটের একটা ছবি নিকিতার ভাল লাগত। সে-ছবিটা তাকে তার গাঁয়ের কথা মনে করিয়ে দিত। ধূসর উইলোগুলো বিষাদভারে পুকুরের ওপর ঝুঁকে পড়ে আছে, তারই পিছনে সূর্য উঠছে। সূর্যের আলোর স্পর্শে এখনই যেন ওদের ঘুম ভেঙে যাবে, ফুটবে আলো, জাগবে রঙ—দুঃখের বিষণ্নতা মিলিয়ে গিয়ে। কিন্তু একটা জিনিস তার এই আনন্দ উপলব্ধিতে বাধা দিতে লাগল। আল্লার মা এমন গর্বভরে ভ্যাকুয়াম-স্যুইপার দেখাতে শুরু করবেন যে সেটা সবচেয়ে আধুনিক বলে তাকে প্রশংসামুখর হতে হবে। একটা কথাও যখন তার বলবার ইচ্ছা হবে না তখনই তাকে প্রগলভ হয়ে উঠতে হবে। আল্লার হাতখানা ধরে উইলোর দিকে তাকিয়ে সূর্য ওঠার অপেক্ষায় তার থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল। তাছাড়া কেবল আল্লা, তার বাবা-মা আর তাঁদের অতিথিরাই এই অদ্ভুত সুন্দর ছবিটা দেখবার সুযোগ পাবেন এটা যেন নিকিতার ভাল লাগছিল না। একথা একবার আল্লাকে বলতেই সে তার চুল ধরে নাড়া দিয়ে বলেছিল যে সে একটা আস্ত পাগল। নিকিতা সে-কথার প্রত্যুত্তরে তাকে একটা চুমু খেয়েছিল। অবশ্য তারপর ছবিটার কথাটা আর

তার মনেই ছিল না। এই-ই প্রথমবার আল্লাকে সে চুম্বন করেছিল। এর আগে কোন মেয়েকেই সে চুম্বন করেনি। সন্ধ্যার আবছা আঁধার চারদিকে : আল্লা অস্ফুটকণ্ঠে অসংলগ্ন ও কোমল কতকগুলো কথা যেন তাকে বলল। কি করে এবং কোত্থেকে সে তাকে চুম্বন করবার সাহস পেলে নিকিতা অনেক ভেবে কিছুতেই স্থির করে উঠতে পারল না।

আল্লার বাবা কোথায় কাজ করেন তা নিকিতা জানত। সে প্রেস-ব্যুরোতে ঢুকে সাহসভরে ফোনের গ্রাহক-যন্ত্রটা তুলে নিল কিন্তু অপারেটরের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনে যাকে সে ফোন করবে তার নামটা বেমালুম ভুলে গেল। প্রথম দুটো অক্ষর সে মনে করতে পারছিল। এ দুটো অক্ষরের সঙ্গে শিশু-বয়স থেকেই তার পরিচয় ছিল বলে অক্ষরদুটো তার বেশ মনে ছিল। যখন কোন চওড়া ডানাওয়ালা বিমান তাদের কলখজের ওপর দিয়ে ধীরগতিতে উড়ে যেত সে এবং অন্যান্য ছেলেরা মুখ উঁচু করে দেখতে দেখতে যেন পুরাতন কোন বন্ধুর কথা বলছে এমনিভাবে হঠাৎ বলে উঠত : "এটা একটা 'আই-আর'।" আল্লার বাবার নামটা শুরু হয়েছে এই দুটো অক্ষর দিয়ে আর যে বিমান-গুলোর নক্সা তিনি করেছিলেন সেগুলো পরিচিত হয়েছিল তাঁর নামে।

"হ্যালো"—অপারেটরের গলা ভেসে এল।

আমতা আমতা করে বলে উঠল : "অনুগ্রহ করে আমায় পরিচালকের অফিসের সঙ্গে যুক্ত করে দিন।" আবার তার মনের পটে সেই মানুষটার চেহারা নয়—সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত বিমানখানার ছবিটা ভেসে উঠল।

"আপনাকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।"

"বলুন?"—আর একটি প্রশ্নভরা কণ্ঠস্বর ভেসে এল—নিশ্চয়ই ডাইরেক্টরের সেক্রেটারী।

"ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"কে কথা বলছেন?"

"ওরেখোভ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।"

"আপনার প্রয়োজন?"

"ব্যক্তিগত।"

"এক মিনিট অপেক্ষা করুন।"—মেয়েটির কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের আভাস। খানিক পরেই সে বলল, "এখনই আপনাকে একটা অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।"

ওয়েটিংরুমে অনেকগুলি লোক বসেছিল। অবিরত টেলিফোন বাজছে।

কখন কখন একসঙ্গে ছুটো। অন্ততঃ চল্লিশ মিনিট কেটে যাবার পর কে যেন বলে উঠল :

"আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ এখন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।"

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ঠাণ্ডা জলে ডুব দেবার মত অনুভূতি নিয়ে সে অফিসে প্রবেশ করল। নিকিতা চেয়েই বুঝতে পারল আল্লার চেহারাটা ঠিক তার বাবার মত। আবেগের স্পর্শে তার উত্তেজনা যেন আরও বেড়ে গেল। নিকিতা আবেগকে বড় ভয় করে, এতে শুধু অসুবিধারই সৃষ্টি হয়। আল্লার চোখদুটো ঠিক তার বাবার মতই সুন্দর, কিন্তু তার বাবার চোখে উদ্বেগ ও ক্লান্তির ছায়া। নিকিতা দেখতে পাচ্ছিল কি একটা ব্যাপারে তিনি বড় বিব্রত হয়ে রয়েছেন কিন্তু এই সময়ে কথাবার্তা স্থগিত রাখা অসম্ভব। সেজন্যে যত সম্ভব সরল ও কোমলভাবেই বলে উঠল :

"আমার নাম ওরেখোভ, নিকিতা ইভানোভিচ্।"

"তুমি আমার মেয়ের বন্ধু, তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তার কি কিছু হয়েছে?" এমন উৎকণ্ঠিতভাবে আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ বললেন যে তা শুনে নিকিতাই কেমন যেন শঙ্কিত বোধ করল।

ক্লান্ত মানুষটির ভয় ও উদ্বেগ দূর করার জন্যে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল— "আজ্ঞে না, না, সে বেশ ভালই আছে।"

নিকিতা তখনই বুঝতে পারল। তিনি যে তার নাম জানেন তা সে ভাবতেই পারেনি। প্রেসব্যুরো থেকে সে তাকে ফোন করতেই তিনি মনে মনে ধারণা করে নিয়েছেন যে তাঁর মেয়ের কিছু একটা ঘটেছে এবং তখন থেকেই তিনি ভয়ানকভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি কাজ করে চলেছেন, লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করছেন, ফোনে কথা বলছেন···

সে আবেগভরে বলে উঠল, "আমি দুঃখিত, আমি ভাবতে পারিনি"······

"তাতে কি, ঠিক আছে। তাহলে কোন কিছু গণ্ডগোল নেই?"

"একেবারেই না। আল্লা জীববিদ্যা পরীক্ষায় পাশ করেছে। তারপরেই হচ্ছে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান। ঔষধিশালার জন্যে নানা নমুনা আমরা সংগ্রহ করছি।"

নিকিতা চুপ করল। সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল যে আল্লা কোন সাহসে এঁকে জানাবে যে জীব-বিদ্যায় সে পেয়েছে মাত্র তিন নম্বর। সে যাতে আবার পরীক্ষা দেয় নিকিতা তা দেখবে।

"ঔষধিশালা—শুকনো ফুল আর গাছগাছালি?" আল্লার বাবা জিজ্ঞেস করলেন। "আরে দাঁড়িয়ে কেন, বস নিকিতা ইভানোভিচ্।" তাঁর চোখে ক্লান্তির ছায়ার বদলে জেগে ছিল কৌতুকের ছায়া।

নিকিতা নীরবে বসে রইল। চেয়ারটা বেশ গভীর ও বেশ নরম। এখানে নীরব হয়ে বসে থাকা মারাত্মক, কেমন করে শুরু করবে তা সে বুঝতে পারছিল না। আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ও কোন কথা না বলে চুপ করে বসে তাঁর পাইপটা ধীরে-সুস্থে পরিষ্কার করতে লাগলেন। আচ্ছা এটা কি হতে পারে যে তিনি সব কথা জানেন আর তাই চুপ করে আছেন? নিকিতার ভারী ভয় করতে লাগল। তার মনে হল যে সে যদি এখন না বলতে পারে তাহলে আর কখনও পারবে না। ঘন করে শ্বাস নিয়ে চেয়ারের চওড়া হাতল-দুটো জোরে চেপে ধরে, চেয়ার থেকে অর্ধেক উঠে, নিঃশ্বাসরুদ্ধকণ্ঠে সে বলে উঠল :

"আল্লাকে আমি ভালবাসি। তাকে আমি বিয়ে করতে চাই। আমার বাবা অনুমতি দিয়েছেন। এ বিষয়ে আপনার অভিমত আমি জানতে চাই।" চেয়ারের হাতলদুটো থেকে তার হাতদুটো সরিয়ে নিয়ে চেয়ারের গহ্বরে সে যেন ডুবে গেল।

আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ পাইপে তামাকের গুঁড়ো দিয়ে ভর্তি না করেও একটা দেশলাই জ্বালালেন এবং তার অগ্নি-দাহন দেখতে লাগলেন। কাঠিটা নিভে যেতে সেটা ছাইদানে গুঁজে রেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং তারপর শুরু করলেন দরজা থেকে ডেস্ক অবধি পাদচারণা। একবার দরজার কাছে গিয়ে সেটা খুলে তাঁর সেক্রেটারীকে উদ্দেশ করে বললেন :

"ওল্‌গা পেত্রোভ্‌না, জরুরী ব্যাপার নিয়ে আমার আলোচনা করার আছে, তুমি গিয়ে খানা খেয়ে এস। জরুরী কিছু নেই তো? না, ও কাগজ-পত্তরগুলো এখন আমার দরকার নেই।"

নিকিতার কেমন যেন একটু উৎসাহ এল। যদি আল্লার বাবা এ-ব্যাপারটায় গুরুত্ব আরোপ করেন তাহালে উনি নিশ্চয়ই সম্মতি দেবেন। আর এটা সত্যিই জরুরী ব্যাপার! আর এমন অনেক জিনিস থাকতে পারে যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা দরকার। আল্লার বাবাকে ক্রমশঃই তার ভাল লাগতে লাগল। তার বাবা আর এই ভদ্রলোক দুজনে বেশ মানিয়ে-গুনিয়ে চলবেন এ-বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হল।

আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ শেষে তাঁর পাইপটা ধরালেন এবং নিকিতার ঠিক সামনে ডেস্কের এক ধারে গিয়ে বসলেন।

"আচ্ছা, এ-সব ব্যাপার কি করে ঘটল এখন বল দেখি আমায়?" যেন কি করে ঠাণ্ডা লেগে নিকিতার নিমোনিয়া হল এমনিভাবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"গেল বছর ২০শে আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়।" আলাপ-পরিচয়ের বিস্তৃত কাহিনীটাকে মনে করবার আপ্রাণ চেষ্টা সে করতে লাগল। কিন্তু তখন সে ভয়ানক অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সেই প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে তার ভয়ানক মাথা ঘুরেছিল এবং জিভ খুব শুকিয়ে গিয়েছিল শুধু সে-কথাই তার মনে পড়ল। সেজন্যে সে শুধু বলল, "আল্‌লা তখন পড়া-শোনার সময়তালিকাটা লিখে নিচ্ছিল।"

"হুঁ—তা বেশ", আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ ঘাড় নাড়লেন।

"সে…" ('সে' কথাটা ভয়ানক রকম পবিত্র এমনিভাবে কথাটা সে উচ্চারণ করল) সে নিজে এগিয়ে এসেই আমার সঙ্গে কথা বলল। জিজ্ঞেস করল কোত্থেকে আমি এসেছি। আমি জবাব দিলাম, চ্যুভাসিয়া থেকে।"

তার কথায় বাধা দিয়ে আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ বলে উঠলেন, "ওঃ, চ্যুভাসিয়ায় বাড়ি তোমার? খুব বেশী দিনের কথা নয়—ওখানে আমি গিয়েছিলাম একটা কাজে। কতকগুলো কলখজ আমি কৌতূহলী হয়ে দেখে এসেছি। তোমাদের ওখানকার কলখজগুলো চমৎকার। তোমাদের কোনটা?"

"ভ্যান্‌গার্ড।"

"না, ওটা আমার দেখা হয়নি। তবে কজ্‌লোভ্‌কাটা দেখেছি।"

নিকিতা গর্বিতভাবে বলে উঠল, "নামকরা লোকেদের আর সংবাদপত্রের রিপোর্টারদেরই সব সময়েই এটা দেখান হয়ে থাকে। তবে আমাদের কলখজ এর খুব পিছনে পড়ে নেই।"

অন্য কলখজের প্রশংসা নিকিতা ও নিকিতার বাবা ভালবাসেন না। কিন্তু চ্যুভাসিয়াকে আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচের ভাল লেগেছে একথা জেনে নিকিতা খুব খুশী হয়ে উঠল। তিনি যখন তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন তখন তিনি তাদের কলখজ দেখবেন। সেখানে তাঁর বিশ্রামও বেশ হবে। চ্যুভাসিয়ার স্মৃতিটাও আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচের মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল কারণ স্মৃতিমন্থন করতে করতে তিনি বলে উঠলেন:

"প্রথম আমি চ্যুভাসিয়ায় গিয়েছিলাম—দাঁড়াও মনে করি—হ্যাঁ, ১৯২২ সালে। তখন খুব শোচনীয় অবস্থা। অপরিচ্ছন্ন আর টি কোমা-রোগদীর্ণ ত্রাকি বলে একটা গ্রাম আমি পরিদর্শন করেছিলাম—"

"সর্ব-সোভিয়েত প্রতিযোগিতায় দু-বছর আগে ত্রাকির এ্যামেচার কোরাস দল প্রথম স্থান দখল করেছিল আর আমরা হয়েছিলাম দ্বিতীয়।" নিকিতা জবাব দিল।

"কোরাস?" আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ হাসলেন। "আচ্ছা, আল্লা তারপর কি বললে?"—পুরানো প্রসঙ্গে আবার তিনি ফিরে গেলেন।

"২১শে আগস্ট আমরা দুজনে কন্জারভেটয়ারে চ্যাইকোভস্কির পিয়ানো বাজনা শুনতে গেলাম।"

আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ এ-খবর আগে শুনেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার আল্লা তাঁকে তার এক নতুন সহপাঠীর কথা বলেছিল। ছেলেটির নাম ওরেখোভ, দীর্ঘ সুন্দর চেহারা, সবে মস্কোতে এসেছে। সাইবেরিয়ায় তার বাড়ি হলেও শিশুবয়স থেকে সে ছিল চ্যুভাসিয়ায়। আল্লা তাকে মস্কো শহর ঘুরিয়ে-দেখিয়ে বেড়াবার ভার নিয়েছিল। মস্কোর সবকিছু তাকে হতবাক করে দিয়েছিল। তারা দুজনে চ্যাইকোভস্কির প্রথম পিয়ানো বাজনা শুনল। তারপর অর্কেস্ট্রা শুরু হতেই (আল্লা এখানে সুরের দু'একটা লাইন ধরে গুনগুনিয়ে উঠল) নিকিতা প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। অবশ্য এসব কথা তিনি নিকিতাকে কিছু বললেন না। আল্লার বাবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ আছে এমন নানা বিষয় নিয়ে সে বকেই চলল।

কনসার্টের পর আল্লা নিকিতাকে নিয়ে গেল রেডস্কোয়ারে। সেখান থেকে তারা গেল পোলের ওপরে। এখানে তারা দুজনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। পোল থেকে ক্রেমলিনের আলোক-উজ্জ্বল জানালাগুলো তারা দেখতে পাচ্ছিল।

সারা অফিসটা নীরব নিথর। নিকিতা আপন স্মৃতিমন্থনের মধ্যে ডুবে গেল। আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ তাকে কোন বাধা দিলেন না। হৈমন্তিক পাঠক্রম শুরু হবার আগের দশটা দিন নিকিতা আল্লার সঙ্গে কাটিয়ে দিল। তারা দুজনে মিলে মিউজিয়মে, থিয়েটারে, সঙ্গীত-আসরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কদিনের মধ্যেই নিকিতার জীবন নয়নানন্দকর অপরূপ সৌন্দর্যে একেবারে

পরিপ্লাবিত হয়ে গেল। অরণ্যানীর মৃত্তিকার আর আকাশের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও প্রীতি ছিল—সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়—মানুষের হাতে-গড়া অপরূপ নগরীর, তার সংখ্যাহীন অট্টালিকা ও বিরতিহীন যানবাহনের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। শহরে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত চিত্রগুলি, কনজারভেটয়ার ও বলশোই থিয়েটার প্রভৃতির অপরূপ সৌন্দর্য আল্লার সঙ্গেই তার জীবনে প্রবেশ করল। সত্যি আল্লা কি অদ্ভুত! শহরের সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত ঐশ্বর্য ও আনন্দের সঙ্গে রয়েছে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। পঞ্চাশটি ছড়ের যুগপৎ উত্থান-পতনে স্বরজালের অপূর্ব সৃষ্টি যা নিকিতাকে হাসাল ও কাঁদাল: অপূর্ব চিত্রগুলি যা জীবন্ত হয়ে তার মনে সৃষ্টি করল আবেগের: এ-সবই আল্লার একান্ত পরিচিত—ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে তার সেই জীবিত বা মৃত শিল্পীদের সঙ্গে, যাঁরা এঁকেছেন এমন অপরূপ চিত্রগুলি। কনসার্টের সেরা স্বরশিল্পীদের সঙ্গেও তার দেখা হয়েছে। নিকিতা যে-সব বই পড়েছে, সে-সব বইয়ের লেখকদেরও সে দেখেছে। পৃথিবীর সবসেরা, সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে সৎ শহরে যারা বড় হয়ে উঠেছে আল্লা সেই সৌভাগ্যবতীদের একজন। এখানকার অদ্ভুত সুন্দর সব রাস্তাগুলোই তার জানা। আর আল্লাকে তার ভালবাসার এও একটা কারণ।

আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ নিকিতার কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। সে তার স্বভাব-বশেই কেবল তথ্যগুলোই বলে যাচ্ছিল। আর যত কথা আর যাই সে বলছিল সে-সবের সঙ্গে এসে যুক্ত হচ্ছিল আরও কটি কথা: 'আল্লা ভাবে', 'আল্লা বলে', 'আল্লা মনে করে'। আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ বুঝতে পারলেন মস্কো শহর যে আনন্দ-বিস্ময় তার জীবনে এনে দিয়েছে আল্লা তারই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এখানকার জনগণের জন্যে তার অন্তর ভরে ছিল গভীর শ্রদ্ধা এবং তাদের জন্যে সে গর্ববোধ করতে লাগল।

১৯২০ সালে তিনি যখন মস্কোয় আসেন তখন অবস্থা কেমন ছিল সে-কথা আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ স্মরণ করলেন তাঁর সমসাময়িক লোকেরা ভাল কাজই করেছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন তাই মস্কোতে নিকিতার এত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবারই কথা। আনন্দ ও স্বস্তির কথা যে চুভাসিয়ার মত অনুন্নত ও বহুদূরবর্তী জেলাও এখন নিকিতা ওরেখোভের মত সুখী ও আনন্দ-উজ্জ্বল তরুণদের পাঠাতে পারছে।

অবশেষে নিকিতার কথা শেষ হয়ে গেল। আল্লাকে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ,

যে ঠিক পছন্দ করে না, সে-কথা সে উল্লেখই করল না। এজন্যেও আল্‌লার ওপর নিকিতার ভালবাসা কমে যায়নি। আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ উঠে তার কাছে এগিয়ে এলেন :

"এ-বিষয়ে আল্‌লা কি বলে ? সে কি তোমায় ভালবাসে ?"

"হ্যাঁ, বাসে।"

সে যে তাকে ভালবাসে সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই আল্‌লা তাকে ভালবাসে। এর বিপরীত হতে পারে কি করে ? সে যদি তাকে ভাল না বাসত তাহলে তার সঙ্গে এত সময় কাটাত কি করে আর তাকে তার মুখচুম্বনই করতে দেবে কেন ?

ভারী পায়ে আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর কাঁধদুটো কেমন ঝুলে পড়েছিল।

"না, আমি তাকে পেতে তোমায় দেব না।"

নিকিতা দাঁড়িয়ে উঠল।

"না, দেব না। এই আমার শেষ কথা। বস।"

নিকিতা বসে পড়ল।

"তোমার মনের মধ্যেকার সবকিছুই জটিল,"—আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ বলে উঠলেন। "তোমার ভাবনা-চিন্তা, তোমার আনন্দ···মস্কো···চিত্রগুলি··· সঙ্গীত—সবকিছুর সঙ্গেই তুমি তাকে জড়িয়ে ফেলেছ। নির্বোধ তুমি! মানে তুমি বেশ চালাক-চতুর ছেলে অথচ এ-ব্যাপারে তুমি একেবারে বোকা হয়ে গেছ। ও তোমার কি ধরনের বউ হবে ? ওর কি দেখে তুমি এত মুগ্ধ হয়েছ ?"

ভয়ানকভাবে বিমূঢ় হলেও সে দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল, "আমি তাকে ভালবাসি।"

"এ নেহাতই তোমার বোকামি। ওকে নিয়ে তুমি করবে কি শুনি ? সর্বশেষ ফ্যাশান নিয়ে আলোচনা করবে ?"

"কিন্তু আল্‌লা—"

"না, ওকে আল্‌লা বলে ডেকো না"—আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন—"ওর নাম আলেকসান্দ্রা শাশা—সংক্ষেপে শাশেন্‌কা··· ওর এই নামই আমি চাই—এই নামটিই আমরা ঠিক করেছিলাম।"

"শাশা," নিকিতা নিজের মনেই অস্ফুটভাবে কথাটা উচ্চারণ করল।

তারও ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে শাশা বলে ডাকতে। আলেকসান্দ্রা শাশা—শাশেনকা…।

"সে নিজেই 'আল্লা' নামটা পছন্দ করে নিয়েছিল যেমন করে সে পছন্দ করে নেয় সে তার পোশাক-পরিচ্ছদ—এমন কি তার নিজের চিন্তাধারা আর অভিমত।" আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ফুটে উঠল। "যে কোন কিছুকে ফ্যাশান বলে তার কাছে তুলে ধরলে তখনই সে সেটাকে হয় করবে, নয় পরবে, নয় ভাববে। যা সে ভাবছে তাও অন্যের—তার নিজের নয়।" নিকিতা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে এসব কথা বলতে তাঁর কি কষ্টই না হচ্ছিল! "আর তার মুখে শিল্পকলার যে সব কথা শুনে তুমি মুগ্ধ হয়ে গেছ—তাও তার নিজের ধ্যান-ধারণা নয়। এগুলো সে অন্য গাল-গল্পের মত সংগ্রহ করে নিয়েছে। শিল্পকলার একটা বর্ণও সে বোঝে না—সঙ্গীত, চিত্র-কলা আর বই সম্পর্কে তুমি ওর চেয়ে হাজারগুণ বেশী জান। ওর চেয়ে মস্কোই তোমার উপযুক্ত জায়গা।"

"আপনার নিজের মেয়ে সম্পর্কে আপনি এসব কথা বলছেন কেন?"—নিকিতা প্রতিবাদ করে উঠল।

"তুমি তাকে ভালবাস বলে।" সহানুভূতিতে আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ বলে উঠলেন। এই কণ্ঠস্বরে রাগের এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল না। "আমি দেখতে পাচ্ছি সত্যিই তুমি তাকে ভালবাস। ঠিক আছে, তাতে কি। কষ্ট তোমার একটু হবে কিন্তু এ কষ্ট বেশিদিন থাকবে না। তা বেশিদিন থাকে না। আমার কথা তুমি বিশ্বাস কর। ভাল কথা, তোমার বয়স কত?"

"উনিশ।"

"তেইশ বছর বয়সে এ-সবই মিলিয়ে যাবে। আমি জোর করে একথা বলতে পারি।"

"কিন্তু আমি এটাকে চলে যেতে দিতে চাই না।"

"তোমার মত একটা ছেলে আমার থাকুক—এ ইচ্ছে যে কতবার আমার হয়েছে! আমার মেয়ে যদি বুদ্ধিমতী হত, ভাল হত, মানুষ হত তাহলে সানন্দেই তাকে তোমার হাতে তুলে দিতাম। তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হতে দেখলে আমি খুশী হতাম।"

আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ নীরব হয়ে রইলেন। নিকিতাও। তার

মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। এই সুন্দর সৎ মানুষটির কষ্ট দেখে তার কষ্ট হতে লাগল। তার উপস্থিতির কথা বিস্মৃত হয়ে তিনি ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। আর পাছে এই মানুষটির ভাবনায় কোন ব্যাঘাত হয় সেই জন্যে যেন নিকিতা সেই আর্ম-চেয়ারটায় অনড় হয়ে বসে রইল। সুখ-শান্তির চাইতে যে ছেলেটি হঠাৎ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে—আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ তার কথাই ভাবছিলেন। তিনি তাঁর মেয়ে শাশার কথাও ভাবলেন। তাঁর কন্যার প্রেমমুগ্ধ ছেলেটির আগ্রহ-ব্যাকুল দৃষ্টির দিকে একবার তাকিয়েই ব্যাপারটা কি ঘটেছে তা সম্পূর্ণভাবে তিনি বুঝলেন কি করে? তাঁর নিজের সম্পর্কে এবং তাঁর কন্যা সম্পর্কে তিনি এখন কি করেই বা এত নিষ্ঠুরভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠলেন?

আগে আগে তিনি ভাবতেন: আমাদের কি সৌভাগ্য! ছেলেমেয়েদের ভাগ্য কত ভাল! সব কিছু তাদের আছে। যা সম্ভব সবই আমরা তাদের জন্যে করেছি। কিন্তু মেয়েটি সৌভাগ্যবতী মোটেই নয়—তাঁর দুষ্ট প্রকৃতির মেয়েটি যেন তাঁর কাছে একান্ত অপরিচিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ছেলেটির ললাটকুঞ্চনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রেখা—এই ছেলেটিই ভাগ্যবান—সৌভাগ্যের আশীর্বাদ তার ওপর বর্ষিত হবে—যে সৌভাগ্যের জন্যে তারা: বলশেভিকরা সংগ্রাম করে এসেছে।

তাঁর মেয়েকে অবহেলা অযত্ন করার তাঁর কি অধিকার আছে? তিনি তাঁর মেয়ের মাথা খেয়েছেন। নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন আর নিকিতারও। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি করেছেন তাঁর নিজের মেয়ের। এ-সবই ঘটেছে তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। তিনি বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন হাসপাতালের নার্স! শান্ত-স্বভাব, নম্র, মাথাভরা চমৎকার চুল। শহরের ধারে ছোট্ট একটা বাড়িতে কি সুখেই না তাঁরা ছিলেন। রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়ে জ্বালানি-কাঠের গন্ধ আসত। রোজ সন্ধ্যাবেলা কারখানার কাজ থেকে ফিরে তিনি নৈশ-বিদ্যালয়ের পড়া তৈরি করতে বসতেন। এ-সবের বদল শুরু হল কবে থেকে? তিনি নৈশ-বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বেরুলেন। কলেজের ডিগ্রী নিলেন। বিমানের নক্‌শা করতে লাগলেন। তাঁর বিমানগুলোকে উড়তে দেখলেন। শীগগীরই তাঁকে একটা কারখানার ডাইরেক্টার করা হল। তাঁর স্ত্রী কাজ ছেড়ে দিলেন। হ্যাঁ, তাই। কিন্তু কেন? তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

বেশ ভাল কথা, ওঁকে বিশ্রাম নিতে দেওয়া হোক। তারপর তাঁদের তিন-ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট দেওয়া হল। তাঁরা কতকগুলো আসবাবপত্র কিনলেন—একটা গোলটেবিল যার চারধারে বন্ধুবান্ধবরা আরামে বসত, জিনিসপত্র রাখার একটা আলমারি যার ভেতর থেকে সদ্য-কেনা চায়ের বাসনপত্রগুলো ঝকমক করে উঠতে লাগল। প্রচুর চেয়ার—পাড়া-প্রতিবেশীর কাছ থেকে টুল চেয়ে-চিন্তে ধার করে আর আনতে হত না। তাঁর স্ত্রী আনন্দে আত্মহারা হলেন, সবকিছু বেশ আরামদায়ক করে তুললেন, বারে বারে তাঁকে আসবাবপত্র নাড়িয়ে-চাড়িয়ে সরিয়ে রাখতে হল। তাঁর মেয়ে শাশা ঝকঝকে তকতকে আরামদায়ক ঘর পেয়েছে দেখে তিনিও খুব খুশী হয়ে উঠলেন। অন্য বাচ্চা-মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় তার সঙ্গে লোটো খেলতে আসত। ঘরের এককোণে ডেস্কের ধারে চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসা দূর হয়ে গেল—তাঁর পড়াশোনার জন্যে বেশ একটা আরামদায়ক ঘর পেয়ে তাঁরও কম আনন্দ হল না। কাজের শেষে এই ঘরে ফিরে আসা ছিল কি আনন্দের! সবশেষের নকশা-করা বিমানটি শীগগীরই আকাশে পরীক্ষামূলকভাবে উড়বে, আর তিনি মাটিতে দাঁড়িয়ে সূর্যতেজ আর বিমানটির ঝকঝকে ডানাগুলোর জন্যে শুধু নয়—আনন্দের আবেশে চোখ কুঁচকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। একথা উপলব্ধি করে বিমানের নিত্যনতুন নকশার কথা ভাবতে ভাবতে পড়ার-ঘরের মধ্যে পায়চারি করার যে কি আনন্দ ছিল!

সে-সময়ে তীক্ষ্ণ কোণওয়ালা কিম্ভুত-কিমাকার টেবিল আর ভয়ানকভাবে ঠুনকো চমৎকার কারু-কাজ-করা জিনিসপত্রগুলো তাঁর বিরক্তির কারণ হত না। তখন ঘরের ভেতর ছিল ডেস্ক, একটা ড্রয়িং-বোর্ড, চওড়া জানালার গোবরাট—যার ওপর তাঁর অনেককালের পুরানো বন্ধু: এক অভিজ্ঞ বৈমানিক বসতে ভালবাসতেন আর ছিল পুরানো ওককাঠের তৈরি একটা বুক-কেস। তাকটার ওপরে পুশকিনের এক ভল্যুম বই—ছেঁড়াখোঁড়া—বাড়িতে বাঁধাই বাদামী রঙের মলাট।

সেই বুক-কেস! এই থেকেই তো সব শুরু হয়েছিল···। নকশা-কারকদের অফিসে ক্রমান্বয়ে চার রাত চার দিন কাজ করার পর একদিন সন্ধ্যেবেলা তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। দেখতে পেলেন ভুল করে অন্য ফ্ল্যাটে তিনি হাজির হয়েছেন। কিংবা তাঁর ভুল হয়নি? নিশ্চয়ই তাঁর ভুল হয়েছে—বুক-কেসটা নেই। এতটুকু মেঝে দেখা যায় না। শোবার-ঘরের

খাটটা সারা ঘর একেবারে জুড়ে আছে। "খাট-পালঙ্ক", ঘৃণায় গর্জে উঠলেন আলেকজাণ্ডার সেমোনোভিচ্।

হঠাৎ নিকিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "খাট-পালঙ্ক কাকে বলে জান তুমি?"

"না।"

"তা যেন তোমাকে কখন জানতে না হয়!"

আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ আবার তাঁর নীরব ভাবনায় বিভোর হয়ে গেলেন।

কারেলিয়ন বার্চ কাঠের মস্ত খাট। পায়ের আর মাথার দিকে কারুকাজ-করা ধাতব জাল। তাতে জড়িয়ে আছে সবুজ রঙের বাঁকা পাতা। খোদাই-করা রেখার ওপর ইতিমধ্যেই ধুলো জমে আছে। খাটটার আয়তন শহরের চৌকো বাগানের মত। তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। একটা নাইট-টেবিলে ধাক্কা খেয়ে তাঁর হাঁটু আর গোড়ালিটা একটু জখম হল। একটা ছোট্ট-কুশনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তাকালেন খানা-ঘরের দিকে। খানা-ঘরের তাক আর জানালার মধ্যে এক কোণে তাঁর পুরানো ডেস্কটাকে ঠেসে-ঠুসে ফেলে রাখা হয়েছে। আবার তাঁকে চেয়ারটায় কোনরকমে বসতে হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আল্লা খানা-ঘরে এসে উপস্থিত হল। তখন তার বয়স বার বছর। লম্বা সিল্কের ড্রেসিং-গাউন পরা কেন? বার বছরের এতটুকু মেয়ে ওই-ধরনের ড্রেসিং-গাউন পরবে কেন?

"তোমার মা কোথায়?"

"পুরানো দুষ্প্রাপ্য জিনিসের দোকানে।"

"কেন?"

"কেন?" তাঁর অজ্ঞতায় যেন আল্লা অবাক হয়ে তাঁর কথাই প্রতি-ধ্বনিত করল।

"ওরা মাকে খুঁজে-পেতে একটা আলোর ঢাকনা দেবে বলেছে। শোবার ঘরে বেশ ভাল আলোর-ঢাকনা রাখা দরকার তা বুঝি তুমি জান না?"

"আমার বুক-কেসটা কোথায়?"

"ওরা নিয়ে গেছে। বিচ্ছিরি পুরানো। সারা ফ্ল্যাটটার সৌন্দর্য ওটা একেবারে মাটি করে দিচ্ছিল।"

"কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না"—তিনি বলে উঠলেন। "তুমি বুঝতে

পারছ না আল্লা। তোমার মা নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। ওই বুক-কেসটা…
কিন্তু আমার পুশকিন কই ?”

“এই যে, কিন্তু মা ওটাকে ভাল করে বাঁধাবেন বলেছেন। এটা তো পুরানো সংস্করণ। ওটাকে এখন তুমি আর কোথাও পাবে না।”

বইখানাকে মেঝে থেকে তুলতে তুলতে তাঁর মনের ভেতর যেন স্মৃতির মিছিল বহে গেল। মমতা-ভরা প্রিয় কত পুরানো স্মৃতি। মনে পড়ল সেই বুড়ো স্কুল-মাস্টারের কথা। আলেকজাণ্ডার তৃতীয় শ্রেণীতে পড়বার সময় তিনি মারা যান। তিনিই তাঁকে ওই বুক-কেসটা দিয়েছিলেন। তাঁর বাবা আর তাঁর বড় ভাই এটাকে বয়ে বাড়িতে এনেছিলেন। এর কাচের দোর-গুলোতে তাদের ঘরের জানালাগুলোর ছায়া পড়েছিল। আর জিনিসপত্র-ভরা ঘরটাকে সেই ছায়াতেই মনে হয়েছিল বেশ ছিমছাম। পুশকিনের এই বইখানা ছাড়া আর কোন বই বুক-কেসটায় তখন ছিল না। মাস্টারমশাই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর অন্য বইগুলো অন্য ছাত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেবার জন্যে।

শুরু হল ‘তখন’ থেকেই! ‘তখন’ই তাঁর উচিত ছিল আল্লার ঘাড় ধরে ঐ ড্রেসিং-গাউন বদলিয়ে এই বুক-কেসটা হাতছাড়া করার মধ্যে ত্রুটিটা কোথায় তা সমঝে দেওয়া, তাঁর নিজের প্রভাব থেকে তাকে আর কখনও বেরিয়ে না-যেতে দেওয়াই তাঁর উচিত ছিল। কিন্তু বাড়ি থেকে চলে গিয়ে কারখানায় তাঁর অফিসের ঠাণ্ডা-চামড়ার সোফার ওপর শুয়ে তিনি রাতটা কাটিয়ে দিলেন।

ওই সব আসবাবপত্রের জঞ্জালকে দূর করে ছুড়ে ফেলে না দিয়ে তিনি চলে গেলেন কেন? এই অবস্থাকে কেন তিনি মেনে নিলেন? সম্ভবতঃ সে-সময়ে তাঁর মাথায় তাঁর সর্বশেষ বিমান-নক্সাটির চিন্তাই ঘুরছিল। শ্রেষ্ঠ নক্সার কথা তিনি ভাবছিলেন।

সেই থেকেই শুরু। ক্রমেই তা বেড়ে চলল। চার-ঘর-ওলা ফ্ল্যাট আর গাঁয়ে ছোট্ট একটা বাড়ি হল। তারপর হল প্রকাণ্ড বাড়ি। খাট-পালঙ্ক আর আসবাবপত্রের যেন ঢেউ জাগল।

কিন্তু তার এখন রইল কি? কোথায় তার সব বন্ধুরা—তার সব পুরানো সাথীরা? কোথায় সেই সহজ-সরল, স্নেহপ্রবণ সত্যকার মানুষরা? সব গেছে, সবাই হারিয়ে গেছে। তাঁর বাড়িতে সদাসর্বদা আজকাল যে সব

বিলাসী তরুণদের তিনি দেখতে পান—ওরা কারা? ভগবান জানেন আজকাল লোকেরা কি খায়—ছাতাধরা, পোকাধরা পনীর আর এ্যান্‌চোভিস্‌। কিন্তু তিনি এইরকম পনীর কেন খাবেন? ওই বাড়িতে একপাত্র গমের পায়েস চাওয়া অর্থহীন! আর তাঁর স্ত্রী? তাঁর স্ত্রীই নেই। একজন অপরিচিতা সুন্দরী মহিলা ড্রেসিং-গাউন পরে, অর্থহীন প্রলাপ বকতে বকতে ওই ফ্ল্যাটটায় ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। ও তাঁর স্ত্রী নয়। চকচকে পালিশ-করা মেহগনি-কাঠের জামা-কাপড়ের আলমারিটাই তাকে গিলে ফেলেছে। আর তার মেয়ে? তার কোন মেয়েই নেই। অনেককাল আগে শাশা বলে তাঁর একটা একরত্তি মেয়ে ছিল। পা-দুটো ছিল তার লম্বা, মাথায় ছিল চমৎকার একরাশ চুল। কাজ থেকে তিনি বাড়ি ফিরে এলেই সে তাঁর কোলে উঠে বসত। তাঁর কানে ফিসফাস করে অস্ফুট আধো আধো স্বরে তার উদ্ভট গোপন কত কথাই না তাঁকে বলত। সেই একরত্তি মেয়েটা এখন কোথায়? তার কোন অস্তিত্বই নেই। তার জায়গায় রয়েছে আল্লা। উঁচু-হিল-তোলা জুতো তার পায়ে, পরনে পায়জামা অদ্ভুত বিশ্রী ধরনের কোঁকড়ান চুলের বাহার তার মাথায়। আর মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে তিনি কি কিছু করেছেন? তাঁর মনে হল কিছু করেছিলেন। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়—খুব বেশী নয়। তারা যাতে গাড়ি না ব্যবহার করতে পারে সেজন্যে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। কি অদ্ভুত ধারণা! কিন্তু তাঁর স্ত্রীর তখুনি হৃদযন্ত্রের কষ্ট শুরু হয়ে গেল। আল্লাকে বলবার চেষ্টা করেছিলেন: "এই রকম ড্রেসিং-গাউন পরে তুমি ঘুরে বেড়াও কেন? এই ধরনের ঢিলে-ঢালা পোশাক-আশাকের তোমার দরকারই বা কি?" সে তার দিকে অবাক-চোখে তাকিয়ে ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করে দিয়েছিল। আর মেয়ের জন্যে বোকার মত তাঁর দুঃখ হতে লাগল। দুঃখ, সত্যি!

অসম্ভব খাটুনি হচ্ছে? তাহলেও তাঁর কোন অধিকার নেই…তাঁর মেয়েকে বলি দেবার অধিকারও তাঁর ছিল না…

তিনি নিকিতার সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"তোমার মত হাজার হাজার ছেলেকে আমি শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু আমি আমার নিজের মেয়েকেই মানুষ করতে পারলাম না।"

নিকিতা উঠে দাঁড়াল, টেবিলের ওপর পড়ে-থাকা বাক্স থেকে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে সে জীবনে এই প্রথম ধূমপান করতে শুরু করে দিল।

"তবু আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করবই।"

আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ ক্লান্তভাবে বললেন, "তুমি তরুণ, নির্বোধ, তার ওপর আবার প্রেমে পড়েছ। তুমি কল্পনাই করতে পারছ না যে তোমার জীবনকে সে একেবারে ভেঙে-চুরে শেষ করে দেবে।"

"ওঃ! না, না, তা সে করবেই না।"

নিকিতা তার সামনে দাঁড়িয়েছিল। তার কাঁধদুটো বেশ চওড়া, রোদ-পোড়া বুদ্ধিদীপ্ত ললাট, তার নীচেই দেখা যাচ্ছে হালকা রঙের বালসুলভ কেশগুচ্ছ। তার মুখটা বেশ শক্ত-সামর্থ। চিবুকও তাই।

"কাউকে আমার জীবন নষ্ট করতে আমি দেব না। আল্লাও বদলে যাবে। দেখুন, ও কেবল বড্ড আদুরে হয়ে গেছে।"

"তাহলে তুমি ওকে মানিয়ে-মুনিয়ে নিতে পারবে বলে তুমি মনে কর?"—আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ বলে উঠলেন। গোপনে তিনি আশান্বিত হয়ে উঠলেন।

"কেন পারব না? নিশ্চয়ই আমি পারব। ও বেশ বুদ্ধিমতী। সে সব বুঝতে পারবে। আপনি ভাববেন না। তারপর ছেলেপুলে হলেই জীবনকে আরও গভীরভাবে ও গ্রহণ করবে।"

"ছেলেপুলে!"—আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ হেসে উঠলেন।

নিকিতা আর শাশাকে পুত্রকন্যার জনক-জননী হিসাবে তাঁর চোখে কেমন যেন অবাস্তব বলে বোধ হয়েছিল বলে নয়, এই তরুণের দৃঢ় চিবুকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তাঁর বিশ্বাস হতে লাগল যে আবার সব ঠিক হয়ে যেতে পারে। তিনি মনে মনে কল্পনা করতে লাগলেন যে তাঁর বাড়িটা আবার সত্যিকার আগেকার 'ঘর' হয়ে উঠবে, আবার গমের পায়েস তাঁরা তৈরি করবেন। পনীর আর জেলি খাইয়ে তো এই জোয়ান তরুণকে রাখা যায় না। আর তাঁর ছোট্ট একরত্তি শাশা আবার তাঁর কাছে ফিরে আসবে—শান্তসুন্দর গৃহ-সুখী চেহারা, মাথার ওপর কুঞ্চিত কেশদামের মোহন-চূড়া নেই, জিজ্ঞেস করবে তাঁর কাজকর্ম চলছে কেমন! সত্যিই, তাঁর একটা নাতি হতে পারে—এইটুকু তিনি জানেন। আর তাঁর স্ত্রী স্থির হয়ে গৃহকর্মে মন দেবে, চুলে কলপ দেওয়া তার বন্ধ হয়ে যাবে (সে ইতিমধ্যেই বেশ বুড়িয়ে গেছে, পাকা চুলই তাকে মানাবে ভাল)। দুজনে মিলে এই হতকুচ্ছিত জিনিসগুলো দূর করে বাইরে ছুড়ে ফেলে দেবেন। ছুটির দিনে তিনি যাবেন কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে

নয়, যাবেন কোন কলখজে, নিকিতার বাবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করবেন। মনের সুখে মাছ ধরার একটু ফুরসত মিলবে তাঁর।…

নিকিতা একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। তার ওঠার সময় হয়েছে।

"কি খুব তাড়া আছে নাকি তোমার?"

"আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।"

"তাহলে দৌড়ও—", আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ বলে উঠলেন, "দৌড়তে শুরু কর। আর যদি মানিয়ে-মুনিয়ে নিতে পার তো ওকে বিয়ে কর।"

নিকিতা হাসল।

"এই কথাই তাহলে আমি আল্লাকে বলব!"

"হ্যাঁ, বল।"

আলেকজাণ্ডার সেমিনোভিচ্ তার দিকে অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

॥ চোদ্দ ॥

নিকিতার ভাগ্য ভাল। স্টেশনের কাছে একটা মোটর-লরী তাকে তুলে নিয়ে অর্ধেকের বেশি পথ এগিয়ে দিল। জীববিদ্যাকেন্দ্রে সে পৌঁছে দেখল তখনও সবাই ঘুমিয়ে আছে, এমনকি ফয়ডর ফয়ডরোচি্ও। নিকিতা ভাবছিল সে একটু ঘুমিয়ে নেবে কি না। তা না করে সে পায়চারি করতে করতে ভাবছিল পরে সেদিনই আল্লাকে সে কি বলবে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল সে ভারি লাজুক প্রকৃতির। কথা বলতে তার ভয় করে। সে তাকে একটা চিঠি লিখবে।

নিকিতা গভীর বনের মধ্যে চলে গেল—এ চিঠি লেখবার সময় কেউ যেন তাকে দেখতে না পায়।

সে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল! ঠিক তার মাথার ওপর একটা টিন্ট-মাউস একঘেয়ে সুরে কিচমিচ করে ডেকে বেড়াচ্ছিল। তার মুখটা বুনো স্ট্রবেরী ঘেঁসটে গেল। ফলটা বেশ বড় আর লাল টুকটুকে। তার একদিক থেকে বেরিয়ে-আসা বোঁটাটায় একটা গেঁড়ি তার খাওয়া-দাওয়া সেরেছে।

তার জীবনের সবচেয়ে গোপন আর পবিত্র ধারাকে কাগজের ওপর জোলো কথায় কলেজের বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করার ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে দেখে সে মনে মনে আঘাত পেল।

"আমি তোমায় কত ভালবাসি সে-বিষয়ে তোমার কোন ধারণাই নেই। আমরা যখন দুজনেই বুড়ো হব তখন একথা তুমি উপলব্ধি করতে পারবে। তোমার জীবনকে আমার সঙ্গে যুক্ত করতে তুমি যেন ভয় পেয়ো না। তোমার ক্ষতি করতে আমি কাউকে দেব না। আমি তোমার মুখে সব সময়েই হাসি দেখতে চাই। আর তা সম্ভব করতে আমি সব কিছুই করব। দেখো, আমি করি কি না।"

আল্লার বাবার সঙ্গে তার সাক্ষাত-আলাপের পর সে যেন আরও বেশি করে আল্লাকে ভালবাসতে লাগল। সে এখন জানতে পেরেছে যে শাশা বলে এমন একজন আছে যে তার বাবার যেমন প্রিয় ও প্রয়োজনীয়, নিকিতার কাছে সেও তাই হয়ে উঠেছে।

"আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি তাঁর সম্মতি দিয়েছেন।"

নিকিতা ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে আল্লাকে যে সব স্নিগ্ধ কথা বলবে বলে মনে করেছিল—বার বার করে নিজেকেই সে কথাগুলো শোনাতে লাগল। কিন্তু সে-কথাগুলোকে কিছুতেই সে লিখে উঠতে পারল না। পরের দিন সন্ধ্যে দশটার সময় চিফ্-চ্যাফ্ গাছের তলায় তাকে তার সঙ্গে দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে নিকিতা তার চিঠিখানা শেষ করল।

কুয়োতে যাবার ঢালু পথের ওপরেই নিকিতার সঙ্গে আল্লার দেখা হয়ে গেল। এটা সে আশাই করেনি কখনও। সেই সঙ্কীর্ণ পথের ওপর তারা দুজনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সমস্ত অরণ্যানী জুড়ে অখণ্ড নীরবতা। নিকিতা চিঠিখানা তার হাতের মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে চুপ করে রইল।

শেষে আল্লাই কথা বলল: "সুপ্রভাত নিকিতা!" তার একরাশ কুঞ্চিত কেশদাম তার ললাটের অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছিল।

"চমৎকার সকাল, দেখ এই চিঠিটা পড়ে—", নিকিতা জবাব দিল।

দলাপাকানো চিঠিখানাকে তার হাতে গুঁজে দিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল। এক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হল চিঠিতে যে-সব কথা লেখা আছে—তা তাকে সে মুখে বললেও পারে। কিন্তু সে মুহূর্তটা পার হয়ে গেল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ঢালু পথ ধরে দ্রুতপায়ে সে চলতে শুরু করে দিল। তপ্ত কপোলে বাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শ পেয়ে তার বেশ ভালই লাগল। পেছন ফিরে চেয়ে দেখার সাহস পর্যন্ত তার নেই।

ছাত্রদের আবাসস্থলে পৌঁছে সে দেখতে পেল ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ইতিমধ্যেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে—যে দৃষ্টি নিকিতা ঠিক সহ্য করতে পারছিল না—অধ্যাপক সংক্ষিপ্ত-ভাবে বললেন:

"কি করে পট্টি জড়াতে হয় তা আমাকে দেখিয়ে দাও।"

নিকিতার মুখের আবেগ-উজ্জ্বল ভাবটুকু ফয়ডর ফয়ডরোভিচের ভাল লাগেনি তা বেশ বোঝা গেল। নিকিতা একমনে এত নিচু হয়ে পট্টি জড়াতে শুরু করলে যে তা দেখে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বলে উঠলেন:

"কি হে, তুমি কি তোমার দাঁত দিয়ে পট্টি জড়াচ্ছ নাকি?"

দুঃসহ মুহূর্তটা পার হয়ে গেল। মাথাটা তুলতেই যে-কেউ মনে করতে পারত যে অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে থাকার দরুণ তার মুখটা এত লাল হয়ে উঠেছে। আরক্তিম হওয়া ছাড়াও সে-মুখে ছিল আহত অভিমানের চিহ্ন।

সে বুঝতে পেরেছিল যে কি ঘটেচে তা ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বেশ ভাল ভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন, আর সে-জন্যেই তাঁর এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ। কিন্তু এ-কথাটা সত্যি নয়। সকলের ওপরেই তাঁর ওই রকম খবরদারী, সবসময়েই হয় ভাঁজকরা থলিটার চামড়ার পেটিটা টেনে-টুনে দেখছেন, নয়তো বুটজুতো-গুলো দেখছেন—কিছুতেই ছাত্রদের একা থাকতে দেন না।

কিন্তু এই দিক দিয়ে ইউরা ডজডিকোভের মত এমন বিপত্তিতে আর কেউ কখনও পড়েনি। সব কিছুই সুশৃঙ্খলভাবে চলছে এমনি কথায় ফয়ডর ফয়ডরোভিচকে ভোলান সহজ নয়। ইউরা তার কুঁড়েমি কাটাতে পারল না, পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে চলবার পর তার ছল-চাতুরী আপনা থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল। ইউরা দেখতে পেলে তার ভাঁজ-করা থলিটা তার কাঁধ থেকে পিছলে পিছলে পড়ে যাচ্ছে। আরও এক কিলোমিটার চলবার পর থলি থেকে পিঠেগুলো পড়ে যেতে লাগল। অধ্যাপক লোপাতিন পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, ইউরা পিঠেগুলো কুড়িয়ে তুলে নিচ্ছে। তিনি না থেমে আরও জোর কদমে পা চালালেন। ছ কিলোমিটারের শেষে ইউরার বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে ফোস্কা পড়ল আর বার কিলোমিটারের পর মনে হল সে আর চলতে পারবে না। কিন্তু সবাই হাঁটছে বলে ইউরাকেও পথ হেঁটে চলতে হল। পিছলে-যাওয়া ভাঁজ-করা থলিটাকে কনুই দিয়ে চেপে ধরে তার পায়ে বিশ্রীভাবে কষে-বসা বুটদুটোকে বার বার টেনেটুনে তুলে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। শোচনীয় অবস্থা হয়ে উঠল তার। সমান-ভাবে পা ফেলে গ্রোমাদা আর স্তিপ্যান নীরবে চলতে লাগল। সব শেষে এল নিকিতা। ক্লান্ত বলে নয়—কারও সঙ্গে তার কথা বলবার ইচ্ছা ছিল না বলে সবশেষে সে এল।

স্পষ্টভাবে হিংসাভরা-চোখে ইউরা তার দিকে তাকিয়ে রইল। ভাঁজ-করা থলি ছাড়াও নিকিতা পরিজ করার একটা পাত্র নিয়েছিল অথচ তবু কেমন সহজভাবে সে হেঁটে চলেছে। পাত্রটা বেশ বড় আর নিশ্চয়ই খুব ভারী কিন্তু তবু নিকিতা ওটা নিয়ে চলেছিল এমনিভাবেই যেন ওপরে ছেঁদাকরা টিনের পলকা ব্যাঙ ধরবার পাত্রের চেয়ে ওটা মোটেই ভারী নয়।

কিন্তু মেয়েদের দেখেই ইউরার ভয়ানক খারাপ লাগতে লাগল। মেয়েরা ভেরা ভ্যাসিলিয়েভনার ঠিক পিছনে দ্রুতপায়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলেছে। তাদের সঙ্গে যাবার জন্যে লোপাতিন মারিনা, কাতিয়া ও লিউবাকে অনুমতি

দিয়েছিলেন। অনেক আবেদন-নিবেদনের পর ভারয়াও যাবার অনুমতি পেয়েছিল। তাঁর ভয় ছিল সে শীগগীরই ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ভারয়া স্থির-মন্থর সহজভাবে হাঁটছিল। তার মুখখানা আনন্দে ভরা। নিজের ভাবনায় সে বিভোর। কাতিয়া চলছিল সৈনিকের মত পা ফেলে, এইভাবে হেঁটে-যাওয়া যেন তার কাছে কিছুই নয়! স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল মোটামোটা লিউবার কষ্ট হচ্ছিল সবচেয়ে বেশী। রোদের তাতে তার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল—তা সত্ত্বেও কিন্তু সে পিছিয়ে যায়নি।

ভিক্টর বেলিভেস্কী এইরকমভাবে পথ-হাঁটায় এবং অভিযানে অভ্যস্ত বলে দ্বিতীয়-বার্ষিক ছাত্রদের উত্তেজনার কোন সাড়া দেয়নি। সে ছিল নীরব নীথর। যেন তার মন কোথাও উধাও হয়ে গিয়েছিল। গাংচিল ধরবার জন্যে সে তো আর যাচ্ছে না—পাখির ছানাগুলোকে বাসান্তরিত করবার জন্যে উপযুক্ত বাসা খুঁজে দেখতে সে চলেছে।

বেলিভেস্কীর কাছে এসে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে লোপাতিন জিজ্ঞেস করলেন, "কি হে, কিছু খোঁজ-খবর পেলে নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিল সে।

এই কথাবার্তার যেন সূত্র ধরে চিন্তিতভাবে গ্রোমাদা বলল, "দেখুন ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, ভাবছি বসন্তকালে প্রবাস-যাপনের সময় আমরা যদি পার্কের আর বনের গাছগুলো থেকে বিশ্রামরত পাখিগুলোকে ধরে দিন পনরো খাঁচার ভেতর পুরে রেখে দিই তাহলে কেমন হয়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার একটা কারণ হল ভালভাবে খেয়েদেয়ে ওদের জীবনধারণ করা। ওদের আমরা কম-সম খেতে দেব। ওরা রোগা হয়ে গেলেই ওদের অনুভূতি আর তেমন কাজ করবে না। স্থানান্তরে যাবার সময়-কালের অনুভূতিটাও ওদের মরে আসবে। আর তাতে হবে কি? বাসা বাঁধার সময় শুরু হলেই ওদের আমরা ছেড়ে দেব। এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন?"

শান্তভাবে কথাগুলো বলবার চেষ্টা করলেও স্পষ্টই বোঝা গেল যে গ্রোমাদা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গীদের দিকে তাকাতেই সে দেখতে পেল দুজোড়া চোখ তাদের মুখের দিকে চেয়ে আছে। একজোড়া তারুণ্যে-ভরা-ব্যগ্রব্যাকুল—অন্যজোড়া জরাগ্রস্ত নিষ্প্রভ। তারুণ্যে-ভরা চোখদুটি লোপাতিনের।

"একেবারে অবাস্তব।" বেলিভেস্কী হঠাৎ বলল।

"কেন ?"

"তারা থাকবে বটে, কিন্তু বাসা বাঁধবে না।"

লোপাতিন সাগ্রহে বলে উঠলেন, "ঠিক আছে। মনে হয় ইভান ওস্তাপোভিচ নতুন কিছু ভেবেছে। একবার চেষ্টা করে দেখা যাক না কেন ভিকৃটর। তোমরা কি বল ?"

নিজেকে আর সামলাতে না পেরে গ্রোমাদা দ্রুতভাবে পা ফেলে তাদের আগে আগে চলতে লাগল। বেলিভেস্কীর সঙ্গে এমন বন্ধুত্বের স্বরে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ কথা বলবেন তা সে সহ্য করতে পারছিল না। পাখিরা নতুন জায়গায় গিয়ে বাসা বাঁধবে কি না সে বিষয়ে ভিকৃটরের যে এতটুকু আগ্রহ নেই নিশ্চয়ই তা তিনি লক্ষ্য করে থাকবেন।

গ্রোমাদা শোনার বাইরে চলে যেতেই লোপাতিন বললেন, "ভাল কথা। বক্তৃতার পর তুমি এগিয়ে এলে না কেন ? গ্রোমাদা নিশ্চয়ই তোমাকে বলবার অনুমতি দিত।"

বেলিভেস্কী তার কাঁধদুটো কোঁচকাল।

"শুমশ্ কি নিশ্চয়ই আপত্তি করতেন। আমি যে কি বলতাম তা অনুমান করা খুবই সহজ। দুঃখিত, ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, মনে হচ্ছে আমি একটা পাখির বাসা দেখতে পাচ্ছি !"—একথা বলে ঘুরেই সে বনের মধ্যে প্রবেশ করল। যেতে যেতে খাপ থেকে ম্যাপটা টেনে বার করতে লাগল।

লোপাতিন তার দিকে করুণা-কোমল চোখে চেয়ে রইলেন।

যতই ছাত্ররা হেঁটে চলছিল তাদের মধ্যে ভেদটা ততই বাড়তে লাগল। স্পষ্টই বোঝা গেল সকলেই অল্পবিস্তর বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু বোরিস আনন্দে উৎফুল্ল ক্ষুদে কুকুরছানার মত ছুটে ছুটে চলেছে, কখন হাঁটু গেড়ে বসে গর্তটা খুঁজে-পেতে দেখছে, কখনও গাছে উঠছে। ইউরার জন্যে বোরিস সহানুভূতিও প্রকাশ করছিল। এটা কিন্তু ইউরার কাছে সত্যই অসহ্য মনে হতে লাগল।

সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বোরিস বলল, "কমরেড ডোজডিকভ্—খুব ক্লান্ত হয়েছেন না ? আপনার ঝোলা থেকে একটা চামচ পড়ে গেছে, দাঁড়ান ওটা ঠিক করে রেখে দিই।"

চামচটা ঝোলার ভেতর গুঁজে-গেঁজে রেখে দিয়েই আবার সে ছুট লাগাল।

খোলা মাঠে এসে তারা হাজির হতেই বোরিসের চাঞ্চল্যও দূর হয়ে গেল। কথাবার্তাও ক্রমে ঝিমিয়ে এল। সূর্যের নিষ্করুণ অগ্নি-দাহন শুরু হল আর মাটি থেকেও শুকনো ধূলিধূসর তাত উঠতে লাগল।

আরও ঘণ্টা দেড়েক বাদে তারা এসে পৌছল—একটা ছোট্ট নদীর তীরে।

"জল খাবে নাকি ?" লোপাতিন ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন।

"না।" সমস্বরে তারা উত্তর দিল।

"খাবে না ?"

লোপাতিনের দৃষ্টি সেই ক্লান্ত ঘর্মাক্ত ধূলিমলিন চেহারাগুলির ওপর ভেসে বেড়াতে লাগল।

জিভ দিয়ে তার শুকনো ঠোঁটদুটো ভিজিয়ে নিয়ে লিউবা উত্তর দিল, "না।"

ইউরা অনুগতভাবেই প্রতিধ্বনি তুলে বলল, "না।"

হাসিখুশী মুখে লোপাতিন বললেন, "দেখ, আমার কিন্তু তেষ্টা পাচ্ছে। চল্লিশ মিনিট এবার বিরতি। তারপর এখান থেকে হ্রদের দূরত্ব বেশী নয়—পাঁচ কিলোমিটার মাত্র। ছায়ায় ছায়ায় আমরা হেঁটে যাব, বুঝতেই পারব না পথটুকুর দূরত্ব।"

বিরতি শেষে নদী থেকে তারা হ্রদের দিকে এগুতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি রাত ঘনিয়ে আসতে লাগল। পশ্চিম দিক থেকে কালো ভারী মেঘ তাদের দিকে যেন এগিয়ে আসতে লাগল। আর বনের পিছন থেকে কড় কড় করে বাজ ডাকতে লাগল ও বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল।

"এই দেখ, এবার আমরা পৌছে গেলাম। জীববিদ্যাকেন্দ্রের একেবারে পাশে—তাই নয় কি ?" লোপাতিন বললেন।

এককালে এটা একটা হ্রদ ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। একটা জলা, গাংচিলদের আড্ডা। পাখির ছানাদের পায়ে আঙট পরাবার জন্যে প্রতি-বছর ছাত্ররা এখানে এসে থাকে। ডালপালা মেলে কালো বার্চগাছগুলো তার খাড়া পাড়গুলোকে ঢেকে রেখেছিল।

"এই বনবীথিতে একটু আগুন জ্বালিয়ে পরিজ তৈরি করব"—লোপাতিন প্রস্তাব করলেন। "এবার, তোমরা জুতোগুলো খুলে ফেল।"

ইউরা ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। পা থেকে বুটদুটো খুলতেই তার পিছনে উদ্বেগ-ভরা একটা কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেল।

"আহাহ্! তুমি হাঁটলে কি করে হে?"

ইউরার ঘেঁসটানো গোড়ালি থেকে রক্ত পড়ছিল।

তাঁর থলি থেকে ভেসলিনের টিউবটা বার করতে করতে দুঃখিতভাবে লোপাতিন বললেন, "তোমার পট্টি ঠিক করতে তুমি এত সময় নিলে! আমি দেখলাম বটে তোমার ভাঁজ করা থলিটা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমার ধারণা ছিল তোমার পাদুটো ঠিক আছে। আর তুমি কিনা ওজর-আপত্তি না করেই দিব্যি হেঁটে এলে। নাও, ভেসলিনটা এখানে আর ওখানে লাগাও।"

ইউরা ক্ষত জায়গাটায় বেশ ভাল করে ভেসলিন লাগিয়ে অপরাধী-অপরাধী ভাব দেখিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

ভিকৃটর আর নিকিতা সবচেয়ে কাছের কলখজে দুধের খোঁজে গেল। লিউবা আর মারিনার সহায়তায় ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্না সকালের খাবার তৈরি করতে লেগে গেলেন। স্তিপ্যান ও কাতিয়া আগুন জ্বালতে ব্যস্ত হয়ে রইল। বোরিস ফার গাছ থেকে বেশীদূরে নয়, এমন একটা জায়গায় তার রোদ-পড়া শক্ত হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমোতে লাগল।

কিন্তু মাথার ওপরে মেঘগুলো তখনও ঘুরে বেড়াতে লাগল। চলে যেতে যেতে তারা একেবারে মিলিয়ে গেল না, বরং আরও ঘন আরও কালো হয়ে এল। ক্রমে পশ্চিম আকাশের ধূসর লাল রঙটাকে একেবারে ঢেকে দিল। ফারগাছগুলো আরও গভীরভাবে আরও বেগে আন্দোলিত ও আর্তনাদ করতে লাগল।

ভারয়াকে হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখে ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্না তাকে বিশ্রাম নিতে বললেন। কিন্তু ভারয়ার এ বিবর্ণতা ক্লান্তিজনিত নয়—বজ্র-বিদ্যুতে তার বড় ভয়।

"কেউ যেন কোন আগুন জেলো না! সবাই ফারগাছগুলোর তলায় চলে যাও কিন্তু বড় গাছগুলোর তলায় কেউ বসো না যেন", ভারয়া লোপাতিনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

বিদ্যুৎ-চমকের মধ্যে তাঁর মুখখানা অপরিচিতের মত মনে হতে লাগল। তার নিজের হাতদুটো শক্ত করে চেপে ধরে লোপাতিনকে অনুসরণ করে একটা আশ্রয় খুঁজে নেবার উদ্যোগ করতেই ভারয়ার দৃষ্টি পড়ল ঘুমন্ত

বোরিসের ওপর। তাকে না জাগিয়ে গাছের আরও কাছে তাকে সরিয়ে সে নিয়ে গেল। তাকে ঠিক-ঠাক করে শুইয়ে দেবার পর সে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। দুটো হাত কোমরে দিয়ে খুব খুশী আর আরামে লোপাতিন একটা ফারগাছের তলায় বসেছিলেন। তাঁর দিকে তাকালে স্বীকার করতেই হবে মানুষের বিশ্রামের ব্যবস্থা এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। ফারগাছের তলাটায় আর-সবাই শীগগীরই তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। ভেরা ভ্যাসিলিয়েভনা রুটির টুকরো বিলোতে লাগলেন। লিউবা ভারয়ার পাশে বসে বেশ ভাল করে সেদ্ধ একটা ডিম তাকে এগিয়ে দিল।

তাদের নীচে হ্রদের ওপর একটা ঝোড়ো হাওয়া গাছ-গাছালিগুলোকে কাঁপিয়ে নুইয়ে দিয়ে গেল। বাতাসের বেগ আরও তীব্র হয়ে উঠল। চমৎকার বৃষ্টির দ্রুত বর্ষণ হল শুরু। ফার-গাছগুলোর ওপর ঝমঝমিয়ে পড়ে ডালপালা বেয়ে মাটিতে নেমে এল। যারা এই গাছগুলোর নীচে দাঁড়িয়েছিল তাদের ওপর পড়ল না। নিকিতা আর ভিক্টর দৌড়ে এল। তারা ভিজে গেলেও বেশ খুশীই হয়েছিল। তার ঠাণ্ডা কনকনে আঙুল দিয়ে মগটা আচ্ছা করে কষে ধরে ভারয়া খুব আগ্রহের সঙ্গে ঠাণ্ডা দুধটায় চুমুক দিল। পাইন-গাছের পাতার ও ঘাসের গন্ধ ভেসে আসতে লাগল। হঠাৎ সে তার পাশে স্বস্তিভরা ছন্দময় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ ঘুমুচ্ছেন। ভারয়া পরম শান্তিভরা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কাতিয়া কোমলকণ্ঠে বলে উঠল, "যাক, শেষকালে বৃষ্টি এল।"

নিকিতা ফিসফিসিয়ে উঠল, "চমৎকার বৃষ্টি। ফসলের এ-বৃষ্টি দরকার ছিল। শস্য-কণারা বেশ ভাল জল পাচ্ছে।"

ফারগাছের তলাটায় আবার নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। কেবল শোনা যেতে লাগল রুটি-চিবানোর, শশা কামড়ানো আর পাইন-গাছের পাতার ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ।

গারিনা বলে উঠল, "এর আগে আমি কখনও বনে রাত কাটাইনি—এখানে তো একটুও ভয় লাগছে না।"

কাতিয়া জবাব দিয়ে উঠল, "ভয় পাবারই বা আছে কি? আশে-পাশে চারদিকে তো রয়েছে সব বন্ধুরাই"—পুনরাবৃত্তি করে আবার বলল, "বন্ধু ভিন্ন আর তো কেউ নেই।"—এই কথাগুলো বলে সে আনন্দ-ভরা কণ্ঠে উঁচু গলায় হাসল।

ঘুমন্তকণ্ঠে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠলেন লোপাতিন, "বাছারা, ঘুমিয়ে পড়।" আবার তাঁর ছন্দময় নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে লাগল।

ভারয়ার একবার মনে হল তার কেমন যেন খিদে খিদে পাচ্ছে কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল লিউবার গা ঘেঁসে।

একটা শীতল স্পর্শ পেয়েই ভারয়ার ঘুম ভেঙে গেল। তার শরীরের বাঁ-দিকটা ঠাণ্ডায় একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অপর পাশে ঘুমন্ত লিউবার দেহ থেকে জলন্ত স্টোভের মত তাপ নিঃসৃত হচ্ছিল। ভারয়া নড়াচড়া করতেই ভয় পেয়ে লিউবা জেগে উঠে দাঁড়াতে যেতেই তার মাথাটা গাছের একটা ডালে ঘা খেল আর তাদের ওপর বরফের মত ঠাণ্ডা বৃষ্টির জল ঝরে পড়ল। ভারয়া চারদিকে তাকিয়ে দেখল। লোপাতিন কখন উঠে গেছেন। আকাশ ধূসর হয়ে আছে, ঠিক কটা বেজেছে তা সে ঠাওর করতে পারল না। সন্ধ্যায় সেই মেঘ-ভারে আকাশের মুখ আর ঢাকা না থাকলেও হালকা ধূসর রঙের তুলো-পেঁজা মেঘে আকাশ ঢাকা ছিল।

হাসির শব্দে আর তার মুখের ওপর বৃষ্টির জল ঝরে পড়ায় নিকিতা জেগে উঠল। মজা করে কেউ হয়তো ফার-গাছের ডালগুলো ধরে নাড়া দিয়েছিল। শীগগীরই লোপাতিন ফিরে এসে সবাইকে যে-যার কাজে পাঠিয়ে দিলেন। ছাত্ররা জলাভূমিটাকে ঘিরে ফেলল। প্রত্যেককেই এক একটা এলাকার ভার দিয়ে দেওয়া হল। ত্ব'দিকে গাছ দিয়ে এই সব এলাকার সীমানা ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। কাজ হল এই গাছপালার মধ্যে দিয়ে যে-সব গাংচিল উড়ে যাবে তাদের সংখ্যা গুনে ঠিক করা।

নিকিতা জমিটার ঢালু দিকটায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। ঠিক তার বিপরীত দিকে তুটো উঁচু ফারগাছের মাঝখানে আরও তুটো ফারগাছ—এ-তুটো খুব বড় না হলেও এদের শাখা-প্রশাখাগুলো ছিল বেশ বিস্তৃত। এ-তুটোই বৃষ্টির হাত থেকে তাদের বাঁচিয়েছিল। সাঁ সাঁ শব্দে ডানা দিয়ে বাতাস কেটে উড়তে উড়তে তীক্ষ্ণস্বরে ডাকতে ডাকতে তার মাথার ওপর গাংচিলগুলো উড়ে বেড়াচ্ছিল। মশারা অক্লান্তভাবে একঘেয়ে ভোঁ ভোঁ শব্দে উড়ে বেড়াচ্ছিল। মাঝে মাঝে নিকিতাকে দিচ্ছিল নির্দয় কামড়। কিন্তু নিকিতা তাদের তাড়িয়ে দিতে দিতে গাংচিল গুনতে লাগল।

শেষকালে নদীর ওপারের ঝুলন্ত ধূসর মেঘগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে লাগল। খুব তাড়াতাড়ি পেঁজা তুলোর মত মেঘগুলো দূরে সরে যেতে

লাগল। পরিষ্কার নীল আকাশের ফাঁকে সূর্যের আলোক-রশ্মির এক ঝলক কোনাকুনিভাবে গাছের মাথা আর নদীর তীর ডিঙিয়ে ধূসর কুয়াশাভরা বাতাস কেটে ভিজে বড় বড় ঘাসের ওপর হেসে উঠল। মনে হল এই নিটোল আলোর ঝরনাকে যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়, মুঠোর মধ্যে নেওয়া যায়, বা হাতের অঞ্জলির মধ্যে জলের মত গ্রহণ করা যায়। নিকিতার মনে হল এতক্ষণে আল্‌লা তার চিঠিখানা পড়ে ফেলেছে এবং তারই মত তন্দ্রাহীন চোখে চেয়ে আছে। বারান্দায় সিঁড়ির ওপর বসে সে হয়তো সন্ধ্যার আগমন প্রতীক্ষা করছে। বনের পিছনে অনেক দূরের মেঘ হয়তো সরে গেছে। আর এখানকার মতই সূর্যের সোনার আলোর একটি ঝলক হয়তো সোজাসুজি আল্‌লার উপর পড়ে তার সমস্ত দেহমনকে উত্তপ্ত করে তুলছে। আর সেজন্যেই হয়তো এই মুহূর্তেই সে হয়েছে উত্তপ্ত এবং আনন্দ-আকুল।

দূরে বাঁশির একটা শব্দ শোনা গেল—বোঝা গেল লোপাতিন ছাত্রদের ডাকছেন। সকাল বেলার পরিক্রমণ শেষ হয়ে গেল। ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্‌না সকলের কাছ থেকে তালিকা চেয়ে নিয়ে হ্রদের ধারেকাছে বড়সড় গাংচিলদের সংখ্যা গুনে ঠিক করতে লাগলেন। কাতিয়া আর লিউবা আগুনে পরিজ তৈরি করতে লাগল। পরিজে ধোঁয়া-গন্ধ হল। মিন্ত আর বনের নানা গাছ-গাছড়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। সুগন্ধময় বলে লোপাতিন তাদের আশ্বস্ত করেছিলেন—সেগুলো কেটলির মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল। সম্ভবতঃ এই গাছ-গাছড়া ছিল স্বাস্থ্যপ্রদ, কিন্তু তাদের স্বাদ ছিল বড় তেতো। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ছাত্রেরা মনে করল এইরকম পরিজ আর চা তারা এর আগে কখনও উপভোগ করেনি!

প্রাতরাশের পর পাখির ছানাদের পায়ে আংটা পরাবার জন্যে তারা গেল জলাভূমিতে। জলাভূমিটা নল-খাগড়ায় আর গোল চকচকে পাতাওয়ালা ঝোপ-ঝাড়ে ভরা। এইসব পাতার তলার দিকে ধারালো কাঁটা আছে—খুঁটিয়ে দেখার পর তা বোঝা গেল। কেবল কাঁটাই নয়—প্রত্যেক কাঁটার শেষ-দিকটা বঁড়সির মত বাঁকান। আর কাঁটাগুলো সূক্ষ্ম জাল দিয়ে ঢাকা।

"বিশ্রী রকমের কাঁটাওয়ালা,"—ইউরা মন্তব্য করে বলল। লোপাতিন তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন রান্নার ব্যাপারে সহায়তা দেবার জন্যে, কিন্তু তবু সে অন্যদের সঙ্গে চলে গেল।

ইউরা বলে; উঠল, "ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্—আমি জানি পিছে পড়ে

থাকাই আমার উচিত কিন্তু মধ্যাহ্ন-ভোজ রান্না করা—সত্যিই, আপনি তো জানেন!"

কেউ রান্না করতে চাইল না। ভাগ্য-নিরূপণের জন্যে লটারী করা হল। গ্রোমাদা একটা কাগজের টুকরো টানলে—তাতে নিরস গদ্যে লেখা: 'পরিজ'। আশাভঙ্গজনিত একটাও দুঃখের কথা না বলে সে পাত্রটার দিকে একবার তাকাল। পোড়া পরিজের খানিকটা পাত্রটার তলায় সেঁটে বসে আছে। সে বললে যে পরিষ্কার জল দিয়ে এটাকে ঘসে-মেজে নেবার জন্যে সে হ্রদে যাবে। মারিনা ঘুরে তাকাতেই তার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল, সে ভুরু কুঁচকে রইল। গ্রোমাদা পাত্রটা তুলে নিয়ে হাতটা একবার নেড়ে হ্রদের দিকে পা বাড়াল।

দুপুর বেলায় আকাশে এতটুকু মেঘ আর রইল না। এজন্যে সবাই দুঃখ করতে লাগল। রোদের তাতে তাদের মাথা আর কাঁধ পুড়ে যেতে লাগল, কিন্তু পাদুটো ঠাণ্ডায় জমে যাবার মত হল। ঘন ঘাস ও শেওলার আস্তরণের আড়ালে সূর্যের তাপ থেকে রক্ষিত বরফের মত ঠাণ্ডা জলের মধ্যে প্রায়ই কারও না কারও পা ডুবে যেতে লাগল।

লোপাতিন বললেন, "জলাভূমিটা এখনও কাঁচা রয়েছে, পুরানো জলাভূমির ভেতর দিয়ে যাওয়াটা সহজ, কেননা, তা থেকে একটু আশ্রয় পাওয়া যায়, কিন্তু এটা একেবারেই শক্ত নয়। ইউরা, গুড়িমেরে চল—দাঁড়িও না।" এক মিনিট পরে চেঁচিয়ে ইউরাকে একথা বলতেই সে সানন্দে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল—চিরাচরিত প্রথায় দু'পা ফেলে হাঁটবার চেয়ে এভাবে চারপায়ে হেঁটে যেতে তার ভালই লাগছিল। সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে এইভাবে সে চলছিল, হঠাৎ লোপাতিন একবার চিৎকার করে উঠতেই সে থামল: "সাবধান ইউরা, একটা পাখির ছানাকে তুমি যে পিষে ফেলছ!"

আতঙ্কে সেই জায়গায় ইউরা যেন জমে গেল এবং তার শরীরের তলা থেকে অর্ধশ্বাসরুদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত পাখির ছানাকে টেনে বার করল। পাখির ছানাটা আক্রোশভরে কিচমিচ করে ডেকে ইউরার হাতটা ঠোকরাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সে খুব সাবধানে সেই ছানাটার নরম সরু থাবার ওপরে একটা ধাতব আংটা পরিয়ে দিল। বাচ্চাটা মাছের মত মসৃণ কিন্তু এর ঠাণ্ডা পালকের তলায় শরীরটা বেশ গরম। এ কাজটা ইউরার বেশ

পছন্দ হয়েছিল। পায়ে আংটা-পরা ও বহু দূরদেশে উড়ে-যাওয়া গাংচিলদের নিয়ে সে ইতিমধ্যেই লুকিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেছিল। এই দূর দেশের প্রত্যেকেই জানত কোথা থেকে এই আংটাওলা পাখিগুলো এসেছে আর এগুলো আবার উড়ে নিজেদের বাসায় ফিরে গেলে হিংসেও করত।

ভারয়া এত হাল্কা ছিল যে তার পায়ের তলাকার মাড়ানো মাটিগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে আবার ঠিক জায়গায় ফিরে আসছিল। গুঁড়ি মেরে জলা-ভূমির মাঝখানটায় যেতেই হঠাৎ সে কাছেই লিউবার ভয়ভরা মুখখানা দেখতে পেল। লিউবা বিপদে পড়েও সাহায্যের জন্যে কাউকে ডাকছে না, নীরবে প্রাণপণে যুঝবার চেষ্টা করছে দুহাত দিয়ে লতাপাতা আঁকড়ে ধরে। এটা করা তার ঠিক হয়নি। গাছ-গাছড়াটা ছিঁড়ে যেতেই লিউবা ক্রমশঃ ডুবে যেতে লাগল। ভারয়া আরও এগিয়ে প্রায় তার একহাতের কাছাকাছি এগিয়ে গেল। আরও কাছে যাওয়া বিপজ্জনক—এতে তারা দুজনেই ডুবে যেতে পারে। কিছুক্ষণ ধরে সে তার কাছে পৌঁছবার উপায় বার করবার চেষ্টা করতে থাকে। নরম-ঠাণ্ডা শেওলাকে আশ্রয় করে সতর্কতার সঙ্গে চক্রাকারে ঘুরে ধীরে ধীরে সামনের দিকে সে এগিয়ে যেতে থাকে যেখানে শুকনো মাটিতে গাছ-গাছড়াগুলো বেশ বড় বড় আর শক্তসমর্থ। তারা দুজনেই যে বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়েছে প্রথমে তা সে বুঝতে পারেনি। হঠাৎ সে দেখল লোপাতিন মস্ত একটা লম্বা লাঠি নিয়ে তাড়াতাড়ি তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর মুখের ভাব থেকেই সে বুঝতে পারল যে অবস্থাটা সত্যিই সঙ্গীন। ঠিক সেই সময়ে ভারয়া লিউবার হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেল। তার মাংসপেশীগুলোকে টান করে লিউবার হাতটা ধরে তাকে তার পিছনে পিছনে টানতে টানতে হামাগুড়ি দিয়ে সে ফিরে যেতে লাগল। লোপাতিন নীরবে তাদের লক্ষ্য করতে লাগলেন। তারা দুজনে পাড়ে উঠতেই তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। লিউবার সারা শরীর ছড়ে গিয়েছিল এবং কোমর অবধি ভিজে গিয়েছিল। ভারয়ার পাশে স্থির হয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে হাঁফাতে লাগল। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল :

"মার জন্যেই তোমায় ধন্যবাদ ভারয়া !"

সারাদিনের মধ্যে একবারও ভারয়া নিকিতার দেখা পায়নি। তারা জলাভূমির ঠিক উল্টো দিকেই দুজনে কাজ করছিল। লিউবার জীবন-রক্ষা করাটা নিকিতা দেখুক : এ তার ভারী ইচ্ছা হচ্ছিল।

যাহোক জীববিদ্যাকেন্দ্রে ফিরে যাবার পথ হ্রদে যাবার চেয়ে অনেক সহজ। দিনটা ক্লান্তিকর হলেও এবং ঘুম তাদের ভাল করে না হলেও ফিরতে তাদের খুব কম সময়ই লাগল।

তারা ফিরে এল তখন অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছিল। গ্রোমাদা, স্তিপান ও ইউরা তখনই ঘুমোতে গেল। মেয়েরাও যেতে চাইছিল কিন্তু চাতালটায় বসে আল্‌লা আর জিনা কথা বলতে লাগল। লিউবা, ভারয়া ও কাতিয়া তাদের পাশে বসে রইল। কেবল মারিনা একা বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

নিজেকে নিয়ে কি যে করবে ঠিক করতে না পেরে নিকিতা ক্যাম্পের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর দু'ঘণ্টার মধ্যেই সে হবে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। আল্‌লা বলবে: "আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমার স্ত্রী হব।" এখানকার কাজকর্ম শেষ হলেই তাদের দুজনার বিয়ে হয়ে যাবে। আল্‌লাকে নিয়ে সে যাবে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। তার বাবাও ছুটি নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। আর তারপর থেকে তাদের দুজনার জীবন বহে চলবে নিস্তরঙ্গভাবে বিবাহিত ছাত্রদের মত, বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের থাকবার জন্যে হোস্টেলে আলাদা একটা ঘর দেবে। আল্‌লার বাড়িতে গিয়ে থাকতে তার ইচ্ছে হল না যদিও আল্‌লার বাবার জন্যে তার দুঃখ হতে লাগল।

যেন কোন রহস্যময় আকর্ষণে সে নিজেকে দেখতে পেল একটা ছোট্ট বাড়ির সামনে—যে বাড়িটায় আল্‌লা থাকত। মেয়েদের কণ্ঠস্বর চাতালের দিক থেকে ভেসে আসতে লাগল। নিকিতা আরও এগিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ সে শুনতে পেল নিজের নামোচ্চারণ।

সে আল্‌লার গলাটা বুঝতে পারল: "হ্যাঁ, আমার বিয়ে হবে। ঠিক ওই রকম! আরে! এমন কি সে আমার বাবার সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত বলে এসেছে! এমন কাণ্ড তোমরা বাপু আগে কখনো শুনেছ?"

নিকিতা ঘাসের ওপর অকস্মাৎ যেন ডুবে গেল। হঠাৎ মোচড় লেগে পাটা ঝনঝন করলেও সে কিন্তু এতটুকু নড়ল না।

জিনা রেজিখোভা সতৃষ্ণভাবে বলল, "আমি ভেবেছিলাম তুমি এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোককে বিয়ে করবে। ভদ্রলোক দেখতেও ভাল। তার ওপর প্রতিভাবান, স্তালিন-পুরস্কারও পেয়েছেন। আর তার নিজের বাড়িও আছে। তখন সবই তোমার হবে। নিকিতা অবশ্য বেশ চমৎকার ছেলে, কিন্তু যাকে বলে একেবারে বাচ্চা…"

লিউবা বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, "জিনা, কি বাজে কথা বলছ তুমি! বাড়ি নিয়ে হবেটা কি শুনি? সবচেয়ে বড় কথা হল প্রেম ভালবাসা। একদিন নিকিতা হবে স্বনামধন্য বিজ্ঞানী। আর সত্যিই সে ভারী চমৎকার ছেলে! আল্লা, ঠিক আছে ভাই, ওকেই তুমি বিয়ে কর। আমি যদি ওকে ভালবাসতাম আমি করতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়াটা শেষ না করা পর্যন্ত বিয়ে করবার ইচ্ছে আমার নেই।"

আল্লা বলল, "আমি তাই মনস্থিরই করতে পাচ্ছি না। একবার মনে হয় ওকে ভালবাসি—আর একবার মনে হয় ভালবাসি না। সত্যিই ভারী আশ্চর্য চরিত্রের ছেলে ও। আর চিঠিখানা যা লিখেছে যাকে বলে একেবারে অমূল্য: 'আমরা যখন দুজনে বুড়ো হব তখনই তুমি বুঝতে পারবে আমি তোমায় কি ভালবাসি"! আল্লা হাসতে লাগল। যে-হাসি একদিন নিকিতাকে আনন্দে উৎফুল্ল করে তুলত সেই হাসিই আজ তার অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল।

"এরকম একটা গোপন কথাকে তুমি কি বলে প্রকাশ করে দিলে?" গলাটা ভারয়ার। এমন কোমলকণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারিত হল যে নিকিতা তার কণ্ঠস্বর বলেই চিনতে পারছিল না। ভারয়া আরও জোরে বলে উঠল, "যা তুমি বলছ তা সবই তার ওপর বিশ্বাসঘাতকতার সামিল, এমনভাবে তোমরা কি করে কথা বলছ? আর আল্লা তুমি? এই চিঠি, এই রকম একটা মানুষ আর এই সুখ: সবই তোমার জন্যে। আর তুমি কিনা হেসে সবাইকে একথা বলে বেড়াচ্ছ! এমন 'সাহস' তুমি করলে কি করে?" তার কণ্ঠস্বরটা কান্নায় পরিণত হল। তার পিছনে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে সে ছুটে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

সেই আর্তরবে নিকিতার চেতনা যেন ফিরে এল। তারা তার পায়ের শব্দ পেয়েছে কিনা সেদিকে একটুকু গ্রাহ্য না করেই সে বনের মধ্যে চলে গেল। তার ভয়ানক ক্লান্তি বোধ হতে লাগল; মাটির ওপর সে শুয়ে পড়ল, সেখানে নিশ্চল হয়ে শুয়ে পড়ে মুখখানা ঠাণ্ডা ঘাসের ওপর সজোরে সে চেপে ধরল। আল্লার কথা সে ভাবছিল না। কঠিন কণ্টকাকীর্ণ ভাবনা-চিন্তা তার মনে ভীড় করে এল। কেন জানি না শিশুবয়সে তার বন্ধু আঁদ্রেইয়ের সঙ্গে ভল্গায় মাছ ধরতে যাবার কথা তার মনে পড়ল। সন্ধ্যাবেলায় জালটাকে সজোরে টানতে গিয়ে নৌকো থেকে ঝুঁকতেই আঁদ্রেইর বড় গোল

ঘড়িটা জলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তার বাবা যুদ্ধে যাবার সময় আঁদ্রেইয়ের কাছে এই ঘড়িটা রেখে গিয়েছিলেন। জলের ওপর অনেকগুলো বড় বুদ্‌বুদ উঠল তারপর সেগুলো মিলিয়ে যেতেই আবার আগেকার মত মসৃণ ও অন্ধকার হয়ে এল। জলের ওপর কয়েকটা তারা পরিষ্কারভাবে প্রতিবিম্বিত হতে লাগল···ঘড়িটার পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোন উপায় ছিল না। নৌকোটি ছিল ভল্গার ঠিক মাঝে—জল সবচেয়ে গভীর যেখানে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেল। আঁদ্রেই বলেছিল, "মনে হচ্ছে ঘড়িটা এখনও টিকটিক করছে।" একরাশ কালো জলের তলায় পড়ে-থাকা ঘড়িটার কথা তারা ভাবতে লাগল—তার কাঁটাগুলোর দাঁতগুলো তখনও ঘুরছিল। আর সবই হচ্ছিল অকারণে···

নিকিতার মুখখানা শিশিরে ভিজে গেলেও সে শুয়ে রইল। তার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন সে শুনতে পাচ্ছিল। তার মাথার ওপর ফারগাছের শাখাপ্রশাখাগুলো অন্ধকারভরা নিস্তরঙ্গ একটা আস্তরণ মেলে ধরেছিল।

কাছে-পিঠেই ঘাসের ওপর খসখস শব্দ শোনা গেল। হালকা রঙের একটা পোশাকের ছায়া মুহূর্তে সামনে দিয়ে মিলিয়ে গেল। আল্‌লা চিফ-চ্যাফের বাসার দিকে চলেছে···

দুদিন বাদে আল্‌লার বাবা একটা চিঠি পেলেন। বড় বড় গোল অক্ষরে এই ক'টি কথা লেখা :

প্রিয় আলেকজাণ্ডার সেমিয়নভিচ্‌,

আমি দুঃখিত, আল্‌লাকে আমি কিন্তু বিয়ে করতে পারি না। মনে হয় সে আমাকে ভালবাসে না।

ভবদীয়

নিকিতা ওরেখোভ

এক সপ্তাহ পরে চ্যাভাসিয়াতেও একটা চিঠি পৌঁছেছিল।

সারাদিন চিঠিখানা পকেটে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার পর বৃদ্ধ ভদ্রলোক চিঠিখানা পড়লেন। তারপর তিনি সিন্দুক থেকে দামী পাথরগুলো বার করে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কালো কঠিন হাতের তালুর ওপর রাখাতে সেগুলো গরম হয়ে উঠল। ইভান ত্রিফোনভিচ্‌ একটা রুমাল দিয়ে প্রত্যেকটি পাথর ভাল করে ঝেড়ে-মুছে তারপর তাঁর স্ত্রীর নেকলেসটি রুমালে জড়িয়ে সিন্দুকের একেবারে তলায় রেখে দিলেন।

॥ পনরো ॥

ভারয়া ঘুমোতেই পারল না। তার মন অস্থির জট-পাকানো ভাবনায় ভরে ছিল। ঘুমের দরকার নেই বলে নয়—বিপর্যস্ত অবস্থায় জেগে থাকলে এমনি ভাবনা ভীড় করে আসে। বারান্দায় কী ঘটেছিল এই ভাবনাকে যদি সে থামাতে পারত! তার মনে পড়ল গ্রোমাদার সঙ্গে তার শহরে বেড়াতে যাওয়ার কথা···তারপর ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ফারগাছের তলায় দিব্যি আরামে বসে আছেন—ওটা যেন তাঁর বিছানা! স্ট্রিম কলখজে যাবার পথে তাদের কথাবার্তার কথা তার মনে পড়তে লাগল। এই আধ ঘুম আধ-জাগরণে তার মনে হল ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ যে তার মায়ের মুখে-শোনা রূপকথার সেই শিকারী···স্নেহপ্রবণ জাদুকর, যিনি বনের পশু, পাখি আর ফুলেদের ওপর রাজত্ব করেন। হঠাৎ তার মনে পড়ল তিনি কিভাবে থেমে শিষ দিতেই ঝোপ থেকে একটা পাখি তাঁর দিকে উড়ে যেতে যেতে তাঁর শিসের জবাবে শিস দিয়ে উঠেছিল। সত্যিই তিনি জাদুকর!

কিন্তু এই অসংলগ্ন ভাবনাগুলোর ওপরে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ভাবনাটা ভেসে বেড়াতে লাগল: তার বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

আর সিদ্ধান্তই যখন হয়ে গেছে তখন তা থেকে সরে আসবার বা তা নিয়ে বিচার-বিবেচনা ও ভেবে সময় নষ্ট করার অধিকার তার নেই।

ভারয়া উপলব্ধি করেছিল যে হঠাৎ-সুযোগ সাধারণভাবে প্রাণিপ্রজনন এবং বিশেষ করে খ্যাঁকশিয়াল-প্রজনন শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ হতে তাকে অনুপ্রাণিত করেনি। তার ওপর কোনরকম জোর না খাটিয়েই ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাকে এই সিদ্ধান্ত-গ্রহণে সহায়তা দিয়েছিলেন। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে নিজেকে সে আরও একবার বুঝিয়েছিল যে মানবজাতির সুখের জন্যে এই বৃত্তি বেছে নেওয়া তার পক্ষে কি প্রয়োজনীয়ই না ছিল।

এই সীমাহীন প্রান্তর ও অকল্পনীয় ধনসম্পদের ওপর ফয়ডর ফয়ডরোভিচের মত অরণ্যানীর ওপর প্রভুত্ব করার স্বপ্ন-দেখার মধ্যে কি আনন্দ যে আছে! তাঁর সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনার কথাটা মনে করতেই চাঁদের আলোয় বীবরগুলোর লোমগুলোকে ঝকঝক করতে, পাইন গাছের গুঁড়ির মধ্যে দিয়ে

শ্যাব্‌লের উজ্জ্বল চোখদুটোকে উঁকি দিতে, সাদা খ্যাঁক-শিয়ালের দ্রুত ধাবমান চকিত গতির ছায়াকে সাদা তুষারের পটভূমিকায় দৃশ্যমান হয়ে উঠতে দেখলে সে তার মনের মধ্যে।

ওহো, হ্যাঁ, বৈমানিক অভিযানকারী আর নিখুঁত পোশাক-পরিচ্ছদ-ধারিণীদের জন্য অনেক ফার পাওয়া যাবে। এটা দেখা তার কর্তব্য-কাজ। ফারকে আরও সস্তা করতে হবে। তাহলে প্রত্যেক মেয়েই নিজের সবচেয়ে পছন্দ-করা ফার কোট বেছে নিতে পারবে। ভারয়া ও লিউবা সেই শীতকালে একবার মাত্র কেনাকাটা করতে গিয়েছিল। তার কোটের জন্যে ফারের কলার লিউবার দরকার। ভারয়া সাহস করে শীলমাছের চামড়ার কোটটা দেখতে লাগল। তখনই তার মুখখানা গোলাপের মত লাল হয়ে উঠল আর চোখদুটো জলজ্বল করতে লাগল। এইরকম একটা কোট আল্‌লাকে বেশ মানাত। আল্‌লা একবার মন্তব্য করে বলেছিল যে আসল শীলমাছের চামড়া পাওয়া যায় না আর সে নকল জিনিস পরবে না। সেজন্যে সে পারশ্যদেশীয় ভেড়ার চামড়ার কোট কিনল। কিন্তু এটাতে তাকে ঠিক মানায়নি; তার বয়সের চেয়ে তাকে কেমন যেন বুড়ো বুড়ো দেখাতে লাগল। যাহোক, এটা কিরকম যেন ঠাণ্ডা আর শক্ত তবু ভেড়ার চামড়া তো! আর আল্‌লার কোটটায় ছিল বিদঘুটে রকমের ত্রুটি। এটা যেন সব সময়েই ভ্যা ভ্যা করে ডেকে উঠে বলছিল: "আমার দাম বড় বেশী বাপু!" কিন্তু আর সে আল্‌লার কথা ভাববে না। এর আগে কি ভাবছিল সে? ওহো—হ্যাঁ—হয়েছে—ফারের কথা! পারশ্যদেশীয় ছাগলের চামড়া। শীলমাছের চামড়ার কথা একেবারেই আলাদা—বেশ গরম, হালকা আর বেশ মজবুত। তাছাড়া শীলমাছরা ভারী অদ্ভুত রকমের জীব। সে আর লিউবা মিলে কেনাকাটা করতে গিয়েছিল—সেকথা ভারয়ার মনে পড়ল। সম্ভবতঃ দশম দোকানটায় তারা ঢুকেছিল। সস্তা আর সুন্দর কলার তারা কোথাও পেল না। হয় সেগুলো বড্ড দামী নয় একেবারে হতকুচ্ছিত। কিন্তু সব কলারগুলোই বেশ ভাল। ভারয়া আর লিউবা দোকানের কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ফারগুলো দেখতে দেখতে চামড়া দেখে জন্তুগুলোকে চিনে বার করবার চেষ্টা করছিল—জীববিদ্যাবিদদের পক্ষে এটা বেশ ভালরকমের অভ্যাস।

"আপনারা কি চাইছেন?" দোকানী-মেয়ে তাদের জিজ্ঞেস করল।

তার কথার জবাব তারা দিল।

"সস্তা আর সুন্দর," মেয়েটি তাদের কথাটা ভাবতে ভাবতে পুনরাবৃত্তি করল। তারপর হঠাৎ সে সিঁড়ি বেয়ে সবচেয়ে উঁচু দেরাজ থেকে একটা চামড়ার পোশাক টেনে বার করে আবার নেমে এল। তার হাতের মনোরম ভঙ্গীতে দোকানের কাউন্টারে ফারগুলোর ওপর আস্তে আস্তে চাপড় মারতে লাগল। এটার রংটা বাদামী—হলদে ডোরাকাটা আর নরম লোমেভরা। কলার আর কফ দুই-ই আছে।

"এটা দেখছি উলভেরেনি"—ভারয়া বলে উঠল।

দোকানী-মেয়ে তার দিকে শ্রদ্ধা-ভরা চোখে চাইল।

"খুব কমই পাওয়া যায়। আপনাদের কপাল ভাল।"

লিউবা দ্রুতপায়ে ক্যাশ-ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল।

"বেশ চমৎকার কাফও আছে!"

এমনকি আল্লাও স্বীকার করল যে ওটা চমৎকার আর এমন ফার বড় একটা পাওয়া যায় না—কেবল একটু খসখসে এই যা।"

লিউবা তাকে বাধা দিয়ে বললে, "কিন্তু এটা বেশ টেঁকসই।"

লিউবা মনে মনে হিসেব করেছিল যে উলভেরেনি অন্ততঃ বছর ছয়েক টিঁকবে—তার এম-এ ডিগ্রিটা নেওয়া পর্যন্ত। অবশ্য একথা সত্যি যে কাঠ-বেড়ালীর চামড়ার যে কোটের সে স্বপ্ন দেখত তা বাস্তবে পরিণত হবার সম্ভাবনা খুব তাড়াতাড়িই দেখা গেল—তার যে-ভাই মোটর-কারখানায় কাজ করত সে তাকে বলেছিল যে পুরস্কার পাবার তালিকাভুক্তদের মধ্যে তার নামটাও আছে।

সে লিউবাকে বলেছিল, "যদি পুরস্কার পাই তাহলে তোমাকে একটা ফার কোট আমি কিনে দেব।"

তার ভাই তার চেয়ে মাত্র একবছরের বড় কিন্তু সে নিকিতা ওরেখোভের মতই কঠোর আর ভাব-গম্ভীর।

ঠিক এমনি সময়ে দরজাটা অল্প একটু খুলে গেল আর হালকা-পোশাক পরনে কে একজন নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকল। আল্লা এল। ভারয়া যে সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল তা ভয়ানকভাবে ব্যাহত হল। একটা যন্ত্রণায় ও ক্ষোভে তার বুক ভরে গেল—আল্লার মুখ যাতে তাকে দেখতে না হয় সেজন্যে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

"এটা ঘটল কি করে?" ফিসফিসিয়ে উঠল জিনা, সেও ঘুমোয়নি।

"আঃ, আমাকে একা থাকতে দাও,"—আল্‌লা এ-কথাগুলো বলতে বলতে তার বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

তার সিল্ক-পোশাক খুলে ফেলার খসখস আওয়াজ আর চটি ছুড়ে ফেলে দেবার শব্দ ভারয়া শুনতে পেল।

ভারয়া তার ভাবনাকে আর বাধা দিতে পারল না; বারান্দায় তাদের আলাপ-আলোচনা......আল্‌লার হাসি......নিকিতার চিঠি নিয়ে মেয়েদের আলোচনা—সে সবই তার কাছে ফিরে ফিরে আসতে লাগল। নিকিতার কাছে এমনি ধরনের চিঠি পেতে আর এমনি মিষ্টি-মধুর ডাক শুনতে সে তার কিই না তাকে দিতে পারত। এই প্রেম-ভালবাসার একটি কথাও কাউকে গোপনেও সে বলত না।

আল্‌লা তার বিছানায় অনড়ভাবে শুয়ে রইল। এইমাত্র সে নিকিতার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। খ্যাঁক-শিয়ালের কথা, নিজের গবেষণার কথা আর নিজ ভবিষ্যতের কথা—নিজেকে ভাবাবার চেষ্টা ভারয়া করতে লাগল। কিন্তু বার বার ঘুরে-ফিরে কেবল নিকিতার কথাই তার স্মৃতিতে আনাগোনা করতে লাগল। তার কথা না ভাববার সে চেষ্টা করল। এমন মহান অসহায় প্রেমকে সবলে সে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক কাল ধরেই সে তার এই ভালবাসার সঙ্গে নিঃশব্দে লড়াই করছিল।

নিকিতা যেদিন সাহিত্য-পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে প্রাণিতত্ত্বের মিউজিয়মে বসেছিল—সেইদিনই এই দীর্ঘকায় সুন্দর ও বিষাদকাতর নিকিতাকে দেখা-মাত্রই সে তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

ভারয়া মাথা তুলে দেখতে পেল আল্‌লা পকেট-টর্চের আলোটাকে আড়াল দিয়ে নিকিতার চিঠিখানা আবার পড়ছে। যখন সবাই ঘুমিয়ে তখন টর্চের আলোয় তার চিঠিখানা বার বার পড়ার মধ্যে কি সুখই না আছে! ভারয়া বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল যে সবেমাত্র নিকিতার সঙ্গে দেখা হবার পর কেন আল্‌লা জিনার সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। এইরকম একটা বিচিত্র অনুভূতি তাকে একেবারে বদলে দিয়েছিল। নিশ্চয়ই আর কখনও সে অন্যের সামনে তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করবে না। হয়তো সে তাকে অপরূপ মধুর কত কথাই না বলেছে, বাহুবেষ্টনে বেঁধে তাকে চুম্বন দিয়েছে · হ্যাঁ, যে সুখ তার ভাগ্যে সঞ্চিত হয়েছে সম্ভবতঃ আল্‌লা তার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে এখন পারছে। নিকিতা যে আল্‌লাকে ভালবাসে তা ভারয়া কিছুকাল

হল জানতে পেরেছিল— ভালবাসাকে সে গোপন করে রাখেনি। সে ছিল অসম্ভব রকমের সত্যনিষ্ঠ। ভান করতে সে জানত না। সে ভালবাসত অসঙ্কোচে এবং গর্বভরে। ভারয়া যেমন তাকে ভালবাসে ঠিক তেমনিভাবে সে ভালবাসত আল্লাকে। যা এতকাল তার কাছে অকল্পভাবে মূল্যবান ছিল তাই এখন সম্পূর্ণভাবে একমাত্র আল্লারই।

একদিন নিকিতা তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসেছিল। তার মৃদু হাসির আলোয় সে লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠেছিল—এত সহজসুন্দর—আর এমন বন্ধুত্বে ভরা হাসি! কিন্তু পর মুহূর্তেই সে দেখতে পেল যে তার দৃষ্টি তাকে ছাড়িয়ে অন্যকিছু যেন দেখছে। তাদের দুজনার মধ্যে সে হঠাৎ এসে পড়েছিল। যে হাসি তার সমস্ত নিঃশ্বাসকে নিঃশেষে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল—সে-হাসি ছিল আল্লার জন্যে। আহা, সে-হাসি আর সে দেখতে পায়নি! সে এও জানত যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে দু'একটা কথা ছাড়া আর কোন কথাই তার সঙ্গে না বলে নিকিতা জোর কদমে পড়াশোনা করতে শুরু করে দেবে: আর সম্ভবতঃ শীগগীরই তার সঙ্গে আল্লার বিয়ে হয়ে যাবে।

অবশ্য সে যদি সত্যিই নিকিতাকে ভালবেসে থাকে তাহলে সেজন্যে তার খুশী হওয়া উচিত।—খুশী এজন্যে যে নিকিতা ভালবাসে এবং ভালবাসা পেয়েছেও। নিজেদের যারা বাইরে থেকে দেখতে জানে—তাদের অন্ততঃ এইটুকু অনুভব করা উচিত। কিন্তু ভারয়া যতই চেষ্টা করুক না কেন, ঠিক এই মুহূর্তে সে নিজেকে বাইরে থেকে দেখতে পারল না!

এ একটা বিশেষ মুহূর্ত। বাইরে থেকে সে এখন আল্লাকে দেখছিল। আল্লার মত মেয়েকে নিকিতা ভালবাসবে এতে সে শুধু ক্ষুব্ধ হয়নি, হতাশও হয়েছিল। আল্লা তার ভালবাসা পাবার যোগ্য নয়।

এর আগে আর কখনও আল্লাকে এত কঠোরভাবে সে বিচার করেনি। নিজেকে সে বিচার করতে দেয়নি, ভয় ছিল তার, ঈর্ষা তাকে হীন করে দেবে। কিন্তু এখন সে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর। তার কাছ থেকে নিকিতাকে ছিনিয়ে নেবার কোন অধিকার আল্লার নেই। হয় সে নিজেকে বদলাক আর তার যোগ্য হয়ে উঠুক।

আল্লা তার টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে উঠে বসল, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়ল। যেন তার চিঠিটা বালিশের তলায় রেখে যে কেউ ঘুমোতে পারে!

ভারয়া নিজেকে বোঝাতে লাগল যে এ নিয়ে আর ভাবা তার ঠিক নয়। আল্লা নিকিতাকে বদলাতে পারবে না: নিকিতাই তাকে বদলে দেবে। তার ভালবাসাই তাকে নতুন করে গড়বে; তার পাশে থেকে কেউ ভাল না হয়ে থাকতে পারে না। সত্যিকার মানুষ হল নিকিতা। সে ভুল করতে পারে না। সে যদি আল্লাকে ভালই বেসে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে তার ভালবাসা পাবার যোগ্য। কিন্তু ভারয়ার ভালবাসার কি হবে? আহা, সব মানুষের জীবনে এমন কিছু থাকে যা তাদের আনন্দ ও বেদনা দুইই দিয়ে থাকে। সে যে তাকে ভালবাসে তা যেন সে জানতে না পারে। সে সুখী হোক!

তারপর সে ভাবতে লাগল তার পরের দিনটার কথা—যখন তারা সবাই বনের ভেতর যাবে, চারপাশে জাগবে ফুলের সমারোহ আর মাথার ওপর থাকবে নিঃসীম নীল আকাশ। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ প্রশান্তভাবে হাসবেন, আর লিউবা অবিরত গুঞ্জন করতে থাকবে। এই ভাবনায় সে অনেকটা স্বস্থ-বোধ করতে লাগল।

এক মুহূর্তের জন্যে ভারয়া ভাবল শুতে যাবার সময় হয়েছে কিনা, কিন্তু অধৈর্যভাবে এই ভাবনাটাকে সে উড়িয়ে দিল। জীবনে এই প্রথম সবকিছু যখন সে সত্যের নিরিখে দেখতে শিখছে তখন ঘুমনো? না, ঘুম আর নয়!

অনেকদিন পরে একদিন নিকিতার সঙ্গে তার দেখা হবে, তখন নিকিতা তাকে বলবে, "ভারয়া, তুমি জান···", না, সে তাকে ডাকবে ভারিশ্যা বলে। "দেখ ভারিশ্যা—যখন আমরা সহপাঠী ছিলাম তখন আমি লক্ষ্যই করিনি যে তুমি এমন সুন্দর—এটা কিন্তু ভারী দুঃখের কথা।" তারপর তারা দুজনে বসে গল্প করতে থাকবে, তাদের মাথার ওপর দিয়ে চাঁদ ডিঙিয়ে যাবে। চাঁদে আছে কেবল শীতলতা, সেখানে সামুদ্রিক জলজের মত একরকম ঘাস জন্মায়—কি যেন তার নাম? 'ডেলিসসেরিয়া'—গেল পরীক্ষায় এই লাল সামুদ্রিক জলজ সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—'ডেলিসসেরিয়ার' কথা উল্লেখ করতে সে ভুলে গিয়েছিল। কারণটা আর কিছু নয়—তাদের পাঠ্যপুস্তকে এবিষয়ে একমাত্র স্বল্প টীকা-টিপ্পনী ছাড়া আর কিছুই লেখা ছিল না।

আল্লা একটা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একটুখানি উঠে ঘুমন্ত ভারয়ার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আস্তে আস্তে ফর্সা হয়ে আসছিল, সে

ভারয়ার মুখখানা বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিল-- দীর্ঘ আঁখিপক্ষ্ম, স্বল্প আরক্তিম কপোল আর অপুষ্ট শিশুসুলভ মুখ।

সে ভেবেই পেল না কেন নিকিতা চিফ্-চ্যাফের বাসাটার কাছে তার সঙ্গে দেখা করল না। এটা তাকে ভাবনায় আকুল করে তুলল। নিজ অপরাধের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি তার মনের ভেতর পাক খেতে লাগল। তার মনে পড়ল তার ওপর ভারয়ার রাগের কথা, কিন্তু নিকিতা তার ওপর রাগ করবে কেন ? ভবিষ্যৎ-জীবনের স্বপ্ন দেখবার, সখ্যতা করবার ও সুখী হবার ক্ষমতা ভারয়ার আছে দেখে তার ওপর কেমন যেন তার হিংসে হতে লাগল।

॥ ষোল ॥

অধ্যাপক শ্চারভের গবেষণাগারে নিকিতা ওরেখোভ গবেষণা করতে গেল। ব্যাঙেদের খাওয়ান নিয়ে গবেষণার কাজটা শেষ হয়ে যেতে লোপাতিন ভাবলেন যে দাঁতাল-ইঁদুরদের অঙ্গসংস্থান নিয়ে কঠিন গবেষণা-কাজ করার সময় নিকিতার হয়েছে।

নিকিতা তাঁর গবেষণাগারে কাজ করুক শ্চারভ প্রথমে এটা চাননি; তাঁর ব্যস্ততা প্রতিদিন। নতুন ছাত্র মানেই শক্তি আর সামর্থ্যের বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি। কোনকিছুকে হাল্কাভাবে নেওয়া শ্চারভের ধাতে নেই; কিন্তু তবু লোপাতিন বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন।

তাকে ভাল করে সম্‌ঝে বিশ্বাস করিয়ে তোলার স্বরে বলতে লাগলেন লোপাতিন, "আমি বলছি ছেলেটি প্রতিভাধর। জান, তোমার কাছে সে আসছে, এতে তোমার ওপর আমার হিংসে হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের খাতিরেই আমি এই ত্যাগ স্বীকার করছি। ছেলেটি অনন্যমনা থাকে বলে একেবারে পাগল।"

শ্চারভ তাঁর ভ্রূ কোঁচকালেন।

"তুমি ওর এত প্রশংসা করছ, আমিও ওকে লক্ষ্য করে দেখেছি। একেবারে পুরোপুরি ছাত্র—আমি ওর ভেতর বিশেষত্ব কিছুই দেখতে পাইনি।"

লোপাতিন উত্তপ্ত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, সত্যিই সে একেবারে পুরোপুরি ছাত্র। তুমি কিছুতেই বুঝবে না। আজকাল এই পুরোপুরি ছাত্ররাই হয় প্রতিভাদীপ্ত।"

শ্চারভের সম্মতি সবার পর লোপাতিন এই পরিবর্তনের কথা নিকিতাকে জানিয়েছিলেন।

নিকিতা বিষন্নভাবে এই খবরটা শুনল। এটা বড় নিষ্করুণ। আর কাছে সবকিছুই এখন কঠিন ও নির্মম। আল্লার ওপর তার ভালবাসা আছে—নিকিতা নিশ্চিতভাবে জানত যে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সে-সব খবর সঠিকভাবে রাখেন। আর সত্যিই তিনি জানতেন। নিকিতার দিকে একবার তাকিয়েই অধ্যাপক সব বুঝতে পেরেছিলেন। নিকিতা যা ভাবছে তা তিনি স্পষ্টভাবেই

বুঝতে পেরেছিলেন। তার অনুনয়-কাতর নীল চোখের দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক লোপাতিন আশ্বস্তভাবে বলেছিলেন :

"ঠিক আছে। পাঠ্য-বস্তু একটু কড়া রকমের হলেই তুমি আমার কাছে আবার ফিরে আসবে। এর মধ্যে মাঠের দাঁতাল ইঁদুর সম্পর্কে তোমার সবকিছুই জানা হয়ে যাবে।"

নিকিতা অনিচ্ছার সঙ্গে পাখির ছানাদের ভারটা মারিনা ডিমকোভাকে হস্তান্তরিত করে দিল।

শ্যারভ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর নতুন ছাত্রকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। নিকিতা দাঁতাল-ইঁদুরের অঙ্গ-সংস্থানপ্রণালী বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পড়ে-শুনে নিয়ে শারীর-সংস্থানের দুরূহতাকে শীগগীরই অতিক্রম করে গেল।

শ্যারভ মনে করতেন যে গবেষণা কাজে কোরেনেভের সূক্ষ্মতার কাছে অন্য কোন ছাত্র পৌঁছতে পারবে না কিন্তু নিকিতা এদিক দিয়ে আরও অভিজ্ঞ তা সে প্রমাণ করে দিয়েছিল।

কিন্তু শীগগীরই নিকিতার ধরণধারণ নতুন অধ্যাপকের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আর এটা ঘটল, শ্যারভ নিকিতাকে গবেষণাগারের বাইরে যেতে দেবার মত অসতর্ক হয়েছিলেন বলে। স্ট্রিম কলখজের সবচেয়ে ভাল একটা খেতের কাছেপিঠেই দাঁতাল ইঁদুরের আস্তানা সে দেখতে পেয়েছিল। ভয়ানক উত্তেজিত অবস্থায় একদিন গবেষণাগারে ফিরে এসে যে দাঁতাল ইঁদুরটাকে সে ধরেছিল এবং মেরে ফেলেছিল সেটাকে টেবিলের ওপর ছুড়ে ফেলে দিল।

"দেখুন নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ,—এদের নিয়ে কি করব বলুন দেখি" —তার কণ্ঠে অভিযোগের সুর।

শ্যারভ নিকিতাকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে দাঁতাল ইঁদুরের সঙ্গে এই যে লড়াই তা হল অর্থনৈতিক—রাষ্ট্র এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। আর এই জেলায় এই ধরনের ইঁদুরগুলোর সংখ্যা বিপুল নয়। এ-কথাটা অবশ্য নিকিতাও জানত। তবে যত দিন যেতে লাগল ততই সে আরও বেশী বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগল।

"তা সত্যি কথা, তবে এরও ব্যতিক্রম তো থাকতে পারে। থাকতে পারে না কি?" সে প্রতিবাদ করে বলে উঠত, "নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ, আপনি যদি নিজের চোখে দেখতেন এরা কি কাণ্ডটাই না করছে! হয়তো

সংখ্যায় এরা খুব বাড়েনি। কিন্তু এখানে যা আছে তা নেহাত কম নয়। দিনে দিনে বাড়ছে। আর স্ট্রিম কলখজে কি চমৎকার গম হয়। প্রতিটি দানা যেন সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। আপনি অন্ততঃ একবার সকালে এসে দেখুন।"

কারেনেভ নিকিতার উত্তেজিত কথাবার্তা শুনল এবং নীরবে তার কাঁধ-দুটো একবার কোঁচকাল।

কিন্তু নিকিতা বলে-কয়ে শ্চারভকে তার সঙ্গে করে খেতে নিয়ে যেতে পেরেছিল। যখন তারা যাত্রা করল অন্ধকার তখনও কাটেনি। কতকগুলো কচি গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে তাদের যেতে হল।

নিকিতা অধ্যাপককে বনের এক ধারের দিকে নিয়ে গেল। বোঝা গেল জায়গাটা তার পূর্ব পরিচিত এবং তাঁকে অপেক্ষা করতে বলল: শীগগীরই তিনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন এখানে কি কাণ্ডটা ঘটছে। ঠাণ্ডা আর বাতের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা কররার জন্যে তাঁর স্ত্রীর সতর্কতা সত্ত্বেও শ্চারভ শিশিরস্নাত ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। অনেকদিন পরে এমনি ভোর সকালটা তিনি বনের মধ্যে কাটালেন।

তীক্ষ্ণ চিৎকারে কোথাও যেন একটা পাখি ডেকে উঠল। শ্চারভ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন যে পাখির নামটা তিনি ভুলে গেছেন। ভিজে ঘাসের ওপর শুয়ে যে গর্তটা দিয়ে এক মিনিটের মধ্যেই দাঁতাল ইঁদুর আসবার আশ্বাস নিকিতা দিয়ে গেছে—সেদিকে নয়—মাথার ওপরের আকাশটার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। আকাশটায় আলো ভরে উঠছে।

সতেজ নীরব উষায় পাখির কাকলি আর বন্যগন্ধ থেকে তিনি এতকাল বঞ্চিত ছিলেন···সেই সব কথা তিনি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন। বাড়িতে বড় বেশী আবদ্ধ হয়ে থাকা তার যেন অভ্যাস হয়ে গেছে, অকেজো হয়ে পড়েছেন তিনি। কিন্তু সব সময়েই তরুণদের সাহচর্য পাবার দরুণ তিনি এখনও সুস্থ এবং কর্মক্ষম। আনন্দ ভরা বিস্ময় যা তারুণ্যকে অসীম আনন্দে ভরিয়ে রাখে তা থেকে তিনি নিজেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। অনুর্বর ভূমিখণ্ডের সর্বত্র ছেলেদের সঙ্গে যিনি অক্লান্তভাবে ঘুরে বেড়াতেন—তিনি কি সত্যিই সেই নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্ শ্চারভ? এখন ছাত্ররা আর তাঁকে তাদের সঙ্গে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানায় না। আর ছেলেরাও কেমন বদলে গেছে। আরকাদি কোরেনেভ তাঁর প্রিয় ছাত্র—কিন্তু ওরেখোভ নয় কেন? ওরেখোভের সঙ্গে কোরেনেভের এত অমিল সে কি

তাঁর দোষে? কোরেনেভ খুব পরিশ্রমী, কিন্তু সব সময়েই সে তার অধ্যাপকের সঙ্গে একমত, কোন প্রশ্নই সে করে না আর তাকে গবেষণাগারের বাইরে আনাই বড় কঠিন।

শ্যারভ হঠাৎ যেন ধমক দিয়ে উঠলেন: "কোরেনেভকে তুমি আসতে বললে না কেন?—আমি বুড়ো মানুষ যদিও ঠাণ্ডার কোন তোয়াক্কা আমি করিনে।"

নিকিতা যেন অস্পষ্টভাবে একটু হাসল। আবার তার মুখের চেহারা আগের মত হয়ে এল।

"দেখুন · দেখুন," ফিসফিসিয়ে উঠল সে। শ্যারভের ঠিক উল্টো দিকে মাটির ওপর একটা দাঁতাল ইঁদুর কোমরের ওপর ভর দিয়ে বসে আছে। তখনই তিনি মনে মনে এটার জাত আর আন্দাজ মত বয়সটা হিসাব করে নিলেন। ইঁদুরটা ঠিক তাঁর বিপরীত দিকে বসে সামনের দুটো পা দিয়ে গমের দানাটাকে ধরে লোভীর মত এর শীষটাকে দাঁত দিয়ে কেটে নিচ্ছিল।

নিকিতা রাগে গর্জে উঠল: "ক্ষুদে জানোয়ারটা গমটাকে একেবারে গোগ্রাসে গিলছে। গম!"

আর সত্যিই ইঁদুরটা কেবল খাচ্ছিল না—একেবারে গোগ্রাসে গিলছিল। এর সামনের হলদেটে ধারাল দাঁতগুলো দ্রুত অনবরত নাড়ছিল লোলুপ-ভাবে, তার ঠোঁটদুটো টেনে-টেনে বার করতে করতে। গালদুটো মোটাসোটা মাংসল, চোখদুটো ছোট ও অনুভূতিহীন। শীষটাকে কেটে নিয়ে একটা গর্তের মধ্যে সেটা লুকিয়ে পড়ল। শ্যারভ চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন—হ্যাঁ, বেশ বোঝা যাচ্ছে এটা বড় রকমের আস্তানা। তাঁর ধারে-কাছে চারদিকেই অসংখ্য গর্ত—দাঁতাল ইঁদুরে আর নষ্ট-করা গমে ভর্তি।

যে বিদ্বেষ নিকিতার বুক ভরে ছিল—সেই বিদ্বেষেই হঠাৎ শ্যারভের বুক ভরে গেল। শ্যারভ স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে এই তরুণ এই দেশকে ভালবেসে এই দেশের মাটিতে বড় হয়ে উঠেছে—যে জানে এই মাটির পিছনে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রমই না দিতে হয়েছে—সে কিছুতেই মেঠো ইঁদুরের অস্তিত্ব সহ্য করতে পারে না।

ফিরে-আসা তারুণ্যের যে আনন্দকর অনুভূতি তিনি মাঠের মধ্যে অনুভব করেছিলেন—বাড়ি ফেরার পথে কোথায় যেন তা মিলিয়ে গেল। কেন? কেন তিনি ওরেখোভের সামনে নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগলেন?

এই দাঁতাল মেঠো ইঁদুরের সঙ্গে লড়াই করবার কোন উপায় তিনি আজ পর্যন্ত বার করতে পারলেন না কেন? এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর তিনি দিতে পারলেন না।

ইঁদুরের এই আস্তানাটা ছিল স্ট্রিম কলখজে নয়—ধারে-কাছের ছোট একটা কলখজের জমিতে, নিকিতা ও আলেক্‌সি ভিউশকোভ সেখানে গিয়ে গর্তগুলোতে বিষাক্ত দানা ছড়িয়ে দিয়ে এল। কিন্তু শীগগীরই এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেল যে সব দাঁতাল ইঁদুরদের মেরে ফেলা সম্ভব নয়। নিকিতা দেখতে পেল কোন কোন ইঁদুর এই বিষ কাটিয়ে উঠল। আর একটা জিনিস সে লক্ষ্য করল যে গর্তের সামনে ছড়ানো বিষাক্ত শস্যের দানা পাখিরা আগ্রহের সঙ্গে খুঁটে তুলে নিচ্ছে। মরা পাখির দেহ ছাত্রদের চোখে পড়তে লাগল। শব-ব্যবচ্ছেদে দেখা গেল বিষ-ক্রিয়াতেই এদের মৃত্যু ঘটেছে। মারা গেল দরকারী ভাল ভাল পাখি। এমন পাখি পাওয়া দুর্লভ। নিকিতা শ্চারভের কাছে গিয়ে ভৎর্সনাভরা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে মরা পাখির দেহগুলো তাঁর সামনে মেলে ধরল। এই পাখির ছানাগুলোকে যেন অনাহার-মৃত্যুর দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল।

যতবারই তার সঙ্গে আলেক্‌সি ভিউশকোভের দেখা হল ততবারই নতুন করে রাগে নিকিতার মন পুড়ে যেতে লাগল। তাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও পাশের কলখজ থেকে ইঁদুরগুলো যে রীতিমত আসছে তার নানারকম স্পষ্ট চিহ্ন স্ট্রিম কলখজের গমের মধ্যে দেখা যেতে লাগল।

নিকিতা আর আলেক্‌সি এই কলখজের সভাপতির সঙ্গে একটা চুক্তিবদ্ধ হতে এবং ইঁদুর অধ্যুষিত ক্ষেত হাল চষে ওলটপালট করে দিতে জাখর পেত্রোভিচ্‌কে রাজী করিয়েছিল। কিন্তু এতেও আলেক্‌সি সন্তুষ্ট হতে পারল না। ফসল তোলার পর যতদিন না হাল চষে জমিটার মাটি এফোঁড়-ওফোঁড় করা হচ্ছে ততদিন ইঁদুরগুলো গোগ্রাসে গিলবে আর তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বাড়াতে থাকবে এই চমৎকার ক্ষেতখামারগুলোতে আর স্ট্রিমসের ফলের বাগানগুলোয় ইঁদুরগুলোর ছড়িয়ে পড়ার ছবিটা আলেক্‌সি শোচনীয় নির্ভুলতার সঙ্গে মনে মনে আঁকতে লাগল ঠিক। এই সময়ে লোপাতিন একদিন সন্ধ্যায় নিকিতাকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠিয়ে তাকে একটা চিঠি দেখালেন। চিঠিখানা লোপাতিনের জনৈক প্রাক্তন ছাত্রের: অধুনা ইনি সুনামী বিজ্ঞানী। পত্রলেখক এই চিঠির মধ্যে

বর্ণনা করেছেন কি করে কোন নতুন উপায়ে দাঁতাল ইঁদুর আর জলজ ইঁদুর ধ্বংস করা যায়। গেল দুবছর ধরে তিনি এই ব্যবস্থাটাকে কার্যকরী করে তুলেছিলেন। তিনি একটা মাঠের চারদিকে বেশ বড় সড় ও গভীর একটা খাদ খুঁড়েছিলেন এবং এর মধ্যে বিষাক্ত টোপ আর বিষগুড়ো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রথমতঃ ছোট্ট থাবাওয়ালা এই দুষ্ট জানোয়ারদের খাদ পার হওয়া শক্ত হয়ে উঠেছিল। তারা বিষাক্ত টোপ যদি নাও খেত, তাহলেও তাদের পায়ের থাবায় বিষাক্ত গুড়োগুলো লেগে থাকত আর স্নান করবার সময় আপনা হতেই তারা বিষযুক্ত হয়ে পড়ত। চিঠিখানা এই মর্মে বিনীত মন্তব্য করে শেষ করা হয়েছে যে এর ফল বেশ সন্তোষজনক হয়েছিল এবং চাষীরাও খুব খুশী হয়ে উঠেছিল।

নিকিতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কথাগুলো শুনল। চিঠিখানা এসেছে এমন একজনের কাছ থেকে যিনি ইতিমধ্যেই কাজে পরিণত করেছেন যা নিয়ে নিকিতা এখনও স্বপ্ন দেখছে।

নিকিতা ছুটল আলেক্‌সির কাছে, ঘুম থেকে জাগিয়ে চিঠিখানা তাকে পড়িয়ে শোনাল। চিঠিপড়া শেষ হতেই আলেক্‌সি উঠে জামাকাপড় পরল এবং দুজনে মিলে গেল জাখর পেত্রোভিচের কাছে। পথে নামল বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজে নেয়ে উত্তেজিতভাবে তারা পৌঁছল সভাপতির বাড়ি।

তাঁরা দুজনে একসঙ্গে সব কথা তাঁকে বলার পর সভাপতি বললেন, "এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব।"

"আসছে কালই আমরা কমসোমলের একটা সভা ডাকব"—আলেক্‌সি বলে উঠল—"এবং সমস্ত ছেলে-ছোকরাদের আমরা জড় করব।"

"আর আমি আমাদের ছাত্রদের ডেকে আনব"—নিকিতা তার কথায় সায় দিয়ে বলল।

"আর তাছাড়া প্রতিবেশীরাও নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবে।" আলেক্‌সি বলল।

জানালাগুলো হঠাৎ ঝলমলিয়ে মাথার ওপর বড় রকমের বাজ হেঁকে উঠল।

সভাপতি ভাবনাভরা গলায় বলে উঠলেন, "আবহাওয়াও আমাদের সহায়তা দেবে।" নিকিতা ও আলেক্‌সি তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

জাখর পেত্রোভিচ সংক্ষিপ্তভাবে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, "বৃষ্টি, প্রচুর বৃষ্টিই হবে।" তাঁকে কেমন চিন্তাকুল দেখা গেল। "চাষের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। বৃষ্টিতে ফসলের কোন ক্ষতি হবে না। পাঁচদিন ধরে বৃষ্টি হলেও তা এটা সহ্য করতে পারবে।"

আলেক্‌সি আর নিকিতা সে-রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত থেকে খাদটা কত লম্বা হবে, খুঁড়তে কত সময় যাবে আর কত লোক লাগবে—তা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা ও হিসাব-নিকাশ করতে লাগল। খাটো গলায় তাদের এই সব পরিকল্পনা ও হিসাবপত্তরের পটভূমি হয়ে রইল ছাদের ওপর বৃষ্টি পড়ার রিমঝিম ধ্বনি।

তার পরের দিন সকালে কলখজের সবচেয়ে ভাল ঘোড়াগুলোর একটাতে করে নিকিতা গেল জীববিদ্যাকেন্দ্রে। আর একদিন বাদেই সভাপতির ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলে গেল। ভয়ানক বৃষ্টি শুরু হল। প্রবল বৃষ্টির অবিরাম স্রোত মেঠো-ইঁদুরের গর্তগুলোকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তা দেখে আলেক্‌সি ও নিকিতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, যদিও সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগটা নষ্ট হয়ে গেল বলে তারা দুঃখ করতে লাগল। নিকিতাকে তারপর ডুবে-মরা ইঁদুরগুলোকে একত্রিত করে গবেষণাগারে নিয়ে যেতে হল। সেখানে সে তাদের পেট চিরে উপড়ে ফেলে তথ্যানুসন্ধান করতে লাগল এবং কোরেনেভের চেয়েও নিখুঁতভাবে তাদের মাপজোখ নিল।

শ্যারভ অধিকতর সন্তুষ্টির সঙ্গে নিকিতাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তাকে আরও ভালবাসতে শুরু করলেন এবং নিজের মনে মনে স্বীকার করলেন যে কোরেনেভ ভয় পেতে শুরু করেছে।

বৃষ্টি ক'দিন ধরে হলেও জীববিদ্যাকেন্দ্রের জীবন-ধারায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করল না।

পরিচালককে তার পদ থেকে অপসারিত করা হল আর ক'দিনের ধারা-বর্ষণ তার সমস্ত চিহ্নকে যেন ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন করে দিল। জীববিদ্যাকেন্দ্রে যে কোন দিন কুজমিচ ফিরে আসবেন বলে আশা করা হল। লোপাতিন ও চিব্রেতসের সঙ্গে ডীনের আর একটা সংঘাত না হওয়া পর্যন্ত অবশ্য এসব কিছু ঘটল না। পার্টি কমিটিতে এবিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা ও বোঝাপড়া হবার পর খ্রুস্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

চারদিন ধরে কলখজ-ছুতোরমিস্ত্রীদের যন্ত্রপাতির শব্দ জীববিদ্যাকেন্দ্রের

চারদিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ছাত্ররাও তাদের সহায়তা দিতে লাগল। এ-শব্দ শুনতে শুনতে পাখিরাও অভ্যস্ত হয়ে গেল। এমন-কি লোপাতিনের প্রিয় পাখি তিন-কোণা লেজওয়ালা রেডস্টার্ট এই গোলমাল আর হাতুড়ির শব্দ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না।

ছোলা-কাঠের টুকরোতে মাটি ঢেকে গেল। বোরিস সেগুলো রান্নাঘরে নিয়ে এল। নতুন রাঁধুনী আস্তি ন্যাসতিয়া ভার নিল রান্নাঘরের। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-পড়িয়ে কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালের জন্যে জাখর পেত্রোভিচ্ তাকে আনতে পেরেছিলেন।

কলখজের নানান কর্মীর দল ছেলেদের বাসাবাড়ির চেহারাটা একেবারে বদল করে দিল। ইলেকট্রিক আলো এল, জানালাগুলো বড়সড় করা হল। কাঠের ভাপসা আর লেবুফুলের গন্ধওয়ালা ছোট্টখাট্ট চমৎকার একটা স্নানের ঘর তৈরি হল। স্টোভের পেছনে পার্টিশনের একপাশে জুতো শুকোবার ঘরও কায়দা করে তৈরি করা হল।

পূর্ণোদ্যমে কাজ চলতে লাগল। কীটবিদ্যাবিদ বোরিস আরকাদিয়ভিচ্ মাঠ থেকে অনেক পোকামাকড় ধরে কাচের জারের মধ্যে রেখে দিলেন। এই বন্দীদশার মধ্যে তারা সুখেস্বচ্ছন্দে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে লাগল। শিয়ালের গর্ত থেকে যে ডাঁশগুলো ভারয়া টেনে বার করে এনেছিল তা নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। দুজন ছাত্রী তো তাদের ক্রমবিকাশ নিয়ে ঝগড়াই বাঁধিয়ে ফেলল। অবশ্য বোরিস আরকাদিয়ভিচ্ একজনকে পাহাড়ে-পোকা দেবার কথা বলে ঝগড়াটা মিটিয়ে দিলে।

মিতব্যয়ী উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানবিদরা দুবছর আগে শুরু-করা উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানাগার নিয়ে নিজেরাই বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আর জীববিদ্যাবিদ লোপাতিন ও ভেরা ভাসিলিয়েভনা এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন বৃষ্টি বলে কোন কিছুই নেই। সবচেয়ে সহিষ্ণু ও কর্মঠ ছাত্রদের নিয়ে ভোর বেলাই তাঁরা বনের ভেতর চলে যেতেন।

মাঝে মাঝে লোপাতিন চিৎকার করে উঠতেন—"আরে এগিয়ে এস আমার সাহসী ব্যাঙেরা। বর্ষাতি পরে আর গামবুট পায়ে দিয়ে 'ব্যাঙেরা' তাঁদের সঙ্গে সাহস ভরে এগিয়ে চলত।

গ্রোমাদা শহর থেকে বারো জোড়া রবারের বুট-জুতো ও অনেকগুলো বর্ষাতি এনেছিল। মাত্র দুদিন সে বাইরে ছিল এবং অসম্ভব কর্মক্ষমতা

দেখিয়ে লরি-ভর্তি দামী দামী জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এসেছিল। সে নিয়ে এল গরম জল রাখার ট্যাঙ্ক, সস্প্যান, থালা, চকচকে আকাশ-নীল অয়েলক্লথ, স্নান ঘরের নতুন বেসিন আর এক দেরাজভর্তি ঔষধ-পত্তর—এত ঔষধ যে সমস্ত ছাত্ররা দুবার করে অসুখে পড়েই তবে তা ফুরোতে পারত।

প্রচুর বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলেও লোপাতিন কিন্তু আরও খুশী হয়ে উঠতেন। শুধু সূর্যদীপ্ত দিনে গরম ও শুকনো আবহাওয়ায় নয়—বাদলার দিনে এবং তৎসঞ্জাত অসুবিধার মধ্যে বনের বাসিন্দাদের জীবন-যাপন-প্রণালী পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগও এই বৃষ্টি ছাত্রদের এনে দিল। বৃষ্টি হলে বাসার জন্য পাখিদের স্থান নির্বাচন, বাসানির্মাণ-কৌশল, আর তা বাঁটতে তাদের ছোটখাট সবরকম কাজ আগের চেয়ে তাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বৃষ্টির সময় এই ধরনের পর্যবেক্ষণ পাঠ এত আনন্দজনক হয়ে উঠল যে, যে-সব ছাত্ররা জীববিদ্যাবিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তারাও এসে যোগ দিল। ইউরা ডজ্‌ডিখোবাই কেবল বাড়ি ছেড়ে বেরুত না। অপ্রত্যাশিত-ভাবে সে একটা বড় সংসারের কর্তা হয়ে বসেছিল।

ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে :

ভারয়া মাঠের মাঝে লার্কের বাসার মধ্যে চারটে বাচ্চাকে মরা অবস্থায় দেখতে পায়। সে ভয়ানক অস্থির হয়ে সেগুলোকে নিয়ে এল জীববিদ্যাকেন্দ্রে। মরা পাখিগুলো কেটে-কুটে পরীক্ষা করা, তাদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপা আর ওজন নেওয়া ছাড়া করার আর কিছু ছিল না। ভারয়া জীববিদ্যাকেন্দ্রের ফটকের কাছ বরাবর আসবার পথে একটা মৃদু স্পন্দন সে তার হাতে অনুভব করল। এই মৃত, হিমশীতল ক্ষুদে মাংসপিণ্ডগুলো আবার জীবিত হয়ে উঠবে এটা অসম্ভব বলে তার মনে হয়েছিল। তাদের দেহগুলো গরম হয়ে উঠলেও ভারয়া এটা বিশ্বাস করতে পারছিল না। হাতের গরমে এদের দেহগুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বলেই সে মনে মনে স্থির করে নিয়েছিল। কিন্তু একটা বাচ্চাকে একটু ভাল করে দেখতেই সে স্থিরনিশ্চয় হয়ে উঠল যে তার ছোট্ট হৃদ্‌পিণ্ড খুব ধীর অথচ অনিশ্চিতভাবে ধুকধুক করতে শুরু করেছে।

ভারয়া দৌড়ে মেয়েদের আস্তানার ভেতর ঢুকে পড়ল।

"ভেরা ভাসিলিয়েভ্‌না, এদের একটা বেঁচে আছে বলে মনে হচ্ছে।"

সেই মুহূর্তে ইউরা দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল। তার হাতে একটা মরা লার্ক, মুখখানা বিষণ্ন কাতর।

ভারয়া তাকে জিজ্ঞেস করল, "ওটাকে তুমি পেলে কোথায়—? এদের মা হয়তো ওটা।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে"—ইউরা জবাব দিল। "আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

ভেরা ভাসিলিয়েভনা হাসলেন। এরকমভাবে স্থিরনিশ্চয় হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কিন্তু সম্প্রতি ইউরা নিজেকে পক্ষী-বিশেষজ্ঞ বলে মনে করতে শুরু করেছে। নদীর ধারে সেই স্মরণীয় ঘটনার পর থেকে সে বাড়িতে লোপাতিনকে একা পাবার সুযোগে পেঁচার সম্পর্কে তাঁর লেখা মন্তব্যগুলো চাইল।

লোপাতিন বিছানার একধারে তাকে বসিয়ে এক গ্লাস চা খেতে দিলেন। দেড় ঘণ্টা ধরে তাকে তার কবিতার জন্যে, (তিনি কি করে জানতে পারলেন তা ইউরা ভেবেই পেল না) প্রণয়-প্রবণতা ও চাপল্যের জন্যে—এগুলোকে তিনি অ-পুরুষোচিত বলে অভিহিত করে—তাকে ভৎর্সনা করলেন। তারপর তাকে দিলেন বেশ মোটা একটা ফাইল—যার মলাটে 'পেঁচারা' এ কথাটা লেখা আছে। খুব ঘেঁসাঘেঁসি করে লেখা পাতাগুলো ভোর চারটে অবধি বসে বসে সে পড়ে ফেলল। তারপর সে সোজা চলে গেল বনের ভেতর। সেখানে সে তিনটে পেঁচার বাসা দেখতে পেল। আধ-পোড়া প্রকাণ্ড একটা গাছের ফাঁপা গর্তের মধ্যে একটা বাসা সে দেখতে পেয়েছিল। ছাই রঙের একই রকম দেখতে দুটো পেঁচার বাচ্চা আধ-আলোতে বাসাটার ধারে গুড়ি মেরে এগিয়ে এল। তাদের দেহ নিশ্চয়ই স্পর্শ করার পক্ষে খুব নরম আর উষ্ণ। গোল পলকহীন চোখে তারা অনড় হয়ে ইউরার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই দৃশ্য দেখে ইউরার মন গলে গেল। এবং সেখানে সেই গাছের সামনে পুরো দুঘণ্টা সে বসে রইল। জীবনে এই দ্বিতীয়বার কোন গুরুতর সমস্যার ওপর তার সমস্ত মনোযোগকে সে কেন্দ্রীভূত করেছিল। গ্রীষ্মকালের শেষাশেষি তার মনে হল পেঁচার ধরন-ধারণ সম্পর্কে সে বেশ ওয়াকিফহাল হয়ে উঠেছে। লোপাতিন তাকে ভাল নম্বর দিলেন বটে কিন্তু সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে জীবনে এই সর্বপ্রথম সে তার ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়েছে বলেই এই নম্বর। তার বিদ্যার জন্যে নয়—তার বিদ্যা এখনও অসম্পূর্ণ ও অ-গভীর।

লার্কের দিকে চেয়ে ইউরা শুরু করলে :

"আমরা পক্ষীবিদরা মনে করি—"

ঠিক সেই সময় ইউরার হাতের তালুর ওপর একটা ছানা পেটে ভর দিয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে তার গলাটা বাড়িয়ে দিল, আর একটা লোভার্ত প্রকাণ্ড হাঁ-করা ঠোঁট একটুকরো শ্যাওলার মত একটা কিছুর ওপর থরথর করে কাঁপতে লাগল। ছানাটার মাথা তুলে ধরবার শক্তি ছিল না, কিন্তু খাবার জন্যে বার বার সে যেন দাবি জানাতে লাগল।

ফিসফিস করে উত্তেজিত কণ্ঠে ইউরা বলে উঠল, "আরে, এটার যে খিদে পেয়েছে!"

ভেরা ভাসিলিয়েভ্‌না তাকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন। (অধ্যাপক লোপাতিন প্রায়ই বলতেন : "দেখ, ভেরা ভাসিলিয়েভ্‌না,—এমন টোপ আছে যা দিয়ে সবচেয়ে দুষ্ট ছাত্রকেও ধরা যায়। সেটা যে কি তা জানা আমাদের কাজ)।"

ভেরা ভাসিলিয়েভ্‌না আদেশ দিয়ে উঠলেন, "যাও, এখনি কিছু পিঁপড়ের ডিম নিয়ে এস আর ফড়িংও। শুধু পিঁপড়ের ডিমে কাজ হবে না—এরা একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে যাবে তাহলে।"

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ইউরা উধাও হয়ে গেল।

বাচ্চাগুলোকে একটা গোল কার্ডবোর্ডের বিস্কুটের বাক্সের মধ্যে পুরে একপাত্র গরম জলের ওপর সেটা রাখা হল। ভারয়া চাইছিল বাক্সর তলাটায় তুলো বিছিয়ে দিতে কিন্তু ভেরা ভাসিলিয়েভনা তাকে তা করতে দিলেন না। তুলোর সরু সুতো তাদের পায়ে আর ঠোঁটে জড়িয়ে যেতে পারে। তার বদলে নরম খড় আর পাখির বক-পালক বিছিয়ে দেওয়া হল।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে ইউরা ফিরে এল রান্নাঘর থেকে সরিয়ে আনা একটা প্লেট হাতে করে। প্লেটটা ভর্তি গেল-বছরের পাইন পাতা আর শুকনো ডালে। তারই নীচে ক্রোধোন্মত্ত লাল পিঁপড়ের প্রবাহ। এই একরাশ পিঁপড়ে-প্রবাহের এখানে-ওখানে ঝকমক করে উঠতে লাগল পিঁপড়ের সাদা ডিমগুলো।

ঠিক এই সময়ে এল বোরিস।

ভেরা ভাসিলিয়েভনা বলে উঠলেন : "যাও, আরও কিছু পিঁপড়ের ডিম নিয়ে এস।"

চিমটে করে কতকগুলো পিঁপড়ের ডিম তুলে নিয়ে বাচ্চাগুলোর হাঁ-করা

মুখের ভেতর দিয়ে দিয়ে তারা তাদের খাওয়াতে শুরু করে দিল। চতুর্থ ছানাটাকে খাওয়াবার পর প্রথম বাচ্চাটা তার পেটটায় অলসভাবে ভর দিয়ে নড়াচড়া করে আবার মাথাটা তুলে হাঁ করতে শুরু করে দিলে।

ভেরা ভাসিলিয়েভনা বললেন: "বড় কথা হচ্ছে ওদের বেশী না-খাওয়ানো, পৌনে একঘণ্টা অন্তর অন্তর ওদের খাওয়াতে হবে এবং এক এক বারে দশটা পিঁপড়ের ডিম দিয়েই আমরা শুরু করব।

একঘণ্টা পরে বোরিস ফিরে এল সযত্নে গোল করে পাকান একটা খবরের কাগজ নিয়ে। কোন কথা না বলেই সে ইউরার আবর্জনা-ভরা থালাটা নিয়ে জানালার বাইরে সেগুলো ফেলে দিল। থালাটাকে পরিষ্কার করে মুছে নিয়ে কাগজের মোড়কটা খুলে তার ওপর গাদাখানেক খুব পরিষ্কার বড় হলদে পিঁপড়ের ডিম ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলতে লাগল। বোরিস খুব ধীরে-সুস্থে ও বেশ ভারিক্কীভাবে এ সবকিছু করল।

থালাটা ইউরার দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বলে উঠল: "এই দেখুন কমরেড চুগুডিকোভ—এই-ই হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর ডিম। যাই, কিছু ফড়িং ধরে আনি গে।"

ইউরাকে ভ্রূকুটিকুটিল চোখে ছানাগুলোর ঠোঁটে পিঁপড়ের ডিমগুলোকে সাবধানে দিতে দেখে ভেরা ভাসিলিয়েভনা বলে উঠলেন, "হায়রে পোড়া কপাল! শেষকালে এদের ক্লোরোফর্ম করতে হবে।"

ইউরা রাগতভাবে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে এত মাথাব্যথা কেন? এদের আমরা গরম করে তুললাম, থাবড়ালাম, খাওয়ালাম—কত হৈচৈ করলাম আর এখন আপনি বলছেন যে এদের ক্লোরোফর্ম করতেই হবে। কেন কিসের জন্যে শুনি?"

"আহা! এদের দেখাশোনা করবে কে?"—ভেরা ভাসিলিয়েভনা জিজ্ঞেস করলেন। "এ কিন্তু বড় শক্ত কাজ। মাত্র দু'তিনদিনের জন্যে তোমরা উদ্বেগ-আকুল হয়ে উঠবে কিন্তু শেষে এরা মারা যাবেই।"

সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং নিখুঁতভাবে নির্ভুল ব্যক্তিই অবশ্য এই বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতে পারে—একথা বলে তিনি তার আত্মগর্বের কাছে আবেদন জানাতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মনে হল যে ইউরার খুব বেশী গর্ব নেই।

বাচ্চাভরা বাক্সটাকে বুকের ওপর চেপে ধরে সে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলতে লাগল, "ভেরা ভাসিলিয়েভ্‌না···ভেরা ভাসিলিয়েভ্‌না।"

এইরকম অকুণ্ঠ কাতর আবেদন যদি সে না করত তাহলে সম্ভবত: ভেরা ভাসিলিয়েভ্‌না তার কথায় বিশ্বাস করতেন না। বিশেষ করে তার অস্পষ্ট আবেদন ও অনুনয়ভরা চোখই তাঁকে বিশ্বাস করিয়ে দিল। তিনি উপলব্ধি করলেন যে অধ্যাপনা-বিজ্ঞানের একটি বিজয়কে তিনি উপভোগ করছেন।

ইউরা বললে, "আমি ওদের খাওয়াব—কমসোমল-সভ্য হিসেবেই আমি বলছি, আমি পারবই। কীটবিদ্যাপরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হতে পারব। দেখুন কি আশ্চর্য যোগাযোগ! কীটবিদ্যার জন্যে আমাকে পোকামাকড় সংগ্রহ করতেই হবে। এদের প্রচুর খাবার হবে, আমি—"

সে একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন কিছু বলবার আগে লোভী বাচ্চাদের সবগুলোই একসঙ্গে তাদের মাথা উঁচু করতেই ইউরা তাদের খাওয়াতে ছুটল।

আর এইভাবেই ডজডিকোভ একটা পরিবারের কর্তা হয়ে গেল। তখন থেকে খুব অল্পই সে ঘুমাতে লাগল। সে তার বিছানায় শুতো বটে কিন্তু বাচ্চাগুলো সত্যিই বেঁচে আছে কিনা তা সঠিকভাবে জানবার জন্যে ক'মিনিট বাদেই বিছানা থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠত।

ছাত্ররা হাসি-তামাশা করে বলত: "শুশ্রূষাকারিণী মায়ের ঘুম।" অবশ্য তারা তাকে সানন্দেই সাহায্য করতে পারত কিন্তু সে খুব জেদের সঙ্গে তার পৈতৃক দায়িত্ব রক্ষা করতে লাগল। একমাত্র বোরিসকে সে বিশ্বাস করত। অন্যেরা ঘাস টেনে প্রজাপতি-ধরা জাল দিয়ে যেসব পোকামাকড় ধরত শুধু সেগুলোই সে অন্যদের আনবার অনুমতি দিত।

বাচ্চাগুলো যত বড় হতে লাগল ততই তাদের খিদেটা আতঙ্কজনকভাবে বেড়ে যেতে লাগল। সৌভাগ্যক্রমে সবরকম পোকামাকড় খেতে তারা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে উঠল। পাখিদের মত তারা রাত তিনটার সময় জেগেই খাবার জন্যে চেঁচামেচি লাগিয়ে দিত। কিন্তু পাখিদের কতকগুলো আচার-অভ্যাস তাদের একেবারেই রইল না। তারা সন্ধ্যা ছটায় ঘুমোত না, এমন কি রাত আটটায়ও নয়—বাসায় যেমন তারা ঘুমাত তাও নয়—রাত এগারোটা পর্যন্ত তাদের পরিচর্যা করার জন্যে তারা হাঙ্গাম-হুজ্জুত করত। বোকা বাচ্চাগুলো বিদ্যুৎ-বাতিকে ভাবত সূর্যের আলো—তাই ঘুমাতে চাইত না। যাহোক, ইউরা শেষকালে ঠিক করল যে তাদের ঢাকা দিয়ে আলোটাকে তাদের কাছ

থেকে দূরে রাখবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। দেরি করে খাওয়ায় তারা এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে তাদের গায়ে ঢাকা-দেয়া কালো কাগজটা সানন্দে দূর করে ছুড়ে ফেলে দিতে লাগল।

বাচ্চাগুলোকে কেবল খাওয়ান-দাওয়ানই নয়—ভেরা ভাসিলিয়েভ্না তাকে আরও অনেক তথ্যানুসন্ধানের ভার দিয়েছিলেন। প্রতি তিন দিন অন্তর সে বাচ্চাগুলোকে বার করে নেড়ে-চেড়ে দেখত, তাদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো লিখে রাখত, যেমন—তাদের চোখ ফুটল কবে, আর কবেই বা ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখল। পালক ওঠার ধরাবাহিকতাও লিখে রাখতে হল—মাথায় আর পিঠ ইত্যাদিতে পালকের রোঁয়াগুলো গজাল কবে—তাও।

রোঁয়াগুলো এত লম্বা হয়ে বেড়ে উঠল যে যখন বাচ্চাগুলো তালগোল পাকিয়ে জড়াজড়ি করে বাক্সের ভেতর শুয়ে থাকত তখন তাদের লোমশ শজারুর মত দেখাত। রোঁয়াগুলো ঠোঁটের ওপর গজাতেই ঠোঁটগুলোকে বাঁকা দেখাতে লাগল। আর শেষকালে অদ্ভুত শাক-সবজির মতই দেখা দিল তাদের পালক: প্রথমে পালকগুলো গজাল শক্ত নলের মত, তারপর পালকগুলোর তলাকার রোঁয়াগুলো খসে খসে পড়ে যেতে লাগল। আর কিছু দিন পরে পালকগুলো তাদের আচ্ছাদন ফুঁড়ে রক্তাভ চামড়ার ওপর আত্মপ্রকাশ করতে লাগল।

এসব কাজ ছাড়াও বাচ্চাগুলো যে-খাবার খেত এবং যে-ময়লা তাদের পেট থেকে পড়ত তাও ওজন করে, হিসাব-পত্তরের মধ্যে তাকে ব্যস্ত থাকতে হত। পোকামাকড়ের দেহের এতটুকু অংশ খেলেই একটা বীজকোষ কিলবিল করে বেরিয়ে আসত, কেননা পাখির পেটে জায়গা ভারী অল্প।

ইউরার ছানাগুলোর খোঁজখবর নেওয়া সব ছাত্রই তাদের কর্তব্য-কাজ বলে মনে করত। বাচ্চাগুলোর শরীরের তাপ কত, ওজন বেড়েছে কতখানি, হজমশক্তি ঠিক আছে তো? আর মেজাজ বেশ শরীফ?

মাথা না তুলেই সে তালিকাটা লিখে ভর্তি করতে করতে, অথবা মোটা-সোটা হাসিখুশিভরা লার্কের বাচ্চাটাকে ওজন করতে করতে একমনে নিক্তির ওজনের কাঁটাটার দিকে তাকাতে তাকাতে ইউরা সঠিকভাবে ও ছোট ছোট কথায় তাদের সব প্রশ্নের জবাব দিত।

তার চারপাশে ভীড় জমে এলে নিকিতা সবাইকে ভাগিয়ে দিতে

দিতে বলত, "যাও, যাও, পালাও সব এখান থেকে! দেখছ না, ও কাজ করছে?"

মুসলধারে বৃষ্টি পড়তেই লাগল। মাথার ওপর গাছের ভিজে ডালপালা, পায়ের তলায় ভিজে ঘাস, জানালার মধ্যে দিয়ে আসছে বৃষ্টির একঘেয়ে ঝরঝরানি শব্দ আর চারদিকে ধূসর কুয়াশা। কিন্তু এই জল ঝড় কুয়াশা আর ঠাণ্ডা যৌবনদীপ্ত হাস্য পরিহাসে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আর হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ-আলোচনা সূর্যের মতই বৃষ্টির প্রভাবকে যেন তুচ্ছ করে দিল।

সতরো

রেডস্টার্ট পরিবারের কর্তাটাকে দেখতে শুনতে ভাল, মাঝামাঝি বয়স আর ভারী অমায়িক। মানুষদের সে বিশ্বাস করত কারণ জীববিদ্যাকেন্দ্রের মাটিতে তার বসবাস অনেক কালের—আর সে ভাল করেই জানত যে এখানকার মানুষরা পাখিদের কোন অনিষ্ট করে না—কেবল তাদের একমনে দেখে আর গান শোনে। সেজন্যে মারিনাকে দেখে সে উড়ে পালিয়ে গেল না। বরং সে তার মাথাটাকে সোজা করে খাড়া করে রেখে উজ্জ্বল চোখে তার দিকে চেয়ে রইল।

মারিনা থেমে আনন্দে তার দিকে চেয়ে শিস দিয়ে উঠল। সেও শিস দিয়ে তার জবাব দিল। সে ঝেড়ে-ঝুড়ে সোজা হয়ে উঠে রেডস্টার্টের যোগ্য চমৎকার লাল লেজটা বিস্তার করল। বিশেষ করে এই রেডস্টার্টটি সম্ভবতঃ ভুলে গিয়েছিল যে অনেকদিন হল তার লেজটা খসে গেছে। এটা যে কি করে ঘটল তা কেউ জানে না এবং লেজ না-থাকার জন্যে সকলে অতি সহজেই এটাকে চিনতে পারত।

মারিনা আর রেডস্টার্টটা কিছুক্ষণ ধরে আলাপ করল। হঠাৎ মারিনা বুঝতে পারল যে সে একপায়ে দাঁড়িয়ে ঘাড়টাকে একপাশে কাত করে আছে। পাছে তার বন্ধু ভয় পায় তাই সে অতি কষ্টে তার হাসিটা সামলে নিয়ে কেবল বলল, "ছাঁটা-লেজ, বিদায়।" তারপর অলসভঙ্গীতে জীববিদ্যাকেন্দ্রের দিকে সে এগিয়ে চলল।

যেখানে চড়ুইরা বাসা বেঁধেছে এবং ফয়ডর ফয়ডরোভিচ, ব্ল্যাক-ক্যাপদের যেখানে আস্তানা করে দিয়েছেন সেই পক্ষী-আগার থেকে মারিনা ফিরছিল।

সব কিছুই বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে চলছিল। বাচ্চাদের ওপর চড়ুইগুলোর বেশ মায়া পড়েছিল আর তাদের খাওয়াচ্ছিল ভাল করে। বাচ্চাগুলোর ওড়বার সময় হয়ে এল। নিকিতা যে তার পোষ্যদের ভার তার ওপর বিশ্বাস করে দিতে পেরেছে সেজন্যে মারিনা খুব খুশী হয়েছিল।

'বাপ-মায়ের বাসা থেকে অপসারিত পাখির ছানাদের ক্রমবিকাশ ও বৃদ্ধি' —এই বিষয়বস্তুটা ফয়ডর ফয়ডরোভিচ মারিনাকে তার পরবর্তী পরীক্ষায় পাঠ হিসাবে স্থির করে দিয়েছিলেন।

অনেকদিন আগেই মারিনা মনে মনে স্থির করে নিয়েছিল যে সেও তিমিরিয়জেভের মত উদ্ভিদ্-জীবন-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হবে। পনরো বছর বয়সেই সে তিমিরিয়জেভের সমস্ত বইগুলো আগাগোড়া পড়ে ফেলেছিল যেমন করে অন্য মেয়েরা প্রেমের গল্প পড়ে। সে যেন এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলেছিল, দেখেছিল তাঁর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ, রহস্যময় হাসি আর সুউচ্চ বুদ্ধিদীপ্ত ললাট। যখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হল—প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীদের যেটুকু জানা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশী সে জানত। বিশেষজ্ঞ হবার সর্বপ্রথম ইচ্ছা অন্য বিষয়গুলোতে মনোনিবেশ করবার পথে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। অসম্ভব অভিনিবেশ সহকারে সে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং প্রাণিতত্ত্ববিদ্যা পড়েছিল।

সে স্থির করেছিল যে পাখির বাচ্চাদের ওপর লেখা প্রবন্ধটাকে তাদের ওজন ও পালক ওঠার ক্রমবৃদ্ধির আলোকচিত্র ও চিত্রালেখ্য দিয়ে সে বিচিত্রিত করবে। চিত্রালেখ্যর প্রতিটি বঙ্কিমরেখা বিভিন্ন রঙের রঙিন পেনসিল দিয়ে আঁকা হবে। এসব সে কেমনভাবে করবে এই ভাবনাতেই তার মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। সত্যিই, যে দায়িত্বভার সে গ্রহণ করত তাই সে উপভোগ করত।

মারিনা তার হাত-ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল। এখনও অনেক সময় তার আছে। ঘাসের ওপর সে শুয়ে পড়ল, হাতের একটা কনুইয়ের ওপর ঠেস দিয়ে সে ছোট্ট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। মনোরম বস্তু সম্পর্কে অনেক ভাবা গেছে, ভাববার মত অপ্রীতিকর বিষয়বস্তুও ছিল।

সম্প্রতি মারিনার শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন যেন ব্যাহত হতে শুরু করেছে। ছাত্ররা তার প্রেমে পড়তে শুরু করেছিল। এ ছিল স্বাভাবিক বিপর্যয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা যে তার বাবা মনে করতেন সব দোষই তার। জীববিদ্যা-কেন্দ্র থেকে ফিরলেই তার বাবা তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতেন :

"তারপর মারিনা ইভ্‌জিনিয়েভ্‌না, শুনছি তুমি আর একটা ভাল ছেলের জীবন নষ্ট করে দিয়েছ!"

পূর্বের মতই সে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করে বলত :

"না, বাবা, সত্যিই এতে আমার কোন দোষ নেই—এ তার নিজের দোষ।"

তার বাবা বলতেন : "এই কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল? বেচারা

ভালবাসার কোন কথা বলবার আগেই তুমি তোমার চাউনি দিয়েই তাকে শেষ করে দিয়েছ। তোমার এই চাউনিকে দাবিয়ে রাখার শক্তি কি তোমার নেই ?"

এইরকম কথাবার্তা শোনা সত্যিই বড় দুঃখের। সেজন্যে মারিনা কারও দিকে না চাইতে এবং না হাসবার আন্তরিক চেষ্টা করতে লাগল। তবু তুষার-ঢাকা পথ দিয়ে দ্রুতপায়ে তার দিকে ছুটে যেতে যেতে সে নিজে প্রাণভরে হাসত। চারদিকে এত আনন্দের ঢেউ! কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পা দিতেই তার ভ্রূটা উঠত কুঁচকে আর মুখে নামত বিষাদের কালো ছায়া—ভয় ছিল পাছে কেউ আবার তার প্রেমে পড়ে যায়···

রাস্তা দিয়ে গ্রোমাদা অলসমন্থর গতিতে আসছিল। মারিনা তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। এই তো ক'দিন আগে পার্টিব্যুরোর একটা সভায় যোগ দেবার জন্যে তাকে শহরে ডেকে পাঠান হয়েছিল—এত শীগগীর সে ফিরবে এ আশা সে করেনি।

তার কাঁধের ওপর প্রজাপতি-ধরা একটা জাল: উপস্থিত তার দল কীটতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করছে। তার নমুনা রাখার পাত্রটা তাচ্ছিল্যভাবে দোলাতে দোলাতে সে পথ ধরে চলে আসছিল।

মারিনা শুকনোভাবে বলল, "নমস্কার।"

তেমনি শুকনোভাবে সে জবাব দিল, "নমস্কার।"

সে ঘাড় নেড়ে এগিয়ে গেল। মারিনা চোখ দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে করতে আপন মনে বলল যে এই মানুষটার মাঝে আকর্ষণীয় ও মৌলিক কিছু কিছু আছে। তার দিকে সে এতটুকু মনোযোগ দিলে না। তার জাল আর ঝোলাটা ঘোরাতে ঘোরাতে সে স্বচ্ছন্দে চলে গেল। যাক খুব ভাল হল। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার মারিনা ইয়েভজিনিয়েভনা, গ্রোমাদার মত মানুষ তোমার প্রেমে পড়বে না—তুমি তার দিকে চেয়ে যত খুশী হাসতে পার।

গ্রোমাদা আবার বনের ভেতর ঢুকল—বোঝা গেল একটা লোভনীয় পোকার পিছনে সে ধাওয়া করেছে। "যাকগে"—মারিনা বিরক্তভাবে ভাবল। বিষাদ-গম্ভীর মুখে জীবনের পথ-বাওয়া কষ্টকর। কখন কখন একবার হাসতেও তো ইচ্ছা যায়।

গ্রামাদা কিছুদূর দ্রুতপায়ে এবং কেজো ভঙ্গীতে এগিয়ে গেল। যেই সে বুঝতে পারল যে মারিয়া আর তাকে দেখতে পাচ্ছে

না—একটা গাছের গোড়ায় বসে পড়ে তার পাইপটায় সে তামাক ভরতে লাগল।

মারিনার সঙ্গে কথা না-বলাটা তার বোকামী হয়ে গেছে। তার সামনে দিয়ে দিব্যি হেঁটে চলে এল, বোকা কিনা, যেন তার সঙ্গে একা দেখা হবার সুযোগ রোজই পাওয়া যাবে। সে-ই তো তার সঙ্গে আগে কথা বলল। আর সে কিনা এমনি অসভ্যের মত তার কাছ থেকে পালিয়ে এল। আবার কি তার কাছে তার ফিরে যাওয়া উচিত? না। শিষ্টাচারের সঙ্গে সে তাকে ডেকে কথা বলল। এ তো খুবই স্বাভাবিক—পুরো দুটো দিন তাদের দুজনায় দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। এই দুটো দিনের কথা মনে হতেই তার মুখ আবার ভারী হয়ে উঠল।

আর মারিনার পক্ষে দেখাবার মত প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল যে কখনও সে ভাল করে তাকে দেখেনি। প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটা অংশ—একটা গাছ বা একটা ঝোপ—এমনি ভাবে সে তাকে এতদিন দেখে এসেছিল। অনিচ্ছার সঙ্গে গাছের গোড়া থেকে উঠে সে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ যে বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়ির দিকে যেতে শুরু করল।

লোপাতিনকে দেখতে যাওয়ার এমন অনিচ্ছা এর আগে আর কখনও তার হয়নি।

বাড়ির দরজাটা একটু খোলা—তারই ফাঁক দিয়ে সে দেখলেন।

কে যেন বিছানার ওপর ঘুমিয়ে আছে—গ্রোমাদা অবাক হয়ে দেখলে তিনি চিব্রেতস্‌। তিনি তাকে কেন বললেন না যে জীববিদ্যা কেন্দ্রে যাবার ইচ্ছা তাঁর আছে? না-কামানো গালের তলায় একটা হাত রেখে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন।

টেবিলে বসে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ লিখছিলেন।

দরজাটায় ক্যাঁচ্‌ করে একটা শব্দ হল।

ফিরে না দেখেই ফিসফিসিয়ে বললেন ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌—"ভিক্‌টর?—ভেতরে এস ভিক্‌টর।" গ্রোমাদা দরজার গোড়ায় ইতস্তত করতে লাগল "হুঁ! শেষকালে তুমি এলে!"

"আপনার ভিক্‌টরের আশা তো করছিলেন?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গ্রোমাদা জিজ্ঞেস করল। তাঁর আবেগকে সে গোপন করবার এতটুকু চেষ্টা করলে না।

চিব্রেতস্‌ চোখ মেলে তাকাতেই ঘুমের মধ্যেও তীক্ষ্ণ ও ভাবতন্ময় হওয়া

সত্ত্বেও তাঁর চোখ ও মুখ মুহূর্তমধ্যে যেন জলে উঠল : তাঁর উন্নত ললাটে বুদ্ধি ও একাগ্রতার ছায়া যেন ফুটে উঠল আর তাঁর মুখের রেখাগুলো তখনই হয়ে উঠল সংবেদনশীল ও সংযত।

গ্রোমাদা তাঁর দিকে একটা চাহনি ছুড়ে দিল কিন্তু চিব্রেতস্ এ চাহনির অর্থ উদ্ধার করতে পারলেন না।

"হ্যাঁ, আমি তার প্রত্যাশা করছি"—ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বললেন—"গেলকাল থেকে আমি তাকে আশা করছি। সে নিশ্চয়ই ফিরবে। এখনই যে কোন মুহূর্তে সে এসে পড়বে।"

"আর ধরুন, সে যদি না আসে?"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ দৃঢ়স্বর হঠাৎ যেন কোমল হয়ে এল : "আইভান ওস্তাপোভিচ্ তুমি এত গম্ভীর কেন? সে বেলিভেস্কীকে পছন্দ করে না—সে কথা একবার ভাব। সে তাকে হিংসে করে—আমি বলছি।"

"না, আর করে না।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তার দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁর মনে হল যে তার কথাগুলোর মধ্যে নিগূঢ় অর্থ লুকিয়ে আছে।

"শুনে খুব সুখী হলাম। কিন্তু সে তার সময় কাটায় কি করে? প্রেম-নিবেদন—এ্যাঁ?" তিনি চিব্রেতসের দিকে ফিরলেন : "ইলিয়া তুমি কি মনে কর সে প্রেমে পড়েছে? এতো ক্রমশঃ মহা বিপর্যয়ের মত হয়ে উঠছে ··· প্রত্যেক বার বনের মধ্যে গেলেই এই রকমটি ঘটছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস আর আহারে অরুচি। শেষে ভিক্টরও ঘায়েল হল? এ কি হতে পারে? তার মত এমন বিশ্বস্ত···"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁর কথাটাতে সমর্থন পাবার জন্যে যেন একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন।

চিব্রেতস্ নিদ্রালু কণ্ঠে বলল, "এ অবিশ্যি বেশ ভাল জিনিস। আর এই তো উপযুক্ত সময়। ছেলেটা কেমন যেন একটু বেশী বেরসিক—আপনার ঐ পূর্ণতার প্রতিমূর্তি—অবশ্য আমার অভিমত যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন কিন্তু ততক্ষণে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। লোপাতিন তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর গায়ে একটা কম্বল চাপা দিলেন।

"ক্লান্তভাবে সবাই এল। এ এল তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে, বলল, সে আলাপ-

আলোচনা করতে এসেছে আর নিজেই ঘুমিয়ে পড়ল দেখছি তোমারও মন-মেজাজ খারাপ।"

কোমল কণ্ঠে গ্রোমাদা বলল : "ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্।"

"আইভান ওস্তাপোভিচ্—কোন কিছু ঘটেছে না কি ?"

গ্রোমাদা লোপাতিনের কাছে আরও ঘন হয়ে এল : "বিশেষ কিছুই নয়।" ছোট্ট ঘরটিতে নড়বার জায়গা নেই। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বাধ্য হয়ে বসে পড়লেন। "ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, বেলিভেস্কীর ফেরার প্রত্যাশা আপনি করবেন না। এই মুহূর্তে সে ড্রোসোফিলা নিয়ে শুমশ্কির গবেষণাগারে বসে আছে। এই-ই ঘটেছে। নিজের দল ত্যাগ করেছে। মস্কোয় গিয়েছিল। ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে, অনুতপ্তও হয়েছে আর ওখানে কাজ করবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। প্রজনন-বিদ্যাবিভাগে যোগ দিয়েছে। সেদিনের সেই সভার পর শুমশ্কিকে সে ভয়ানকভাবে সৌজন্য দেখাচ্ছিল তা তো আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন।"

"এ আমি বিশ্বাস করি না। এ নিশ্চয়ই ভুল! এমন কথা বলবার তোমার কোন অধিকার নেই।" লোপাতিন তাঁর হাতটা সজোরে নাড়লেন। "সভার পর সে শুমশ্কির কাছে গেল তার মনের কথা বলবার জন্যে। ব্যস, এই-ই। এছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বন্ধু, তুমি—তুমি তার দলে ভিড়ে যাওনি!"

গ্রোমাদার রোদ-পোড়া মুখখানা আক্রোশে কালো হয়ে উঠল।

"না, আমি ভিড়িনি।" সে নিজেকে সংযত রাখবার প্রবল চেষ্টা করতে লাগল। "না, আমি তাঁর দলে ভিড়িনি। উপযুক্ত খাতে আমি সভাব আলোচনাটা চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম—তার কারণ অধ্যাপক লোপাতিন, আমি আপনার অনুগত আর শুমশ্কিকে আমার বলবার মত কিছুই ছিল না। শত্রুর সঙ্গে কেউ তর্ক করে না। আমি শুমশ্কির সঙ্গে কখনও তর্ক করিনি আর একথা আপনি জানেন। আপনিই তর্ক করেন। আমি শুমশ্কির সঙ্গে কেবল লড়াই করি। আর শেষ পর্যন্ত তাই-ই আমি করে যেতে চাই।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ টেবিল আর বিছানার মাঝখানে দিয়ে অতিকষ্টে পথ করে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। তাঁর প্রকাণ্ড চেহারাটা সুদ্ধ শোকভারে আনত কাঁধদুটোর ছায়া আবছাভাবে দরজার পথের ওপরে পড়ল। চিব্রেতস্ আবার জেগে উঠলেন। তিনি আর

গ্রোমাদা দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দুজনেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

মুখ না ফিরিয়েই ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বলে উঠলেন: "আমি ঠিক আছি হে!"

তিনি সেখানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তাঁর পকেট থেকে তাঁর পাইপ আর দেশলাইয়ের বাক্স বার করলেন। প্রথম কাঠিটা নিভে গেল। দ্বিতীয়টাও।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বললেন, "বাতাসেই নিভে যাচ্ছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—বাতাসেই।" গম্ভীরকণ্ঠে চিব্রেতস্ তাঁর কথায় সায় দিয়ে অনড় কালো পাতাগুলোর দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে রইলেন।

লোপাতিন গ্রোমাদার দিকে ফিরলেন।

"তুমি কমরেড চিব্রেতস্‌কে আমাদের জীববিদ্যাকেন্দ্র দেখিয়ে আনতে পার, এটা তাঁর বেশ ভালই লাগবে। আমি এখানে খানিকক্ষণ বসে থাকব। কতকগুলো কাজ আছে—সেগুলো আমি করতে চাই।"

চিব্রেতস্ আপত্তি করে বললেন, "না ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, এ ঠিক হবে না। আমি আপনাকেই দেখতে এসেছি।"

লোপাতিন না করলেন না, "খুব ভাল কথা, যেখানে আছ থাক—তুমিও," গ্রোমাদার দিকে চেয়ে মাথাটা নাড়লেন। "আমরা একটু চা খাব।"

কাজের ছেলে গ্রোমাদা কেটলিটা চাপিয়ে দিল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বারান্দাতেই রইলেন। চিব্রেতস্ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। নীরবতা ভঙ্গ করবার ভয়ে গ্রোমাদা সাবধানে বিছানাটার ওপর বসতেই সেটা যেন ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বলে উঠলেন: "ওখানে বসে লাভ কি, এখানে বাইরে এস—আমাদের সঙ্গে বস।"

গ্রোমাদা বিনীতভাবে বেরিয়ে এল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বললেন: "তুমি ইলিয়া, কিংবা তুমি আইভান ওস্তাপোভিচ্—তোমরা এর জবাবদিহি করবে কি করে?—এ জিনিসটাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আপনি বুঝবেন—তাই বা আশা করা যায় কি করে?" মন্তব্য করল গ্রোমাদা। যেন তাদের দুজনার চেয়ে বড়।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বলতে লাগলেন, "আমার শিক্ষা দেওয়া এমন ব্যর্থ হল? সে কি কিছুই বুঝতে পারল না? আমার সঙ্গে যদি তার মতের অমিলই হল এ-নিয়ে সে তর্ক করল না কেন? এটাই সবচেয়ে দরকারী। আমার মনে আছে একবাব যে-সে নয় স্বয়ং উইলিয়মের সঙ্গে তর্ক করেছিলাম, তর্কটা ছিল ভারী মজার। ভিক্‌টর খুব সম্প্রতি তাহলে তার মতটা বদলে ফেলেছে। আরে, এই তো কদিন আগে প্রজননবিদ্যার ওপর ওই বক্তৃতার পর ঐ সম্পর্কীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে সে চেয়েছিল।"

গ্রোমাদা জিজ্ঞেস করল, "সে চেয়েছিল এটা আপনি ভাবতে পারছেন কি করে?"

"সে নিজেই আমাকে একথা বলেছিল। কিছু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের অবতারণা করার ইচ্ছা তার ছিল। কিন্তু তোমার তো মনে আছে, শুমশ্‌কি তোমাকে তাকে ডাকতে দিলে না।"

"শুমশ্‌কি? 'আমাকে' অনুমতি দিলে না?" গ্রোমাদা উঠে দাঁড়াল। "অধ্যাপক লোপাতিন, মনে হচ্ছে আপনি আমাকে জানেন না। আপনার ঐ ভিক্‌টর বলবার জন্যে একটুও এগিয়ে আসেনি। আমি তাকে আশা করেছিলাম যদিও, সত্যি কথা বলতে কি, আমি তার কথা খুব বেশী ভাবিনি। সভায় তার বলবার কোন ইচ্ছেই ছিল না। বৃত্তি হারাবার ঝুঁকি নিতে সে চায়নি। আর সবচেয়ে বড় কথা, যে-শক্তি ক্রমশঃ সংহত হচ্ছে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে সে চায়নি।"

"আইভান ওস্তাপোভিচ্—তোমার ভুল হচ্ছে। বেলিভেস্কী বিশেষ আদর্শের মানুষ।"

চিব্রেতস্ কেমন যেন একটু কেঁপে উঠলেন।

"সে যদি শুমশ্‌কির দলের দলী হয়ে থাকে তাহলে সত্যিই শিক্ষাদানে আমি ব্যর্থ হয়েছি। আর সে যদি বিজ্ঞানের ভুল পথ ধরে থাকে তাহলে সেজন্যেও আমি দোষী।"

চিব্রেতস্ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না—বাধা দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "এর সঙ্গে বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক? অধ্যাপক, এ নিয়ে বিজ্ঞানের কি করার আছে?" লোপাতিনের বিস্ময়ভরা তীব্র দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে তিনি বলে ফেললেন, "আর আপনি আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছেন কেন? অমন করে তাকিয়ে কোন লাভ নাই। আপনি অথবা শুমশ্‌কি—

কে ঠিক আর কে বেঠিক আপনার ভিক্‌টর তা থোড়াই কেয়ার করে। যত শীগগীর সম্ভব বিজ্ঞান-জগতে নিজেকে বেশ শক্ত করে বসানতেই তার যত মাথা-ব্যথা। আপনার থ্‌রাশের কিংবা শুমশ্‌কির মাছির পিঠে চড়েই সেখানে সে পৌছক—তার কাছে এর কোন তফাত নেই। এতটুকু তফাত নেই। কত তাড়াতাড়ি সে সেখানে যেতে পারছে আর তার অধিকারে একটা মোটরগাড়ি থাকছে: সে-ভাবনাই তার সবচেয়ে বেশী।”

কিছুক্ষণ ধরে ইলেকট্রিক স্টোভের উপর চায়ের কেটলির ফুটন্ত জলের শব্দ এবং বাষ্প বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে কেটলির ঢাকনির টকটক করে আওয়াজটা শোনা যাচ্ছিল। কেউ গিয়ে কেটলিটাকে নামিয়ে নিল না।

গ্রোমাদার চোখের দিকে তাকিয়ে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ বললেন, “মনে হচ্ছে ছেলেটাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি।”

গ্রোমাদা নিঃশব্দে মাথাটা নাড়ল। “তার মায়া একেবারে ত্যাগ করা ভার।”

চিব্রেতস্‌ অনুচ্চ-কণ্ঠে বলল, “সেটা দুঃখের কথা। সত্যিই বড় দুঃখের কথা।”

“দুঃখের কথা নয়—এ ক্ষমারও অযোগ্য! এখন থেকে তাহলে আমি আর কি করে তরুণদের বিশ্বাস করব? এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে তার মত এমনি একটা হতভাগাকে আমি স্নেহ-ভালবাসা দিলাম! অন্ধ অথর্ব বোকা বুড়ো! এই-ই আমি!”

চিব্রেতস্‌ নির্মমভাবে বলল, “অথচ সে ছিল এমন যোগ্য—এমন পরিশ্রমী!”

গ্রোমাদা তাঁর দিকে ভৎসনাভরা চোখে চাইল, কিন্তু তিনি তাঁর মনোভাবকে প্রকাশ করতে কৃতসংকল্প। তিনি তার চাহনিকে গ্রাহ্যই করলেন না।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বললেন, “পরিশ্রমী! এমন পরিশ্রমী ছেলে এর আগেও আমি অনেক দেখেছি! আইভান ওস্তাপোভিচ্‌ আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল। আমি কিবা তখন ভাবতে পেরেছিলাম? ভাগ্যান্বেষীদের দেখলেই চিনতে পারার বড় রকমের ক্ষমতা আমার ছিল, ইলিয়া মনে আছে? চমৎকার নাক। আরে তোমরা হাসছ কেন?”

“এখানে বসে বসে একজনের মুখে তাঁর নিজ-জীবনের কথা অতীতকালের

বাক্য-বিন্যাসে শুনতে বেশ মজা লাগছে। আপনি কি মনে করেন যে সমস্ত ভাগ্যান্বেষীদের সমূলে উৎখাত করা হয়েছে?"

গ্রোমাদা সান্ত্বনাভরা কণ্ঠে বলল: "তীরন্দাজদেরও কখন কখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।"

কিন্তু এ-কথাটা সে বলতে চায়নি। কার্যক্ষেত্রে এই বিষয়েই সে অন্য স্বরে কথা বলেছিল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ, রাগতভাবে বললেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া কিছুতেই চলবে না। শত্রু—"

"তাকে শত্রু বলছেন আপনি?" চিব্রেতস্ নিন্দাভরা কণ্ঠে বললেন—"আজকের রাত্রে আমরা কেবল একমাত্র ওরই কথা নিয়ে আলোচনা করব না।"

হঠাৎ তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

"এই রকম একটা তরুণ হাতছাড়া হয়ে গেল—বলতে কি একজন তরুণ ভাগ্যান্বেষী—অধ্যাপক লোপাতিন, এ আপনার অসম্ভব অসাবধানতা—সত্যিই বড় রকমের অসাবধানতা।"

"তা আমি জানতাম।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচের জন্যে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছিল গ্রোমাদা। সে বলে উঠল, "এ নিয়ে তো আমরা অনেক আলোচনা করেছি, তাই না?"

"না, করিনি"—দুর্মুখ চিব্রেতস্ বলে উঠলেন। "আপনার ভিক্টরকে দিয়েই তো শুরু। এই অনর্থের মূলে কি আছে তা আগে দেখুন। অধ্যাপক লোপাতিন, আপনার মহানুভবতা, আপনার বিশ্বস্ততা, আপনার স্নেহপ্রবণতা এজন্য দায়ী। আপনি সবাইকে এত ভালবাসেন, ভিক্টর, শ্চারভ আর অন্য সকলের জন্যে এত উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে আপনি কি উৎকণ্ঠিত নন? বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি আপনি ব্যগ্র নন?"

লোপাতিন যেন লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার পক্ষে তুমি নেহাৎ ছেলে মানুষ ইলিয়া, বড্ড ছেলেমানুষ, বুঝেছ?"

"না, ছেলেমানুষ নই। আমি প্রমাণ করে দেব, আমি যা বলছি তাই ঠিক। আচ্ছা ধরা যাক, আপনার শুমশ্‌কি হেরে গেলেন, তার ভিক্টর

ছুটে আবার আপনার কাছে ফিরে এল। আপনি আবার তাকে বিশ্বাস করবেন?"

"উঁ হুঁ, কখনই করব না।"

"নিশ্চয়ই আপনি করবেন, আপনি যে বড্ড স্নেহপ্রবণ!"

লোপতিন লাফিয়ে উঠলেন।

"কি, আমি স্নেহপ্রবণ?" তিনি গর্জন করে উঠলেন: "জান, তোমরা জন্মাবার অনেক আগে থেকেই শত্রুর সঙ্গে আমি যুদ্ধ করছি! সত্যিই কোমল হৃদয়! যদি তেমোদের মত ছেলে ছোকরারা মনে করে যে সে পারে—"

চিব্রেতসের মনে একটা স্নিগ্ধ আশ্বাস ফুটে উঠল যে আর একটু পরেই বুড়ো মানুষটি তাকে আঘাত হানবেন।

ভয় পাবার ভান করে তিনি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন: "এই রে, উনি ভারী চটেছেন! সত্যিই রেগেছেন। ইভান ওস্তাপোভিচ্—ওঁকে শান্ত কর। রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা—এমন মূর্তি কখনও দেখেছ?"

লোপাতিন গভীরভাবে একটা নিঃশ্বাস নিলেন। চিব্রেতস্ খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বলতে লাগলেন, "কিন্তু আপনি সত্যি সত্যিই বড্ড লঘু প্রকৃতির ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্- কেবল একা নন, আমিও তাই, গ্রোমাদাও। আমরা একে অন্যের মতই মন্দ। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, পার্টি ব্যুরোর গেল সভার কথা আমাদের বলেননি কেন? এতে আমি এমন বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলাম যে আমার মনের আবেগকে শান্ত করবার জন্যে আমাকে আপনার কাছে দৌড়ে আসতে হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গেই শুরু হল সংঘাত। এতে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম—প্রথমতঃ ক্ষিপ্ত হলাম আপনার ওপর।"

"আমার ওপর? কেন?"

"একটা কারণে। ব্যুরোর সভ্য না হওয়ার জন্যে আমি কোনদিন আপনাকে ক্ষমা করব না।"

"কিন্তু তা তো আমার দোষ নয়।"

"আপনার দোষ নয়?" ক্ষিপ্ত চিব্রেতস্ ফেটে পড়লেন। "ওঁর কথা শুনছ ইভান?—তাঁর দোষ নয়। উনি গেলেন সাইবেরিয়ায় শিকারীদের সম্মেলনে। খুব জরুরী সম্মেলন। এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। শিকারীদের, সাইবেরিয়ার আর খ্যাঁক-শিয়ালদের জন্যে খুব জরুরী সম্মেলন। সবচেয়ে জরুরী সময়ে উনি চলে গেলেন। সেইজন্যেই অধ্যাপক লোপাতিন

পার্টি-বুরোতে সভ্যনির্বাচনী সভায় উপস্থিত থাকতে পারলেন না। তিনি সাইবেরিয়ার রোদে নিজ দেহকে উত্তপ্ত আর খ্যাঁক-শিয়ালদের প্রশংসা করতে করতে বিশ্রাম নিতে লাগলেন।"

"কিন্তু সম্মেলনটা আমি স্থগিত রাখতে পারতাম না। পারতাম কি ?"

"কিন্তু পুনঃনির্বাচনে গরহাজির হওয়ার আপনার কোন অধিকার নেই। একেবারে কিছু নেই। আপনি পরে সাইবেরিয়ায় যেতে পারতেন। লোপাতিন নেই বলে তারা লোপাতিনকে নির্বাচন করতে পারল না। ব্যুরোর আর একজন সৎমানুষ পেত্রোভকে আমরা হারালাম, কারণ তিনি লেনিন এ্যাকাডেমীতে চলে গেছেন। একজনের পর একজন করে শুমশ্‌কি এবং তার বন্ধুরা নির্বাচিত হয়ে গেলেন। অধ্যাপক লোপাতিন, আপনার জায়গা আপনি ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। কেন, জায়গা ছেড়ে আসায় আপনার কি অধিকার ছিল ? আমি আর গ্রোমাদা এখনকার মত এমন দুঃসহ অবস্থায় পড়েছি তা শুধু আপনার জন্যে। আমি সম্পাদক ? তা কেবল মাত্র নামে। ইচ্ছা থাকলেও একটা কাজ করবারও পর্যন্ত যো-টি আমার নেই। কেবল শুমশ্‌কি আর খুস্ত, খুস্ত আর শুমশ্‌কি। আমরা করব কি ? আর তাছাড়া শ্যারভ ওখানে রয়েছে—"

"শ্যারভ ?"

"হ্যাঁ, শ্যারভ। আমার বিপক্ষে রঙের বাজি জেতার সে এখন ওদের হাতে তুরুপের তাস। সে সুস্থকায়, সুখ্যাত আর সত্যিকার কর্তা। এটা কেউই অস্বীকার করতে পারব না। মত-বিরোধ হলেই শ্যারভ অনুচ্চকণ্ঠে সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আমি জীববিদ্যাবিদ নই, স্বনামধন্য বিজ্ঞানীরা যাঁরা তাঁর বন্ধু তাঁদের নামগুলো তিনি বলতে থাকেন—নিজের নামটাই সবচেয়ে আগে করেন। শুনুন কমরেড লোপাতিন—যথেষ্ট হয়েছে আমার। আপনাকে এভাবে ভীত-কম্পিত করে তোলার সুযোগ কোন ভুঁইফোঁড় ছোকরাকে আমি আর দেব না।"

"জান, ওকথা তোমার জোর করে বলার দরকার নেই।"

"শুধু ছেলেটাই নয়," গ্রোমাদা গম্ভীরকণ্ঠে বলল, "জড়িয়ে এটা হয়েছে। বেলিভেস্কী, শ্যারভ আর শুমশ্‌কি……"

গ্রোমাদার কথা তুচ্ছ করে চিব্রেতস্‌ বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, কমরেড লোপাতিন, আমি বলছিলাম যে ফের যদি শুমশ্‌কি শ্যারভকে খুঁটি হিসাবে

ব্যবহার করে তাহলে আমার আপনার কথাবার্তার ধাঁচ-ধরনই হবে একেবারে আলাদা।"

"শ্যারভের কথা নিয়ে তোমার উৎকণ্ঠিত হবার কিছু নেই। তার জন্যে জবাবদিহি আমিই করব। আর আইভান ওস্তাপোভিচ্, তোমার পক্ষে শ্যারভকে ছেড়ে দেওয়া তোমার ঠিক হয়নি। না একেবারেই ঠিক হয় নি। যদি তুমি মনে কর যে তার গবেষণাগারের কোন কিছু গণ্ডগোল হয়ে আছে—তাহলে পালিয়ে গিয়ে নয়—তাকে ঠিক-ঠাক করে দেওয়াই তোমার উচিত ছিল।"

গ্রোমাদা শুকনোভাবে বলল, "তাঁর ওপর আমার কোন ক্ষমতা নেই। সত্যি কথা বলতে কি সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। সম্ভবতঃ তাঁর এখানে এসে পৌছাবার কথা কিন্তু তিনি শহরে নেই। শুমশ্কি তাঁকে ভাল করে সাবধান করে রেখেছে।"

এতক্ষণ কি তাকে উৎকণ্ঠিত করে রেখেছিল সে কথাই লোপাতিনকে বুঝিয়ে আবেগের সঙ্গে বলতে শুরু করতেই চিব্রেতস্ তাকে বাধা দিলেন।

"শ্যারভই একা গণ্ডগোলের গোড়া নয়। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে তা এখনই আমি জানতে পেরেছি। আমাদের কারখানার ব্যাপার আরও শোচনীয়। ভারী শোচনীয়।" চিব্রেতস্ বারান্দার একটা দিকে বেঁকে বললেন, আইভান, "আমাকে একগ্লাস চা দাও। জলটা অনেকক্ষণ ধরে ফুটছে।"

গ্রোমাদা ঘরে ঢুকে অনুতপ্তকণ্ঠে বলল :

"ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, এ থেকে কিছু আলাদা করা যাবে না। মনে হচ্ছে, এর মধ্যে জল খুব বেশী নেই।"

"ওইখানে সবুজ রঙের একটা সসপ্যান দেখবে—ওটাই ব্যবহার কর।"—আনমনাভাবে কথাগুলো বলতে বলতে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ চিব্রেতসের হাতটা নিয়ে বললেন : "পার্টিকমিটির কাছে তুমি লিখেছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে ?"

"তাঁরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। খুবই অবাক হয়েছিলেন। বলেছিলেন, সব ব্যাপার ঠিকমত তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। জীববিদ্যাবিদরা আগে ওটা করবে, তারপর তাঁদের কাছে খবর পাঠাবে। কিন্তু জীববিদ্যাবিদেরা

একেবারে চুপ করে রইলেন। আমি দু একটা কথা এই মর্মে বলবার চেষ্টা করতে লাগলাম যে আমি জীববিজ্ঞাবিদ্ নই। আমার মতামত সম্পর্কে তাঁরা অতিরিক্ত রকমের নম্র হয়েছিলেন। পরিপূর্ণ সুবিচারের সঙ্গেই তাঁরা এই মন্তব্য করেছিলেন যে এই রকম ছুটকো ব্যাপার নিয়ে তাঁদের কাছে দৌড়বার কোন অধিকার আমার নেই। একাধিকবার তাঁরা আমাকে সমর্থন করেছেন, সহায়তাও দিয়েছেন। সম্পর্কহীন ঘটনা এবং ব্যক্তি সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তাগুলো রেখে বিষয়ের আরও গভীরে যাওয়ায় উপযুক্ত সময় এসেছে, যাতে যোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। স্বল্পকথায় তাঁরা এই কথাই আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমার ওপর ন্যস্ত-করা বিশ্বাসের যোগ্য পরিচয় আমি দিতে পারিনি।"

গ্রোমাদা বাধা দিয়ে বলল, "এজন্যে একা আপনিই নন, পার্টি ব্যুরো ও পার্টি (সংগঠন) দায়ী।"

"কিন্তু আমি তো সম্পাদক—মানে জবাবদিহি করবার কথা তো আমারই —আমিই তো বড় কর্তা।"

গ্রোমাদা ফোঁস করে উঠল : "তাকিয়ে দেখুন ওর কি গর্ব ! নিজের জয়-মাল্যের ভাগ কাউকে দেবেন না। তিনি একম্ অদ্বিতীয়ম্, উনি মাথা, আমরা গনতির মধ্যেই পড়ি না।"

"গ্রোমাদা, তুমি তো অনেকদিন পার্টি-ব্যুরোর সভ্য নও। তুমি কেবল মাত্র ছাত্র, অবশ্য তুমি আমাদের জন্যে অনেক করেছ একথা কেউ অস্বীকার করছে না।"

আহতকণ্ঠে গ্রোমাদা জবাব দিল : "সম্ভবতঃ সেজন্যে আপনারা আমাকে 'স্মেলিং সল্ট' উপহার দিতে চান। আমি স্বল্প-বয়সী, উত্তেজনাপ্রবণ। কেন, আপনাদের চেয়ে অনেক শান্তভাবে আমি ঘটনাগুলোকে গ্রহণ করি।"

চিত্রেতস্ লোপাতিনের দিকে ফিরে বলে উঠলেন : "কিন্তু আপনি জীববিজ্ঞাবিদ্—আমাকে সহায়তা দেবার জন্যে আপনারই এগিয়ে আসা উচিত ছিল। কিন্তু আপনি শ্চারভের সঙ্গে তখন সেলো বাজনায় মত্ত।"

চিত্রেতস্ ও গ্রোমাদা তাঁর সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছে একথা বুঝতে পেরে শ্চারভ-প্রসঙ্গ উড়িয়ে দিয়ে লোপাতিন জিজ্ঞেস করলেন : "তাহলে আমাদের করণীয় কি ?"

চিত্রেতস্ উত্তর দিলেন, "তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছেন, আর তাই

আমি করছি। আমাদের সভাগুলোর কার্যবিবরণী পড়লাম। কি ভয়ঙ্কর! তারা কি ভয়ানকভাবে আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলছে। আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে। আমরা ভাবছি কি? পার্টি-ব্যুরো অফিসে সেই রাত্তিরে একা সেখানে বসে এইগুলো পড়তে পড়তে লজ্জায় আমার মুখ পুড়ে গেল।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জিজ্ঞেস করলে, "পার্টির তীব্র-তিরস্কার কখন কপালে জুটেছে?"

"একেবারেই না।"

"আমারও তাই। তাহলে আমাদের মত সাচ্চা কমিউনিস্টরা কি করে এমন একটা ব্যাপার হতে দিলাম?"

চিব্রেতস উত্তর দিলেন, "আমিও তাই ভাবছিলাম। একটু সবুর করুন... আমি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি ··সস্‌প্যানটা এমন বিচ্ছিরি শব্দ করছে—কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।" তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়েই ইলেকট্রিক স্টোভের সুইচটা বন্ধ করে দিয়ে আবার তিনি বারান্দায় ফিরে এলেন। "ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ও আইভান ওস্তাপোভিচ—এই দেখুন একটা সূত্র। গেল তিরিশ বছরে আমরা ধনী হয়ে উঠেছি। জন-সম্পদে ধনী। যুদ্ধের সময় সে-কথা আমি বুঝতে পারি। লোপাতিন বুঝেছেন আর আইভান তুমিও। অধ্যাপক লোপাতিন, যুদ্ধের সময় আপনার পরিচিত কজন আপনাকে নিরাশ করেছে···আসুন শুনে দেখি।"

"দুজন, আজকে নিয়ে তিনজন। আর তোমার গ্রোমাদা?"

"একজন।"

"ওই হল সূত্র।" চিব্রেতস বলে উঠলেন–"সেইজন্যেই আমরা এত আস্থাশীল হয়ে উঠেছি। আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি। আমরা আশা করেছিলাম শুমশ্‌কি মস্ত বড় রকমের আবিষ্কার করবে। খুস্ত বা ক্রাস্টকে, যে নামেই তাকে তোমরা ডাক না, তাকে শেখাতে-পড়াতে আমরা আমাদের সময়টা ব্যয় করেছি। তার প্রয়োজন শিক্ষা নয়—বেশ ভালরকম প্রহারই তার দরকার। একটা ভাগ্যান্বেষী, কাপুরুষ, বদমাশ! বেলিভেস্কীকে নিয়েও আপনার ওই রকম চলল। অধ্যাপক লোপাতিন! আর বেলিভেস্কীটা কি? একটা পোকা।" গ্রোমাদার দিকে ফিরে তিনি বলে উঠলেন, "আইভান, এটা তোমাকে করতেই হবে। ছাত্রদের সম্পর্কে সব খবর তুমি যোগাড় কর।

জীববিদ্যাকেন্দ্রে সেই বক্তৃতার পর থেকে ওঁরা যে চেঁচামেচি শুরু করেছেন তা তোমরা ভাবতেই পারবে না। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্! শুমশ্কি অনবরত চেঁচাচ্ছেন, 'ওদের তাড়িয়ে দাও! ওদের বৃত্তি বন্ধ করে দাও!' ছাত্রদের আমাদের বাঁচাতেই হবে।"

গ্রোমাদা প্রতিজ্ঞা করে বলল, "আপনাকে এ খবর আমি এনে দেব।"

"ক'দিন সময় লাগবে?"

"প্রায় পাঁচদিন।"

চিব্রেতস বলে উঠলেন, "ও 'প্রায়-ট্রায়' নয়, পুরো পাঁচ দিন। আর একটি ঘণ্টাও আমি তোমায় দেব না। পার্টি-কমিটি থেকে আমি যা বুঝতে পারলাম তাতে আমার মনে হল যে কি ব্যাপারটা ঘটছে এ সম্পর্কে ওঁরা একটা বিবরণী কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে চেয়ে পাঠাবেন।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জিজ্ঞেস করলেন, "এর মধ্যে আমি কি করব?"

"এখানে, জীববিদ্যাকেন্দ্রে যেমন কাজ করে যাচ্ছেন তেমনি কাজ করে যাবেন।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ অসহিষ্ণুভাবে তাঁর কাঁধদুটো একবার কোঁচকালেন কিন্তু চিব্রেতস তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না।

"কাজ করে যান, দরকার পড়লেই আপনাকে ডাক দেব।"

"এর ওপর আমি বিশ্বাস করতে পারি তো?"

"নিশ্চয় পারেন—আমি দিব্যি করে বলছি! আপনাকে আর একটা অনুরোধ করতে চাই: শ্চারভের সঙ্গে কথা বলুন। উনি যেন তাদের হাতে চলে যাচ্ছেন।"

"শ্চারভের সম্পর্কে তোমাকে উৎকণ্ঠিত হতে আমি তোমায় বারণ করছি।"

অকস্মাৎ চিব্রেতস বলে উঠলেন, "উঠি এখুনি, নইলে ট্রেন পাব না। আপনি আর গ্রোমাদা এখানে লেগে-পড়ে থাকুন।"

"আইভান এস ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।"

চারদিক নীরব নিথর। বাড়িগুলো অন্ধকার। নদীর দিক থেকে একটা গান ভেসে এল। গাছের অন্ধকারভরা লতাপাতার ভেতর দিয়ে দূরের ক্যাম্প-ফায়ারের আলোর আভা দেখা যেতে লাগল। গোলাপী আলোর আভায়

পাইন গাছের গুঁড়িগুলো আরও কালো দেখাতে লাগল। বন থেকে মাটি, ঘাস আর শেওলার সোঁদা গন্ধ জাগতে লাগল।

চিব্রেতস্ থেমে ফারগাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে নরম কচি পাতাগুলো আঙুল দিয়ে থেঁতলে দিতে লাগলেন।

পাতাগুলোর তীব্র গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে হিংসাভরা গলায় বলে উঠলেন, "নিজের জন্যে মন্দ ব্যবস্থা করে নেননি! সারা গ্রীষ্মকাল বনের মধ্যে বসে থাকা আর পাখির গান শোনা—আর একেই বলে কাজ করা।"

গ্রোমাদা নিঃশব্দে হাসল।

"এতে হাসবার কিছু নেই। দু'বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি বনের মধ্যে এলাম। আর তোমরা এখানে মনের সাধে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করছ।"

চিব্রেতস্ ঠাট্টা করছিলেন কিন্তু ফয়ডর ফয়ডরোভিচ একটি কথাও না বলে তাঁর পাশে পাশে নিঃশব্দে হেঁটে যেতে লাগলেন। বাঁকের মুখে আসতে তিনি থেমে শুধু বললেন :

"তোমরা যাও, আমি বাড়ি যাচ্ছি—বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

চিব্রেতস্ ও গ্রোমাদা সেই আর্দ্র বনভূমির মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। ফয়ডর ফয়ডরোভিচের পদক্ষেপ মন্থর ও ভারী।

চিব্রেতস্ ধমক দিয়ে বললেন, "আজকে বেলিভেস্কীর কথা ওঁকে না বলাই তোমার উচিত ছিল। একথা বলার অনেক তোমার সময় ছিল।"

বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে গ্রোমাদা জবাব দিল, "উনি তার ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলেন। এ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। একবার কল্পনা করে দেখুন এই পাজীটা ফিরে এলেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুহাত বাড়িয়ে সাদরে তাকে বুকে টেনে নিতেন। এ আমি হতে দিতেই পারি না, পারি কি?"

"আমার মনে হয়—না।"

গ্রোমাদা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, "আপনি নিজেও তো বেশ চমৎকার লোক! যেভাবে আপনি ওঁকে বলতে লাগলেন—এই জন্যে উনি দায়ী, সেইজন্য দোষী—"

চিব্রেতস্ দাঁড়িয়ে পড়লেন—"আমি কাকে বলব? আমায় বলে দাও—কাকে বলব এসব কথা? খস্তকে? না ঐ দলটার বাদবাকি লোকগুলোকে? আমি ওদের দু'চোখে দেখতেই পারি না। যেভাবে ওরা ওদের খোদ কর্তাকে

সবসময়েই সেলাম করছে আর ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে সেইজন্যে আমি তোমাদের কাছে এসেছি।"

গ্রোমাদা শান্তকণ্ঠে বলল, "এসে আপনি ভালই করেছেন।"

তারা বড় রাস্তায় এসে পড়ল। চাঁদের আলোয় রাস্তাটা ঝিকমিকিয়ে উঠল। মনে হল কে যেন জল দিয়ে রাস্তাকে ধুইয়ে দিয়েছে। রাস্তার দু'ধারে ফসলভরা মাঠগুলো যেন নিরেট দেয়ালের মত জেগে উঠেছে। এ থেকে একটা উষ্ণ উত্তাপ আসতে লাগল। শস্যকণারা দিনের বেলায় জলের মতই অনেকক্ষণ ধরে সঞ্চিত উত্তাপকে ধরে রাখে আর ধীরগতিতে রাত্রেই তা যেন আক্রোশভরে ফিরিয়ে দিতে থাকে।

চিব্রেতস্ বললেন, "তুমি বুড়ো মানুষটার কাছে যাও। বড় ভয়ানকভাবে উনি এটাকে নিয়েছেন।"

গ্রোমাদা চিব্রেতসের মত নরম গলায় বলে উঠল, "কি মহৎ অন্তঃকরণ ওই মানুষটির।" এই কথা বলে ঘুমটাকে তাড়াবার জন্যে। জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটতে লাগল। একথা বলেই তার মনে হল তার এই কথাটা লেপাতিন এবং চিব্রেতস্—এঁদের দুজনের পক্ষেই সমানভাবে খাটে।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আপনার মঙ্গল হোক।" আর দেখতে পেলে চিব্রেতস্ তার দিকে হাত নাড়ছেন।

অধ্যাপক লোপাতিনের জানালার কোন আলো দেখতে না পেয়ে গ্রোমাদা নিজের মনেই বলে উঠল: "উনি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর ঘরখানা অন্ধকার ও স্তব্ধ।"

॥ আঠারো ॥

গ্রোমাদা ও চিব্রেতসের কাছ থেকে চলে আসার পর ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ঠিক করলেন বাড়ি ফিরে তিনি আবার কাজ শুরু করবেন। কিন্তু জীববিদ্যা-কেন্দ্রের যত কাছেই আসতে লাগলেন ততই তাঁর মনে হতে লাগল সে-রাত্রে আর তিনি কাজ করতে পারবেন না। রাত্তিরে কাজ করার সময় সাধারণতঃ তাঁর মনে যে উদ্দীপনা আসে এবারে সে-উদ্দীপনার দেখা মিলল না। তাঁর ডেস্কের পাশে রাত্রের মৌন মুহূর্তগুলি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। এমনি সময়েই তিনি তাঁর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার—বিজ্ঞানী ও চিন্তানায়কের আবিষ্কারগুলি করতে পেরেছিলেন।

অধ্যাপক লোপাতিনের গবেষণা খুব সাধারণ সোজা পথ ধরে চলত; পর্যবেক্ষণ, স্থিরনির্দিষ্ট কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব, পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান, বাস্তব রূপায়ণে তাকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা, আর সর্বশেষ সমস্যার সমাধান। আর সেই সমাধান হত অপরিবর্তনীয়ভাবে সাধারণ মানুষরা যার প্রতীক্ষা দীর্ঘদিন ধরে করছিল এবং যা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কোন-না-কোন প্রয়োজনে আসত। শুমশ্‌কি এবং তাঁর বন্ধুদের মত বিজ্ঞানীরা লোপাতিনের শত্রু হয়ে উঠলেন। তাঁর প্রতিভা, তাঁর বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োগ-পদ্ধতিকে তাঁরা ভয় করতেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি যতই অগ্রগতি লাভ করুন না কেন নিজের মাটির—যে-মাটির ওপর তাঁর আপন জনগণ জীবনধারণ করে থাকে—সে-মাটির স্পর্শবঞ্চিত তিনি কোনদিন হননি। এই মাটির ওপর জাগা প্রতিটি তৃণকণা, এই মাটির ওপর ছড়ানো প্রতি সূর্যরশ্মি রেখাকে তিনি ভালবাসতেন। আর যে সব বিজ্ঞানী তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতেন তাঁরা বুঝতে পারতেন না যে লোপাতিনের বিরুদ্ধাচরণ করার মধ্যে দিয়েই তাঁরা এই ভূমৃত্তিকার এবং এর ওপর জাগা ফলফুল শস্য গাছপালা এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই মাটির ওপরেই লোপাতিনের সঙ্গেও যে সাধারণ মানুষরা জীবনধারণ করছিল তাঁরা তারই বিরুদ্ধাচরণ করছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তাদের কাছে বোধগম্য ছিল এবং তারা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করত। অধ্যাপক লোপাতিন সাধারণ মানুষদের সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেন সবার আগে আর তাদের

কাছ থেকেই তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তরুণ বিজ্ঞানীদের তিনি নিজের ধ্যান-ধারণা মতই গড়ে তুললেন। ফলে যে শক্তির তিনি অধিকারী, তারই বীজ তাদের মধ্যে উপ্ত হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে তিনি প্রবঞ্চিত হয়েছেন। তবে খুব বেশী নয়। সাধারণতঃ ছোট বড় তাঁর সব শত্রুকে তিনি চিনে নিতে পারতেন। আর একবার চিনতে পারলেই আর তিনি তাদের প্রশ্রয় দিতেন না।

কিন্তু বেলিভেস্কীর মধ্যে তিনি তাঁর শত্রুকে দেখতে পাননি। বেলিভেস্কীর মত এমন দুর্বল ও অতি তুচ্ছ শত্রু তাঁর রোষ-বহ্নির যোগ্যই নয়। লোপাতিন যাদের মানুষ করে তুলেছেন, তাদের হাতেই এ বড় হয়ে উঠবে। কিন্তু তবু তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। পীড়িতমনে স্থির করলেন শ্চারভের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। যদি তারা তাদের আক্রোশ কাজে পরিণত করতে পারত, তাহলে? শ্চারভ তাঁর পুরানো বন্ধু প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার বন্ধু।

শ্চারভের বাড়ির সামনে একটা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। লোপাতিন ভুরু কুঁচকে সেটার দিকে তাকালেন। শ্চারভের সঙ্গে একান্তে তিনি আলাপ-আলোচনা করতে চাইছিলেন। কেবল চাইছিলেন নয়—সে-রাত্রে তাঁর পক্ষে তা ছিল একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

টেবিলের ধারে কঞ্চির একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে আরামে বসেছিলেন ইলারিয়ান ইরাস্তোভিচ্ শুমশ্কি। যে আঘাত তিনি পেয়েছিলেন একটা দিনের জন্যে তাও যেন তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়। তিনি ফিরেই চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু ইতিপূর্বে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। শুমশ্কি দাঁড়িয়ে উঠে দুহাত আন্তরিকভাবে বাড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। শ্চারভ নয় যেন তিনিই এ-বাড়ির কর্তা।

অযথা বর্ধিত আন্তরিকতার আবেগে লোপাতিনের হাতে চাপ দিয়ে মখমলের মত কোমলকণ্ঠে তিনি বললেন, "আপনাকে দেখে ভারী খুশী হলাম।"

শ্চারভ তাঁকে দেখে খুশী হয়ে বললেন, "আরে ফয়ডর, ভেতরে এস।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোপাতিন ভেতরে গিয়ে বসলেন।

শুমশ্কি তাঁর দিকে অর্ধেক ফিরে বললেন, "শেষকালে আপনার সঙ্গে এই রকম ঘরোয়া আবেষ্টনীতে দেখা হয়ে আমি খুব খুশী হয়েছি। একটু কনিয়েক খান; আমি শহর থেকে এনেছি।"

"ধন্যবাদ, আমি বরং চা-ই খাব।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সামোভারের কলের তলায় কাঁচের একটা গ্লাস পাতলেন কিন্তু আর চা খেতে তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিছুই আর তাঁর ভাল লাগছিল না—চা, কনিয়েক—শুমশ্কিকেও নয়।

নিজের জন্যে আরো একটু কনিয়েক ঢালতে ঢালতে তাচ্ছিল্যের স্বরে শুমশ্কি বললেন, "বেলিভেস্কীর ব্যাপারটা আপনাকে বড্ড চঞ্চল করে তুলেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজের ভার তার নিজের নেবার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তার নির্দিষ্ট পথ আর নিজ অধ্যাপক বেছে নেবার উপযুক্ত সময় তার হয়েছে—তাই নয় কি?"

"বেলিভেস্কীর এ বিষয়ে কিছু করার আছে। তুমি কি জান সে আমায় ছেড়ে চলে গেছে?"—লোপাতিন শ্যারভের দিকে ফিরে বললেন। "শুমশ্কির কাছে গেছে। জীববিদ্যা ছেড়ে এখন প্রজনন-বিদ্যাবিদ্ আর অধ্যাপক শুমশ্কির অভিমতের সমর্থক হয়ে উঠেছে।"

"তাহলে সেও তোমায় ছেড়ে গেল!" শ্যারভ বললেন।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জানতেন না জীববিদ্যাকেন্দ্রে ছেড়ে যাবার আগে বেলিভেস্কী শ্যারভের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তখন তার চোখদুটো অস্থির চঞ্চল। বিন্দু বিন্দু ঘামে তার সাদা কপালটা ভিজে। শ্যারভ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বেলিভেস্কী ভয়ানকভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

"অধ্যাপক শ্যারভ, আপনি আমাকে আপনার ছাত্র করে নেন—এই আমার ইচ্ছে", সে বলেছিল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচের প্রিয় ছাত্রের শঙ্কিত ঘূর্ণায়মান অস্থির চঞ্চল চোখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলেন শ্যারভ। তিনি জানতেই পারেননি যে সেই মুহূর্তেই বেলিভেস্কীর শেষ ইচ্ছা ছিল ফয়ডর ফয়ডরোভিচের প্রিয় ছাত্র হয়ে থাকা। যে দূরপাল্লার প্রতিযোগিতায় বেলিভেস্কী জয়ী হতে কৃতসঙ্কল্প, মনে হল সেই দূরপাল্লার প্রতিযোগিতার যাত্রারম্ভ করার ক্ষেত্র হিসাবে লোপাতিনের হৃদয় প্রশস্ত ছিল না। মনে হয় সে কোথায় একটা ভুল করে ফেলেছিল আর সেইজন্যেই অধ্যাপক লোপাতিনকে ছেড়ে তাকে আসতে হল। সে কিছুকাল নিজেকে একেবারে ভুলে যেতে চেয়েছিল। আর এই উদ্দেশ্য-সাধনের একমাত্র উপায় হল শ্যারভ।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তার যে রকম প্রশংসা করেছিলেন তা মনে করে

শ্যারভও খুব খুশী হয়েই তাকে তাঁর ছাত্র করে নেবেন এ বিষয়ে বেলিভেস্কী নিশ্চিত ছিল।

শেষে শ্যারভ তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "লোপাতিন কি তোমাকে আমার কাছে আসতে উপদেশ দিয়েছে?"

"দেখুন"—বেলিভেস্কী একটু হেসে প্রশ্নটার অসম্ভাব্যতার ইঙ্গিত করল কিন্তু শ্যারভের মুখের দিকে চাইতেই বুঝতে পারল যে হাসাটা এখানে অবান্তর। সেজন্যে সে এমন অদ্ভুতভাবে মাথা নাড়লে যাতে 'হ্যাঁ' আর 'না' দুই-ই বোঝায়।

"তোমার ওপর লোপাতিনের অনেক আশা। তিনি যদি উপযুক্ত বোধ করতেন তাহলে তিনি নিজেই তোমাকে আমার কাছে বদলি করে দিতেন। তোমার অনুরোধে আমি নিজেকে অপমানিত বোধ করছি। তুমি যেতে পার।"

আর একবার বেলিভেস্কী একটু হাসল কিন্তু সে-হাসি তলোয়ারের মত শানিত।

"আমি যতদূর জানি, অধ্যাপক, আপনি এই বিতর্কমূলক ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকতে চান—তাই নয় কি?"

"আর সেই জন্যেই তুমি আমার ছাত্র হতে চাও?"

"ঠিক তাই-ই।"

"আমি বুড়ো মানুষ। আমি একই সময়ে সৈনিক ও বিজ্ঞানী হতে পারি না। এই বিতর্ক-যুদ্ধে আমাকে যদি কোন পক্ষে যেতে হয় তাহলে যুক্তি-তর্কের চুলচেরা বিচার করে আমায় দেখতে হবে। এত সময় আমার নেই। যে-কাজ আমি শুরু করেছি তা আমাকে শেষ করতেই হবে। আর খুব তাড়াতাড়ি তা করতে হবে, কেননা সময় আমার বড়ই অল্প।"

"লোপাতিন আপনার চেয়ে বয়সে বড়।"

"'তোমার' চেয়েও বয়সে সে ছোট"—শ্যারভ তখনই তার জবাব দিলেন। মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই আমার গবেষণাগার ছেড়ে যেতে তোমায় বলেছি..."

ফয়ডর ফয়ডরোভিচের ক্লান্তক্লিষ্ট মুখের দিকে এখন তাকাতে তাকাতে সেই সাক্ষাৎ-আলাপের স্মৃতিটা তাঁর মনে জীবন্ত হয়ে উঠল। তিনি ভর্ৎসনা-ভরা চোখে শুমশ্কির দিকে তাকালেন।

তিনি বললেন, "এ আমি তার কাছ থেকে কখনও আশা করিনি।" শুমশ্‌কি বা বেলিভেস্কীর কথা ভেবেই একথা তিনি বললেন।

শুমশ্‌কি মৃদু হাসলেন, যেন শ্যারভের চাহনি তিনি লক্ষ্য করেননি।

তিনি বললেন, "ছাত্রদের ওপর লোপাতিনের বিপুল প্রভাব বিশেষ করে গেল-সভায় সানন্দে লক্ষ্য করবার পর থেকে আমিও আশা করিনি।"

তিনি একটা ভারী সিগারেট-কেস বার করে তার ডালাটার ওপর একটা সিগারেট ঠুকতে লাগলেন। এই ডালাটার ওপর এনামেল-করা একটা ড্রশোফিলা মাছি আঁকা।

বেপরোয়াভাবে তিনি বলে উঠলেন, "আমি তাকে রাখব কি না, এখনও কিছু স্থির করিনি।"

"কেন? সে বেশ উন্নতি করবে।" লোপাতিনের কণ্ঠস্বরে তিক্ততার আভাস।

"আমি কিন্তু এখনও এত নিশ্চিন্ত হইনি, ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌, আপনার শিক্ষায় সে এর মধ্যেই বিষাক্ত হয়ে গেছে। বড় বেশী প্রশ্ন সে করে।"

লোপাতিন জবাব দিলেন, "তাহলে আমি যা ভাবছিলাম ব্যাপারটা তেমন কিছু খারাপ নয়! অন্ততঃ সে 'প্রশ্ন জিজ্ঞেস' করে।"

"ব্যাপারটা খুব খারাপ। আমি তো আর মিউজিয়ামের গাইড নই। সে যদি আমার অধীনে পড়াশোনা করতে চায় তাহলে আদি থেকে অন্ত সব কিছুই তাকে বিশ্বাস করতে হবে।"

"আদি থেকে অন্ত সম্পর্কে আপনি একেবারে সুনিশ্চিত তো?"

সোফার ওপর শ্যারভ লোপাতিনের আরও কাছে ঘনিয়ে এলেন।

"ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌, তুমি সব সময় এত রূঢ়। আরও একটু কৌশলী হবার জন্যে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি।"

শুমশ্‌কি শান্তভাবে বললেন, "নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্‌, ওতে আর কি হয়েছে। আমরা বন্ধুর মত হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি। আমাদের সহকর্মীর রূঢ়তার সঙ্গে আমি অনেকদিন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। উনি যদি তর্ক করতে চান তাতে আমি আপত্তি করি না। আমরা তর্ক-বিতর্ক করব না কেন? লোকে বলে সত্যের আবির্ভাব ঘটে যুক্তিপূর্ণ তর্ক-বিতর্ক থেকে।"

"তাই-ই যদি হয়, তাহলে আপনার অধীনস্থ লোকেদের মুখ খুলতে দেন না কেন?"

একটু হেসে শুমশ্‌কি বললেন, "দিতে যে চাই না তা ঠিক নয়। যখন দেখি লোকেরা আমার কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে তখন আমি আমার অধিকার দাবি করি। আর হ্যাঁ, অধ্যাপক লোপাতিন, আমার কাজের কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ তা আমি জানি। আর এর উদ্দেশ্য কি তাও। আর আমি জানি, কিসে আমি আমার জীবন, আমার কর্মশক্তির প্রতিটি অণুপরমাণু আমি নিয়োগ করছি "

লোপাতিন বিদ্রূপের ভঙ্গী করলেন।

"অধ্যাপক শুমশ্‌কি—মাছির জন্যে—আপনার সব কর্মশক্তি মাছিদের কাজে লাগাচ্ছেন। কিন্তু আপনি কখনও ভাববেন না যে চিরকাল এই ভাবেই চলবে। আমরা আপনাকে সরিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছি।"

শুমশ্‌কি জিজ্ঞেস করলেন, "'আমরা' বলতে আপনি কাদের বোঝাচ্ছেন।"

"আমরা বলতে আমরা সবাই – সব সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা, জনগণ, পার্টি এবং সরকার—সবাই। যে কাজ আপনি করছেন তার কোন দরকার আছে কি নেই তা আমাদের কলখজের কর্মীরা জানে না বলে কি আপনি মনে করেন? আপনি আমাদের জীববিদ্যা-বিজ্ঞানকে কিসে পরিণত করেছেন তারা তা জানে না বলে আপনি ভাবছেন?"

"তবু এ-ও তো সম্ভব যে আমাদের কলখজ-কর্মীরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে আমাকে অনুমতি দেবে—তাই নয় কি?" শুমশ্‌কি জিজ্ঞেস করলেন।

"না, তা তারা দেবে না। কোন অবস্থাতেই 'আপনার' বৈজ্ঞানিক কাজ করতে তারা দেবে না।"

"তাহলে, প্রজননবিদ্যার ক্ষেত্রে যে কাজটা হচ্ছে তা আপনি স্বীকার করছেন না বলুন"—শুমশ্‌কি বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বর এটুকু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল যে তিনি এই কথাবার্তাকে আলোচনার যোগ্যই বলে মনে করছেন না। "কিন্তু আপনার বন্ধু শ্যারভ এখানে আছেন—উনি দাঁতাল মেঠো-ইঁদুরদের সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের একজন। একথা তো আপনি স্বীকার করেন। করেন না কি?"

"স্বীকার করি।"

"কিন্তু ওঁর কাজকেও আপনি স্বীকার করেন না। আপনি বলেন যে বাস্তবভাবে সেটা কাজে লাগে না। কিন্তু আপনার ভুল হচ্ছে, অধ্যাপক লোপাতিন। যা শোনা যাচ্ছে তা যদি ঠিক হয় তাহলে এ বছরে নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচের কাজকে স্তালিন-পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হবে।"

লোপাতিন উঠে দাঁড়ালেন, ঘরের ওপাশে চলে গিয়ে শ্যারভের দিকে স্থির চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"যেহেতু প্রসঙ্গটা আপনি তুলেছেন বলেই আমি আপনাকে বলতে পারি নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্, আমি জানি আমার কথায় তুমি কিছু মনে করবে না। এ বছর তোমার কাজ স্তালিন-পুরস্কার পাবে না। আমি স্তালিন-পুরস্কার বিতরণী-কমিটির একজন সভ্য হিসাবে মনে করি যে তোমার কাজ এমন সম্মান পাবার উপযুক্ত নয়।"

"অধ্যাপক লোপাতিন, বন্ধুত্বের ধারণা আপনার আশ্চর্য রকমের," শুমশ্‌কি উঠে গিয়ে শ্যারভের পাশে সোফার ওপর বসে তাঁর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন।

"আমার নয়, বন্ধুত্বের ধারণা আপনারই অদ্ভুত রকমের। আমার স্পষ্ট কথা শ্যারভের কাছে আপনার হাতে হাত জড়ানোর চেয়ে অনেক বেশী দামী।"

শ্যারভ কোমল কণ্ঠে বললেন, "ফয়ডর, এই মুহূর্তে বন্ধুত্বের ভালবাসায় হাতে হাত জড়ানোটা আমার দরকার নেই—এ যদি মনে কর তাহলে তোমার ভুল হবে। এত বড় একটা পুরস্কার পাবার ধারণাই আমার হয়নি। তুমি আমাকে ভাল করেই জান বলেই একথা বিশ্বাস করবে। কিন্তু তোমার অভিমতের কারণটা আমার জানতে ইচ্ছা হয়।"

লোপাতিন শুমশ্‌কিকে যেন আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। যেন ঘরের মধ্যে তাঁরা দুজনে আছেন এমনিভাবেই তিনি শ্যারভের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

তাঁর বন্ধুর দিকে আরও খানিকটা সরে গিয়ে শান্তভাবে তিনি বললেন, "নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্, আচ্ছা তুমি সাপের মত দেখতে সোনার ব্রেসলেট দেখেছ—যার লেজটা তার দাঁতের মধ্যে ধরা, চোখ দুটোতে মণি বা হীরে বসান।—এই রকম গহনা দেখেছ কি?"

শ্চারভ অবাক হয়ে গেলেন, "হ্যাঁ, তা আমি দেখেছি।"

"দেখ, তোমার কাজটা হল এই রকম একটা সাপের মত। এটা তৈরি করতে অনেক সময় গেছে, সোনা, দামী পাথর আর শিল্প-নৈপুণ্য যা গেছে তার কথা আর নাই-ই বললাম। আর কী অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্য। কিন্তু কিসের জন্যে? সাপটা তার লেজটা মুখে করে শুয়ে আছে।"

শুমশ্‌কি মন্তব্য করলেন, "বেশ চমৎকার উপমা—শিল্প-সুষমায় পরিপূর্ণও একথা বলা যেতে পারে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না সোভিয়েত ইউনিয়নের দাঁতাল মেঠো ইঁদুরের শারীরবৃত্ত ও অঙ্গসংস্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণীর সঙ্গে এই অকেজো অতি তুচ্ছ গহনার তুলনা করা হচ্ছে কেন?"

"এ তো নিষ্ক্রিয় কাজ—প্রভু নয়, প্রকৃতির এক দাসের এই সৃষ্টি। তুমি কি আমায় কখনও বুঝবে না? সোভিয়েত বিজ্ঞানে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে—পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণের সমাপ্তি ঘটেছে—বিজ্ঞান হয়েছে সৃজনশীল সংগঠনমূলক—হয়েছে বৈপ্লবিক বিজ্ঞান। আমাদের বিজ্ঞানে প্রকৃতি আর প্রভু নেই। মানুষ আর বিজ্ঞানই প্রকৃতির প্রভু হয়ে উঠেছে।"

শুমশ্‌কি হাই তুলতে তুলতে বললেন: "এসব কথা আপনি আপনার ছাত্রদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।"

"আর ছেলেরাও আমার বক্তব্য বেশ ভালভাবেই বুঝেছে—কিন্তু আপনি, অধ্যাপক শুমশ্‌কি, আপনি বুঝতে 'চান' না। আর সেজন্যেই প্রগতিবাদী বিজ্ঞানীদের আপনি এত ভয় করেন।"

"আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়ে বলছি, আমি ভয় করি না।"

"নিশ্চয়ই করেন। তা যদি না করতেন তাহলে এই প্রগতিবাদী বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে ছাত্রদের লেলিয়ে দিয়েছেন কেন? আপনি ভয় পেয়েছেন। তিমিরিয়জেভ্, মিচুরিন আর পাব্‌লোভকে আপনার ভয়। ওঁদের সবাইকে আপনি ভয় করেন। শুমশ্‌কি, ওঁরা যা করেছেন তা আপনার মৃত্যুরই সামিল। শীগগীর কেবল একপ্রস্থ পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া আর কিছুই আপনার থাকবে না।"

"ফয়ডর! আমার অতিথিকে এমন কথা কি করে বলতে পারলে!"

"তোমার অতিথি হবার যোগ্যতা ওঁর নেই। অধ্যাপক শুমশ্‌কি, আমি এমনই নির্বোধ যে একবার আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। সেজন্য আমি দোষী। আমি বুড়ো মানুষ এবং কমিউনিস্ট হয়েও আমাদের বিজ্ঞান-

বিভাগে এই ধরনের ব্যাপারগুলো ঘটতে দিলাম কি করে! আপনাকে আর বিশ্বাস করবার, এমন ঘটনা আবার ঘটতে দেবার বা চুপ করে থাকবার আর কোন অধিকার আমার নেই……"

শুমশ্‌কি বাধা দিয়ে বললেন,—"এটা পার্টির সভা নয়—না কি?"

লোপাতিন তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন।

"কমরেড শুমশ্‌কি, আপনি যখন বন্ধুর বাড়িতে বসে চা আর কনিয়েক খান তখন কি আপনা হতেই আপনি আর পার্টির সভ্য থাকেন না?"

শুমশ্‌কি তাঁর ক্লান্ত কাঁধদুটো একবার কুঁচকে নিয়ে মুখখানা ফিরিয়ে নিলেন।

লোপাতিন যেন ফেটে পড়লেন! "আপনার মুখের একপাশ আমায় দেখিয়ে আর কাজ নেই। বলছি তো যথেষ্ট হয়েছে! আমার চোখের দিকে তাকান এবং শুনুন আমার যা বলবার আছে।"

মারামারি আর ঝগড়া করার সময় মানুষ যেমন ফিসফিসিয়ে কথা বলে লোপাতিন তেমনিভাবে খুব নীচু গলায় প্রায় ফিসফিসিয়ে উঠলেন।

তাঁর মুখখানা রোদ-পোড়া হলেও তাঁর চুল আর দাড়ির মত সাদা হয়ে গিয়েছিল।

তিনি বললেন, "আমি বোকা বুড়ো, কিন্তু সম্প্রতি আমি অনেক ভাবছি, পড়ছি আর আলাপ-আলোচনা করছি। এখন সব কিছুই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আপনার মতাবলম্বী অন্য সকলের আর শ্যারভের মত লোককে যাকে আপনারা জড়িয়ে ষড়যন্ত্র করে দলে টেনে নিতে চান—তাদের সকলের কি ঘটছে না ঘটছে তা আমি সব দেখতে পাচ্ছি।"

শ্যারভ জিজ্ঞেস করে উঠলেন, "ফয়ডর, কোন দল? আমাকে কেউ কোথাও টেনে নিয়ে যাচ্ছে না। তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন আমাদের মধ্যে লড়াই বেধে গেছে।"

"হ্যাঁ লড়াই-ই বেধেছে। আর এটাই তুমি স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারছ না। যুদ্ধের সময় মানচিত্রের ওপর ছোট ছোট পতাকা পুঁতে পুঁতে সীমান্তটা কোথায় তা আমাদের দেখান হত। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমান্তটা কোথায় তা দেখাবার জন্যে আমরা নিজেরাই রেখা টেনে নেব। আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আর আমাদের শত্রুরাই বা কোথায় দাঁড়িয়ে তা স্পষ্ট করে তুলতে আমরা হার মেনেছি। আর আমরা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের

জীববিদ্যা-বিজ্ঞানের আমাদের গর্ব এবং গৌরবকে তুলে দিয়েছি তাদের হাতে—যারা আমাদের বিশ্বাসের অযোগ্য।"

শ্চারভ চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ফয়ডর, তুমি কি বলছ তা ভেবে দেখ—কী বলছ তুমি!"

"নিকোলেই, আমি যা বলছি তা তোমাকে পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা আমি করব। শুনুন শুমশ্‌কি, এক সময় আমি ভাবতাম যে সাধারণ মানুষের আপনি কোন প্রয়োজনেই আসেননি; কিন্তু এখন বুঝছি আপনি তাদের ক্ষতি করেছেন। আপনার প্রবন্ধগুলো এবং নানা ভাষায় আপনার তথ্যমূলক রচনাগুলো আমি পড়েছি। আর আমি জানি যে আপনার মাছিগুলো প্রথম দর্শনে যতই নির্দোষ বলে মনে হোক না কেন, আসলে তত নির্দোষ তারা নয়। আপনার মাছি-প্রসঙ্গটা অন্য দেশ থেকে আমদানি করে আনা হয়েছে। বিদেশ থেকে বিমানে করে এটা আমাদের কাছে আনা হয়েছিল। আমি বিমানের এই তৈরি-চিহ্নটা ঠিক পছন্দ করতে পারি না। আপনি আমাদের জন্যে কাজ করেন না—কাজ করছেন—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের জন্যে। আপনার তথ্যমূলক প্রবন্ধ ওরা যে ক্রমাগত ছাপতেই থাকবে এতে আর অবাক হবার কথা কি আছে! আপনি গর্ব করেন যে সোভিয়েত প্রজনন-বিজ্ঞান সারা দুনিয়াকে পথ দেখাচ্ছে। এতে অবাক হবার মত কিছু নেই। সোভিয়েত-প্রজননবিদদের কাছে এ পৃথিবীর আর কোথায় এমন সুযোগ সুবিধা আছে? আমাদের মত আর কাদেরই বা আছে এমন গবেষণাগার, এমন সহায়তা আর এমন আর্থিক স্বাধীনতা? এ পৃথিবীর আর কোথায় আপনার মত বয়সী কোন বৈজ্ঞানিক, আপনি যে পদ-গৌরব অধিকার করে আছেন, তা অধিকার করবার স্বপ্ন দেখতে পারে? আপনাকে দেওয়া হয়েছে অপরিমিত অর্থ, অসংখ্য কর্মী আর গবেষণাগার। দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত দেশের জনগণ দানশীল বলে নয়, দেওয়া হয়েছে তারা আপনাকে বিশ্বাস করে বলে। ভুলেও কোন দরকারী কাজ বন্ধ হয়ে যাক এ তারা চায় না। কিন্তু তাদের এই মহত্ত্বকে আপনি কি কাজে লাগিয়েছেন? যে কর্তব্যের ভার আপনার ওপর ছিল তারই সুযোগ নিয়ে এমন সব মতবাদ খাড়া করেছেন যা আমাদের ধ্যান-ধারণার একেবারে উল্টো। আপনি শেখাচ্ছেন যে প্লাজম বীজাণুর মৃত্যু নেই আর বংশগত বৈশিষ্ট্যকে ইচ্ছামত বদলান যায় না। মৃত্তিকা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্মরত

আপনার সহকর্মীরা মৃত্তিকার উৎপাদনী-শক্তির নিম্নগামিতার নীতিই শিক্ষা দিচ্ছেন। ফল দাঁড়াচ্ছে কি? নতুন ধরনের বংশসৃষ্টি করা যাবে—না এই ধারণাই প্রবল হচ্ছে। কিন্তু নতুন জাতের শুয়োর সৃষ্টি করতে পারছে সাধারণ মানুষেরা। আর আপনারাই বলছেন, এ অসম্ভব। আপনারা যুক্তি ও তথ্যের বিরুদ্ধে তর্ক করে যাচ্ছেন। আপনারা বলেন যে মাটি ক্রমশঃ রুগ্ন হয়ে পড়ছে। ফলন কমে যাচ্ছে। আশাভরে তাকাবার মত মানুষের আর আছে কি? আছে অনাহার আর তিলে তিলে মৃত্যু। আপনাদের বৈজ্ঞানিক মতবাদের অনুগামীদের মতে মানুষ বলতে কি বোঝায়? ক্রমাবনত মাটির ওপর নির্ভরশীল অসহায় জীব। সে জানে কেবল বসে থাকতে আর খেয়ালী প্রকৃতির কৌতুক-খেলার পুতুল হতে। সে নিজে কিছুই করতে পারে না। সেইভাবে আপনারা বসে বসে আপনার নীল-চোখো মাছির অপেক্ষা করেছিলেন।"

শুমশ্‌কি জবাব দিলেন: "ডারউইনের ছিল এই একই মতবাদ। আর ডারউইনের এই মতবাদ নিয়ে বিচার-বিতর্ক করার যোগ্যতা আমার নেই।"

"তা করার নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন নেই। ডারউইনের কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবেই, কিন্তু আপনারা সে কাজে ধারে-কাছেই যেতে পারেননি। আর ডারউইন যে-মতবাদ কখনও প্রকাশ করেননি তা ডারউইনের নামে চালাবেন না। ডারউইন ভুল করেছিলেন কিন্তু সে ভুল শোধরাবার যোগ্যতা আপনাদের নেই। ডারউইন যে মরগ্যানের সমর্থক তা দেখাবার চেষ্টা করবেন না। আর খুব বেশী দিনের কথা নয়, আপনারা চীৎকার করে বলে-ছিলেন যে ডারউইন-তত্ত্ব বড় বেশীদিন বেঁচে আছে। আপনারা তাঁকে তত্ত্ববাগীশ বলেছেন আর তাঁকে শিখণ্ডীর মতও ব্যবহার করেছেন। একমাত্র তিনিই বংশগতির উদ্ভাবক এ-ও আপনারা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞানীরা ডারউইন থেকে আর এক পাও এগিয়ে যাননি, তাঁর তত্ত্বকে বিকাশ ও বিস্তার করা ছাড়া তাঁরা আর কিছুই করেননি: এও আপনারা আমাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন। এই অভিমতের জন্যে ডারউইন আপনাদের ধন্যবাদ দিতেন না।"

শুমশ্‌কি যেন প্রতিবাদ করবার জন্যেই তাঁর হাতটা একবার দোলালেন কিন্তু লোপাতিন তাঁর সে-ভঙ্গীটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না।

"দাঁড়ান—আমাকে শেষ করতে দিন। আপনাদের শিক্ষাগুরু মেণ্ডেল

ও মরগ্যানের গবেষণা তাঁদের কোথায় নিয়ে গেল? আর তাঁরাই বা আপনাদের কোথায় নিয়ে গেলেন? অন্যদের আপনারাই বা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? নিয়ে যাচ্ছেন খেয়ালী-মাছির, খেয়ালী-গাছের, খেয়ালী-ফলের নির্ভরশীলতায়। প্রকৃতির উৎপাদনশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে হয়ে একেবারে মরে যাবে। আর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হল কি? আপনার সমুদ্রপারের সহকর্মীরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তাই। এই সিদ্ধান্ত যত সরল তেমনি মর্মান্তিক ও ভয়ঙ্কর! বড় বেশী লোক: জনবৃদ্ধি। পৃথিবী ভয়ানকভাবে জনাকীর্ণ হয়েছে।

"তাহলে এ ব্যাপারে কি করা যায়? কোন উপায় আছে কি? ওঃ হ্যাঁ, আছে। উপায় খুঁজে নিল সেই মানুষেরা যাদের পিছনে আছে যুগ-যুগান্তের সংগ্রামমুখর মানবসংস্কৃতি ও শক্তি, সেই মানুষের দল যারা নিজেদের সবচেয়ে বেশী সভ্য শিক্ষিত বলে মনে করে। কিন্তু তবু, অধ্যাপক শুমশ্ কি, এইরকম একটা উপায় খুঁজে-পেতে নেবার জন্যে অধ্যাপক হবার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। মানুষ নিয়দারথ্যাল হয়ে থাকলেই তো পারত। মানব-সংস্কৃতির তুঙ্গশীর্ষে যারা উঠেছিল সেই সব অসহায় মানুষদের করণীয় ছিল কি? কেন, যুদ্ধ লড়াই নিশ্চয়ই। অর্ধেক মানুষদের মেরে ফেল যাতে বাকি অর্ধেক প্রচুর পরিমাণে খেতে পায়। আপনাদের রুগ্ন মাটির ফসল বেশী লোককে খেতে দিতে পারে না। কোন রীতির ওপর নির্ভর করে একে বেছে নিতে হবে? আধুনিক বিজ্ঞান এই সমস্যার সমাধান করে দিলে। এই-খানেই এগিয়ে এল উৎপত্তি ও প্রজনন-বিদ্যা সহায়তার উদার দাক্ষিণ্য নিয়ে। এটা কি করতে চাইল তা আমার চেয়ে আপনারাই বেশী জানেন। সুপ্রজনন-বিদ্যা কি, জাতি-বিদ্বেষ বলতে কি বুঝায়, আর কোন নীতির ওপর নির্ভর করে হিটলার সিদ্ধান্ত করেছিলেন কারাই বা মরবে আর কারাই বা পৃথিবীতে রাজত্ব করবে—সেসব আপনাদের বুঝিয়ে দেবার কথা আমার নয়। যুদ্ধ, মৃত্যু আর বিনাশ: আপনার মাছি আপনাদের কাছে এই-ই এনে দিয়েছে আর এরই জন্যেই আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন। মাইকেল এঞ্জেলো, পাস্তুর ও প্যাবলোভ থেকে শুরু করে অজ্ঞাতনামা সেই সব রুশ ডাক্তাররা যাঁরা রোগ জয় কেমন করে করতে হয় তা জানবার জন্যে নিজেদের শরীরে প্লেগ ও কলেরা রোগ-বীজাণু ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষের সুখ-শান্তির জন্যে লড়াই করতে করতে নিঃশেষে আত্মদান করেছিলেন—তাঁদের সবাইয়ের সঙ্গেই আপনারা

তঞ্চকতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। হ্যাঁ 'আপনারাই', আর আপনাদের জীবাণুতত্ত্ববিদরা যাঁরা রোগ-জীবাণুগুলিকে না মেরে ফেলার পথ আবিষ্কারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাদের বিস্তারে, তুষার প্রতিরোধে ও বাতাস দ্বারা পরিবাহিত হতে সহায়তা করেছেন, তাঁরাও অতীতের সেই মনীষীদের কম বিশ্বাসভঙ্গ করেননি।"

শ্যারভ বলে উঠলেন, "ফয়ডর, তুমি ভুল বকছ।"

"আহা! তা যদি বকতে পারতাম। কিন্তু আমি ভুল বকছি না। দুঃখের কথা এ সব কিছু কিন্তু স্বপ্নও নয়। নিছক তথ্যানুসন্ধানের ফল নয়। কিন্তু এ নিয়ে যথেষ্ট হয়েছে। দশবছর আগে যদি আপনাকে এই কথাগুলি বলতে পারতাম তাহলে এটা আরও স্বাভাবিক হত আর ক্ষতিটাও হত অনেক কম। যদি বলতে পারতাম : 'এই দেখুন, শুমশ্‌কি, আপনার জন্যে এই বাড়ি আর টাকাকড়ি রইল, আর রইল বেড়িয়ে বেড়ানর জন্যে এই মোটরগাড়ি। কেবল দিব্যি করে আমাদের এই কথা দিন যে বিজ্ঞান ব্যাপারে আপনি নাক গলাবেন না।' স্ত্রিমসের আপনি কি ক্ষতিটাই না করলেন? তাদের সবচেয়ে বড় আর মহান কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন। আপনি বুঝতে পারছেন না, আমাদের এই নতুন রাষ্ট্র পৃথিবীর ইতিহাসে একেবারে নতুন আর স্বতন্ত্র। এই নতুন রাষ্ট্র নয়া বিজ্ঞানের, সোভিয়েত বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এই বিজ্ঞান বলে : মানুষ পারে না এমন কিছুই এ পৃথিবীতে আর নেই।"

লোপাতিন একটুখানি নীরব হয়ে থেকে আপনমনে পুনরাবৃত্তি করলেন : "না, কিছুই নেই!"

"অধ্যাপক লোপাতিন, আপনার কথা শেষ হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"সম্ভবতঃ এখন আপনি আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন, আপনার উৎকট আবেগ এবং আমাকে জনগণের শত্রু বলে গালাগালি করার জন্যে!"

"আমি এখনো তা আপনাকে বলিনি, কিন্তু তা বলতে পারি। আপনি নিজে বদ্ধ সংকীর্ণ পথে একা যাননি; আপনি আপনার যথাসাধ্য করছেন যাতে অন্য বিজ্ঞানীরা বাস্তববর্জিত, বস্তুনিরপেক্ষ সমস্যায় তাদের নিজেদের নিয়োজিত করে রাখেন। আপনার প্রভাবে পড়ে অনেকেই এই ভুল করেছেন। আমিও অন্ধ হয়ে ছিলাম আর এও—।" শ্যারভকে ইঙ্গিতে দেখালেন—"ভুল করেছে। ওকে আপনার দরকার, এতে অবাক হবার কিছু নেই।"

"যদিও সে এখনও তার বিজ্ঞান-শাখায় নতুন কোন পথের নির্দেশ দিতে পারেনি, তবু নিজের কোন প্রিয় তত্ত্বকে সমর্থন ও অনুমোদন করবার জন্যে ও কখনও এমন হীনভাবে বাস্তবকে অস্বীকার করবে না। আর যখন সে বুঝবে যে তার ভুল হয়েছে তখন নিজেকে ক্ষমা করবে না। সে তার সমস্ত কাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করবে। সে বিজ্ঞানের সেবা করছে তৎগতভাবে, ব্যক্তিগত লাভ আর সম্মানের চিন্তা তাকে কখনও পথভ্রষ্ট করেনি। শ্চারভের নাম অনেক আর সে কলঙ্কহীন। আর এর পিছনে আত্মগোপন করে থাকা আপনার পক্ষে খুবই সহজ। 'শ্চারভ আমাদের দলের'—এই বলে আপনি অনেককে অনুগামী করতে পারেন। ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়ে আপনি খ্রুস্তকে কিনে নিয়েছেন।"

"এককালে আপনাতে আর খ্রুস্তে তো বেজায় ভাব ছিল।"

"খ্রুস্তের কাহিনীটা একেবারে সাদামাটা; পদোন্নতিই তার মাথা একেবারে খারাপ করে দিল। এমন অনেক মানুষ এখনও আছে যারা পদোন্নতি সহ্য করতে পারে না। সাদাসিধে অতি সাধারণ পদে যতদিন তারা থাকে ততদিন তারা বেশ ভালভাবেই কাজ করে যায় কিন্তু পদোন্নতি ঘটলেই তাদের মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যায়। খ্রুস্তের ব্যাপারটা অতি সাধারণ, কিন্তু আপনারটা শোচনীয়। আপনি আরও বিপজ্জনক। অধ্যাপক শুমশ্‌কি, এ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে আমি তর্ক-বিতর্ক করেছি। কিন্তু এরকম করাটাই আমার ভুল হয়েছিল। মনে রাখবেন—আজ থেকে আপনার সঙ্গে আমি লড়াই করে যাব।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জানতেন যে তিনি যা বলেছেন সে দিক দিয়ে তিনি একা নন। গ্রোমাদা, চিব্রেতস্ ও অনেকে তাঁর সঙ্গেই আছেন। তিনি মনে করেছিলেন যে ব্যাপারটা এমনভাবে তিনি উপস্থাপিত করেছেন যাতে শ্চারভকে তিনি জয় করে নেবেন—তিনি বুঝবেন এবং তাঁর দলে আসবেন!

কিন্তু শ্চারভ সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন: "ফয়ডর, তুমি একেবারে অসহ্য! সত্যিই অসহ্য! তুমি শুমশ্‌কিকে এমন সব বিষয়ের ভাগী করছ, যাতে তার কোন দোষ নেই।"

শুমশ্‌কির কণ্ঠস্বর তীব্র হয়ে উঠল: "লোপাতিন, আপনি তাই-ই করছেন। আপনি যা করছেন তার ফল বড় বিষময়। আপনি নিজেই বলেছেন যে পৃথিবীতে যুদ্ধের বিভীষিকা দেখা দিয়েছে আর আমাদের শত্রুও রয়েছে অনেক। তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের একজোট হওয়া

এবং একে অন্যেকে সহায়তা দেওয়া দরকার। আর আপনিই বিরোধের বীজ বুনছেন। আপনি ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছেন আর বুর্জোয়া-তত্ত্বের ধারক ও বাহক বলে আমাকে অভিযুক্ত করছেন। ফলে আমি নই, আপনিই আপনার পদ-সম্মান হারাবেন। বুঝলেন? অপবাদ আর ষড়যন্ত্রের জন্যে আপনাকেই সরিয়ে দেওয়া হবে।"

শ্যারভ বললেন, "শুমশ্‌কির কথাই ঠিক। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। নিয়ম-বিধির প্রশ্নে তোমার তর্ক-আলোচনায় কেউ অভিযোগ-আপত্তি করছে না। কিন্তু রাজনৈতিক অপরাধ করার অভিযোগে তুমি শুমশ্‌কিকে অকারণে অভিযুক্ত করছ। যখন যে কোন ব্যাপার নিয়ে লোকেদের সঙ্গে তুমি ঝগড়া শুরু করে দাও, তখন কাজ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। একজন সৎ সোভিয়েত বিজ্ঞানীকে অপমান করার তোমার কোন অধিকার নেই।"

লোপাতিন বলে উঠলেন, "দেখ, নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্‌,—একটা কথা তোমাকে বলতে চাই। কতকগুলো বিষয় তুমি একেবারে বুঝতেই পারছ না। হ্যাঁ—নিশ্চয়ই আমরা একজোট হব। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গীর পতাকাতলে আমাদের একত্রিত ও সমবেত হতেই হবে। যতদিন পর্যন্ত ক্ষতিকর বিষয়সমূহের হাত থেকে আমরা বিমুক্ত না হচ্ছি, ততদিন সম্পূর্ণভাবে আমাদের বিজ্ঞান-বিভাগে অথবা আমাদের জীববিদ্যাবিভাগে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকতে পারে না। নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্‌, ঠিক করে নাও, কোন দলের তুমি—আমাদের অথবা ওদের।"

শুমশ্‌কি চোখ দুটো কুঁচকে লোপাতিনের দিকে তাকালেন। সে চোখ দুটির গভীরে ভয়চকিত শ্বাপদের চোখের ছায়া যেন চকিতে ভেসে উঠল। তাঁর মনে পড়ল, জীববিদ্যাকেন্দ্রের সভার কথা। ছাত্ররা লোপাতিনের বক্তৃতায় আনন্দ প্রকাশ করেছিল—এখন সেই হর্ষধ্বনির মধ্যে বিভীষিকার মত কিছু একটা যেন তিনি দেখতে পেলেন।

ভয়াবহ লড়াইয়ের পর যে ক্ষুদ্র জগৎকে তিনি নিজের জন্যে জিতেছেন তারই ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান হয়েছিল—শামুক যেমন তার খোলের মধ্যে বসবাস করে তেমনি তিনি ক্ষুদ্র খণ্ড বিচ্ছিন্ন ও আরামদায়ক ছোট্ট জগতের মধ্যে বসবাস করছিলেন। তিনি গুড়ি-মেরে শামুকের মতই চোর-কাঁটার আশ্রয় নিয়ে চোর-কাঁটাটাকেই সারা দুনিয়া বলে মনে মনে ভাবছিলেন।

লোকরা যাতে তাঁকে বিশ্বাস করতে পারে সেজন্যে কি কথা তাঁকে ব্যবহার করতে হবে তা তিনি জানতেন। যা কিছু তাঁর প্রয়োজন সবই তিনি অকৃপণ দাক্ষিণ্যে পেতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর দাবি-দাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অলীক স্বপ্ন আর নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তার উদ্যোগ ইত্যাদিতে জনগণের কোন সম্পর্ক নেই তা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। লোপাতিনকে তিনি ঠিক বুঝতে পারতেন না। শুমশ্‌কি যেগুলি আবশ্যকীয় বলে মনে করতেন সে-সবে লোপাতিনের কোন প্রয়োজন ছিল না। সুখ-দুঃখ, আনন্দ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে লোপাতিনের যা ধারণা, তা ছিল শুমশ্‌কির বোধ ও বুদ্ধির অগোচরে। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় ঘেরা এক স্বতন্ত্র পরিবেশে গড়া পৃথিবীতে তিনি বাস করতেন।

লোপাতিনের জীবনে এমন দিন ছিল, যখন দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে কাটাতে হয়েছে। বিপ্লবের পরেই স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করলেন। তখনই তিনি নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন যে দুঃসহ তুষার-পাতের মধ্যে তার স্ত্রীকে আর হালকা গরমকালের কোট পরে বাইরে যেতে হবে না, আর যদি তাঁদের পুত্রসন্তান জন্মায় তাহলে তার জন্যে সুন্দর ভবিষ্যত অপেক্ষা করে থাকবে। তিনি জানতেন যে তাঁর বন্ধুরা আর অভাবে কষ্ট পাবে না এবং তাঁরা শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ করে যেতে পারবেন। বিপ্লব সবই তাঁকে এনে দিয়েছে এবং তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে সবকিছুই গ্রহণ করেছেন। এসব কথা আর তিনি ভাবেন না।

শ্যারভ ভারী পায়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। তিনি ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। হয়তো তাঁর ওপরে লোপাতিনের দাবিতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, হয়তো বা শুমশ্‌কির প্রতিভা এবং আন্তরিকতার ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল—তিনি বুঝেই উঠতে পারছিলেন না কি জন্যে লোপাতিন তাঁর ওপর দোষারোপ করছিলেন আর তিনিই বা কেন এভাবে শুমশ্‌কিকে অপমান করছিলেন। তাঁর বিশ্বাসভরা মনই তাঁর অস্বস্তিকে দ্বিগুণভাবে বাড়িয়ে তুলতে লাগল। শুমশ্‌কির সঙ্কীর্ণ স্বার্থভরা জগতটাকে তিনিও সম্যকভাবে উপলব্ধি করে উঠতে পারছিলেন না। শ্যারভ তাঁর কাজকে ভালবাসতেন। তিনি যা করছিলেন তা নির্ভুল এবং প্রয়োজনীয় বলেই তাঁর মনে হয়েছিল। তিনি তাঁর করণীয় কাজ করেছেন—বৃহৎ ও মহৎ আবিষ্কার তো সবাই করতে পারে না, পারে কি? তিনি শ্রমিকমাত্র—ভূমিকর্ষণ করে

যাওয়া তাঁর কাজ—বীজ বপন করে অন্যে। তাঁর মনে হল, লোপাতিনের ভর্ৎসনা তো তাঁর প্রাপ্য নয়—অথচ এ ভর্ৎসনা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

শুমশ কি উঠে দাঁড়ালেন।

"নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ, এর মধ্যে একটা আপনাকে স্পষ্ট করে বেছে নিতেই হবে। আমার ভয় হচ্ছে যে ভবিষ্যতে একই সঙ্গে আমার বন্ধু এবং অধ্যাপক লোপাতিনের বন্ধু হওয়া আপনার পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠবে। আর আমারও যথেষ্ট শিক্ষা হল! এমনি করে অপমান করতে আমি আর কাউকেই দেব না। সাধারণ মানুষরাই আমাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে এমনি মানুষ এখনও 'আছে'। অধ্যাপক লোপাতিন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আপনাকে জানিয়ে দেবেন যে আমাদের এই দেশে একজন সৎ মানুষকে জনগণের শত্রু বলে গালাগালি করে কেউই শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে না।"

লোপাতিন জবাব দিলেন, "আমাদের পার্টির সামনে ও আমাদের জনগণের সামনে যা আমি করেছি, যা আমি বলেছি, আমার প্রতিটি কথার, প্রতিটি কাজের সব কিছুরই জবাবদিহি করবার জন্যে আমি তৈরি। আপনার এবং শুভ্রের জন্যেও আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। এবং আমার দোষ আমাকে স্বীকার করতেই হবে; কি ঘটছে তা আমি ঠিক দেখতে পাইনি; আপনাদের খুশীমত কাজ করতে আমিই দিয়েছি।"

শুমশ্‌কি যেন ধমকে উঠলেন, "খুব হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে! এই কথা-বার্তার জের আমরা অন্য জায়গায় টানবখ'ন।"

লোপাতিন শান্তকণ্ঠে বললেন, "নিশ্চয়ই। খুশী হচ্ছি এইজন্যে যে এই বিচার-বিতর্ক শেষকালে আমরা শুরু করতে পেরেছি।"

শ্যারভ তাঁদের দুজনার কথা শঙ্কিতভাবে শুনতে লাগলেন। তাঁদের দুজনার মুখের দিকে অনুনয়ভরা চোখে চেয়ে তিনি বললেন, "আমি শান্তিতে কাজ করতে চাই। ফয়ডর, বিজ্ঞানকে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করতে পার না। হয় তুমি শুমশ্‌কির কাছে ক্ষমা চাও, নয়তো—"

লোপাতিন বাধা দিলেন: "নয়তো কি?"

তিনি শ্যারভের চোখের দিকে তাকালেন—প্রশান্তসুন্দর গোল চোখ, বয়সের ভারে জ্যোতিহীন। চল্লিশটা বছর ধরে এই মানুষটি হাসিভরা মুখে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁর প্রতিটি জয়ে তাঁর সঙ্গেই উল্লসিত হয়েছেন

এবং প্রতিটি দুঃখে তাঁর সঙ্গেই কেঁদেছেন। গোপনে তিনি চিব্রেতস্‌কে বলেছিলেন, "শ্যারভ?—শ্যারভের জন্য আমি দায়ী থাকব।" কিন্তু তাঁর ভুল হয়েছিল—কি ভয়ঙ্করই না ভুল!

ছেড়ে যাওয়াটাই বড় মর্মন্তুদ ও শোচনীয়, দরজার মধ্যে দিয়ে চলে যেতে তাঁকে অনেকখানি শারীরিক কষ্ট করতে হল। তাঁর মনে হল, এ-ঘর ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ছাদটা ভেঙে পড়বে। তাঁর কাছ থেকে গুমশ্‌কি শ্যারভকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। লোপাতিন তাঁর কাছ থেকে যা দাবি করেছিলেন তার চেয়েও অধিকতর সুখ-স্বস্তিভরা জীবন তাঁর সামনে গুমশ্‌কি মেলে ধরেছেন। আর তিনি লড়াই করবেন না, উৎসাহে অধীর হয়ে উঠবেন না, কাজে নিজ মন-প্রাণ-আত্মা সঁপে দেবেন না। কিন্তু কল্পিত সুখ শান্তি লোলুপ, পরাধীন ও শূন্য শ্যারভকে লোপাতিনের কোন দরকার নেই। এখন শ্যারভ সত্যিকার শ্যারভের খোলসমাত্র। যে তরুণ শক্তিমান শ্যারভকে লোপাতিনের প্রয়োজন ছিল, সে শ্যারভ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে—তিনি এখন নির্জনতা ছাড়া আর কিছু চান না।

ঘরের চারদিকে একবার শেষ চাউনি দিয়ে লোপাতিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

উনিশ

বাইরে বেরিয়েই লোপাতিন তাঁর চারধারে আশাহীন চোখে তাকালেন। এর আগে আর কখনও নিজেকে এত নিঃসঙ্গ বলে তাঁর মনে হয়নি। চিব্রেতস্ চলে গিয়েছিলেন। গ্রোমাদা ঘুমোচ্ছিল। অন্য সমস্ত ছাত্ররাও। শ্চারভের কাছে আর তিনি ফিরে যেতে পারেন না। না, এখন নয়। ফিরে যাওয়ার মত আর কিছু নেই।

তাঁর বাড়ির দরজা খোলা থাকলেও পোড়া ধাতুর গন্ধ তখনও বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেল। তারা এসেছিল। সমস্ত ব্যাপারটাকে চাগিয়ে তুলে তাঁকে একা ফেলে সবাই চলে গেছে। আজ রাত্রে তিনি একা থাকবেন কেন? চিব্রতস্‌কে অবশ্য ট্রেন ধরতে ছুটতে হল। কিন্তু গ্রোমাদা? শ্চারভের কাছ থেকে ফেরা না পর্যন্ত অন্ততঃ এক-আধ ঘণ্টা সে কি অপেক্ষা করলে পারত না?

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ইলেকট্রিক স্টোভটার স্বইচ লাগিয়ে দিলেন। যতক্ষণ এটা গরম থাকে ততক্ষণ একটা কিছু—এক কাপ চা বা কফি তাঁকে খেতেই হবে। চায়ের কেটলিটা আঝালা হয়ে পড়ে আছে এ কিন্তু ভাল নয়।

জানালার মধ্যে দিয়ে জীববিদ্যাকেন্দ্রের কোলাহলহীন অন্ধকার বাড়িগুলো তিনি দেখতে পেলেন। জানালাগুলো চাঁদের আলোয় অস্পষ্টভাবে ঝকমক করছিল। সবাই ঘুমিয়ে।

আর ম্যাক্সিম—তার মধ্যে ভালটা আর কি আছে? ছেলে কখনও বাপের কাছে-পিঠে থাকে না—ছেলের কথা কেইবা কবে শুনেছে? যখন তাকে তাঁর দরকার ছিল না তখনই সে তাকে সাপের কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে একেবারে ব্যস্তবিব্রত করে তুলত। কিন্তু এখন যখন তাকে তাঁর দরকার হল সবচেয়ে বেশি, তখনই সে রইল সবচেয়ে দূরে।

কেউই নেই এখানে। তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ, একক।

আর চিব্রেতস্ নাক যদি ডাকাত তাহলে ঘরটা আর এত ভয়ঙ্কর নীরব নির্জনতায় ভরে থাকত না।

ম্যাক্সিম ঘুমিয়ে পড়লেই তার নাকটা ডাকত খুব আলতোভাবে। আর তখনই সবচেয়ে কঠিন ও জটিল সমস্যাগুলো স্থির ও নির্ভুল হয়ে যেত। লোপাতিনের মন তখনই হালকা হয়ে উঠত। সবচেয়ে মর্মান্তিক ও ভয়ঙ্কর রকমের মত কিছু ঘটলেও তিনি তাঁর ছেলেকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

আবার সাপের পিছনে ধাওয়া করার ভাবনাটা ম্যাক্সিমের মাথায় ঢুকল কেন?

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জানালার পাশে বসে ইলেকট্রিক স্টোভের দিকে ফিরে পরিচিত সান্ত্বনার ভাবনা—তাঁর ছেলের ভাবনার মধ্যেই ডুব দিলেন…

ছেলে তার বাপের মতই দুরন্ত ছিল। যে কোন দুরন্ত ছেলের মতই সে তার মা-বাবাকে খুব বেশী কষ্ট দিয়েছিল। প্রথম প্রথম তার গা-হাত ছড়ে যেত, ছিঁড়ে যেত, কাপড় জামা জুতো ছিঁড়ত—সাত দিন বাদে-বাদে সেগুলো আবার মেরামত করতে হত, তার পড়ার বই খাতাপত্তরে কালির দাগ পড়ত। লোপাতিনের স্ত্রী হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন কিন্তু ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ কেবল মৃদু হাসতেন। সুস্থদেহী ছেলেকে শারীরিক ব্যায়াম করতেই হবে। গাছ কুপিয়ে কাটা? সেই কাজে তিনিই তাকে পাঠালেন। আর সে জালও ফেলতে 'পারত'।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচের স্ত্রী ছিলেন একটা স্কুলের রসায়নের শিক্ষিকা। চালাক-চতুর বুদ্ধিমান ছেলে ম্যাক্সিম পরীক্ষায় কম নম্বর পেতে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কিন্তু ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। এ-রকমটা ঘটল কি করে? সে কুঁড়ে বলে কি? উঁহুঁ, তা তো নয়! তাঁরা তাকে প্যাবলভ পড়তে দেখেছেন, বাড়িতে পড়ার কাজ তাড়াহুড়ো করে সারতে দেখেছেন। কোন কিছু নিয়ে সে একেবারে মত্ত হয়ে উঠেছিল। অন্য সময়ে এর চেয়ে অনেক বেশী নম্বর সে পাবে'খন! নিশ্চয়ই পাবে সে।

"উৎসাহটা খুবই ভাল কিন্তু কর্তব্যটা কর্তব্যই।" তার মা বললেন।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ হার স্বীকার করলেন না।

"তোমার ওই ছাত্রটির কথাই ধর না—ভেডিক না তার নাম? ভারী ভাল, নিখুঁত। বাড়ির কাজ ঠিকমত করে, নিয়মমাফিক চলে। সত্যিই এক কথায় সে চমৎকার। এটা খারাপ তা আমি বলছি না। এমনটিই হওয়া উচিত। কিন্তু তোমার ভেডিককে কোন কিছু একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে

পারে না। এমন একটা দিনও কি তার গেছে যখন সে বই পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে ঘুমোতে ভুলে গেছে?"

বিরক্তিতে তাঁর স্ত্রী জবাবে কিছুই বলতে পারেননি আর বিজয়ী ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ এই সূত্র ধরেই বিরতিহীনভাবে তার জের টেনে বলে চললেন।

"কেউ কেউ এত প্রতিভাবান হয় যে উৎসাহ ও বেশি নম্বর পাবার মত যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য থাকে। কিন্তু আমি দেখছি, তোমার ভেডিক কেমন যেন একটু অসুখী। এখন তুমি রসায়ন শিক্ষা দাও। শিক্ষিকা হিসাবে তুমি ভালই -মানে বেশ চমৎকার। কিন্তু তার মনে এই রসায়ন সম্পর্কে কোন আগ্রহ তুমি জাগাতে পেরেছ কি? একটুও না। ব্যাপারটাই ওই। তা যদি তুমি পারতে তাহলে সে তার জীবনে আনন্দের প্রথম আস্বাদ পেত। সে তাহলে নিজেই রসায়ন সম্পর্কে বইপত্তর পড়তে শুরু করত, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাত, কোন কিছু অন্ততঃ তার কাঁচনলে সশব্দে ফাটাতই। আর সে সময় নিশ্চয়ই সে চার অথবা তিন নম্বর পেত সাহিত্যে। অথবা ধরা যাক, সাহিত্যে সে খুব উৎসাহী হয়ে উঠল আর রসায়নবিদ্যাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে লাগল। সে তোমার কাছে গিয়ে বলত, 'ইলেনা দিমিত্রিয়েভ্না, সারা রাত্তির আমি ঘুমোতে পারিনি। তলস্তয় পড়ছিলাম। জীবনে এই প্রথম তাঁকে আমি উপলব্ধি করলাম। আপনি যে ফরমুলা দিয়েছিলেন তা শেখবার সময় আমি পাইনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন—তা আমি করবই করব।' তাহলে তুমি কি তাকে বকাবকি করতে পারতে? তার চোখের দিকে তাকিয়েই তুমি বুঝতে পারতে যে ঘুমে তার দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে। তারুণ্যের ধর্মই এই: দগ্ধ হওয়া, অন্বেষণ করা আর আবার অন্বেষণ করে যাওয়া। তোমার ভেডিক কেবল বেশি নম্বরই পায়—আর কিছু নয়। সে কি কোন সংস্কার সভ্য? না, সে সভ্য নয়! কোন বিষয়বস্তুর ওপর তার প্রাণের কি নিবিড় টান আছে? তাও নয়! অথচ তার অবসর সময় প্রচুর। আর তার মনের মধ্যেও প্রচুর ফাঁক ও ফাঁকি। আমার কাছে সে যদি আসত তাহলে আমি তাকে বলতাম: 'ছোকরা, তুমি খুব ভাল ছেলে আর ভারী পরিশ্রমী কিন্তু তোমার ভেতর আগুনের উত্তাপ নেই। আমার কাছে এসেছ কেন? তুমি কি ভূবিদ্যাবিদ, রাসায়নিক অথবা কবি?' কেবলমাত্র আদর্শ পণ্ডিত তৈরি করা নয়—আপন সত্তাকে খুঁজে নিতে জনগণকে সহায়তা দিতেই হবে আমাদের স্কুলগুলোকে। আর আমাদের ম্যাক্সিম তো কুঁড়ে নয়। ওর জন্যে

তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। একটা বিষয়বস্তু ওর মন টেনেছে। সে আবার ঠিক হয়ে যাবে। মস্ত বড় পণ্ডিত হবে ও। আর উৎসাহের সঙ্গে কর্তব্যকে সে মিলিয়ে-মিশিয়ে নিতে শিখবে। তাও যে শিখতে হয়।

"আর লেনা, যে মুহূর্তে ছেলেটি নিজেকে খুঁজে পাবে, সেই মুহূর্তেই তার ভার নেয়াটা সবচেয়ে বড় কথা। যতদিন কোন কিছুই তার মন না টানে ততদিন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা একেবারে শক্তিহীন অসহায়। তার কাছে পৌঁছবার ও তাকে পরিচালনা করার মত কোন রাস্তাই নেই। ম্যাক্সিম এখন আমার হাতে। তাকে কিভাবে শাস্তি দিতে হবে একথা সব সময়েই তুমি আমায় জিজ্ঞেস করতে। মনে পড়ে, তুমি তাকে ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলে? কেন যে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে তা সে বুঝতে পারেনি, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সে বলেছিল: 'মা, এখানে এত বিচ্ছিরি লাগছে, আমি একটা বই বা অন্য কিছু পেতে পারি না?' সত্যিই সে সঠিক বুঝতে পারেনি। তাকে মারবে? অসম্ভব। আর এখন সবই পরিষ্কার হয়ে গেছে—আবার সে যদি কম নম্বর পায় তাহলে আমি তাকে এ সপ্তাহ পশুশালায় যেতে দেব না। ফের নম্বর কম পেলে তার কাছ থেকে আমি পাবলভটা নিয়ে নেব। কিন্তু যে কোন শাস্তি কি দরকার? বিষয়-বস্তুর যত গভীরে সে প্রবেশ করবে তত ভাল করেই সে বুঝতে পারবে রসায়ন এবং পদার্থবিজ্ঞান কেন এবং কিসের জন্যে।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচের ভবিষ্যদ্‌বাণীর মতই ম্যাক্সিম বিজ্ঞানের গভীরতর গভীরে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এবং তারপর আর একটা দুঃখের কারণ ঘটল।

সাপ, কুমির, টিকটিকি প্রভৃতি সরীসৃপ প্রাণী সম্পর্কে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বেশ উৎসাহী ছিলেন কিন্তু তা অন্যান্য প্রাণীদের সম্পর্কে তুলনায় অনেক কম। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর মতই ম্যাক্সিম ফার-উৎপাদনকারী জীবদের প্রাণিবিদ্যা তার প্রধান বিশেষত্ব হিসেবে গ্রহণ করবে ও প্রজনন ও বৈজ্ঞানিক অভিযানে রত হবে। তাঁর ছেলে যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল, ততই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে সে উত্তরাধিকারসূত্রে জীববিদ্যাবিদ হয়ে উঠছে। ফয়ডরোভিচ্ তাঁর কাজে তাঁর ছেলের সহায়তা পাবার আশা করেছিলেন।

ম্যাক্সিম তরুণ প্রাণিবিদ্যাবিদদের সংস্থায় যোগ দিল এবং পশুশালা থেকে ফিরে এল বীবর, স্যাবল ও খ্যাকশিয়ালদের গল্প কাহিনীতে মুখর হয়ে।

গল্পগুলো সত্যিই খুব বুদ্ধিদীপ্ত। কিন্তু একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ পশুশালায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। তরুণ প্রাণিবিদ্যাবিদদের সংস্থায় তিনি প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন। যে তরুণ প্রাণিবিদ্যাবিদ্‌দের সঙ্গে প্রথম দেখা হল, সে তাঁকে চিনতে পেরেই এগিয়ে এসে ইতাঁকে বলল যে ম্যাক্‌সিম স্থলচর-প্রাণীদের আবাসের দিকে আছে। সেজন্যে তিনি স্থলচর-প্রাণীদের আবাসের পথটাই ধরলেন। চওড়া পাথুরে সোপানশ্রেণীতে এলোমেলোভাবে সাজানো সিঁড়ি বেয়েই সেখানে যাওয়া যায়। নিভৃতাগারের নিচু গম্বুজওয়ালা ছাদ আর পাথরের ঠিক ওপরে তারের ঝাঁঝরি থেকে গোখরো সাপের শুকনো চামড়ার খসখসে আওয়াজ ভেসে এল, কুমিরদের ড্যাবডেবে চোখের ঘুমন্ত দৃষ্টি ভয়চকিত দর্শকদের দিকে মেলে রইল, আর একটা অজগর একটা গাছের ডালে বড় রকমের গেরো পাকিয়ে নিশ্চলভাবে ঝুলছিল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ রাগতভাবে তাঁর পাইপটা ধরিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। হুঁ—তাহলে ব্যাপারখানা এই! ফার উৎপাদনকারী জানোয়ারদের নতুন জাত সৃষ্টি করা ব্যাপারে তিনি যে তাঁর ছেলে ম্যাক্‌সিমের কাছ থেকে সহায়তা পাবার স্বপ্ন দেখছিলেন, ধোঁয়ার মত তা মিলিয়ে গেল। নিভৃতাবাসের দরজার গোড়ায় দেখা গেল ম্যাক্‌সিমকে। পায়ে পায়ে অসম পদক্ষেপে সাবধানে সে তার বাবার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তার বাহুর ওপর আঁশওয়ালা পাগুলো অসহায়ভাবে ঝুলিয়ে সবুজ রঙের একটা কুমিরছানা শুয়ে তার ধারাল দাঁতাল চোয়াল একবার খুলছিল আর একবার বন্ধ করছিল। কুমিরটা খুব বড় নয়। ম্যাক্‌সিম যখন তাকে রিলিংয়ের কাছ বরাবর নিয়ে গিয়ে স্নেহভরে সবুজ ঘাসের ওপর সেটাকে নামিয়ে দিল তখন ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাকে উৎকণ্ঠাভরা চোখে দেখতে লাগলেন।

"বাচ্চাটাকে আমি একটু রৌদ্র-স্নান করিয়ে আনলাম," তার বাবার দিকে হাসিখুশিভরা একটা চাহনি দিয়ে সে বলল, যেন সে বুঝতে পেরেছিল যে এখন আর পার পাবার কোন উপায় নেই।

তাঁর মনের আবেগকে দমন করতে না পেরে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বলে উঠলেন, "তোমার মার কথা কি তোমার কখনও মনে হয়?" ম্যাক্‌সিম যদি ভাল্লুক বা বাঘ বয়ে নিয়ে বেড়াত তাহলে তিনি আশ্চর্য হতেন না, ভয়ও পেতেন না। এগুলো খুব চেনা জানোয়ার, তাদের ধরণ-ধারণ বিশেষভাবে

জানা আছে, আর তাদের পোষও মানানো যায়। কিন্তু সবুজ জানোয়ারটিকে নিয়ে কি করতে চাইছিল হতভাগা ছেলেটা? ম্যাক্সিম যা হোক হাসিমুখেই দাঁড়িয়ে রইল—তার বাবার ভয়ের কথা সে কিছুই জানতে পারল না।

"আমি ওকে একটু তাতিয়ে নিচ্ছিলাম। বেচারা সারা শীতকালটা একটুও রোদ পায়নি"—সে বলল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচের মুখখানায় আবার মেঘ করে এল কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এ নিয়ে এখন কিছু করতে যাওয়ার পক্ষে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

এই ঘটনার পর থেকে ম্যাক্সিম একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠল। তার প্রিয় জানোয়ারদের কথা ছাড়া আর কোন কথাই তার মুখে শুনতে পাওয়া যেত না।

"বাব্বাঃ কি ভয়ানক খিদে!" উচ্ছ্বসিতভাবে সে বলত একটা অজগর সাপের কথা—যেটা এক গ্রাসেই একটা শুয়োরছানা আর একটা কাঠবেড়ালী খেয়ে ফেলেছিল।

ক্রমে সে একজোড়া হাসিখুশিভরা কটকটে ব্যাঙ, তিনটে টিকটিকি, আর প্রকাণ্ড একটা গোখরো সাপ জোগাড় করে ফেলল। সাপের চোখ দুটো গলা সীসের ফোঁটার মত। মেডিকেল কলেজের একটা বিভাগে গোখরো সাপের বিষে রোগ আরোগ্যের কি ক্ষমতা আছে তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। সেজন্যে ম্যাকসিম গোখরো সাপ রাখা বাক্সটার মধ্যে কাচের একটা আধার রেখে দিয়েছিল। সাপটা রেগে সেই কাচের ওপর ছোবল মারলেই এটার ওপর হলদেটে রঙের অতিস্বচ্ছ বিষের দুটো ফোঁটা ঝরে পড়ত। অতি সাধারণ চেহারার গবেষণাগারের এক তরুণ সহকারী বিষশুদ্ধ কাঁচের পাত্রটাকে ইনসটিটিউটে নিয়ে চলে যেত।

তার বাবাকে ম্যাক্সিম সানন্দে বলেছিল:

"দেখ বাবা, গোখরো সাপটা কেমন পোষ মেনেছে।"

কিন্তু গোখরো সাপ এনেই সে ক্ষান্ত হয়নি। সে ক্রমাগত ব্যাঙ, সাপ এবং অন্যান্য 'কীটপতঙ্গ'—তার মা তাই বলতেন—বাড়িতে আনতে লাগল। একদিন, এতটুকু সাবধান না করেই সে টেবিলের ওপর তার মা বাবার সামনে হলদেটে রঙের কুৎসিত প্রাণী এনে রাখল। প্রাণীটার শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছিল, লাল দুটো চোখ কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

"এটা হল এ্যালবিনো জাতের কটকটে ব্যাঙ—একেবারেই পাওয়া যায় না," বিজয়ীর ভঙ্গীতে কথাগুলো বলতে বলতে সে এই জীবটির পাতলা আধ-ঢাকা পিঠটার ওপর স্নেহভরে চাপড় দিতে লাগল। মায়ের মিনতি ও সবাই ব্যাঙ ভালবাসে না, একথা তিনি বলা সত্ত্বেও তাদের বাড়িতে যারাই আসত তাদের সবাইকে ম্যাক্সিম তার এই অমূল্য জিনিস দেখিয়ে বেড়াতে লাগল। অতিথিরা সাধারণতঃ কোন উৎসাহ প্রকাশ করতেন না। এই অপূর্ব সংগ্রহ দেখে একজন মাত্র উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন—তিনি শ্যারভ। নানান জাতের ভয়ানক রকমের কৌতূহলোদ্দীপক সাপ ও ব্যাঙের সংগ্রহ তাঁরও ছিল। আসলে তাঁর পড়ার ঘরটা তাঁর স্ত্রীকে হতাশ করে পরিণত হয়েছিল নিভৃতাগারে।

খুব শীগগীরই একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। শ্যারভ কটকটে ব্যাঙটাকে চুরি করে নিলেন। ম্যাক্সিম ভয়ানকভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল।

সে তার বাবাকে বলল, "দেখ বাবা, আমি এক মিনিটের জন্যে আমার নিজের ঘরে গিয়েছি তাঁর উপহারটা আনতে, তাঁকে আমি কুমিরের একটা দাঁত আর গোখরো সাপের চামড়া দিয়েছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় শ্রদ্ধাভরে আমি তাঁর বাহুটা জড়িয়ে ছিলাম। ফিরে এসেই দেখি আমার এ্যালবিনো নেই। কোথায় মিলিয়ে গেছে। আমি অধ্যাপক শ্যারভকে ফোন করেছিলাম। তিনি শুধু এটুকু বললেন, 'ম্যাক্সিম, বড়দের তুমি আর শ্রদ্ধাসম্মান করছ না।' তারপর হাসতে লাগলেন। ভাবুন একবার ব্যাপারটা! তারপর আমার মনে পড়ল চলে যাবার সময় সমস্তক্ষণই তিনি তাঁর বাঁ-দিকটা আমার দিকে রেখেছিলেন। নিশ্চয়ই ওটা তাঁর ডানপকেটে ছিল।"

ম্যাক্সিমকে তার ব্যাঙ ফিরিয়ে দিতে শ্যারভকে সম্মত করাতে ফয়ডর ফয়ডরোভিচের বেশ একটু বেগ পেতে হল। কিন্তু এটাকে কেমন করে দেখাশোনা করতে হয় তা শ্যারভ জানতেন না—বাড়িতে ফিরে আসার পর তিন দিন বাদে ব্যাঙটা মরে গেল। তারপর অনেক বছর বাদে, যখন সে শ্যারভের অন্যতম ছাত্র হল আর অন্য সব ছাত্রদের মতই তাঁর বক্তৃতা উপভোগ করত তখন প্রায়ই মনে মনে সে তার অধ্যাপককে ভর্ৎসনা করত তার ব্যাঙের অকালমৃত্যু ঘটাবার জন্যে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও ম্যাক্সিম নিভৃতাগারে কাজ করে যেতে লাগল। প্রতি বছরের গরমকালে তার পোষ্যদের ভার

ওলেগ বলে এক শীর্ণকায় তরুণের ওপর দিয়ে ম্যাক্‌সিম বাইরে চলে যেত। সাপ ও ম্যাক্‌সিমের ওপর এই তরুণটির ছিল আন্তরিক ভালবাসা।

ম্যাক্‌সিম মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল, সাপ-খোপ ধরলে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানানতর ব্যাধিতে ভুগল। দু'ভাঁজ-করা থলি মাথায় দিয়ে পড়ো-বাড়িতে শুয়ে কাটাল। গাধার পিঠে, উটের পিঠে ও পায়ে হেঁটে সে বেড়াতে লাগল, আর অনেক দূরের দেশ থেকে বাড়িতে চিঠি লিখে পাঠাতে লাগল—যে দেশের নামগুলো 'আরব্য উপন্যাসের সুন্দরী তন্বী কুমারীদের নামের মত মিষ্টি শুনতে।

তার চিঠিগুলো হত টেলিগ্রামের মত সংক্ষিপ্ত। আর টেলিগ্রামগুলো হত চিঠির মত দীর্ঘ ও বিস্তৃত। বিভিন্ন দফায় অবিরাম ধারায় দু' বা তিন দিন ধরে এবং কখনও কখনও একেবারে একসঙ্গে, যখন সে মনে করত তার নিজের লোকদের সঙ্গে অবিলম্বে তার যোগাযোগ করা দরকার, তখনই সে টেলিগ্রাম করত। যখন তার লেখবার মত কিছুই থাকত না আর মনে পড়ত যে "মা তাকে লিখতে বলেছেন" তখনই সে চিঠি লিখত।

ম্যাক্‌সিম ১৯৩১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বেরুল এবং তখনই দুঃসাহসিক পরিভ্রমণ শুরু করে দিল। যুদ্ধের ঠিক আগে তাঁরা তার কাছ থেকে শেষ টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন। টেলিগ্রামটা ছিল মস্ত বড়—বাড়ির জন্যে তার মনটা উতলা হয়েছে একথা তা থেকে বোঝা গিয়েছিল। খুব উৎসাহ ভরে সে তাঁদের জানিয়েছিল: "সম্প্রতি আশ্চর্যরকমের একটা গোখরো সাপ ধরেছি। পোস্টাফিসে গিয়েছিলাম কিন্তু কোন চিঠি নেই আমার। আমার উট এবং আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" জীববিদ্যাকেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরে একবার চিঠির বাক্সে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁর টেলিগ্রামটা দেখতে পেলেন। বাড়িটা একেবারে নীরব নিথর। তাঁর স্ত্রী স্বাস্থ্য-নিবাসে—সব কিছুতেই ধুলোর গন্ধ।

সেইদিন সন্ধ্যায় ম্যাক্‌সিমের সহকারী ওলেগ্ লোপাতিনের সঙ্গে দেখা করতে এল। যুদ্ধ বেঁধে গেছে তাই সমস্ত বিষাক্ত সাপ মেরে ফেলবার জন্যে তার ওপর হুকুম এসেছে।

দু'হাতে তার মাথাটা চেপে ধরে ওলেগ বলল: "ম্যাকসিম ফয়ডরোভিচ, আমাকে মেরে ফেলবে। আমাদের অনেক দুষ্প্রাপ্য জাতের সাপ রয়েছে। কমসোমল-এর সভ্য হিসেবে হুকুম মানতে আমি বাধ্য—আপনি দয়া করে

ওকে বুঝিয়ে বলবেন।” ওলেগ্ ফয়ডর ফয়ডরোভিচের দিকে মিনতিভরা চোখে চাইল। “আপনি ওকে বুঝিয়ে বলবেন—বলবেন তো?”

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তার সঙ্গে নিভৃতাগারে গেলেন। সে রাত্রে পরীক্ষামূলক বিপদজ্ঞাপন ধ্বনির মহড়া দেওয়া হল।

তারা সাপগুলোকে ক্লোরোফর্ম করে ফেলল। ম্যাক্সিম প্রত্যেকটা সাপকে চিনত, সে তাদের ধরেছিল, তাদের পর্যবেক্ষণ করেছিল, তাদের ওপর প্রবন্ধ রচনা করেছিল। ইচ্ছা ছিল, এই রচনাকে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ হিসাবে খাড়া করবে। সবগুলোই ছিল তার কাছে প্রয়োজনীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক। আর এখন সেগুলো হিমশীতল, বিবর্ণ ও সরু ফিতের মত পড়ে রয়েছে দস্তা-মোড়া টেবিলের ওপর। তারের ঝাঁজরিওয়ালা পাথুরে দেয়াল ঘেরা ঘরের মধ্যে ক্লোরোফর্মের গন্ধ যেন ঝুলে রইল।

এক সপ্তাহ পরে ম্যাক্সিম বিমানে করে উপস্থিত হল এবং তার পরদিন সকালবেলায় সীমান্তের দিকে যাত্রা করল।

এখন ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সন্তুষ্টমনে এই সমস্ত উদ্বেগ-ব্যাকুলতার দিকে ফিরে চাইতে পারেন। তাঁর ছেলের জীবনের সব কিছুই তাঁর কাছে আনন্দ-ময়, আর যুদ্ধ সময়কার সবচেয়ে উদ্বেলময় বছরগুলোর স্মৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর ছেলের অপরিসীম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের দ্বারা পবিত্রতর হয়ে উঠেছিল তাঁর নিজের কাছে।

ম্যাক্সিম ছিল সন্ধানী দলের কর্তা। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার, সাঁতার কাটবার, শীতাতপ সহ্য করবার এবং বিষাক্ত সরীসৃপদের ওপর নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি এ-ক্ষেত্রের মত আর কোথাও এত-কাছে তার লাগেনি।

তবু আজ পর্যন্ত এই রাত্রি অবধি সব সময়েই ফয়ডর ফয়ডরোভিচের মনে হয়েছে যে ম্যাক্সিমের জীবন অতি সংক্ষিপ্ত ও জটিলতাহীন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল যে এই জীবনটাকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে সারা রাত তাঁর কেটে গেল। রাত ভোর হয়ে এল। সকালের হিমশীতলতা নিঃশব্দে তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে লাগল। হ্যাঁ, ম্যাক্সিমদের জীবনটা ছিল বহু বিস্তৃত। আর সে রয়েছে অনেক দূরে। আর তাঁর স্ত্রী রয়েছেন মস্কোয়।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ অবিন্যস্ত শূন্য বিছানার দিকে রাগতভাবে তাকিয়ে রইলেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখলেন। আস্তে আস্তে পাইন গাছের মাথায় মাথায় লালের আভা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল—যেন

সকালবেলাকার ভিজে বাতাসে সেগুলো জং ধরে গেছে। পাঁচটা বেজেছে। এই সময়টিতেই তিনি তাঁর কাজ শেষ করতেন। রাত্রে কাজ করতে তাঁর ভাল লাগত। শ্যারভ কিন্তু ভোর-সকালেই পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় উঠতেন কিন্তু তার যৌবনকালে শ্যারভ ঘুমোতে ভালবাসতেন। ফয়ডর ফয়ডরোভিচও তাই। ক্রমশঃ তাঁরা দেরি করে শুতে এবং সকাল সকাল উঠতে শুরু করলেন। জরা এল, এল অনিদ্রারোগ।

প্রায়ই তিনি সকাল পাঁচটা বা ছটায় শ্যারভকে ফোন করতেন, রাত্রে-করা কাজের খবরাখবর তাঁকে দিতে বলতেন। এখন এসবই শেষ হয়ে গেল। আর তিনি তা করবেন না। তিনিও ভিক্টরের ডাকের প্রত্যাশা করবেন না। আর ম্যাক্‌সিমও রয়েছে বহু দূরে।

ঘন লতাগুল্মে ঘেরা বাড়িটায় ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। পাহাড়ের ধারে-কাছে ঘাসে ঘাসে রং ফেরা শুরু হয়েছে—জানালা থেকে তা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। কে যেন সাঁতার কাটবার জন্যে পাহাড় থেকে দৌড়ে নামতে লাগল। আর একজন কে গান গাইতে শুরু করে দিল। একটা মেয়ে হেসে উঠল।

সকাল হওয়ার জন্যে কেন তিনি এত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন? এই তো সকাল হল। রাত্তিরের চেয়েও এখন যেন বেশী খারাপ লাগছে। শুমশ্‌কি, বেলিভেস্কী, শ্যারভ সব কিছুর চেয়ে তাঁর শান্তির দাম বেশী—সম্ভবত শ্যারভের কথাই ঠিক: লড়াই আর তর্কবিতর্ক করা অর্থহীন: তাঁরা বুড়ো হয়ে গেছেন—তাঁর একথাটাও ঠিক। বুড়ো বয়সে স্কুল করা কারো উচিত নয়। চিব্রেতস্ ও গ্রোমাদা লড়াই করতে পারে। তাদের সামনে অখণ্ড বিস্তৃত সময়। অনেক কিছুই তাদের সামনে পড়ে রয়েছে।

ঘরটা এত ধোঁয়া-ভর্তি হয়ে গেছে! গত রাত্তিরের তামাকের ধোঁয়া। সারা রাত্তির তো জানালাটা খোলা ছিল কিন্তু তবু গন্ধটা ভারি হয়ে আছে এখনও। তাঁরা তিনজনেই ধূমপান করছিলেন……

দরজাটা তাঁর পিছনে বন্ধ করে লোপাতিন বাড়ির বাইরে এলেন। তাঁর বড্ড খারাপ লাগতে লাগল। এই তো শ্যারভের বাড়ি। মোটরগাড়িটা চলে গেছে। শুমশ্‌কি শহরে ফিরে গেছেন। নিকিতা পথ দিয়ে দৌড়ে আসতে লাগল। বেলিভেস্কী ফিরে আসছে কিনা সে কথা নিশ্চয়ই সে তাঁকে জিজ্ঞেস করবে।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ পথ ছেড়ে বনের দিকে যেতে শুরু করলেন। পাখিরা যথারীতি কলগুঞ্জন করছিল, কিন্তু তিনি তা ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কোনদিকে না তাকিয়েই ঝোপজঙ্গল ঠেলে তিনি ভাল্লুকের মত এগিয়ে চলতে লাগলেন। জীবনে এই প্রথমবার বনের জন্যে তাঁর কোন অনুভূতি হল না। তিনি পাখিদের কলকাকলিতে কান দিলেন না, লতাপাতার আঘ্রাণও বুক ভরে নিলেন না। বনের মধ্যে এলে যে ঘন নিবিড় তীক্ষ্ণ তন্ময়তায় তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠত তার কোন চিহ্নই দেখা গেল না।

ঠিক তাঁর মাথার ওপর একটা ট্রি-পিপিট হঠাৎ ফুড়ুত করে এসে হাজির হল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সাধারণতঃ এর গান শুনতে ভালবাসতেন। কিন্তু এখন তার গান শুনলেন না, এমন কি তাকে একবার দেখলেনও না। তিনি যেন জীববিদ্যাবিদ্ই নন, তাঁর চোখ যেন পাখিতে পাখিতে প্রভেদটা ঠাহর করে উঠতে পারল না, বনের মর্মর ধ্বনি যেন তাঁর কানে পৌঁছলই না।

বার বার তিনি নিজেকে দোষারোপ করতে লাগলেন। যারা তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে, তাঁর সব-সেরা ছাত্রকে করেছে বিশ্বাস-ঘাতক, যারা সোভিয়েত বিজ্ঞানের সুনাম নষ্ট করে দিচ্ছে, সবচেয়ে পবিত্র ঘরকে যারা কলঙ্কমলিন করেছে তিনি কেন তাদের সময়োচিত বাধা দিতে পারলেন না? আত্মদোষের সচেতনতা তাঁর পক্ষে বড় অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

যদি তিনি, অধ্যাপক লোপাতিন, তাঁর বন্ধুরা ও সহকর্মীরা কি ঘটছে তা যদি একটু আগে—সম্ভবতঃ দু'তিন বছর আগে জানতে পারতেন!

তিনি নিজের মনে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলেন, নিজেকে শাস্তি দিতে লাগলেন। বয়সের ভারটা যেন বোঝার মত মনে হল, বুঝতে পারলেন যে তিনি বুড়িয়ে গেছেন, দুর্বল হয়ে পড়েছেন একটি বিনিদ্র রাত্রিতে এবং দীর্ঘ জীবনধারণে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু তবু তিনি বসতে পারেন না, শুতে পারেন না, এমন কি থামতেও পারেন না। তাঁর বেদনা, ব্যাকুলতা আর ক্ষোভ ছিল দুঃসহ। আকস্মিক প্রচণ্ডবেগে এবং খুব জোরে জোরে তাঁর হৃদ্পিণ্ডটা ধুকধুক করতে লাগল, মনে হল কে যেন সেটাকে ধরে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে তাঁর শ্বাসরোধ করে দিচ্ছে।

তাঁর সংবেদনশীল কানটায় চমৎকার সুরেলা একটা শব্দ এসে বাজল, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সজাগ হয়ে উঠলেন। সে-ধ্বনি ওরিয়েলের গানের রূপ

নিল,—শুদ্ধ, সুন্দর, সুরেলা, স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ নদীর মর্মর ধ্বনির মত। মনে হল সে-গানে গাছের পাতায় পাতায় কাঁপন শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু ওরিয়েলের গান এটা নয়। মানুষের শিস দেওয়ার শব্দ পাখির গানের মতই সঙ্গীতমুখর ও রূপায়ণে নিখুঁত।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বাদামঝোপে চলে গিয়ে আগ্রহভরে যে সুর তাঁর একান্ত-কাম্য ক্ষণিক বিশ্রাম তাঁকে এনে দিয়েছিল সেই সুরটার পুনরুক্তি শোনবার আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শিশিরে-ভেজা পত্র-পল্লবের শ্যামল শোভার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন তিনি তা কখনও দেখেননি। তাঁর হৃদ্‌স্পন্দন আরো গভীর হয়ে উঠল। বন্ধুর হাত যেভাবে নিবিড় করে তিনি ধরতে পারতেন তেমনি-ভাবেই তিনি একটা ভিজে ডাল হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। ঠিক তাঁর সামনেই একটা ফারগাছ, খুব বড় নয়। এরই ডালপালার জঙ্গলের মধ্যে তিনি ফার্ন দিয়ে তৈরি পরিচিত ছোট্ট একটা বাসা দেখতে পেলেন। এর ভেতর থেকে একটা রেন পড়ন্ত পাথরের নুড়ির মত বেগে দ্রুতগতিতে মাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচের পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে এটা অন্যতম—সেই রেনটা যেটা একেবারে খাঁজের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ চিরদিনই এমনি সদাজাগ্রত জীববিদ্যাবিদ; যে পথ দিয়ে ছাত্ররা সবসময়েই যাতায়াত করত সেই নদীতে যাবার পথটার ওপর পুরানো বাসাটা ছিল বড্ড গোলমেলে জায়গায়। সেজন্যে এইখানেই একটা নতুন বাসা বাঁধবার সংকল্প রেনটা করেছে তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর কুঞ্চিত কপালের রেখাগুলোকে মিলিয়ে দিয়ে একটা প্রাণময় হাসিতে লোপাতিনের মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি সাবধানে সামনের দিকে একটা পা বাড়ালেন।

ওরেনের নয় এবার শোনা গেল থ্রাস-অনুকরণধ্বনি। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ডালপালাগুলোকে সরাতেই দেখতে পেলেন একটি পরিচিত মিষ্টি মুখ। মারিনা ডিমকোভা বসে আছে সেখানে। আর তার পাশে রয়েছে কাতিয়া বেলকিনা, ভারয়া ও লিউবা।

ভারয়া বলল, "এবার চ্যাফ-ফিঞ্চের ডাকের নকল কর।"

চকিতে মৃদু হাসিতে মারিনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্পষ্ট বোঝা গেল মনের চোখ দিয়ে সে যেন দেখতে পাচ্ছিল আনন্দমুখর সেই ছোট্ট পাখিটাকে

আর সঙ্গে সঙ্গে তার ডাকটা বনভূমির ওপর ভাসতে লাগল। অধ্যাপক লোপাতিনের শ্রবণশক্তির চেয়ে কম সজাগ একটা চ্যাফ-ফিঞ্চ তার ডাকে তখনই সাড়া দিয়ে ডেকে উঠল। মেয়েরা কান পেতে শুনল—মারিনা যেমনটি ডেকেছিল অবিকল সেই ডাক। ভারয়া একটু হাসল আর সে-হাসিও পাখির কাকলির মত।

ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্নাকে নকল করে ভারয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "একটি দিনের মধ্যে চ্যাফ্-ফিঞ্চ কটা গান করে ?"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ নিজের মনেই হাসলেন।

মারিনা জবাব দিল, "রোজ ২৯৯০ বার।"

মেয়েরা হেসে উঠল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ও হাসলেন। তিনি জানতেন যে চ্যাপ-ফিঞ্চ যত গান গায় সবই তারা শুনতে পেরেছে বলে হাসছে না, গোনার মধ্যে মজা আছে। বনের গ্রীষ্মের প্রথম পদার্পণ ঘটেছে। গণনা করাটা একটা শিক্ষামাত্র এবং তাদের সামনে মেলে রয়েছে সত্যিকার বৈজ্ঞানিক কাজ-ভরা জীবন।

ব্যাপারটা যে কি তা তিনি এখন উপলব্ধি করতে পারলেন। প্রাণিতত্ত্বে কাতিয়া বেলকিনা একটা পরীক্ষা নেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। তার দল প্রথমেই উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের পরীক্ষা দিয়েছে আর এখন মারিয়া, ভারয়া ও লিউবা যারা প্রাণিতত্ত্বের পরীক্ষায় ইতিমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছিল—তারা তাকে "তার চলাফেরাটা একটু ঠিক করে দিচ্ছিল।" লতাপাতার আড়ালে দাঁড়িয়ে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ পাখিদের নিয়ে আলাপ-আলোচনারত ছাত্রীদের পাখির মত তাদের কলকাকলি শুনতে লাগলেন। নানান কৌতুকজনক জিনিসের মধ্যে তাঁর প্রিয় রেন সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য জানতে তিনি পারলেন। পাখিটা তার সঙ্গিনীহীন বাসাটা ত্যাগ করে এখানে ফার-গাছে একটা নতুন বাসা বেঁধেছে—তার এই অনুমান সঠিক হয়েছিল। রেনটা খুব শীগগীরই একটা সাথী পেয়ে গেল। আর সঙ্গিনীও তাকে বিয়ে করে বেশ খুশী হয়ে উঠল তার বাসাটার চার পাশে প্রায় এক হেক্টর জমি রয়েছে একথাটা মনে মনে ভেবে। বনের নিয়মানুসারে এই এলাকায় আর কোন রেনের বসবাস করার অধিকার রইল না। রেনটার অবশ্য ছেলেপিলে অনেকগুলি—মোট ছ'টা কিন্তু এতে সে ভয় পেল না। তার অধিকারে এত জমি যখন আছে সে অনায়াসেই তার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করতে পারবে।

এই একই এলাকায় আরো একটা চ্যাপ-ফিঞ্চ থাকত, এটা ছিল লড়াইয়ে ওস্তাদ এবং লড়াইও করেছিল হুটো চ্যাফ-ফিঞ্চের সঙ্গে। যারা ভুল করে তার রাজত্বে এসে পড়েছিল গোল্ড-ফিঞ্চ তাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভারয়ার পর্যবেক্ষণে জানা গেল যে চ্যাফ-ফিঞ্চ রেনকে সহ্য করে নিয়েছে।

"কেন?" কাতিয়া জিজ্ঞেস করল।

ভারয়া তখনই জবাব দিল না। সে ফয়ডর ফয়ডরোভিচের দিকে পেছন ফিরে বসে ছিল কিন্তু তবু তার একাগ্রভরা মুখচ্ছবিটা তিনি মনে মনে কল্পনা করে নিতে পারলেন।

শেষকালে সে জবাব দিল, "ঠিক জানি না তবে আমার মনে হয় রেন মাটি থেকে খাবার খুঁজে খায় আর চ্যাফ-ফিঞ্চ তা কখনও করে না।"

উপস্থিত চ্যাপ-ফিঞ্চের ঝগড়া করবার সময় নেই। তার বাচ্চাগুলো সবে ডিম ফুটে বেরিয়েছে আর তারা খেতেও চায়। তাদের অতৃপ্ত লাল ঠোঁট হুটো সব সময়েই খাবারের আশায় বাসার ওপর বের করে আছে। চ্যাফ-ফিঞ্চের মা বাচ্চাদের বেশ যত্ন-আত্তি করতে লাগল। সে মস্ত বড় একটা শুঁয়াপোকা ধরে এনে তাদের মধ্যে ভাগ করে দিল। কিন্তু ওদের বাবাটা তেমন যত্ন নিত না। সে ছিল বড় বিশৃঙ্খল—যে ঠোঁট তার দিকে প্রথম আসত তার মুখের মধ্যে শুঁয়াপোকা ঠুসে সে গুঁজে দিত। বাচ্চাটার তাতে দম বন্ধ হয়ে আসত আর অন্য ছানাগুলো না-খেয়েই থাকত।

মেয়েদের কণ্ঠ-কাকলি শুনতে শুনতে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। তাদের বলা পাখির গল্পগুলো তাঁর কাছে যদিও নতুন নয়—রেন আর চ্যাফ-ফিঞ্চের সম্বন্ধে হাজারো গল্প তিনি তাদের শোনাতে পারতেন। ভারয়ার পরবর্তী পর্যবেক্ষণে তিনি প্রায় আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। সে বলছিল যে রেন বাসা বাঁধবার সময় দৈনন্দিন অতি কঠোর নিয়ম মেনে চলে। সকালে খাতের ধারে অনেক দূরে ডাঁশেরা সূর্যের আলোয় নেচে বেড়াচ্ছে এমন জায়গা থেকে পোকা-মাকড় ধরে। ভরপেট খাওয়া হলেই সে ঘরে ফিরে এসে খাতের ঢালু জায়গা থেকে ঘাসপাতা আর কাছে পড়ে-থাকা কাঠের গুঁড়ি থেকে শেওলা যোগাড় করে বেলা চারটে থেকে ছটা পর্যন্ত বাসা তৈরি করে।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ আর একবার ভারয়ার ওপর আকৃষ্ট হলেন। যা তিনি নিজে দেখতে পাননি এই মেয়েটিই তা লক্ষ্য করেছে—কি অসাধারণ

বুদ্ধি মেয়েটির! রেনের ওপরেও তাঁর স্নেহধারাটা যেন আরও বাড়ল। সে-কথা তাকে বলবার জন্যে ফিরতেই তিনি দেখলেন রেনটা উড়ে গেছে। এখানে বসে কিচমিচ করে ডাকার সময় তার নেই! বাচ্চাগুলোকে খাওয়াতে হবে তো!

পাখির ডাক শোনবার জন্যে মেয়েরা নীরব হয়ে রইল। মারিনা মাঝে মাঝে তাদের ক্ষেপাবার জন্যে জিজ্ঞেস করতে লাগল:

"ওটা কোন পাখি? আর ওটাই?"

তার কান ছিল অসম্ভব রকমে স্বরনিপুন। সে প্রতিটি পাখির অস্ফুট আওয়াজ, গান আর কূজন বুঝতে পারত। অন্য মেয়েরা তার মত এত নিশ্চিন্ত হতে পারত না। তারা অশান্ত বিক্ষিপ্ত মনোযোগে হারিয়ে যাওয়া ডাকগুলোকে বোঝবার চেষ্টা করত। ওটা কি—ব্ল্যাক-ক্যাপ? সঙ্‌থ্রাস? না, টিট-মাউস?

কাতিয়া আর্তনাদ করে উঠত, "হায়রে! নিশ্চয়ই পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না—এদের আর্ধেকগুলোই আমি জানি না।"

লিউবা উপদেশ দিয়ে বলে উঠত: "তাহলে বোরিসের সাহায্য নাও, লুকিয়ে বলে দিতে সে ওস্তাদ। প্রথম দল তাকে কাজে লাগিয়েছে।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ আর সামলাতে পারতেন না—নিঃশব্দ হাসিতে তাঁর সারা শরীরটা থরথর করে কাঁপত।

এবং অকস্মাৎ তাঁর মনে হল তিনি এত জরাগ্রস্ত ও এত দুর্বল নন। বুড়ো-হাড়ে এখনও বেশ কিছু জোর আছে। এখনও অনেক ভাল কাজে তিনি নিজেকে লাগাতে পারেন। এই পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্যের মহান নিয়ম-কানুন চলছে অব্যাহতভাবে। এই নিয়ম-কানুনই গুমশ্‌কি, খ্রুস্ত আর সমস্ত জঞ্জাল যা দিয়ে তারা জীবনে বিশৃঙ্খলা আনছে তা সবই ধুয়ে-মুছে দিয়ে যাবে। তারপর অনেক বছর ধরে তিনি শ্চারভের প্রিয় জোরালো কথা শুনতে পাবেন। সব সময় তিনি ভাল বিবেচক ও সৎ মানুষদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতেন বলে অতীতে লড়াই করার পর যেভাবে অবাঞ্ছনীয় বিষয়গুলো নির্মূল হয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবেই এখনকার এই অন্ধকার ও কদর্যতা দূর হয়ে যাবে।

তাঁর সামনে রয়েছে একদল মেয়ে: যেন এক ঝাঁক পাখি। তিনি, এই বুড়ো অধ্যাপক লোপাতিন আরও বহু সমসাময়িক রুশদের সঙ্গে একত্রে তাদের স্বার্থ রক্ষার্থেই প্রাণপাত করেছেন, তাদের সুখ ও শান্তির জন্যে

শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করেছেন বলেই তারা আজ এত তরুণ, আনন্দমুখর ও ভাবনা-বিহীন হয়ে উঠতে পেরেছে আর পাখিদের কূজনে, সূর্যের আলোয় পুষ্পিত অরণ্যানীর ডাকে এত সানন্দে সাড়া দিতে পেরেছে। তিনি এই সব মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলেছেন। যে-বস্তুর স্বপ্ন তিনি দেখেছেন এরাই সেটাকে বাস্তবরূপে দেখতে পাবে এবং দীর্ঘ বিনিদ্র রাত্রিগুলিতে তাঁর মন যে বস্তুকে কল্পনা করেছে তারাই তাকে মূর্ত করে জাস্তব করে তুলবে। যে-মাটির ওপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, অরণ্যের যে স্নিগ্ধ বাতাসে তিনি শ্বাস গ্রহণ করছেন, প্রশান্ত নীল আকাশ যেখান থেকে আসছে সকালবেলাকার সূর্যের আতপ্ত আশ্বাস : এ সবের মতই এও তাঁর জীবনের সার সত্য।

অধ্যাপক লোপাতিন মেয়েদের কাছে পৌঁছতেই—তারা যে জ্ঞানবৃদ্ধ, প্রশান্ত, আনন্দময় বুড়োমানুষটিকে জানত তিনি আবার সেই পুরানো মানুষটিই হয়ে গেলেন।

॥ কুড়ি ॥

একদিনের ছুটি। বনের মধ্যে যন্ত্রসঙ্গীত আর নাচ-গান হবার পর দল বেঁধে শহরে যাওয়া হবে—যারা যেতে চায় তাদের নিয়ে।

বিকেল চারটের সময় মেয়েদের আবাস-ভবনটি শ্যাম্পু আর কেশ সুবাসিত করার সুগন্ধে ভরে উঠল। লিউবা সঙ্গে করে বনের ভিতর চুল কোঁকড়া করার যন্ত্রটা নিয়ে এল। যন্ত্রটা ভারী ও বাঁকানো-হাতল দেওয়া—এক কালে এটা ছিল তার ঠাকুরমার। এইরকম চমৎকার একটা জিনিসকে তো আর অকেজো করে ফেলে রাখা যায় না—লিউবার লাল কোঁকড়ানো কেশগুচ্ছ প্রথম এর স্পর্শ পেল। ভারয়াকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে যন্ত্রের কাছে নিজের মাথাটাকে সঁপে দিতে রাজী করান হল, কিন্তু কাজ শেষ হবার আগেই ভেরা ভাসিলিয়েভ্না তাকে ডাকতে এলেন।

"আরে, তাড়াতাড়ি এস, ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন"—তিনি বললেন। "তিনি স্ট্রিমের শিয়াল-আবাসের দিকে চলতে শুরু করেছেন।"

তার বিছানার ওপর বিছিয়ে-রাখা পোশাকের দিকে ভারয়া একবার তৃষিত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

"দৌড়ও, এটা আমরা তোমার জন্যে ঠিক-ঠাক করে রাখব'খন"—লিউবা বলল, "কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে দেরি কর না যেন।"

এই সান্ধ্যকালীন উৎসব-অনুষ্ঠান-সূচীর অন্যতম আকর্ষণ। 'ইয়েভজিনি ওনেজিন' থেকে মারিনা ও ভাইবার দ্বৈত সঙ্গীত হল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ অবাক চোখে ভারয়ার দিকে তাকালেন। এর আগে কখনো তিনি তাকে আবেগ-উদ্বেল ও উত্তেজিত এবং তার কপালের ওপরে দ্বি-ধারায় নেমে-আসা আঁটসাট করে বাঁধা সোনালী কুঞ্চিত কেশ-গুচ্ছের মোহনচূড়াও দেখেননি।

"আজ তোমার চুলগুলো কেমন যেন এলোমেলো", তিনি বললেন।

তারা চলতে শুরু করল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ যে কবরী রচনার সুখ্যাতি করেননি তা খুলে দেবার জন্যে ভারয়া চুপি চুপি জোর করতে লাগল কিন্তু লিউবা এত অনড় যে তারা ভারয়ার জোরজবরদস্তির কাছে মাথা নত করল না।

তারা গিয়ে দেখল যে স্ট্রিমস্ স্তব্ধ ও পরিত্যক্ত। প্রায় সবাই ক্ষেতখামারের কাজে চলে গেছে। একঘেয়ে বৃষ্টিটা থামলেও মাঝে মাঝে ঝড়-ঝাপটা হচ্ছিল।

কলখজের সভ্যরা 'বৃষ্টিহীন' প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাবার আন্তরিক চেষ্টা করতে লাগল। আকাশ প্রায় মেঘ-মুক্ত হলেও বাতাসের বেগটা ছিল বেশ, পাখিরা আনন্দ-কূজনে মুখরিত আর বৃষ্টির আগে যেমন ব্যাঙ ডাকে তেমনিভাবে ব্যাঙ ডাকছিল। আকাশের দূর সীমান্তে মেঘের জটলা শুরু হয়েছিল।

বেশ ভারিক্কীভাবে 'শিয়াল-আগার' লেখা কথাটা যেন এখন খাঁচাটাকে বেশ ভালভাবেই মানিয়েছিল। লাল খ্যাঁক-শিয়াল ও রূপালী খ্যাঁক-শিয়াল ছাড়াও খাঁচাটার এককোণে তাদের জন্যে আলাদা-করা জায়গায় কতকগুলো বাচ্চা খেলা করে বেড়াচ্ছিল। বাচ্চাগুলো বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছিল বলে আনা তাদের সব ভার দিয়েছিল শুরাকে। এই দায়িত্বভারটা সে বেশ ভাল-ভাবেই উপলব্ধি করেছিল।

এইরকম একটা বড় প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়িকা হয়ে শুরা তার কর্মী-সংখ্যা বাড়াবার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিল।

সবচেয়ে আনন্দ-উচ্ছল ও কলহপ্রিয় তিনটি স্কুলের ছাত্রকে সভ্য করে সে একটা "খ্যাঁক-শিয়াল বাহিনী" তৈরি করল।

মেয়েদের দিয়ে কোন কাজই তার হত না। তাদের ওপর নির্ভর করা যেত না—হয় তারা ভুলে যেত নয়তো সব তালগোল পাকিয়ে বসত আর কথাবার্তাতেই বড্ড বেশী সময় নষ্ট করত। তাছাড়া সাংসারিক অনেক কাজ তাদের ছিল—এই যেমন, খাবার-দাবার তৈরি করা, বাড়ি পরিষ্কার করা, বাগানের গাছ-গাছালিতে জল দেওয়া আর সবচেয়ে বড় কাজ: ছোট ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করা। খ্যাঁক-শিয়াল-আগারের কাজ অনেক। কেবল ওদের খেতে-টেতে দেওয়া আর বাসা পরিষ্কার করা নয়—অধ্যাপক লোপাতিনের সব যন্ত্রপাতি নিয়ে-দিয়ে আসতে ও দিনপঞ্জী ঠিকঠাক করে রাখতে হত। শেষ কাজটি শুরা অন্য কারুর ওপর না দিয়ে নিজেই নিয়েছিল।

নোংরা কাজগুলো সে ছেলেদের করতে দিত; তারা বাসন-পত্তর ধোয়া-মোছা করত, খাঁচা পরিষ্কার করত আর করত শুরার কথায় যাকে বলে

'পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা'। 'পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করাটা' সহজ কাজ ছিল না কারণ শুরা সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসারে সবচেয়ে সেরা খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিত ডিমের সাদা অংশ, খাদ্যপ্রাণ আর চর্বি।

ছেলেরা তাদের কাজকর্ম বুঝে নেবার পর ভাসিয়া বলে একটি ছেলে 'খ্যাক-শিয়াল বাহিনী'তে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যে বার বার অনুনয়-বিনয় করতে লাগল এবং প্রতিজ্ঞা করল যে সে সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলবে। ভারয়ার কেমন করুণা হল তার ওপর ও তাকে দলে নিয়ে নিল।

খুব শোচনীয় মুহূর্তে ভারয়া ও ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ খামারে এসে উপস্থিত হলেন! বাচ্চাদের মধ্যে একটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তার ছোট্ট গোল পেটটা ফুলে উঠেছিল, সামনের পায়ের থাবাদুটো কিছুতেই ব্যবহার করতে পারছিল না। এটা মাঝে মাঝে চমকে উঠছিল আর কাশছিল চওড়া তিন-কোনা মুখখানা হাঁ করে। সেই অসুস্থতার জন্যে শুরা রাগে তো চারদিকে তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বললেন, "আরে ওটার যে দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। এটাকে হাঁ করিয়ে দেখ তো মুখের ভেতর কি আছে?"

শুরা আস্তে আস্তে বাচ্চাটাকে তুলে নিল। মুখটাকে ফাঁক করে এর সরু কণ্ঠনালির ভেতর দিয়ে তার আঙুলটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। বেচারার অবস্থাটা দেখলে ভয় হয়। এর দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল। আগের চেয়ে আরো বেশী ছটফট করতে লাগল। তার সরু লাল জিভটা মুখের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। শুরার আঙুলে কি যেন একটা ঠেকল। সে সেটাকে টেনে বার করে আনল। একটা মাছের বাচ্চা। মাছের সঙ্গে বেরোল এক টুকরো সুতো। সুতোর পর আবার একটা মাছের বাচ্চা। আবার সুতোর টুকরো, আবার মাছের বাচ্চা, তারপর আবার সুতো……সারা সুতোটা ভরা এক ঝাঁক মাছের বাচ্চা আর কি!

বাচ্চা খ্যাক-শিয়ালটা শুরার হাত থেকে লাফ দিল। মাটিতে বসে বড় রকমের একটা শ্বাস ফেলল, থাবাদুটো চাটল আর কেমন যেন দুঃখভরা চোখে মাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। আত্ম-অপরাধের অখণ্ডনীয় নিদর্শন মাছধরা ছিপটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে হাতের মধ্যে চেপে ধরে খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অসুখী ভাসিয়ার পায়ের কাছে শুরা মাছগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল।

শুরা রাগে চিৎকার করে বলল, "বোকা হতভাগা কোথাকার! খামারের কর্তৃপক্ষের সম্মতি ছাড়াই কে তোমাকে বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবার অনুমতি দিয়েছিল? আমাদের খাওয়াবার নিয়ম-কানুন তুমি কোন সাহসে অমান্য করলে? তুমি কি জান না যে আমরা বাচ্চাদের টুকরো করা মাছ খেতে দিই? আস্ত মাছ এই রকম সুতো সুদ্ধু ওরা হজম করবে কি করে? তুমি বাহিনীতে ভুক্ত হবার জন্যে কত না অনুনয়-বিনয় করেছিলে! 'দিব্যি' গেলে বলেছিলে যে সব নিয়ম-কানুন তুমি মেনে চলবে! এখন দেখ কি ভয়ানক কাজ তুমি করেছ!"

'সহকারী' ভাসিয়া কোনো কথা না বলে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

না হাসবার চেষ্টা করে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ও ভারয়া একপাশে সরে গেলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে ভাসিয়া অস্ফুটভাবে ক'টা কথা যেন বলল, কিন্তু শুরা তার কোন কথাতেই কান দিল না।

"তোমাকে শিয়াল-বাহিনী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল—যাও!" অনিচ্ছার সঙ্গে ধীরভাবে নিজের অলক্ষ্ণে মাছধরার ছিপটাকে তার পিছনে টানতে টানতে সে চলে গেল—একবার ফিরেও সে তার দিকে তাকাল না। তার অপস্যয়মান চেহারার প্রতিটি রেখার মধ্যেই ফুটে উঠেছিল অপরিসীম মর্মান্তিক বেদনা।

শুরা এবার তার অতিথিদের আদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এগিয়ে এল আনা যাঁর সম্পর্কে এত বলেছিল ইনিই যে তিনিই: অধ্যাপক লোপাতিন আর এই মেয়েটি যে তাঁর পড়ুয়াদের একজন তা সে দেখেই অনুমান করতে পেরেছিল। সে তাঁদের দুজনাকে সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ করল, খাঁচাটার কাছে বেঞ্চের ওপর তাঁদের বসবার জন্যে অনুরোধ জানাল এবং বৈজ্ঞানিক আলাপ-আলোচনার জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিল।

শিয়াল-আগার কেবল যে একটা বেঞ্চিই দখল করে নিয়েছে তা নয়, ছোট্টখাট্ট একটা ঘরও পেয়েছে। এইখানেই শুরা তার দিনপঞ্জী, নিক্তি, কাটা-কুটো করার যন্ত্রটা, চিরুনি, ধুলো ফেলবার পাত্তর: এক কথায় সমস্ত দরকারী জিনিস-পত্তর রেখেছিল। জরুরী প্রয়োজনের জন্যেও ছিল ওষুধ-পত্তর, থারমোমিটার, আর ব্যাণ্ডেজ।

শুরা খুব গর্বিত হয়ে উঠল এইজন্যে যে সে বাচ্চাটার জীবন রক্ষা করেছে এটা অধ্যাপক দেখেছেন। স্নেহ-করুণা কোমল চোখে তার দিকে অধ্যাপক

একবার তাকালেন, তারপর বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করে বললেন, "বাচ্চাগুলো লাল-রঙা হয়ে উঠছে?" হ্যাঁ, তারা লাল হয়ে উঠছিল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে উঠছে। শুরা ও আনা মনে করেছিল যে খ্যাঁক-শিয়ালছানাগুলো দেখতে হবে তাদের বাপের মত কিন্তু সত্যি সত্যিই যেটাকে তার বাপের মত দেখতে হল সেটাকেই তার বাপ খেয়ে ফেলল।

বাচ্চাগুলো ভয়ানকভাবে লাল-রঙা হয়ে উঠছিল। আনা আর শুরাকে সবাই ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগল যেন তাদের দোষেই তীক্ষ্ণ চকচকে ছোট লাল লাল রোমগুলো পুরু কালো চামড়ার ওপর দিয়ে ঠেলে বেরুচ্ছে। এমন একদিন যেত না যখন কেউ না কেউ ঠাট্টা-তামাশা করে জিজ্ঞেস করত: "কি, লাল হয়ে যাচ্ছে তো?"

মুখ ভার করে আনা স্বীকার করত, "হ্যাঁ, ওরা লাল হয়ে যাচ্ছে।"

বিদ্রূপকারী হয়তো বলত, "হচ্ছে তার কারণ এদের কি করে আদর-যত্ন করতে হয় তা তোমরা জান না।"

বাচ্চাগুলো রঙ বদলানোর দরুন শুরা খুব নিরাশ হল কিন্তু আনার মত নয়। খ্যাঁক-শিয়াল রূপালী বা সোনালী তা নিয়ে ছোট ছেলেরা মাথা ঘামায় না। সবচেয়ে দরকারী কথা হচ্ছে যে বাচ্চাগুলো পোষ মেনে গেছে।

অতিথিদের মনের ওপর সে যে দাগ কেটে ছিল তা আরো গভীর করে তোলবার জন্যে শুরা আবার খাঁচার মধ্যে ঢুকল যদিও তার ভেতর তার করার কিছুই আর ছিল না। শিয়াল-ছানাগুলো দৌড়ে তার কাছে এল। ছানাগুলো বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝাঁড়-পোঁছ করা, থাবাগুলো লম্বা সোজা, বেজায় আমুদে—সবই তাদের ত্রিকোনাকার: পা, কান আর ল্যাজ। তারা তার পায়ে গা ঘসতে লাগল, আনন্দে অধীর হয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল আর বেশ খুশিভরে একটা ছোট্ট ডাক দিয়ে উঠল। তারা যে রূপালী শিয়াল-বাচ্চা নয় তাতে শুরার মনে এই মুহূর্তে এতটুকু পরিবর্তন এল না। অতি সাধারণ লাল-রঙওয়ালা শিয়াল-বাচ্চা না হয়ে ওরা যদি আরো দামী জাতের হত তাহলে বাস্তববাদী জাখর পেত্রোভিচ্ নিশ্চয়ই তাদের দেখতে আসতেন। শুরা তার এই খামার-বাড়ি নিয়ে ভারী গর্ববোধ করত। তাঁকে অভ্যর্থনা দেবার জন্যে সে রোজই তৈরি হয়ে থাকত। কিন্তু সভাপতি এলেন না। শুরা অবশ্য জানতে পারল না যে কি কষ্ট এই শিয়াল-বাচ্চাগুলো তাঁকে দিয়েছিল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সেই ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে চারদিকে তাকাতে তাকাতে শুরার কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। শুরা তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের গুরুগম্ভীর ও চিন্তাপূর্ণ উত্তর দিতে লাগল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ টেবিলের ওপর নোট-বইটা দেখতে পেলেন।

"তোমার দিন-পঞ্জী?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

সে ভয়ে কথা বলতে পারল না, ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"দেখি একবার।"

তাঁর হাতে দিন-পঞ্জীটা দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। অধ্যাপক খুব মনোযোগ দিয়ে সেটার সব কিছুই পড়তে লাগলেন। একবার তিনি হেসে শুরা ও ভারয়াকে দুটো সংখ্যা দেখালেন—শুরা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ তারিখে একটা বাচ্চার ল্যাজের মাপ ছিল লম্বায় ২২ সেন্টিমিটার আর ১৭ই তা হল ২১ সেন্টিমিটার। ল্যাজ কুঁচকে যায়নি, কিন্তু শুরা ভাল মেয়ে—মাপ যা হয়েছে সে তাই-ই লিখেছে। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তার সূক্ষ্মবোধের সুখ্যাতি করে বললেন যে এই ধরনের ভুল হওয়া স্বাভাবিক এবং তা মার্জনীয়। জীবিত শিয়ালের ছানা হাতে-করে-ধরা সদা-সর্বদা কোঁচকানো, ঘোরালো, মোচড়ানো ল্যাজটা মাপা বড় সহজ কথা নয়।

"কেন, আমার এই ছাত্রীটিও"—ভারয়াকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে তিনি বললেন, "মাঝে মাঝে এই রকম ভুল করে থাকে।" তারপর একটু ভেবে আশ্বস্তভাবে বললেন, "এক সেন্টিমিটার? তা এরকম ব্যাস-কম হতে পারে।"

ভারয়া কিন্তু ফয়ডর ফয়ডরোভিচের ওপর বেশ চটে গেল। স্কুলের ছাত্রীর সামনে তাকে এরকমভাবে অপদস্থ কেন তিনি করলেন? তার চেয়ে শুরার এ-কাজ করা সহজ কেননা শুরার খ্যাঁক-শিয়ালগুলো বেশ পোষা আর তার শিয়ালগুলো একেবারে বুনো। কিন্তু ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ভারয়ার মনোভাবটা যেন গ্রাহ্যই করলেন না—তিনি আবার দিন-পঞ্জীতে মন দিলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে দিন-পঞ্জী পড়তে দেখা ভারয়ার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছিল। সে ভয়ানকভাবে বিচলিত হলেও সে কিন্তু তা না দেখাবারই চেষ্টা করল। তার কি করা উচিত—দৌড়ে গিয়ে আনাকে ডাকা? সে স্থির করল যে তার তাই করা উচিত।

"এক মিনিট"—এই বলেই সে একেবারে ছুট দিল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ পড়তে লাগলেন। এর মধ্যে সাহিত্যসুলভ কোন বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এটা কিন্তু ছিল একেবারে নিখুঁত। এতে কোন সন্দেহই রইল না যে শুরার প্রতিভা সাহিত্যের চেয়ে জীববিদ্যার দিকে ছিল বেশী রচনা-রীতির দিকে তার নিজ বৈশিষ্ট্য ছিল। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য, সে দিন পঞ্জীতে মন্তব্য করেছিল যে বাচ্চাগুলোকে খাঁচা থেকে "দু-হাত-ব্যবস্থায়" সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। বাচ্চাগুলো এখন বড় হয়েছে বলে সে এক একবার মাঝে মাঝে মা-টাকে বাচ্চাদের মধ্যে যেতে দিত। তার বাচ্চা-গুলোকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ায় মা-টার ছিল বড় রকমের আপত্তি। সেজন্যে নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল: যে চাটাইয়ের ওপর মা-টা শুয়ে থাকত তার শেষ প্রান্তটুকুতে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত—খ্যাঁক-শিয়ালীটা যেই তার মাথাটা ঘোরাত অমনি একটা বাচ্চাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হত।

দিন-পঞ্জীতে আরো লেখা ছিল যে "খাঁচার ওপর কোন লোক উঠলে বাচ্চাগুলো মাথা উঁচু করে তাকে দেখবেই দেখবে।"

খাঁচাটাকে শুরার খুব ছোট মনে হত। সেজন্যে চামড়ার দড়িতে বাচ্চা-গুলোকে বেঁধে সে তাদের বেড়াতে নিয়ে যেত। প্রথম 'বেড়ানো'র বিস্তৃত বিবরণ পাঁচ পাতা ভরে দেওয়া হয়েছে। এতটুকু শব্দ হলেই তারা তাদের শিক্ষিকা'র পিছনে গিয়ে লুকোত। পুলের ওপর দিয়ে গাড়ি যাওয়ার ঘড়ঘড় শব্দ, মোটরসাইকেলের বা বিমানের শব্দ: এমনি ধরনের বড় বড় শব্দ শুনলে তারা ভয় পেত। এই দিন-পঞ্জীর কঠিন মন্তব্য থেকেই বুঝতে পারা গেল যে শুরা তার খামারের কাছে-পিঠে যানবাহন চলাচলের হ্রাস ঘটানো অপরিহার্য বলে মনে করেছিল।

এ কথাও লেখা ছিল যে শিয়াল-বাচ্চারা মুরগীর ছানাদের সম্পর্কে অকারণ আগ্রহ দেখিয়েছিল—এটাকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না, "যদি আমরা মোরগ-আগার নিয়ে কোন গণ্ডগোলে না পড়তে চাই।"

বাচ্চাগুলোর ব্যক্তিত্বেরও বর্ণনা এতে ছিল। শুরার মতে সবচেয়ে বড় বাচ্চাটা বেশ চটপটে ও স্নেহপ্রবণ কিন্তু 'খুব আত্মনির্ভরশীল নয়'। ছোটটি এত উদ্যোগী যে প্রায় 'দুঃসাহসী' হবার মত।

ভারয়া ফয়ডর ফয়ডরোভিচের কাঁধের পাশ দিয়ে দিন-পঞ্জীটা পড়ছিল। এটা তারও ভাল লাগল। একবার তার মনেও হল যে তুলনায় তার দিন-পঞ্জী

কেমন যেন রসকসহীন। এবং অনেক মজার মজার বিস্তারিত বিবরণ তার বাদ দিতে ইচ্ছাও হতে লাগল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ যেন তার দিন-পঞ্জীতে আশ্বস্ত হয়েছিলেন—কারণ যখন শুরা ফিরে এসে বলল, "আনা সেমিওনোভনা আপনার এলাকার পার্টিতে গিয়েছেন আর সম্পাদক এই দিকেই আসছেন।" ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে-চাহনি দেখেই অভিজ্ঞ ভারয়া বুঝতে পেরেছিল যে শুরা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণি-বিদ্যা বিভাগে ভর্তি হবার যোগ্য।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ভারয়াকে বললেন যে প্রাণি-বিদ্যার সংস্থার সভ্যদের সে যে প্রবন্ধ পড়ে শোনাবে তার তথ্য শুরার দিন-পঞ্জী থেকে তার সংগ্রহ করা উচিত। বোঝা গেল প্রবন্ধ-পাঠের পরিকল্পনাটা হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছে কারণ ভারয়া একথা এর আগে কখনও শোনেনি। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করবার কিছু ছিল না সে জন্যে সে শুরার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে বিস্তৃতভাবে আলাপ আলোচনা করতে লাগল।

আলোচনাটি ছিল কৌতূহলোদ্দীপক এবং যে বিষয়বস্তুকে সে তার জীবনের করণীয় কাজ বলে বেছে নিয়েছে—সে-বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভারয়া অনেক তথ্য সংগ্রহের অনেক সুযোগ পেল। এই মুহূর্তে কোন কথা বলতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না। তার মন চাইছিল পার্টিতে ফিরে যেতে। অনেকদিন সে নাচে নি। সেই দ্বৈত-সঙ্গীতে অংশগ্রহণের জন্যে তারা তার ওপর নির্ভর করে আছে। এই বিচার-বোধ তাকে নিজের চোখে ন্যায়সঙ্গত বলেই প্রতিপন্ন করল। সঙ্গীতকে আনন্দ-উপভোগের সামগ্রী হিসেবে নয়—কমসোমল-সংগঠন কর্তৃক তার ওপর প্রদত্ত কর্তব্যের অঙ্গ হিসাবে দেখবার তার অধিকার আছে। আনন্দ উপভোগ বলে কোন বস্তু কি তাকে এত বিচলিত করে তুলতে পারে? কিন্তু তবু সে নিজের জন্যে লজ্জিত। এই পনর বছরের মেয়ে শুরাও পার্টিতে আমন্ত্রিত—কিন্তু সে কি করে এমন শান্তভাবে গম্ভীর কণ্ঠে কথা বলতে পারছে?

সেই সময় একটা মোটর এসে উপস্থিত হল। তার মধ্যে থেকে বেরুলেন জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ এবং আর একজন যাকে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ও ভারয়া এর আগে কখনও দেখেননি। শুরা তাদের দিকে রাগ-ভরা চোখে তাকিয়ে রইল: তাঁরা প্রায় খাঁচাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন!

জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ বললেন, "তাহলে তুমি আমাদের চাঁদে কলঙ্ক দেখতে এসেছ?"

"তুমি এমন কথা বলছ কেন? বাচ্চাগুলো তো বেশ ভালভাবেই বেড়ে উঠছে আর তাছাড়া তাদের ভারও রয়েছে যোগ্য হাতে"—ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ প্রশান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন। "হ্যাঁ, সত্যিই যোগ্য হাত।" কথাটার তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন।

"আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে লাভ নেই। এই যে ইনিই তোমাকে খ্যাঁক-শিয়াল দেখাতে পারেন—ইনি সিজভ, ডন কলখজের সভাপতি।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ভদ্রলোকটির হাতটা আন্তরিকতার সঙ্গে চেপে ধরে বললেন, "আপনার খ্যাঁক-শিয়াল সম্পর্কে এত কথা শুনেছি বলবার নয়। ওগুলো আছে কেমন?"

নম্রভাবে সিজভ উত্তর দিলেন—"বেশ ভালই।"

পাছে জাখর পেত্রোভিচ্ তার কথা শুনতে পায় এমনি শঙ্কাভরা ভঙ্গীতে গলা খাটো করে জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ বলে উঠলেন, "ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, আমি এ নিয়েই তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। এই নিয়ে কিছুকাল আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম: এই অতি সামান্য প্রচেষ্টাকে"—(ইঙ্গিতে খাঁচাটাকে দেখালেন—গুরার গভীর ক্ষোভের কারণ হয়ে) "এঁদের খ্যাক-শিয়াল-আগারের সঙ্গে এক করে দেওয়া। আমরা কি এখন এটা করতে পারি?"

ডনের সভাপতি প্রস্তাব করলেন: "চলুন এখনি আমাদের ওখানে। আমাদের সব জায়গায় তো ইলেকট্রিক আলো, কাজেই অন্ধকার হয়ে গেলেও আমাদের পশু-খামারগুলো আপনাকে আমি দেখাতে পারব'খন।"

"বেশ ভাল প্রস্তাব।" ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তখুনি রাজী হয়ে গেলেন। অনেকদিন থেকেই তিনি ডন পরিদর্শন করবার প্রত্যাশায় ছিলেন।

"ঠিক আছে,"—জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ গুনগুনিয়ে উঠলেন। এখুনি চলুন। অধ্যাপক লোপাতিন আপনার খামার সম্পর্কে সত্যকার অভিমত দেবেন। সম্ভবতঃ আপনি যেভাবে দেখাচ্ছেন এটা ঠিক তত সুন্দর নয়। আমরা যে আকারে পরিকল্পনা করেছি এটা হয়তো ঠিক তার মধ্যে খাপ খাবে না।"

"আমার মনে হয়—এটা নিশ্চয়ই খাপ খাবে—এটা অন্ততঃ হবে প্রারম্ভিক ভূমিকা," সিজভ কথাগুলো বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে অনিশ্চয়তার সুর।

"তাহলে চলুন, আমরা যাই, দেরি করলে আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে আর থ্যাঁক-শিয়ালগুলো তাদের খোঁয়াড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়বে"—ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বলতে লাগলেন। "যাবার পথে হ্রদটাও দেখে যাব। ওটারস্-এর কথা বলেছিলাম মনে আছে? খুব বেশী সংখ্যক এই জানোয়ার এখানে আমরা জন্মাতে পারি। কিন্তু জাখর পেত্রোভিচ্‌কে আমাদের সঙ্গে নিতেই হবে।"

জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন: "ও এখন ব্যস্ত আছে, পরে ওর সঙ্গে আমরা কথা বলব'খন।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সম্পাদকের মনের ইচ্ছা অনুমান করে বলে উঠলেন, "তোমার যা অভিরুচি।" কিন্তু মনে মনে বললেন, "জাখর পেত্রোভিচ, আমি অসহায়। বন্ধুত্ব এক কিন্তু কর্তব্য অন্য। সম্পাদক নির্ভুল, ভুল তোমার। এই থ্যাঁক-শিয়াল-আগারকে এক করে ফেলার ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আমি একজন।"

মোটরগাড়ির দিকে যেতে যেতে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "ভারয়া! শুরয়া! এস যাই!"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সেই মুহূর্তেই তাঁর ছাত্রী ভারয়া বেরিজখোভাকে এই প্রথম বিদ্রোহী হতে দেখলেন।

"ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, আজ রাত্তিরের পার্টির কথা আপনি ভুলে গেছেন? গান-বাজনা? নাচ?"

"ভুলে গেলেন আপনি?" শুরাও তার কথার প্রতিধ্বনি তুলল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সশব্দে হো হো করে হেসে উঠলেন। ডনের সভাপতি কল্পনাই করতে পারেননি যে এইরকম স্বনামধন্য এক অধ্যাপক এমন অট্টহাস্য করতে পারেন।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁর সাদা দাড়িটায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "আরে তাই তো!" হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ ও সিজভ্‌কে সম্বোধন করে তিনি বলে উঠলেন, "উহুঁ! আজ আমরা যেতে পারি না। আমরা আজ নাচ-গানে যাচ্ছি, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে আমরা ডনে যাব।"

যেন একটু নম্র হবার ভঙ্গী করে ভারয়া বলল, "আজকের রাত্রের এই আনন্দ-উৎসবে যদি ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ না আসেন তাহলে ছাত্ররা বড্ড হতাশ হবে।"

জাখর পেত্রোভিচ্ বললেন, "হ্যাঁ, তা বটে!"

ওরা তার পোশাক বদলাবার জন্যে দৌড় দিল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, "ওহে, তুমিও আমাদের সঙ্গে এস না!"

কিন্তু জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে ডনে তাঁকে যেতেই হবে। জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ ও সিজভের মধ্যে পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়ই ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌কে বলে দিল যে পশু-পালন কেন্দ্র এক-করার কাজ অনেকখানিই এগিয়েছে এবং খুব শীগগীরই খ্যাঁক-শিয়াল এবং অন্যান্য ফার-উৎপাদনকারী জানোয়ারদের বৃহদাকারে লালন-উৎপাদন সম্পর্কে তাঁর আশা বাস্তব হয়ে উঠবে।

"চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।" জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ প্রস্তাব করলেন।

কিন্তু ভারয়ার ভয় হল যে তাঁরা ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌কে ডনে নিয়ে চলে যেতে পারেন—তাই অস্ফুটস্বরে বলে উঠল: "বেশী পথ আমাদের যেতে হবে না আর তাছাড়া ও রাস্তাটা মোটরের পক্ষে ভাল নয়।"

সভাপতি যেন রাগে জ্বলে উঠলেন।

"আচ্ছা পাজী মেয়ে তো! ওই মেয়েটাই তো ওঁকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিলে না; আমাদের নাকের ওপর দিয়ে ওঁকে টেনে নিয়ে চলে গেল!"

গাড়িতে উঠতে উঠতে জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ বললেন: "কমসোমল যে একটা বিরাট শক্তি, ভাই—তা স্বীকার করে নিতেই হবে। আর পথের কষ্ট —মনে হয় ওটা যেন আমাদের পাওনা।"

ইতিমধ্যে 'সেই পাজী মেয়েটা' ফয়ডর ফয়ডরোভিচের পিছনে পিছনে দ্রুতপায়ে চলতে চলতে শঙ্কিত মনে বার বার ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল চাকার দাগে-ভরা কাদা-ভর্তি পথের ওপর হোঁচট-খাওয়া গাড়িখানার দিকে।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সবচেয়ে বড় আর নতুন খ্যাঁক-শিয়াল-খামারের স্বপ্নে এমন মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি স্ট্রিমস্ থেকে প্রত্যাগত আরকাদি কোরিনেভের আগমন লক্ষ্য করেননি।

হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ-আলোচনার আওয়াজে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। কার সঙ্গে ভারয়া কথাবার্তা বলছে তা দেখতে পেয়ে খুব অবাক হয়ে গেলেন। যে তরুণ তার সমস্ত সহপাঠীদের কাছ থেকে

নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে এত একক রাখে তার সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে কি এত আলাপ ভারয়ার থাকতে পারে ?

স্পষ্টতঃ কোরিনেভের মধ্যে যে গুণের অভাব ভারয়ার মধ্যে তারই প্রকাশে ফয়ডর ফয়ডরোভিচের সুখ্যাতির অন্ত থাকে না।

শিশু-আগারে লালিত-পালিত এই মেয়েটির মধ্যে এমন গুণ আছে যা তিনি মানবীয় গুণাবলির মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করতেন : অপরের সুখ-দুঃখের সমভাগী হওয়া। তার যে এই গুণ আছে তা সে নিজেই জানত না।

সমষ্টির কল্যাণে ব্যক্তিগত স্বার্থকে সে কি স্বাভাবিক প্রশান্তির সঙ্গেই না বিসর্জন দিত। সাধারণের স্বার্থ তার কাছে ছিল বাতাসের মত স্বাভাবিক। এবং এর অর্থ ও উদ্দেশ্য তার প্রতিটি বন্ধুর ও সমস্ত দেশের কল্যাণে যেন এক ও অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

কমসোমল সভ্য হিসেবে তার বিবেকের নির্দেশানুসারে এবং নিজেকে 'বাইরে থেকে' বিচার বিবেচনা করেই ভারয়া সব কাজ করত। অনেকদিন আগেই ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ এটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং প্রশংসাও করেছিলেন। এবং নয়া মানুষের 'বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম' বলে এটাকে অভিহিত করেছিলেন।—বিপ্লবের প্রধান কাজ এবং সর্বশেষ উদ্দেশ্য হল কমিউনিস্ট সমাজের নয়া মানুষ সৃষ্টি করা : এ ছবিই ছিল তাঁর মনে।

প্রত্যেক বছরে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ এমনি ধরনের শক্তির আধার আরো মানুষ আবিষ্কার করতেন।

তিনি নিজেই তাঁর সবচেয়ে কষ্টকর শ্বাসরোধকারী অনুভূতিগুলিকে নিজ জীবন থেকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলেছিলেন। তিনি এবং তাঁর মত আরো অনেকে : তাঁর সময়কার সবচেয়ে সৎ মানুষদের সোভিয়েত তরুণদের কাছে যেন কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এই ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হয় অর্থ ও সম্পত্তি-লালসা থেকে—ব্যক্তিগত অর্থ ও সম্পত্তি দ্বারা শাসিত জগতে প্রতিভার ও কর্মক্ষমতার অকর্মণ্যতা থেকে ও মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার থেকে। সোভিয়েত তরুণরা জানত যে এই ধরনের ব্যাপার এখনও বর্তমান কিন্তু যারা এইসবের সমর্থন করত অথবা নিজেরাই এসবের আশ্রয় গ্রহণ করত তরুণরা তাদের মনস্তত্বটা ঠিক বুঝে উঠতে পারত না।

সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবনা ও অনুভূতি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল এবং তাদের শিরা-উপশিরায় রক্তের মতই তা তাদের পক্ষে হয়ে উঠেছিল

অপরিহার্য। এই ভাবনা ও অনুভূতির গতি কেবলমাত্র মৃত্যুর দ্বারাই রক্ত প্রবাহের মতই স্তব্ধ হয়ে যেতে পারত।

শ্রমের আনন্দের ওপর, মানুষের শক্তির এবং মানুষের বন্ধুত্বের ওপর তাদের ছিল অকল্পনীয় আস্থা এবং সর্বোপরি ছিল গর্বিত ভালবাসা নিজেদের দেশের ওপর।

তাদের দেশপ্রেমের এবং এর শক্তির ও ন্যায়নিষ্ঠার ওপর আস্থা ছিল অচঞ্চল ও আশ্চর্য রকমের আত্মবোধ-সম্পন্ন। নিজ দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধিই পৃথিবীর অন্য সমস্ত বস্তুর চেয়েও ছিল তাদের নিত্য কামনার ধন। তাদের ব্যক্তিগত সুখ-সমৃদ্ধি তাদের দেশের সুখ-সমৃদ্ধির সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল বলেই তা উপলব্ধি করা যেত।

দু'বছর আগে অধ্যাপক লোপাতিন লোকায়ত্ত দেশগুলিতে পরিদর্শনরত জনমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হয়েছিলেন। বিগত তিরিশ বছরের মধ্যে সোভিয়েত শক্তি এই ধরনের যে সব মানুষদের সৃষ্টি করেছিল এই অভিজ্ঞতাই তাদের সম্পর্কে তাঁকে অধিকতর সচেতন করে তুলেছিল। তাঁর যৌবনকালের কথা তাঁর মনে পড়ল : ঝড়ের ও সংঘাতের সেই দুঃসহ বছরগুলো যখন এককালের অনড় বলে ভাবা সবকিছুই ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল এবং একসময়ে যা মনে হয়েছিল অসম্ভব তাই-ই সম্ভব ও সত্য হয়ে উঠেছিল।

স্বগৃহে তরুণদের তিনি স্নেহকোমল কিন্তু শিক্ষাদাতার সতর্ক দৃষ্টিতে দেখতেন। অতীতকে সদ্য অতিক্রম করে ভবিষ্যতের সামনে মুখোমুখি দণ্ডায়মান জনগণের ওপর বিস্ময় ও প্রশংসায় আকুল হয়ে তিনি তরুণদের আরো গভীরভাবে ভালবাসতে লাগলেন। ভবিষ্যৎ যেন ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়ে তাদের দিকে দুহাত বাড়িয়ে লক্ষ কোটি মুক্ত মানুষকে তার সহায়তা দিচ্ছে। পরিভ্রমণ থেকে ফিরে লোপাতিন যেন ছাত্রদের ওপর আরো বন্ধু-ভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন, পরীক্ষার সময় তাদের কাছে আরো বেশী করে দাবি করলেন এবং তাদের কমসোমল-সভায় ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিতে লাগলেন। যারা নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু করেছে সোভিয়েত জনগণের কাছে শিক্ষা-গ্রহণ করছে তাঁর মন তাদের প্রতি আকুল হয়ে থাকত।

সেই দুঃখভরা সন্ধ্যায় যখন বেলিভেস্কীর দলত্যাগের কথা তাঁকে জানানো হল, তখন চিব্রেতস্ ও গ্রোমাদাকে তিনি সঠিকভাবে বোঝাতে পারলেন না যে কেন এই সংবাদে তিনি এত ভেঙে পড়েছিলেন। তিনি জানতেন যে

আমাদের জনগণ বেলিভেস্কীর উদ্দেশ্য বিচার-বিশ্লেষণ করে তার মনে গোপন অভিসন্ধি বুঝে নিতে সক্ষম। কিন্তু তাঁর বারবার মনে হতে লাগল যে 'সোভিয়েত ছাত্র' ও 'কমসোমল সভ্য' বলতে বোঝায় যে নিন্দাগ্লানিহীন বরণীয় জনগণকে, তাদের কাছেই বেলিভেস্কীর এই আচরণের জন্যে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে।

কোরেনেভের কণ্ঠস্বরে তাঁর ভাবনায় ছেদ এল।

সে বলেছিল, "কলখজ সম্পর্কে যা আশা করা যায় তাই হয়েছে তাদের মধ্যে, অনেকেই এখানে জীববিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছে—কিন্তু জানেন পাশের গাঁয়ে গিয়ে আমি কি দেখলুম? আবিষ্কার করলাম এক মহিলা-কবিকে। সাহিত্য-সংস্থায় এই সম্পর্কে সে ডাকযোগে পাঠ গ্রহণ করছে। একে নিয়ে আমি করি কি?"

ভারয়া বলল, "ইউরা ডজডিকোভের সঙ্গে কথা বল। সেও তো কবিতা লেখে এবং সাহিত্য-সংস্থার সান্ধ্যকালীন ক্লাসের ছাত্রও সে।"

"ওর কথা আমারও মনে হয়েছিল, কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম আগে লিউবার সঙ্গে পরামর্শ করব। কেননা কমসোমলের সেই-ই তো সংগঠক। আর লিউবা বলছে যে ডজ্‌ডিকোভের ওপর ঠিক নির্ভর করা চলে না।"

ভারয়া চতুরভাবে জিজ্ঞেস করল, "তোমার মহিলা-কবি কি দেখতে সুন্দরী?"

"তা আমি কি করে জানব?"

ভারয়া হাসল।

"এতে কিছু আসে যায় না। লিউবা মহিলা-কবির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে কখনো তাকে দেবে না। থাক ভয় পেয়ো না, ও নিজেই ও ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে নেবে'খন।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কোরেনেভ বলল, "তাতে আমি খুশীই হব। সত্যিই আমি জানতাম না যে আমি কি করব।" চলতে চলতেই সে তাই চোখ থেকে চশমাটা খুলে ভাল করে মুছে আবার চোখে পরল।

"আমি এই দিকের কলখজটায় যাচ্ছি।" বলেই সে একটা সরু পথের দিকে বাঁক নিল।

ভারয়া তাঁর পাশাপাশি আসতেই ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জিজ্ঞেস করলেন, "কি নিয়ে তোমাদের আলোচনা হচ্ছিল হে?"

জবাবে ভারয়া তাঁকে এই কাহিনীটা শোনাল: কলখজ-সভ্যদের সঙ্গে কাজ করার জন্যে যে দল গঠন করা হয়েছিল তাতে কোরেনেভকে নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রথমে সে আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু অরেখোভের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর "তার সমাজ সেবার মনোভাবটা জাগল" [নিকিতার ওপর তার অসীম অনুরাগের কথাটা ভারয়া সরকারী ভাষণের আড়ালে গোপন করে নিল]। কোরেনেভ দলের অন্য সভ্যের মতই আন্তরিকভাবে তাদের সঙ্গে কাজ করতে লাগল। কলখজের ছাত্ররা যারা ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ভূতত্ত্ববিদ ইত্যাদি হবার জন্যে ডাকযোগে পাঠ গ্রহণ করছিল—মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অনুরূপ সংস্থার নিয়মিত ছাত্রদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রাখার প্রস্তাবটা সে-ই প্রবর্তন করল। উদ্দেশ্যটাকে অনুসরণ করতে গিয়েই সে মহিলা-কবিকে আবিষ্কার করে ফেলল। ভারয়া আর একবার হাসল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচের মনে পড়ল কি যান্ত্রিকভাবে কোরেনেভ তার চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে মুছেছিল। ছেলেটা একেবারে বাচ্চা কিন্তু চশমা পরা তার এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে সেটা যেন তার জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এটা কিন্তু বড় দুঃখের কথা। তার ওপর ফয়ডর ফয়ডরোভিচের কেমন মায়া হতে লাগল। তার জন্য দুঃখ বোধ করার চেয়ে তাঁর নিজের ওপর তাঁর কেমন লজ্জা হতে লাগল। এ বোধটা এল অকস্মাৎ। ছেলেটার ওপর এমন ভুল তিনি করলেন কি করে? ভারয়ার মতই তার গুণ আছে যদিও ভারয়ার মধ্যে সেগুলোর স্ফূরণ ঘটেছিল অতি দ্রুত। একই বীজ তাদের মধ্যে উপ্ত ও অঙ্কুরিতও হয়েছিল। পূর্ণ পরিণতির সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। প্রয়োজন কেবল সতর্কতার সঙ্গে কর্ষণ করা আর আগাছা থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

ভারয়া ও ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জীববিদ্যাকেন্দ্রে যখন পৌছলেন তখন কনসার্ট পূর্ণোদ্যমে চলছে। লিউবা দৌড়ে ভারয়ার কাছে এসে তাকে টেনে নিয়ে গেল পোশাক বদলাতে। বার্চ গাছগুলির মাঝখানে বাঁধা জোড়াতাড়া দিয়ে তৈরি মঞ্চের ধারে-কাছে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ছাত্র-জনতার মধ্যমণি হয়ে রইলেন। কয়েক মিনিট পরেই মারিনা ও ভারয়া মঞ্চে দেখা দিল। ভারয়ার পরনে গলা-খোলা লম্বা পোশাক। এতে তার গ্রীবাটাকে আরো কোমল ও কমনীয় দেখাতে লাগল। কিন্তু তার কপালের ওপর ঘনিয়ে আসা সেই অদ্ভুত কুঞ্চিত কেশ-বিন্যাসে তাকে কেমন যেন হাস্যকর দেখাতে

লাগল। কিন্তু গান শুরু হতেই তার সেই হাস্যকর চেহারাটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। সে অপূর্ব সুন্দরী হয়ে উঠল। কণ্ঠস্বর ভাবগম্ভীর ও উদাত্ত। এবং সেই ক্ষীণদেহা শান্ত ছোট্ট ভারয়া গান গাইছে এ যেন বিশ্বাসই করা যাচ্ছিল না।

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। তারপরে সজোরে বৃষ্টি নামল। ভারয়া ও মারিনা ধারে-কাছের বার্চ গাছের তলায় আশ্রয় নিয়ে গান গাইতে লাগল। তাদের দু'জনার কণ্ঠস্বর বসন্তকালের দুটি লার্কের মত ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগগনে সুর-স্বপ্নের জাল বুনে বুনে উদাত্ত হয়ে যেতে লাগল।

দর্শকদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

বৃষ্টি থামল না, কিন্তু অনুষ্ঠানসূচীর তাতে কোন ব্যাঘাত ঘটল না।

নাচও হল। মেয়েরা তাদের কাঁধের ওপর বর্ষাতিগুলো টেনে নিল—লাল, সবুজ আর নীল…বার্চগুলির মধ্যে সিক্ত কোটগুলোর অবিরত ঘর্ষণের মধ্যে লণ্ঠনের স্বল্প আলো রঙ-বাছাই শুরু করে দিল।

॥ একুশ ॥

নাচের সময় নিকিতা বর্ষাতি গায়ে, খানা-ঘরের বারান্দায় বসে বসে নাচ দেখতে লাগল। আল্‌লা তার কাছে এগিয়ে এল।

"এই যে নিকিতা।"

"আল্‌লা যে।"

"আমাকে তুমি বসতে বলছ না কেন?"

"বস।"

চিফ-চ্যাফ, গাছের কাছে নিকিতার জন্যে বৃথাই অপেক্ষা করার পর আল্‌লা তার জীবনের প্রথম বিনিদ্র রাত্রি যাপন করল। তার হল কি? কেন সে এল না? বিশ্বাসী নতনম্র প্রশংসামুখর নিকিতাই তো তাকে বিয়ে করবার জন্যে বার বার অনুরোধ করেছিল! এটাকে আর তেমন কৌতুককর বলে তখন তার আর মনে হচ্ছিল না।

অতিথি-বন্ধুদের মধ্যে নিকিতাকে তার অপরিচ্ছন্ন পোশাকের, অশিষ্ট ব্যবহার ও বন্ধুত্বপূর্ণ কৌতুকোচ্ছ্বাসের বদলে কাটা কাটা কথার তীক্ষ্ণ জবাবের জন্যে আল্‌লা লজ্জিত হত। সে তাদের একথাই বোঝাতে চাইত যে নিকিতাকে ভাল লাগলেও তাকে সে ভালবাসে না। নিকিতা অবশ্য এসবের কিছু জানত না কিন্তু একবার তাকে বলেছিল, "তোমার অতিথি-বন্ধুরা থাকলে আমাকে কখনো ডেকো না।"

নিকিতা তাকে চ্যুভাসিয়া সম্পর্কে নানা গল্প করতে ভালবাসত। আল্‌লার বাবার হয়তো এ-কাহিনী ভাল লাগত কিন্তু তার বড় একঘেয়ে বিশ্রী লাগত। নিকিতা তাকে বলেছিল যে শক্তি-কেন্দ্র হওয়ার আগে পর্যন্ত তাদের গাঁয়ে বৈদ্যুতিক আলো ছিল না। বৈদ্যুতিক আলোহীন স্থানটা তাহলে কি বীভৎসভাবে অন্ধকার আর নির্জন ছিল! সে অবশ্য তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল যে সে যতখানি মনে করছে ঠিক ততখানি নিরানন্দ ও বীভৎস ছিল না। নিকিতা তো অন্য পাঁচটা সাধারণ লোকের মত নয়। সে আন্তরিক অনুরাগভরে গান শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যেত। কিন্তু তার মন্তব্যগুলো বাঁধাধরা প্রচলিত পথ ধরে চলত না। "আল্‌লা, শুনছ—নদী কেমন বহে

চলেছে?" কখনো আবার সে বলত, "নিঃসঙ্গ একক মানুষের গান ওটা।" অর্থাৎ তার সব মন্তব্যগুলোই ছিল কেমন যেন অদ্ভুত ও হাস্যকর, তার মন্তব্য পাছে কেউ শোনে এ জন্যে আল্লার বড় ভয় ছিল। একবার যখন তারা দুজনে ট্রিটিয়াকোভ গ্যালারীতে, তখন তাকে ব্যস্ত বিব্রত করে তার জামার খুঁটটায় একটা টান দিয়ে নিকিতা বলে উঠেছিল, "দেখ, দেখ! এটা চমৎকার। নয়?" যেন বিস্ময়কর কিছু সে আবিষ্কার করে ফেলেছে। কিন্তু আসলে ওটা ছিল অতি সাধারণ একটা ছবি—একটা বন, নদীর ওপর একটা পুল। বিশেষত্ব কিছুই নেই। সবাই জানত ছবিটার কথা। কিন্তু আল্লা যখন কথা বলত কি মনোযোগ দিয়েই না সে তার কথা শুনত! প্রায় একেবারে তন্ময়ভাবে। তন্ময় হয়ে কেউ তার কথা শুনলে আল্লার বেশ লাগত। বিশেষ শ্রদ্ধা সম্মান পেতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল: আর আল্লার তা ভালও লাগত। তবে একথা সত্যি যে কখনো কখনো তার সঙ্গে ভিন্নমত হতেও নিকিতা সাহসী হত।

একদিন যে স্মৃতি-মন্থন ছিল কৌতুকাবহ তাই এখন তার অতি প্রিয় ও অতি প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিল। আর 'নিকিতা এল না!' এই ভাবনাই তার অন্য সমস্ত চিন্তাকে ছাপিয়ে রইল। সে তার সাহচর্য কামনা করছিল। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। সে তার মনটা বদলে ফেলেছে। নিকিতা সুকুমার, বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রতিভাবান কিন্তু সে এল না কেন? কেন? হঠাৎ কি? ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাকে নিশ্চয়ই আটকে রেখেছেন। কিংবা তাকে বিয়ে করতে চাওয়া ব্যাপারে সে তার মতটা বদলে ফেলেছে?

তার মনে পড়ল সে-রাত্রে ভারয়াও ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে উঠছিল। সে হাতলটাকে অমন করে খুলে ফেলে দিল কেন? আল্লা খারাপ তো কিছু বলেনি—কেবল সে তার বন্ধুদের কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছিল। এটা সত্যি যে ভারয়ার কোন ছিরিছাদ নেই। তবু পোশাক-আশাক ভালভাবে পরলে তাকে ভালই দেখাবে।

নিকিতা! উদার, প্রশান্ত, নির্ভরশীল নিকিতা! হঠাৎ আল্লা ভাল করেই বুঝতে পারল যে সেও নিকিতাকে ভালবাসে এবং তাকে বিয়েও করতে চায়। জীবনে সে তাহলে সুখীই হবে। সে তার জীবনটাকে মধুর ও উপভোগ্য করে তুলবে। যখন সে তাকে চুম্বন করছিল তখন তার দুচোখে

কি আশ্বাসই না সে দেখেছিল। আর তার ওষ্ঠাধরের সে বঙ্কিম কুঞ্চন। "আমি সব সময়েই তোমার হাসিমুখ দেখতে চাই।" একথা সে তাকে লিখেছিল। তারপর আল্‌লা তার টর্চটা জেলে বালিশের তলা থেকে চিঠিখানা নিয়ে আবার একবার পড়েছিল। তার এই কথাগুলো ছিল শিশুর চাহনির মত অনাবিল ও সূর্য-কিরণের মত সুখ-উষ্ণ। "তোমার বাবা তাঁর অনুমতি দিয়েছেন।" স্পষ্টই বোঝা গেল যে নিকিতা তার বাবাকেও লিখেছিল। তার বাবা নিকিতাকে পছন্দ করতেন। নিশ্চয়ই তা তিনি করতেন; এবিষয়ে কোন কিন্তু নেই।

"আমি চাই সর্বদাই তুমি ·····" ওঃ—আর না। এ সবই ভুল হয়েছে—ভুল বোঝাবুঝি ঘটেছে। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। সে তাকে দিয়ে যা করাতে চায় আল্‌লা তা সবই করবে। তার পাহারা দেবার ভার এলে এবার আর সে দেরি করবে না। পড়াশোনায় আরো বেশি করে সে মন দেবে। একবার সে আল্‌লাকে বলেছিল, "আমি জানি তোমার আঁখি-পক্ষ্ম রেশমের মত কিন্তু তুমি সেগুলোকে একেবারে চটচটে করে ফেলেছ।" ঠিক আছে, সে আর তার আঁখি-পক্ষ্ম ছোঁবে না। সে আরো পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই হবে। তাহলে মেয়েরাও আর তাকে হিংসে করবে না এবং নিকিতাও তাতে খুশী হবে। আসছে-কাল চিফ্-চ্যাফ্ গাছের তলায় আবার তাদের দুজনায় দেখা হবে। আর সে বলে উঠবে: "কি অদ্ভুত সুন্দর তোমার চোখ—আর তোমার আঁখি-পক্ষ্ম একেবারে রেশমের মত।" সে নিকিতার প্রেমে পড়েছে। সত্যিই তাকে সে ভালবেসেছে। সে নিকিতাকে বিয়ে করবে। মস্কোর জীবনে সে অভ্যস্ত হয়ে যাবে—কৌতুকাবহ মন্তব্য করতে এবং নাচতেও শিখবে—এক কথায় সে আর বেরসিক থাকবে না। এমনকি গ্রীষ্মকালে সে তার সঙ্গে চ্যুভাসিয়ায় যাবে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। কেন যাবে না? চমৎকার পিঠ-খোলা একটা পোশাক সে তার জন্যে তৈরি করবে, রৌদ্রস্নান করবে, আর সাঁতার দেবে। তারা দুজনে বনের মধ্যে বেড়াবে। কানের কাছে তার কথাগুলো অবিরত সে গুনগুন করে ফিরবে। তার কণ্ঠস্বর এমন ভাব-গম্ভীর। পুরানো প্রিয় নিকিতা!

সকাল না হওয়া পর্যন্ত নিকিতার কথাই ভাবতে তার ভারী ভাল লাগছিল। সে ইতিমধ্যে তাকে যত কথা বলেছিল আর তার দিকে চেয়ে হেসেছিল; সমস্ত ঘটনাই তার মনে পড়তে লাগল। হঠাৎ সে বুঝতে পারল

যে এতদিন নিকিতার চেয়ে নিকিতা সম্পর্কে অন্য লোকের অভিমতের দিকেই সে দৃষ্টি দিয়েছিল বেশি।

আর তার নিজের অভিমত? কেন সে নিকিতার ওপর এত আকৃষ্ট হয়েছিল? কেন তাকে বার বার দেখতে তার ইচ্ছা হত? কেন তার কাছে থাকলেই নিজেকে তার অভ্রান্তভাবে আরো বেশি বুদ্ধিমতী, ভাল এবং উপযুক্ত বলে মনে হত? সে যে ঠিক এই রকম—নিকিতার এই বিশ্বাসই কি তার কারণ নয়? আর সে ভালবাসত তার নিজ-সৃষ্টি আল্লাকে—যে আল্লার সঙ্গে বাস্তব আল্লার যে কোন মিলই নেই। আর সে তাকে এত গভীরভাবে ভালবাসত যে যখন সে তার কাছে থাকত তখন সে তারই আল্লা হবার চেষ্টা না করে থাকতে পারত না।

আগের দিন কেন সে তাকে 'শাশা' বলে ডেকেছিল? এ ডাক ফার-বোনা দস্তানার মত কোমল আর উষ্ণ।

শাশা ইরতিশশোভা। এই মেয়েটিকেই সে ভালবেসেছিল, যার সঙ্গে কিন্তু আল্লার কোন মিল নেই।

অসংখ্য কথার আর কণ্ঠস্বরে তার কান ভরে গেলেও কেন তার মন চাইছে কেবল তারই কণ্ঠস্বর আর তারই কথা শুনতে? জীবনে এই প্রথম সে ভীত হয়ে উঠল। দুঃখ অনুভব করল। কিন্তু নিজের ওপর তার বিশ্বাস আছে, আস্থা আছে নিকিতার ওপর তার প্রভাবের এবং তার ভালবাসার ওপর।

তার পরের দিন সন্ধ্যায় নিকিতা তার খোঁজে এল না। সেদিন সন্ধ্যায় সে নিজেই গেল তার কাছে এবং জিজ্ঞেস করল তার কি হয়েছে?

তার চোখের দিকে না তাকিয়ে নিকিতা জবাব দিল, "কিছুই না। ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবে দেখেছি আর এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে তুমি আমায় ভালবাস না। আল্লা, তুমি আর আমি একেবারে আলাদা।"

অনেকক্ষণ ধরে শীতে-থাকা মানুষের মত সে কথা বলতে লাগল, সে এত শীতার্ত হয়েছিল যে সে তার ঠোঁট নাড়তেই পারছিল না। সম্পূর্ণ আলাদা? সব সময়েই তাদের মধ্যে ছিল পার্থক্য তবু সে তার প্রেমে পড়েছিল।

কোমলকণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল: "তুমি কি আর আমায় ভালবাসছ না?"

"না, এখনও বাসি—তবে আর বাসব না।"

তার মুখ কঠিন ও দৃষ্টি ভাবলেশহীন। সে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর চলে

গেল। আর এখন, এই নৃত্যোৎসবে আল্‌লা আবার তার কাছে গিয়ে হাজির হল। তার পাশে বসল। তার সঙ্গে সে কথা বলবেই। সে নিশ্চিতভাবে জানত যে যদি সে একবার তার সঙ্গে কথা বলতে পারে তাহলে আবার সব আগের মত ঠিক হয়ে যাবে।

"নিকিতা, তোমার কাছে আমি একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা চাই।"

নম্রকণ্ঠে সে জবাব দিল, "কি সেটা ?" সোজা সামনের দিকে একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল।

"আমি আসছে-কাল শহরে যাচ্ছি। ওরা আমার জন্যে কোন গাড়ি পাঠাচ্ছে না।"

কোন কারণে এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চয় হয়ে সে জবাব দিল, "না, ওরা তোমার জন্যে গাড়ি পাঠাবে না।"

"মেয়েদের জন্যে আমি অনেক বই এনেছিলাম। আর আসছে-কাল ওগুলো আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেই হবে। ওগুলো বড্ড ভারী। ব্যাগটা স্টেশনে বয়ে নিয়ে যেতে তুমি কি আমায় সাহায্য করবে ? মস্কোতে অবশ্য আমি তোমায় কষ্ট দেব না ; আমি ওখানে একটা ট্যাক্সী করতে পারি।"

"ঠিক আছে"—নিকিতা জবাব দিলে, "বইগুলো স্টেশনে নিয়ে যেতে আমি তোমায় সাহায্য করব'খন।"

সেদিন সারা সন্ধ্যাটা ধরে নিকিতা যেন তার হাসির শব্দ শুনতে পেতে লাগল। সঙ্গীতমুখর বেপরোয়া তার হাসি। অতি উজ্জ্বল রঙের বর্ষাতি গায় দিয়ে তাকে সে নাচতে দেখল, অন্যের সঙ্গে গলা মিশিয়ে তাকে গাইতে শুনলে। তার মনটা পাখির পালকের মত হালকা হয়ে গিয়েছিল। স্টেশনে যাবার পথটা অনেকখানি—সবশুদ্ধ কুড়ি কিলোমিটার। পথে তারা দুজনে কথা বলবে। সে তার ব্যাগে দু'তিনটে বই ভরে নেবে—নিকিতা কেন এত বড় একটা বোঝা বইবে ? এতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তাহলে তার কথা মন দিয়ে সে শুনতে পাবে না। তার সমগ্র দৃষ্টিকে তার পাওয়া চাই-ই। সে তার বর্ষাতিটা নিয়ে যেতে ভুলে যাবে আর নিকিতা তার প্রকাণ্ড সবুজ রঙের বর্ষাতিটা তার গায়ে ভাল করে জড়িয়ে দেবে। তারা যখন দুজনে বনের ভেতর দিয়ে হাঁটবে নিকিতা তখন তার চোখের দিকে সেই আগের মত বিশ্বাসভরা অনুরাগদৃষ্টিতে কোমলভাবে তাকাবে। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আল্‌লা এত উঁচু গলায় গান গেয়ে উঠল যে অন্য সকলের কণ্ঠস্বর

ছাপিয়ে তার গলা শুনতে পাওয়া গেল। একই সঙ্গে সে হাসতে এবং গান গাইতে লাগল। নিকিতা উঠে পড়ে নদীর দিকে এগিয়ে গেল।

সে একা থাকবার আশা করেছিল কিন্তু দেখল নাচের হলের চেয়েও সেখানে লোকের ভীড় বেশি। যে উইলো গাছটা জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে তারই তলা থেকে মেয়েলী গলার ছুটো কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কণ্ঠস্বর ছুটো মারিনা ও ভারয়ার। ঝিরঝিরে বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ওরা ছুজনে ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। আজকের এই সন্ধ্যায় তাদের গলা এত ভাল ছিল যে তারা তাদের গান বন্ধ করতে পারলে না। আর এখানে এই জলের ধারে তাদের কণ্ঠস্বর অদ্ভুত পরিষ্কার ও সুন্দর শোনাতে লাগল। নিকিতা চলতে চলতে হঠাৎ থামল, কান পেতে শুনল এবং চারদিকে তাকাতে তাকাতে অন্ধকারের দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইল। তারপর আবার সে চলতে লাগল। মারিনা ও ভারয়ার গানের শেষ চরণে পৌঁছেছিল: "এই অন্তহীন উপত্যকা যায় মিলিয়ে ....."

মারিনা ফিসফিসিয়ে বললে, "জান, এ গানখানা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের লেখা। আমি গেল-কাল একটা মজার কথা শুনলাম: প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগীয় যাছুঘরের জানালার গোবরাটের ওপর বসে বসে লারমনটভ কবিতা লিখতেন। শহরে গেলে আমি তোমায় ওটা দেখিয়ে আনব'খন। ওখানে বসতেন আর লিখতেন—ভাব একবার! লারমনটভ!"

ভারয়া হেসে উঠল, "ওই জানলাটা ইউরাকে তোমার দেখাতেই হবে। সম্ভবতঃ প্রেরণা পাবার পক্ষে এটা তাকে সহায়তা দিতে পারে।"

"বচনবাগীশ কুঁড়ের বাদশা ও!"

"আইভান ওস্তাপোভিচ্ বলেন যে বয়েস অল্প বলেই ওর বিপদ: ওকে সময় দাও। ও ঠিক বেড়ে উঠবে। আর সেও বলে, আমি তো একেবারে নাবালক। তিনি তোমার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞেস করেননি।"

মারিনা কতকটা অসংলগ্নভাবে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "আইভান ওস্তাপোভিচ্ আবার শহরে ফিরে গেছেন?"

"হ্যাঁ, গেল-কালই ফিরে গেছেন।" ভারয়াও ফিসফিসিয়ে জবাব দিল।

চারদিকে যেখানে কালো জল আর কালো লতাপাতার সমাবেশ এই ধরনের অলৌকিক পরিবেশের মধ্যে ফিসফিসানির পর্দা ছাড়িয়ে কথা বলাটা যেন অন্যায় বলে মনে হল।

"গেল-কাল ? আমি তো ভেবেছিলাম তুদিন আগে।"

"না, গেল-কাল।" ভারয়া নীরব হয়ে গেল। মারিনাও।

আস্তে বন্ধুরা আস্তে, কোন শব্দ কর না। নির্বাক হয়ে বস। শান্তি তোমার কাছে আসুক : এই প্রত্যাশা কর! সতর্ক প্রতীক্ষা ছাড়া আর তো তোমরা কিছু জান না। আর আশঙ্কা করছ। তা যদি একেবারে নাই-ই আসে তাতে কি ? অগ্নিশিখা এত ক্ষীণ আর কম্পিত। নীরব হয়ে থাক। চিন্তাহীন শূন্য-গর্ভ অস্থির কথায় কত সহজে একে নিভিয়ে দেওয়া যায়! নীরব হয়ে থাক।

তোমরা তুজনেই গর্বিত। তা না হয়ে উপায় নেই। একইভাবে এগিয়ে যাও। নয়ন থেকে নয়নে। স্মিত হাসি থেকে স্মিত হাসিতে। হঠাৎ একবারের দেখা হতে পরবর্তী দেখা হওয়ায়। ইতিমধ্যে ভয়ে কাঁপ, লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠ, ভ্রূকুটিভরে কপাল কুঞ্চিত কর—আর নীরব হয়ে থাক। না হয়ে উপায় নেই। তোমরা তুজনেই গর্বিত।

বৃষ্টি ধরে এল। সম্ভবতঃ বেশিক্ষণের জন্যে নয় কেননা তখনও আকাশ মেঘভারানত। ভিজে ঘাসের গন্ধ ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল। ডালপালা থেকে টুপটাপ করে জল ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। শুধু এই শব্দটাই নীরবতা ভঙ্গ করছিল।

ইউরা আর লিউবা কোন কিছু লক্ষ্য না করেই অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, নিকিতা তাদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ইউরার পাশে লিউবাকে বড় বেশি ছোট আর শান্ত দেখায়—তাকে ঠিক লিউবা বলে চেনা যায় না। বিরক্ত হয়ে নিকিতা ঘুরে দাঁড়াল এবং ছাত্রাবাসের দিকে এগোতে লাগল।

যা সে ভেবেছিল ঠিক তাই! ইউরা নিজে আনন্দে মত্ত আর এদিকে বাচ্চাগুলো না খেয়ে রয়েছে। নিকিতা তাড়াতাড়ি বাচ্চাগুলোর দিকে এগিয়ে গেল—সবগুলোই বেঁচে আছে। বিড়াল যে তাদের খেয়ে ফেলেনি নেহাত দৈবতুর্ঘটনা। যখন তাদের খাওয়াতে শুরু করেছে তখন সবেগে ইউরা ঘরে এসে ঢুকল।

"ওদের খাওয়াচ্ছ, অনেক ধন্যবাদ! আমার আর সিগারেট নেই।"

ইউরাকে তার কেমন যেন আজ একটু বিরক্ত বিরক্ত বলে মনে হল। তবু রাগ করে নিকিতা বলে উঠল, "তোমার বাচ্চাগুলোর যে খিদে পেয়েছে।

এদের দেখাশোনার ভার তোমার না নেওয়াই উচিত ছিল। এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু কর, আর—"

ইউরা যেন ফেটে পড়ল।

"আমি জানতে চাই আমার কাছ থেকে আর কি তোমরা চাও? পনেরো দিনের মধ্যে এই প্রথম আমি একটু বাইরে বেরিয়েছি। সারাটা দিন ধরে মাপ নিয়েছি, ওজন নিয়েছি আর নকশা টেনেছি। ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্না আমাকে দিয়েছেন হাজারো কাজ। খাওয়ান কাজটা খারাপ নয় কিন্তু অবিরত মিলিগ্রামস আর মিলিমিটারস্ গুনে খাওয়ান কেউ সহ্য করতে পারে না। আর এটার দরকারই বা কি তা আমি জানতে চাই।"

নিকিতা হেসে উঠল। বিশ্রী হাসি। ইউরার আবার চলে যাওয়াকে অসম্ভব করাই এর লক্ষ্য। সে তো বেরিয়েছে আর ও হাস্থক গে যাক!

"তুমি কি জান যে আমরা পাখিদের বাসা-বদল করা নিয়ে গবেষণা করছি?"

"তাহলে?" ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ইউরা জিজ্ঞেস করল।

"তাহলে—তোমার কাজটাই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বাচ্চাগুলোকে বাসা-বদল করতে যাচ্ছি। তোমার বোঝা উচিত একটা বাচ্চাকে কতখানি যত্ন নিতে হবে আর এটা স্বাভাবিকভাবে বাড়বে তা জানা আমাদের পক্ষে কতখানি দরকার। তোমার কাজটা আমাদের পরিকল্পনার একটা অংশ। একটা বিবরণী লিখে দেবার ভার তোমার। নিজের পায়ে যাতে দাঁড়াতে পার সেজন্যে তোমাকে একটা স্থযোগ দেওয়া হচ্ছে আর তুমি সে স্থযোগ নিচ্ছ না। তুমি যদি সাবধান না হও তাহলে ছানাগুলোকে আমরা এখান থেকে নিয়ে চলে যাব। এদের দেখবার জন্যে যথেষ্ট লোক পাওয়া যাবে।"

ইউরা কোন কথা বলল না। কথাগুলোতে কাজ হয়েছে বলে মনে হল।

নিকিতা নরম হয়ে এল।

"তোমাকে আর বেশিদিন কষ্ট করতে হবে না—এরা ক্রমশঃই বড় হয়ে উঠছে।"

সানন্দে বাধা দিয়ে ইউরা বলে উঠল, "এরা উড়তেও পারে। এই দেখ।"

বলেই যে-খাঁচাটাতে বাচ্চাগুলোকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল সেই দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। তাদের একটাকে তা থেকে বার করে এনে

সাবধানে বিছানার ওপর ছেড়ে দিল। বাচ্চাটা সাহসভরে তার ডানাটা কবার নাড়ল কিন্তু তখুনি ক্লান্ত হয়ে ইউরার হাতের ওপর বসে পড়ল এবং ইউরার হাতের কল্পিত একটা দাগের ওপর পরিশ্রম সহকারে খুঁটতে শুরু করে দিল। নিকিতা তাকে একটা ফড়িং খেতে দিল। ছানাটা সেটাকে ঠুকরে খুঁটে তুলে নেবার একবার উদ্যোগ করেই সে তা সামলে নিল—কিন্তু কষ্ট করে খুঁটে তোলার দরকারটা কি? তার চোখ দুটো অর্ধেকটা বুঁজে, ঠোঁট দুটো ফাঁক করে সে মস্ত একটা হাঁ করল, যেন ফড়িংটাকে ভেতরে চলে আসবার আমন্ত্রণ জানাল।

নিকিতা হেসে উঠল: "বাচ্চা হা-ঘরে কোথাকার! ধেড়ে পাখি অথচ বাচ্চার মত গিলিয়ে দেবার আশায় আছে! এর ওজন কখন নিয়েছিলে?"

"গেল-কাল।" বাচ্চাটাকে খাঁচার ভেতর পুরে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ভয়ানকভাবে বিরক্ত হয়ে যে-ড্রয়ারের ভেতর মাপজোখের ও ওজন করার জিনিসপত্তর ছিল সেটা ধরে সবলে টানাটানি করতে লাগল। কিন্তু এটা চাবিবন্ধ ছিল। নিকিতা হাত দুটো মাথার তলায় রেখে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল। তার ভয় দেখানোতে কোন ফলই হল না দেখে সে বড় নিরুৎসাহিত হল।

আবার প্রেম অভিসারে চলল। সুখী ছোকরা, ইউরা! সবই তার কাছে সহজ ও সাধারণ। সম্ভবতঃ এর আগে সে কখনো ভালবাসেনি বলেই কি এমনটা হয়েছে?

ক্যাঁচ করে দরজাটায় এক শব্দ হল।

"আরে, ভেতরে যাও, ভেতরে যাও!"

ইউরার গলা।

নিকিতা তার মাথাটা ঠিক তুলল না—কথা বলবার তার ইচ্ছা নেই।

"ও ঘুমোচ্ছে,"—লিউবা ফিসফিসিয়ে উঠল।

"তোমার রাগ করা ঠিক নয়। ব্যাপারখানা ভাব একবার, প্রাণিতত্ত্ব-সংস্থায় একটা বিবরণী আমাকে পাঠাতে হবে! এ-কাজ ছাড়া পাখি বাসা-বদল করার গবেষণায় এই দল এক পাও এগুতে পারবে না। আমি বাচ্চাগুলোকে ওজন করি আর তুমি ফলাফলটা লিখে রাখ। সাবধান কিন্তু, ভুল যেন না হয়। তাহলে শুরু করি আমরা?"

"খুশী হলাম যে তারা আমাকে নিঃশেষ হবার মুখে দেখতে পেয়েছে—কিন্তু তুমি, আইভান ওস্তাপোভিচ্ ?"

"আমিও তাই। অবশ্য আপনার সঙ্গে তুলনাই হয় না"—গ্রোমাদা সগর্বে জবাব দিল।

"আর তারা তোমার কি করেছে ?"

"সরকারীভাবে আমাকে ধমকানি দিয়েছে। ভীষণ ধমকানি। নিজেকে শুধরে নেবার শাসানিও দিয়েছে।"

" 'তোমার' অপরাধগুলো কিভাবে তালিকাভুক্ত করেছে ?"

যতি-বিরতি বা কোনরকম স্বরভঙ্গী না করে একই স্বরে কঠিন গলায় গ্রোমাদা তার অভিযোগগুলো ঘোষণা করে যেতে লাগল। অনেক কষ্টে সে এগুলো মুখস্থ করে এসেছিল :

" 'কমরেড—গ্রোমাদা দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র-সংস্থার সম্পাদকের পদাধিকারের সুযোগ নিয়ে ছাত্র-সমাজকে ভুল পথে নিয়ে গেছে এবং কোন এক সভায় বিবরণী-পাঠের পর আলাপ-আলোচনা ভুল পথে পরিচালনার দ্বারা প্রাণিতত্ত্ববিজ্ঞানের অতুলনীয় তথ্য ও কার্যধারার ওপর কলঙ্ক লেপন করেছে' —এই ধরনের ছাত্র আমি।" সে তার কথা শেষ করল।

"ওদের ফলের মাছির প্রশংসা করনি বুঝি ?"

"না, করিনি।" তাঁরা দুজনেই হেসে উঠলেন। সে-রাত্রে যে তাঁরা হেসেছিলেন একথা কেউ তাঁদের পরে বললে তাঁরা তার কথা বিশ্বাসই করতেন না।

"আর চিব্রেতস-এর কি হল ?"—লোপাতিন জিজ্ঞেস করলেন।

"তাঁরও বরখাস্তের হুকুম-নামা তৈরি করা হয়েছে—আমি তা নিজে দেখে এসেছি।"

"তাহলে আমাদের সবাইকেই ফাঁদে ফেলা হয়েছে।"

গ্রোমাদা বলল, "চিব্রেতস্কে ছেঁটে ফেলা বড় শক্ত। বিজ্ঞান-শাখার পার্টিব্যুরোর উনি সম্পাদক। কাজেই জেলা-পার্টি কমিটির অনুমোদন দরকার এজন্যে। এত সহজে ওঁরা ওঁকে ত্যাগ করবেন না।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বললেন, "আইভান ওস্তাপোভিচ্, তুমি আর আমি শুরু করব তো ওইখান থেকেই। জেলা-পার্টি কমিটি আমাদেরও ত্যাগ করবে না। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টি কমিটিও আমাদের সহায়তা দেবে।"

লোপাতিন আজকে সম্পূর্ণ শান্ত। "কিছু খেয়ে শুয়ে পড়। আসছে-কাল আমরা শহরে যাব।"

খানিক চুপ করে থাকার পর গ্রোমাদা লোপাতিনের আরো কাছে সরে এল।

"ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে শেষে সবাই ঠিক হয়ে যাবে। এটা সবে আগস্ট মাস। নতুন ছাত্রদের আমাদের বেছে-বুছে নিতে হবে। শিগ্গীরই নতুন করে পড়াশোনা শুরু হবে। অপেনাকে ছাড়া আমাদের চলবে কি করে? আপনাকে বাদ দিয়েই বা বিশ্ববিদ্যালয় চলবে কেমন করে?"

লোপাতিন সরলভাবে বললেন, "আমাকে ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় চলুক এ আমি চাই না। বড় মায়ায় পড়ে গেছি। এটা আমার প্রাণের গভীরে চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আমি বাঁচব না—বুঝেছ আইভান? বাঁচতে পারি না আর বাঁচতেও চাই না। এ-কথা মনে রেখ। আচ্ছা এখন শুয়ে পড়।"

ঘুমোবার জন্যে তিনি খুব ব্যস্ত তা দেখাবার জন্যে লোপাতিন আলোটা নিভিয়ে দিলেন। পরনে যে পোশাক ছিল তাই সুদ্ধই তাঁরা শুয়ে পড়লেন যেন রেল স্টেশনে ট্রেনের আশায় আছেন। গ্রোমাদা মেঝের ওপর ভেড়ার চামড়ার জামা পরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। লোপাতিন অনেকক্ষণ ব্যর্থভাবে বকাবকি করে বিছানার ওপর শুয়ে পড়লেন। দুজনেই নীরব হয়ে রইলেন। প্রত্যেকেই আশা করতে লাগলেন যে অন্যে আগে ঘুমিয়ে পড়বে।

গ্রোমাদা বৃদ্ধ মানুষটির শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ার শব্দ শুনতে পেল। বোঝা গেল তিনি সুস্থ আছেন। চারিদিক এত নীবব-নিথর যে গ্রোমাদার মনে হল যে সে লোপাতিনের হৃদ্স্পন্দনটুকুও শুনতে পাচ্ছে। স্পন্দনটুকু খুব তাড়াতাড়ি আর খুব জোরে হচ্ছে না? কিন্তু পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারলে যে তার হৃদ্স্পন্দনটা খুব দ্রুত আর সজোরে হচ্ছে। এই রকম নীরব-নিথর স্তব্ধ মুহূর্তে গ্রোমাদা পরিপূর্ণভাবেই উপলব্ধি করতে পারল যে বুড়ো মানুষটিকে সে কি ভালটাই না বাসে আর এই মানুষটার মধ্যে জরার কোন লক্ষণ দেখলে কি ভয়ই না তার হয়। অন্ধকারের মধ্যে আরো পরিষ্কার স্পষ্টভাবে সে মনশ্চক্ষে দেখতে পেল লোপাতিনের কুঞ্চিত কুশলী হাতদুটো তাঁর চোখ দুটোর তলায় কোমল কুঞ্চনটুকু আর তাঁর স্মিতহাসিটায় অতিক্ষীণ ক্লান্তি। গ্রোমাদা শুয়ে শুয়ে নীরবে ভাবতে লাগল, তার সঙ্গীকে জাগাতে তার ভয়

হল। অমূল্য মানুষ! অদ্ভুত মানুষ—নিজ সম্পর্কে নিস্পৃহ কিন্তু অপরের বেলায় ব্যগ্র-ব্যাকুল—নিজের জন্যে তাঁর কাম্য কিছুই নেই শুধু সাদামাটা বিছানা আর বই ছাড়া—কিন্তু স্বদেশের জন্য তিনি কামনা করেন সব কিছুই। দেশের উন্নতির জন্য সব সময়ই নিত্য নতুন পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ঘুরছে। এই সেদিন ফারগাছগুলোকে উর্বরা করবার কথা তিনি বলছিলেন। পাঁচ বা সাত বছরে মাত্র একবার ফারগাছে শঙ্কু হয়। বছরের এই সময়ে অরণ্য ভরন্ত-পুরন্ত হয়ে ওঠে: ভরে ওঠে কাঠবিড়ালীতে, বন-মুরগীতে, ইঁদুরেতে আর ইঁদুর-খেকো জন্তুতে! এক কথায় অরণ্য যেন জেগে ওঠে। বছরের বাকি সময়ের মধ্যে সব কিছুই থাকে নীরব নিথর স্তব্ধ। আপনি নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্ শ্যারভ, একে বলেন 'গড়পড়তার কানুন'। কিন্তু লোপাতিন এই কানুনকে অস্বীকার করেন। তাঁর বিশ্বাস যদি শূন্যমার্গ থেকে ফারগাছ-গুলোকে উর্বরা করা যায় তাহলে তাদের শঙ্কুগুলো খুব তাড়াতাড়িই হবে। আর তা যদি হয়, তাহলে 'গড়পড়তার কানুন' ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। একদিন গোপনে লোপাতিন গ্রোমাদাকে বলেছিলেন, "আমি নিজেই এখানেই এই জীববিদ্যাকেন্দ্রে দশটা ফারগাছকে উর্বরা করবার চেষ্টা করেছিলাম।" তিনি নিজেই তাকে সঙ্গে করে সেগুলো দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। শঙ্কুতে গাছ-গুলো একেবারে ভরে গিয়েছিল। অন্য গাছের সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না। পরের বছরে তাদের দেখতে কেমন হবে?

হঠাৎ গ্রোমাদা ছন্দময় শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পেল। লোপাতিন ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজকে যদি ওঁকে কেউ বলত যে ফারগাছগুলোকে উর্বরা করে তোলার চেষ্টা মিথ্যা হয়েছে অথবা বারগুইজিন সেবেলকে উরালের আবহাওয়ার উপযুক্ত করা গেল না তাহলে উনি ঘুমোতেই পারতেন না। আর এখন উনি ঘুমিয়ে আছেন। নিজের জন্যে উনি কেন ব্যাকুল হয়ে উঠবেন যখন তাঁর সমস্ত সত্তা, তাঁর ভাবনা-চিন্তা, তাঁর মহান প্রোজ্জ্বল আত্মা তাঁর দেশের সঙ্গে একত্রীভূত হয়ে গেছে?

হালকা দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার বাইরে অনিশ্চিতভাবে তা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই জেগে বিছানার ওপর উঠে বসে লোপাতিন চিৎকার করে উঠলেন: "কে ওখানে?"

হাঁফাতে হাঁফাতে কে যেন ফিসফিসিয়ে সাড়া দিল: "আজ্ঞে আমি।"

গ্রোমাদা দরজাটা খুলল। আলোটা জালল। দরজার গোড়ায় ভেরা ভাসিলিয়েভনা দাঁড়িয়ে—তাঁর মাথায় একটা শাল জড়ানো। বিস্ফারিত চোখ! নির্বাক। তাঁর ভয় হচ্ছিল যদি তিনি একবার কথা বলেন তাহলে তিনি তাঁর কান্না সামলাতে পারবেন না। তিনি ছিলেন লোপাতিনের উপযুক্ত ছাত্রী—নিজেকে কাঁদতে দিতে জানেন না। আর তিনি জানতেন যে লোপাতিন কান্না সহ্য করতে পারেন না।

তার দিকে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে লোপাতিন বললেন, "ভেরোচ্‌কা —কি ব্যাপার ?"

তিনি গ্রোমাদার পা মাড়িয়ে বিছানার একধারে বসে পড়লেন। একবার কথা বলার চেষ্টা করলেন। তারপর আর নিজেকে সামলাতে না পেরে লোপাতিনের কাঁধে মাথাটি গুঁজে তিনি কাঁদতে লাগলেন। সাহসী মানুষেরা যারা কখনো কদাচিত কাঁদে: তাদের চোখেই দেখা দেয় ক্ষুব্ধ অসহায় অশ্রুজল।

"আমি এইমাত্র ডাকঘর থেকে আসছি······বাড়িতে ফোন করবার জন্যে ওখানে আমি গিয়েছিলাম। আমার স্বামী বললেন যে কয়েকজন ছাত্র তাঁর কাছে এসেছিল—তারাই তাঁকে বলেছে যে বিজ্ঞান-শাখার প্রধানকে ·····"

ভেরা ভাসিলিয়েভনা যেন নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁর হাতের মুঠো আর শালের ফাঁক দিয়ে উঁকি-দেওয়া কেশগুচ্ছ দিয়ে তাঁর চোখের জল মুছতে লাগলেন। চোখের জলে মাথার চুল ভিজে গিয়েছিল।

গ্রোমাদা ভাবতে লাগল যে লোপাতিন হঠাৎ যদি বাঘের মুখোমুখি হতেন তাহলেও তাঁকে এত নিষ্প্রভ দেখাত না।

অস্ফুটস্বরে তিনি বলে উঠলেন, "ভেরোচ্‌কা, থাম, চুপ কর ভেরোচ্‌কা। কেন, তুমি তো কখনো কাঁদনি—এমন কি ছেলেবেলায় ছাত্র বয়সেও নয়।" তারপর তিনি তাঁর পিছনে বিছানার ওপর যে তোয়ালেটা ঝুলছিল সেটাকে সবলে টেনে নিয়ে তা দিয়ে তাঁর মুখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

ভেরা ভাসিলিয়েভনা চেষ্টা করে নিজেই নিজেকে সামলে নিলেন।

"আমি চলে যাব। আমরা সবাই চলে যাব। ওইরকমই একটা ভীমরুলের চাকের মধ্যে আপনাকে বাদ দিয়ে আমরা যেন কাজ করতে পারব! মাছির বাসা!" নিজের কথাটা শুধরে নিয়ে সে রাগতভাবে বলে উঠল।

লোপাতিন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন, "ভেরা, নিজেকে তুমি শান্ত কর।"

আর এক পশলা অশ্রুবর্ষণের ভয় তিনি ভয়ানকভাবে করছিলেন কিন্তু ভেরা ভাসিলিয়েভনা আর কাঁদলেন না।

"তাহলে আমাকে বিদায় নিতে হবে!" তিনি বললেন, "এত বুড়ো বয়সে এমন ছাত্র-ছাত্রী, এমন বন্ধু-বান্ধব আর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আমি কি করে যাব?" সান্ত্বনাচ্ছলে ভেরা ভাসিলিয়েভনার মাথায় আস্তে আস্তে চাপড় মারতে লাগলেন। "সেই আগের মত যেমন ছিলে তুমি প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী—তেমনিই আছ—এতটুকু বদলাওনি।"

"আমি কিন্তু তখন কাঁদতাম না"—ভেরা হাসবার চেষ্টা করতে করতে বললেন এবং হাসলেনও। "অধ্যাপক শ্চারভও চলে যাচ্ছেন, ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্!" গ্রোমাদা সন্দেহের ভঙ্গী করে মাথা নাড়তেই ভেরা ভাসিলিয়েভনা যেন তার ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, "মাত্র দুবছর তুমি যখন তাঁকে জান, তখন কেন তুমি তাঁর সম্বন্ধে রায় দিয়ে বসে থাকবে? পৃথিবীর সবচেয়ে সৎ ও সুন্দর মানুষ তিনি! আর কত বড় বৈজ্ঞানিক! তাই নয় কি, ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্? গ্রোমাদা, তাঁকে বিচার করার যোগ্যতা তোমার নেই। শ্চারভ শুমশ্‌কির কবলে পড়ে গেছেন কারণ তিনি চতুর নন। বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ মানুষদের সুখ্যাতি করেন তিনি, শুমশ্‌কি জানেনও অনেক। তিনি সব কিছুই পড়েন, চার-চারটে ভাষা জানেন আর সেই জন্যেই শুমশ্‌কির ওপর তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। গ্রোমাদা, তুমি এখনও বুঝতে পারবে না যে মানুষকে যত কম জানা যায় তাকে বিচার করবার সময় তত বেশি সতর্ক হওয়া উচিত। শ্চারভ সম্পর্কে ঠিক কথাই আমি বলছি, ঠিক বলিনি, ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্?" আবার তিনি এমন তারুণ্যভরা বিশ্বাসদীপ্ত চোখে লোপাতিনের দিকে তাকালেন যে গ্রোমাদা বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে সমস্ত বিজ্ঞান-বিভাগ যে ভেরা ভাসিলিয়েভনার ভয়ে কাঁপত—ইনি তিনিই।

শান্ত স্বরে আধো-ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে লোপাতিন বললেন, "ভেরোচ্‌কা, পথে আমরা যাতে কিছু খেতে পাই এমন কিছু তুমি বরং তৈরি করে দাও। সকালেই আমরা শহরে যাচ্ছি।" গ্রোমাদা তাঁর চোখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারল শ্চারভ সম্পর্কে লোপাতিনের যেটুকু শোনবার দরকার ছিল—সেটুকুই ভেরা ভাসিলিয়েভনা তাঁকে শুনিয়েছে।

পাইপটা টেনে নিয়ে লোপাতিন দেখতে লাগলেন ভেরা ভাসিলিয়েভনা সঙ্গিনীহীন বাসস্থানকে কি করে সুশৃঙ্খল করে তুলছেন। কয়েক মিনিটের

ভেতরেই পরিষ্কার ঢাকনায় টেবিলটা স্থচারু হয়ে উঠল। ইলেকট্রিক স্টোভের ওপর একটা অম্‌লেট হিস্‌হিস্‌ গুঞ্জন তুলতে লাগল। অকল্পনীয় উপায়ে ধুলোর রাশ কোথায় মিলিয়ে গেল আর বইগুলিও তাদের নিজস্ব জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

"চমৎকার!" তিনি বলে উঠলেন।

ঘাড়ের পাশ দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভেরা ভাসিলিয়েভনা জিজ্ঞেস করলেন, "কি?"

"যে-কোন জায়গাকে আরামপ্রদ করে তোলা ব্যাপারে তোমার আশ্চর্য দক্ষতা। যে অবস্থাতেই হোক না কেন এটা করতে তোমার লাগে মাত্র পাঁচ মিনিট। তোমার মধ্যে এমন উত্তাপ মনে হয় যে তুমি নিজেই যাদুমন্ত্রবলে উত্তাপ উদ্গীরণ কর।"

ভেরা ভাসিলিয়েভনা হাসলেন: "সেই উত্তাপকে আপনি কতদূর ছড়িয়ে দেন তা কি আপনি জানেন? ওহো, আপনার কোন ধারণাই নেই। বসুন, বসে কিছু খেয়ে নিন।"

তাঁরা দুজনে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় লোপাতিন এক মুহূর্তের জন্যে থামলেন: হাত বাড়িয়ে ভেরা ভাসিলিয়েভনাকে কাছে টেনে নিলেন যেন তাঁর কণ্ঠের কঠোরতাকে সমঝে দেবার জন্যে:

"শোন ভেরা, যদি স্বল্পকাল আমি না থাকি তুমি যেন চলে যেও না। বুঝেছ? কাউকেই যেতে হবে না। নিজের তেজ দেখানো নয়—বিজ্ঞান-বিভাগকে বাঁচানো নিয়ে কথা। বুঝতে পেরেছ? আর শ্চারভও যাবে না। এই-ই আর কি। আমরা ওঁর ঘুম এখন আর ভাঙাব না। আমি একটা চিঠি ওঁকে দিয়ে যাচ্ছি আর আসছে-কাল তুমি তাঁকে সব কথা খুলে বলো। এখন যাও, খানিকটা ঘুমিয়ে নাও গে।"

ভেরা আর একবার লোপাতিনের দিকে তাকালেন। তারপর ছোট্ট মেয়ের মত পথের ওপর দিয়ে দৌড়তে শুরু করে দিলেন। তাঁর বেণী দুটো তাঁর পিঠের ওপর বারে বারে ঘা দিতে লাগল।

গ্রোমাদা মন্তব্য করল: "আর একবার কেঁদে নিতে গেল।"

"চমৎকার মেয়ে।" লোপাতিন আপন মনেই বলে উঠলেন।

শ্চারভের তপ্ত শান্ত স্বাচ্ছন্দ্যময় ঘরের স্বল্প একটু খোলা জানালা দিয়ে কি ঘটেছে তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লেখা একটা চিঠি লোপাতিন গলিয়ে ফেলে

দিলেন। যখন তাঁরা দুজনে জীববিদ্যাকেন্দ্রের ফটকের ভেতর দিয়ে গিয়ে নীরবে পথে নাবলেন তখনও চারিদিকে অন্ধকার আর ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল।

নির্ধারিত সময়েই নিকিতা আল্‌লাকে ডাক দিল। তার ব্যাগটা তুলে নিয়েই সে বলল। "তোমার বর্ষাতির কথা যেন ভুলে যেও না। বড্ড বৃষ্টি।" নীরবে নতমুখে তারা ফটক পর্যন্ত হেঁটে গেল। তারা যে চুপ করে রইল এতে কিছু এসে-গেল না। এখনও কুড়ি কিলোমিটার তাদের যেতে হবে। আল্‌লা দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল যাতে কেউ না তাদের পিছন পিছন আসতে পারে।

ফটকের কাছে কালো রঙের চকচকে একটা মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িটা ছিল আল্‌লার জন্যে দাঁড়িয়ে। তার মা গাড়ির দরজাটা খুলে বললেন, "তাড়াতাড়ি উঠে আয়, না হলে ভিজে যাবি।"

নৈরাশ্যে চিৎকার করে উঠল আল্‌লা: "না মা, আমি গাড়িতে যাব না, অন্য সবাইয়ের মত আমি পায়ে হেঁটে যাব—মা।"

"আল্‌লা, তুই কি পাগল হয়েছিস? একেবারে ভিজে যাবি যে! নিকিতা, বাবা, তুমি ওকে বলে দাও তো যে এটা করা তার ঠিক হচ্ছে না।"

গম্ভীরভাবে নিকিতা বলল, "উঠে পড়, আল্‌লা, তোমার ঠিক ঠাণ্ডা লেগে যাবে; এইভাবে বাইরে থাকা তোমার তো একেবারেই অভ্যাস নেই।"

"না আমি যাব না!" আল্‌লা আহ্লাদীর মত জেদ করতে লাগল।

"আল্‌লা, তুই কি চাস যে আমার বুকের যন্ত্রণাটা আবার শুরু হোক?"

শোফার তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল। "আল্‌লা দিদিমণি, উঠুন গাড়িতে। একবার আপনি আমায় এমনি করেই বিপদে ফেলেছিলেন। কর্তা আমাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে আপনাকে নিতে আসা আমার কোন মতেই চলবে না। কিন্তু গিন্নি-মা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বৃষ্টির জন্যেই আমি রাজী হলাম। আজকে কর্তা মস্কো থেকে ফিরছেন। আর এলেই তিনি বুঝতে পারবেন। ভেতরে উঠুন, এখুনি!"

অনিচ্ছাভরে দরজার হাতলের দিকে আল্‌লা এগিয়ে গেল।

"নিকিতা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে? অন্ততঃ স্টেশন অবধি?"

"না, ধন্যবাদ।" নিকিতা নম্রভাবে জবাব দিল, "আমি বেশ ভালই আছি।" এই বলে শোফারের পাশের আসনটার ওপরে ব্যাগটা গুঁজে রেখে দিল।

সশব্দে দরজাটা বন্ধ হল। খারাপ রাস্তাটার ওপর দিয়ে গাড়িটা সাবধানে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। আল্‌লা আসনের ওপর জানু পেতে বসে জানালার ওপর তার মুখটা সবেগে চেপে ধরে রইল। জানালার কাঁচ বেয়ে অবিরল ধারায় চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল।

"উঃ, কি ভয়ানক বৃষ্টি!" তার মা বলে উঠলেন।

অশ্রুসিক্ত জানালার মধ্য দিয়ে আল্‌লা ভারয়াকে জীববিদ্যাকেন্দ্রের ফটকের মধ্য দিয়ে যেতে দেখলে। একা ধীর পায়ে মাথা নীচু করে হাতে ছোট্ট একটা ব্রিফ্‌-কেস নিয়ে সে হাঁটছিল। নিকিতা ফিরে তাকিয়ে তার সঙ্গে যাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। তার হাত থেকে ব্রিফ্‌-কেসটা নিয়ে সে কি যেন তাকে বলল। হয়তো বললে যে তার কোটটা বাদলা-বৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়। তারপর আল্‌লা দেখলে নিকিতা ভারয়ার কোটটা একবার ছুঁয়ে দেখল। তারপর তার প্রকাণ্ড বর্ষাতিটা তারা দুজনে ভাগাভাগি করে নিল।

সদর রাস্তায় পৌছতেই গাড়ির গতি বৃদ্ধি পেল। বাতাসের শব্দটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। জানালায় বৃষ্টির ঝাপটানিটাও বাড়ল। আল্‌লা নিকিতা ও ভারয়াকে আর দেখতে পেল না···

নিকিতা ও ভারয়া দুজনে ধীর মন্থর গতিতে হাঁটছিল। বর্ষাতির ভেতরে কেমন যেন একটু সুখ-উষ্ম। ভারয়ার চোখের সামনে ঝিরঝিরে বৃষ্টির পরদা। নিকিতা তার একটা হাত ধরেছিল। আর অন্য খালি হাতটা দিয়ে সে তার ব্রিফ্‌-কেসটা ও বর্ষাতির একটা দিক টেনে ধরেছিল। ভীরু চোখে সে নিকিতার কঠিন মুখের পাশটার দিকে তাকাল।

নিকিতা বলল। "বর্ষাতিটার ভেতরেই থেকো, তোমার স্বাস্থ্য ভাল নয়। আর তুমি এত রোগা, ভয় হচ্ছে তোমার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।"

অঝোর ধারে বৃষ্টি নামল। কুড়ি কিলোমিটার পথ তাদের হেঁটে যেতে হবে।

॥ বাইশ ॥

তাদের মায়ের আনা মেঠো-ইঁদুরটার ওপর শিয়াল-বাচ্চাগুলো লাফিয়ে পড়তে-না-পড়তেই নিকিতা তার ওপর বাজপাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের থাবা থেকে সেটাকে ছিনিয়ে নিল। ভয়ে লেজ তুলে দুটো বাচ্চা গর্তের ভেতর পালাল। তৃতীয়টা সবচেয়ে বড় আর সাহসী ; ভারয়ার প্রিয়—দৌড়ে একধারে চলে গিয়ে সামনের দুটো পা ছড়িয়ে বসে হাড় বার-করা ছোট্ট পিঠটা বেঁকিয়ে লেজ দুলিয়ে নিকিতার ওপর রাগতভাবে কিচমিচ করে ডেকে উঠল। নিকিতা শান্তভাবে সেটাকে কাঠের একটা খুঁটির ওপর রেখে তার একটা ছবি আঁকতে শুরু করে দিল। ভারয়ার কাছে এটা ভারী অসহ্য হয়ে উঠল।

"তুমি এমন কাণ্ড কি করে করলে! ওদের খিদে পেয়েছে আর তুমি—"

ভারয়ার এই আকস্মিক তীব্র ভৎর্সনা প্রায় শিয়াল-বাচ্চাদের আর্তনাদের মত শোনাল। বাচ্চাগুলো পরিষ্কার জায়গাটার চারপাশের মাটিতে নাক ঘসে ঘসে ইঁদুরের গন্ধ-মেশানো খাবারটার খোঁজে চক্রাকারে ঘুরছিল।

নিকিতা পিটপিট করে তাকান ছাড়া আর কিছু করল না। স্বল্প সময়ের মধ্যে মেঠো-ইঁদুরের পিঠটা চমৎকার এঁকে ফেলল। তারপর সেটা উল্টে ফেলে তার পেটটা আঁকতে শুরু করে দিল। ভারয়া অসহায়ভাবে তাকিয়ে কেবল তাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

"এই মেঠো-ইঁদুরটা—ভারী দুষ্প্রাপ্য জীব"—ধীরভাবে তার থাবাটা ঘন কালো করতে করতে নিকিতা বোঝাতে লাগল: "আমাদের এ দিকটায় এ-ধরনের ইঁদুর বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না।"

সেটার পেট চিরে এ্যালকোহল-ভরা শিশিতে তার অন্ত্রটা রেখে দিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড দেহটাকে ভারয়ার হাতে দিয়ে দিল।

"এই নাও, এটা ওদের হাতে ফিরিয়ে দাও। ওরা তো আমায় চেনে না।"

গর্তের মুখটায় ভারয়া ইঁদুরটাকে রেখে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুতকুতে নাক আর তীক্ষ্ণ ছোট মুখ দেখা দিল; কিন্তু ইঁদুরটাকে না নিয়েই আবার সেটা সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে গেল।

বিরক্ত ভারয়া বলল, "আমি জানতাম এমনটা ঘটবে। এটা নষ্ট হয়ে গেছে। ওরা এখন আর এটা ছোঁবে না। এটার গন্ধটা ঠিক নেই।"

"এটায় কিসের গন্ধ ? বিশেষ তো কিছু গন্ধ নেই"—নিকিতা ভারয়ার দিকে অপরাধ-ভরা চোখে চেয়ে বলল। এমনটা ঘটবে সে বুঝতে পারেনি।

"কিসের গন্ধ ? তোমার ঐ ছুরির আর তোমার হাতের।"

ইতিমধ্যে ইঁদুরটা গড়িয়ে গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল—স্পষ্ট বোঝা গেল যে থাবা দিয়ে এটাকে টেনে নিয়ে খাওয়া হয়েছিল। খানিক পরেই খোলা জায়গাটায় বাচ্চাগুলো থাবা চাটতে চাটতে হাজির হল। নিকিতা তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

খ্যাঁক-শিয়াল আর ব্যাজার যে গর্তটায় একসঙ্গে থাকত এটা ঘটল সেই গর্তটার মধ্যেই। খ্যাঁক-শিয়াল-বাচ্চাগুলো আর ব্যাজার-বাচ্চাগুলো এখন বেশ বড় হয়ে উঠলেও পরস্পরের শত্রু হয়ে ওঠেনি—যে ভয়টা ভারয়া করছিল, বরং তাদের মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্বের জন্যেই তাদের মায়েরাও ভালবাসার সম্পর্কটা বজায় রাখবার চেষ্টা করত। তারা গর্তের দুদিকে বেশ ভারিক্কী হয়ে বসে ছানা-বাচ্চাদের ওপর দৃষ্টি রাখত।

ব্যাজার-মার মত অবশ্য শিয়াল-মা ছানাদের দেখত না। সরু পাতলা ক্লান্ত-ক্লান্ত মুখে চোখ দুটো আধ বুঁজিয়ে সন্তোষ-ভরা দৃষ্টিতে ব্যাজার-মা তার ছোট্ট ছানাদের দিকে তাকিয়ে থাকত।

ব্যাজার-মা ছিল বেশি সুখী ও শান্তিপ্রিয়। তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে যে আঘাতই সে পাক না কেন, তা সে সহজেই ভুলে যেতে পারত—ঘুম-ঘুম চোখে শিয়াল-মা, তার বাচ্চা ও নিজের বাচ্চাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকত। তার নিজের বাচ্চাদের সে সবচেয়ে বেশি ভালবাসত। বাচ্চাগুলোর দেহ বেশ গোলগাল, ঘাড়ে চর্বির কুণ্ডলী, সারা গা রোমে ভরা আর তারই তলা দিয়ে গোলাপী চামড়ার আভাস। বাচ্চাগুলো আনন্দে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, তাদের শুয়োরের মত শুঁড় দিয়ে শিয়াল-ছানাদের খোঁচা দিয়ে যথাসম্ভব নিজেদের রক্ষা করছিল। শিয়াল-ছানাগুলো দেখতে চমৎকার ও চঞ্চল, তাদের পাগুলো সরু আর লম্বা। তারা চারদিক থেকে তাদের এই হৃষ্টকায় সাথীদের আক্রমণ করছিল। টেনে-হিঁচড়ে ধাক্কা দিয়েও তারা কিন্তু ব্যাজার-বাচ্চাদের রাগাতে পারছিল না।

যদি সময় পেত তাহলে ভারয়া রোজ সানন্দে এমন স্ফূর্তিবাজ জানোয়ার দেখতে আসত। আরো একটা গর্ত তার নজরে পড়েছিল—এটার কথা স্বয়ং ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ও জানতেন না। এই গর্তটায় সে কতকগুলো সদ্যোজাত

শিয়াল-ছানা দেখতে পেল সেই অবধি সে তাদের খাওয়াচ্ছিল। তারাও তাকে বেশ সহজভাবে গ্রহণ করল, তাদের পরীক্ষা করে দেখতে, ছবি আঁকতে এবং দাঁত-ওঠা পর্যবেক্ষণ করতে দিত।

আগের রবিবারে নিকিতা স্টেশনের দিকে যেতে যেতে শিয়াল-বাচ্চাদের সব কথা সে তাকে বলেছিল। আর এখন নিকিতাই তাকে ওদের ব্যাপারে সাহায্য দিচ্ছে। সে প্রকাণ্ড বদখত দাঁড়িপাল্লাটাকে বয়ে নিয়ে গেল। সবশেষের গর্তের কাছে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে এটাকে বয়ে নিয়ে যেতে হল। ভারয়া অবশ্য এটা তাকে করতে বলেনি—সে নিজে ইচ্ছা করেই এটা করেছিল। নিকিতা তার জন্যে একটা নতুন বর্ষাতি এবং একজোড়া রবার-বুট এনে দিয়েছিল। বুট-জোড়া ছিল বড্ড বড় আর সে-দুটোর চালচলন ছিল একেবারে স্বাধীন। ভারয়া সোজা চলতে চাইলেই বুট-জোড়া অন্য দিকে ঘোরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

ছানাগুলোকে ওজন করবার সময় নিকিতা তাকে সাহায্য করলে। পাল্লাটায় বাচ্চাগুলো কিছুতেই চুপ করে শুয়ে থাকতে চাইছিল না। তারা বেয়ে নেমে নেমে পালিয়ে যাচ্ছিল। হাসতে হাসতে নিকিতা আর ভারয়া তাদের বারে বারে ধীরে ধীরে পাল্লাটায় রাখছিল।

সদ্যোজাত বাচ্চাদের ওজন করে ফেরার পথে নিকিতা ও ভারয়া দুজনে স্থির করেছিল যে মেঠো-ইঁদুর-সম্পর্কীয় ঘটনার দিন শিয়াল-ব্যাজার গর্তটা দেখে আসবে। আবহাওয়াটা ছিল চমৎকার। তাই বাড়ি ফিরে যাবার ইচ্ছে তাদের হল না। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল আর সমস্ত পরিবেশ ছিল প্রাণময়, প্রোজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ।

সকালবেলা যখন তারা বেরিয়েছিল তখন ঘাস ছিল ভিজে আর মাটি ছিল ঠাণ্ডা। মাটি এখন তপ্ত, ঘাসও আর ভিজে নেই। ভারয়া তার পা থেকে বুট-জোড়া খুলে ফেলে খালি পায়ে মাটির ওপর আলতোভাবে পা ফেলে হাঁটতে শুরু করে দিল।

সহসা তার চোখের দৃষ্টি ঘন হয়ে এল। হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল—তার দেহটা তারের যন্ত্রের মত এমন টান-টান হয়ে উঠল যে মনে হল সামান্যতম স্পর্শেই তা তীব্র ঝঙ্কারে মুখর হয়ে উঠবে।

বেলিভেস্কী তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তার পরনে চমৎকার নতুন স্যুট। গলায় বো-টাই। ভারয়া ঝড়ের বেগে গিয়ে তার সামনে সোজা

হয়ে দাঁড়াল। নিকিতার মনে হল যে তাদের দুজনার মধ্যেকার দূরত্বটুকু সে যেন উড়ে পার হয়ে গেল। যে-রাস্তায় তারা মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল সে-রাস্তাটা বেশ চওড়া; যুদ্ধের সময় শত শত ট্যাঙ্ক এই রাস্তা দিয়েই যেত। ভারয়া ক্ষীণাঙ্গী, তবু মনে হল সারা রাস্তাটা সে জুড়ে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে এড়িয়ে, ঘুরে অথবা ঠেলে এগিয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল: "কোথায় যাচ্ছেন আপনি?"

"জীববিদ্যাকেন্দ্রে।"

"কেন?"

বেলিভেস্কী তার কাঁধ দুটো একবার কোঁচকালে।

"আমি লোপাতিনের সঙ্গে দেখা করতে চাই," সে বলল।

কথাটা বলে একবার স্মিতহেসে ও কাঁধ দুটো কুঁচকে সে তাকে অতিক্রম করে চলে যাবার চেষ্টা করল।

স্থৈর্যচ্যুত না হয়েই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভারয়া বলল, "আজকে আমি পাহারায় আছি।"

বেলিভেস্কী হাসল। তার হাসি দেখে নিকিতাও ভ্রূ কুঁচকাল। অকারণে কোন মানুষকে হাসতে দেখলে তার রাগ হয়।

"অধ্যাপক লোপাতিন জীববিদ্যাকেন্দ্রে এখন নেই।" তার কণ্ঠস্বর কেমন যেন যান্ত্রিক (সাধারণত ভারয়া তার অধ্যাপককে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বলে ডাকত)। "আর দৈবাৎ যদি তিনি ফিরেও আসেন তাহলে তাঁকে বিরক্ত করতে আপনি পারবেন না।"

নিকিতার মনে পড়ল তাদের বাড়ির দরজার ছিটকানিটার কথা—যদি তার ফিরতে দেরি হত, ছিটকানিটা খোলা বড় কঠিন হয়ে উঠত—তুষার-ঢাকা ধাতব ডাণ্ডাটা ঠাণ্ডায় একেবারে এত কনকন করত যে হাত দিলে যেন আঙুল পুড়ে যেত। ছিটকানিটা খুলে নিজের ঘরের উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে যাওয়াটা ছিল বড় শক্ত। নিকিতার এবিষয়ে কোন সন্দেহই রইল না যে, যদি ছিটকানিটার কথা বলতে পারত তাহলে 'আমি তোমাকে যেতে দেব না' এইমাত্র বলা কথাটার মতই অবিকল তার কণ্ঠস্বর বেজে উঠত।

তরুণের এই পরাজয় ও ব্যর্থতা তার চমৎকার স্যুটটাকে যেন কুঁচকে দিল আর তার কাঁধ দুটো কেমন যেন ঝুলে পড়ল। আর এই উজ্জ্বল সবুজ তরুলতার পটভূমিকায় তার বো-টাইয়ের সেই হলদে বিন্দুটি যেন মুহূর্তে

কোথায় মিলিয়ে গেল—পোকার মত বুকে হেঁটে সেটা যেন নিকিতাকে অতিক্রম করে চলে গেল।

পথের ধারে মাটির ওপর ভেলিভেস্কী বসে পড়ল। কি যে ঘটেছে তা সে বুঝতে পারল না। আর সেই বা হার স্বীকার করল কেন? ভারয়া আর নিকিতা অনেক আগেই চলে গিয়েছিল। মারিনা তার দিকে একবারও ভ্রূ কুঁচকে তাকাল না। অনুপম রূপ-লাবণ্যের গর্বে সে তাকে একেবারে তুচ্ছ করেই তার পাশ দিয়ে চলে গেল।

বেলিভেস্কী জানত যারা তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, আলাপ-আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল বা চিন্তায় বিভোর হয়েছিল—তারা সবাই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী। এদের গ্রীষ্মকালীন পাঠক্রম প্রায় শেষ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছে এবং গবেষণার পালাও শেষ হয়ে গেছে। আর শ্রমবিমুখ ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও নকশা কাটছে, রাত জেগে নানান গাছ-গাছালি, লতা-পাতা ও ফুলের নাম মুখস্থ করছে—আর যে দিনপঞ্জী দৈনন্দিন লেখা উচিত ছিল—সেই পঞ্চাশ দিনের দিনপঞ্জী লিখে শেষ করবার চেষ্টা করছে।

দলের সেরা ছাত্র-ছাত্রীরা, তার বন্ধুরা তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল। এদের কথাই সে ভুলে গিয়েছিল।

বেলিভেস্কী অধ্যাপকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে, ডীনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে এবং কমসোমল সংগঠকের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিল। সে এর মধ্যে অন্যায় কিছু দেখতে পায়নি। সে ভয়ানক পরিশ্রম করত এবং তার উন্নতির পথে কেউ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সে বিষয়ে সে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল। পরে সে মনে মনে স্থির করেছিল যে, অধ্যাপক লোপাতিন তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারবেন না, এবং হয়তো তার ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তিনি নষ্ট করে ফেলতে পারেন। তার পরমায়ু তো একটিমাত্র জীবনের। তাই তার তাড়া বড় বেশি। আর সেজন্যেই এইসব মানুষদের, তার বন্ধুদের কথা সে একেবারে ভুলে গেল। আর এখন এরাই—এই মানুষের দল আর তার বন্ধুরা তার ভবিষ্যৎ ও তার নিজের জীবনের মাঝখানে প্রাচীরের মত মাথা তুলে দাঁড়াল। তারা তাকে বিশ্বাস করেনি। যে-পথ অসংখ্য বার সে মাড়িয়ে গেছে সেই পথের ওপরেই তারা একের-পর-এক পাশ কাটিয়ে তাকে চলে গেল। সে তো খুব বেশিদিন দূরে যায়নি। এই তো কদিন আগে

নিকিতা দৌড়ে সর্বশেষ সংবাদ তাকে দিতে এসেছিল এবং শ্রদ্ধাভরে বয়োজ্যেষ্ঠের মত তার কথা মন দিয়ে শুনেছিল। আর ভারয়া বিশ্বাসভরা কৌতুক-আগ্রহে তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। মারিনা ভ্রূকুটিহীন গম্ভীর মুখে তার সঙ্গে দেখা করে ছানা-বাচ্চাদের নানান খবর তাকে দিত। এখানেই তার বন্ধুদের মধ্যে সে ছিল, ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ কৌতূহলোদ্দীপক এক কাজের ভার তাকে দিয়েছিলেন। হঠাৎ বেলিভেস্কীর মনে পড়ল যে, জীববিদ্যাকেন্দ্র ছেড়ে আসার সময় পাখিদের বাসানির্দেশক ম্যাপগুলো সে ফেরত দিতে ভুলে গিয়েছিল। বাধ্য হয়েই আবার এটা ছাত্রদের করতে হয়েছিল নাকি ?

বেলিভেস্কীকে দেখতে পেয়েই ম্যাপের কথা নিকিতার সব আগে মনে পড়ল। সেইগুলো নিয়ে সে কি করেছে তা সে তাকে জিজ্ঞেস করবে ঠিক করেছিল। তারপর তার মনে পড়ল যে, সে ও গ্রোমাদা পাখিদের বাসাগুলো আবার সঠিকভাবে খুঁজে-পেতে নিয়েছিল এবং মারিনা ম্যাপগুলো এঁকেছিল। সেগুলো আগের চেয়ে ভাল হয়েছিল।

দলের কাজকর্ম খুব সুনামের সঙ্গেই চলছিল। নিকিতা শ্যারভের সঙ্গে গবেষণা কাজ করে যেত, আর সেই সঙ্গে মারিনাকে পাখির ছানা-বাচ্চাদের ব্যাপারে সহায়তা করত। কদিন আগে নিকিতা ও গ্রোমাদা চিত্তাকর্ষক নতুন একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল। ভারয়ার এসব কথা শুনতে খুব ঔৎসুক্য হবে।

তার দিকে ফিরে সে বলল, "আমি আর ইভান যা করেছি তা তোমার শোনা দরকার। একদিন রাত্তিরে, পাখিরা বাসায় যখন সব ঘুমিয়ে তখন ডাল-সুদ্ধ একটা পাখির বাসা তুলে নিয়ে গর্তটা বুজিয়ে দিয়েছিলাম। আর সেটাকে নিয়ে গেলাম—সাত কিলোমিটার দূরে।

"কার বাসা ?"

"ডোরাকাটা ফ্লাই-ক্যাচার-এর।"

"সত্যি ?" ভারয়া অবাক হয়ে গেল।

"তারপর কি হল বল দেখি ? বাপটা পুরানো বাসায় আবার ফিরে এল, কিন্তু মা-টা সেখানেই রয়ে গেল। তুমি কল্পনা করে নিতে পার আমরা কি রকম উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম। যতবারই আমি দেখতে গিয়েছি ততবারই আমার মনে হয়েছে যে, গিয়ে দেখব বাচ্চাগুলো মরে গেছে আর মা-টা উড়ে গেছে। কিন্তু এরকম কিছুই হল না। বাচ্চাগুলো বেশ

সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে আর বাড়ছেও বেশ। মা তাদের বেশ যত্ন-আত্তি করছে কিন্তু তাদের বাপটা ফিরে গেছে সেই পুরানো আস্তানায়।"

"এদের তফাতটা বুঝলে কি করে? ফ্লাই-ক্যাচারদের চট্ করে বোঝা যায় না।"

"ওটার একটা ডানা সাদা রং করে দিয়েছি।"

"অর্থাৎ তুমি প্রমাণ করে দিয়েছ যে পাখির বাসাটাও অন্য জায়গায় নতুন করে বসান চলে?"

"হ্যাঁ, ভারয়া, তা করতে পারা যায়। অবশ্য এটা একটা উদাহরণ, কিন্তু তুমি জান যে শ্চারভ, কোরেনেভ, লিউবা এবং আরো কয়েকজন মনে করেন যে এটা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা যে করা যায়—তা তো দেখছ। জানি না কি করে এবং কেন তাঁরা এমন নিশ্চিত হলেন। মনে হচ্ছে বিমানে করে আমরা সবচেয়ে দামী বুনোপাখি আমাদের নতুন বনে-জঙ্গলে হয়তো পাঠাতে পারব। যদি ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন! এ কথাই তাঁকে আমার বলবার আছে।"

নিকিতা হঠাৎ থামল। সে বুঝতে পারল সে ভয়ানক ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছে। তথ্যের চেয়ে ভাবটাই তার কথায় প্রকাশ পেয়েছে বেশি। সে বিব্রতভাবে বাঁকা চোখে একবার তাকাল ভারয়ার দিকে। কিন্তু ভারয়া তাকে বলল:

"তা আমি জানি। ফয়ডর ফয়ডরোভিচকে ছেড়ে থাকা বড় শক্ত। তাঁকে বলবার মত কিছু খবর আমারও আছে। আজ চারদিন হল তিনি গেছেন কিন্তু এখনও আসবার তাঁর নাম নেই। আর যদি বেলিভেস্কী এখানে তাঁর খোঁজেই এসে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে পারেন না।"

"আশা করি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েননি," নিকিতা উৎকণ্ঠিতভাবে কথাটা বলে মনে মনে স্থির করল যে, সেদিন সন্ধ্যায় সে মস্কো যাবে এবং খোঁজ করে আসবে অধ্যাপক লোপাতিনের কি হয়েছে। দীর্ঘদিন তাঁকে না দেখে, কোথায় তিনি আছেন তা না জেনে কিছুতেই আর থাকা যেতে পারে না।

ভারয়াও নীরব ও উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল। এই সেদিন সে গ্রোমাদাকে জিজ্ঞেস করেছিল ফয়ডর ফয়ডরোভিচের কি হয়েছে তা সে কিছু জানে কি না। তাঁর জন্যে ভারয়ার দরকার নেই—এইরকম একটা অস্পষ্ট উত্তর সে

তার কাছ থেকে পেয়েছিল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ কাজে মস্কো গিয়েছেন। কিন্তু তবু কেন ভারয়া অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

সে আর নিকিতা দুঃখভরা মনে হাঁটতে লাগল।

"নিকিতা! ভারয়া! একটু দাঁড়াও!"

স্টেশনের দিক থেকে কাতিয়া ও স্তিপ্যান এসেছিল। তাদের চোখমুখ লাল এবং ভয়ানক উত্তেজিতভাবে প্রায় দৌড়ে তারা আসতে লাগল।

একটা খবরের কাগজ নেড়ে স্তিপ্যান চিৎকার করে উঠল, "এ কথা তোমাদের আগেই আমি বলেছিলাম—এ কথা তোমাদের আগেই বলেছিলাম!"

"আমিও বলেছিলাম!" কাতিয়াও চিৎকার করে উঠল—"বিজ্ঞানের কথা বেশি আমরা নাও জানতে পারি কিন্তু যুদ্ধের ভেতর আমরা ছিলাম তো। আমরা জানি কোনটা দরকারী আর কোনটা দরকারী নয়। শুমশ্‌কি আর তাঁর ফলের মাছি—দূর!"

"তাঁর মাছির জন্যে উনি শুমশ্‌কিকে সাদা সত্যি কথাটা তো সমঝে দিয়েছেন। ঠিকই করেছেন! একেই তো আমি বলি সোজা সাদা কথা বলা—কোনও লুকোচুরি ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই।"

তারা নিকিতা আর ভারয়াকে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় রেখে দুজনেই একে অন্যে বাধা দিয়ে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিকিতা জিজ্ঞেস করল, "আরে, আমাদের কি কথা বলবার তোমরা চেষ্টা করছ?"

"এই—এইটাই!" স্তিপ্যান সংবাদপত্রটা মেলে ধরল।—লাইসেনকোর বিবরণী সম্বলিত 'প্রাভদার' একটা সংখ্যা।

জীববিদ্যাকেন্দ্রে যখন তারা পৌঁছল তখন খানা-ঘরের বাইরে বেশ ভিড় জমেছে। একে অন্যের হাত থেকে কাগজখানা ছিনিয়ে নিতে নিতে ছাত্ররা আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করছিল। কি যে ব্যাপার ঘটেছে তার ল্যাজা-মুড়ো কোনটাই সঠিক প্রথম দিকে বুঝতে পারা অসম্ভব ছিল।

"সেইজন্যে সে দৌড়ে ফিরে এল!" হঠাৎ নিকিতা বলে উঠল। তার ভ্রূকুটি-কুটিল মুখখানা এই সাধারণ আনন্দ-মত্ততার মধ্যে বড় বেমানান ঠেকল।

স্তিপ্যান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তার মানে?"

"বেলিভেস্কী, সে ফয়ডর ফয়ডরোভিচের খোঁজে এসেছিল। আমি যা

ভেবেছিলাম—তার চেয়েও হীন ও ঘৃণিত সে মনে হয় সে তার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়েছে।"

স্তিপ্যান বলে উঠল, "তার কথা ভুলে যাও। তার কোন দামই নেই। যা দরকারী তার ফয়শালা তো হয়ে গেল। ওঁরা আর আমাদের জোর করে ঐ মাছিগুলো গেলাবেন না! বন্ধুরা, এই কথাই আমি তোমাদের বলতে চেয়েছিলাম।" স্তিপ্যান তার কণ্ঠস্বর আরো উঁচু পর্দায় তুলতেই সবাই কথা-বার্তা বন্ধ করে নীরবে বসে পড়ল। কেউ বসল ঘাসের ওপর, কেউবা খানা-ঘরের যাবার দিকে সিঁড়ির ওপর। "যা আমি বলতে চাই তা হল যা ঘটেছে সেজন্যে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আমি লালিত-পালিত হয়েছিলাম তাইগাতে। আমি সব সময়েই ভাবতাম যে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল জায়গা—এমন উদার বিস্তৃত, গহন অরণ্য, বন্য জানোয়ারে ভরা স্থান আর নেই। কিন্তু এর সৌন্দর্য রুক্ষকঠিন, আবহাওয়া লাবণ্যহীন আর ঝড়-ঝঞ্জার বেগ প্রাণঘাতী। এখানেই ফুলের বাগান করার স্বপ্ন দেখেছিল—এমনি মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। বুড়ো সেকেলে মানুষেরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল: 'এমন আবহাওয়ায় ফুলগাছ বাঁচবে কি করে?' তারা বলতে লাগল: 'সিদার-বাদাম পেট পুরে খাও আর তাদের ধন্যবাদ দাও।' কিন্তু সে-সময়ে যদিও আমি ছেলেমানুষ ছিলাম—তাঁকে আমি বলেছিলাম, 'চেষ্টা করে একবার দেখা যাক না।' সাতটা আপেল-গাছ আমরা পুতেছিলাম। তাদের মধ্যে ছটা হিমে জমে মরে গেল। বাঁচল মাত্র একটি। তারপর এল বসন্তকাল। আমাদের আপেল-গাছটা মুকুলিত হল। যে সব গাছ আমি দেখেছি তাদের তুলনায় এটা অবশ্য সুন্দর নয়। ছোট্ট গাছ—সবসুদ্ধ মাত্র তিনটি ডাল, কিন্তু ডালগুলো ফুলে ফুলে ভরে উঠল। আমি একদৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিলাম না। সাইবেরিয়ায় আপেল-গাছ! এর চেয়ে মনোরম সুন্দর আর কিছু আছে কি?"

"সাইবেরিয়ায় এখন কিন্তু অনেক ফলের বাগান," কাতিয়া বলে উঠল।

জানু অবধি তুষারাবৃত শীতার্ত শিহরিত আপেল-গাছগুলি উত্তর ভূখণ্ডে কুসুমিত হয়ে উঠছে—নব সৌন্দর্যের শ্বেত-দূত যেন ওরা। আদিম বন্য, অশুভ ও প্রাণঘাতী সৌন্দর্য নয়—প্রজ্ঞাপ্রসূত এই সৌন্দর্যকে মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছে তার জন্যে শান্তি ও সুখ বহন করে আনবার জন্যে।

স্তিপ্যান বলল, "ঠিক এই কথাই তো বলেছেন লাইসেনকো। সব কিছুকে অতিক্রম করে প্রকৃতিকে আমাদের প্রয়োজনে নিয়োজিত করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।"

কাতিয়া কঠিন স্বরে বলে উঠল, "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে আমাদের এই-ই মনে হয় যে নিজের জন্যে কিছু করার পক্ষে মানুষ একেবারে অসহায়। কেবল বসে থাক আর অপেক্ষা কর।"

নিকিতা হেসে উঠল।

"এখন থেকে কেউ আর আমাদের ক্রোমোসোমস্ গুনতে বলবে না। আর বলবে না। আর তুমি, আর্কাডি," নিকিতা তার পিঠের ওপর হৃদ্যতাপূর্ণ করাঘাত করে বললে, "জ্যান্ত ইঁদুরদের সঙ্গে তোমাকে পরিচিত হতে হবে। মাঠে যখন তারা ছুটোছুটি করে বেড়াবে তখন তাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দেখ, যদি তুমি অভ্যস্ত হতে পার!"

কে একজন আহত স্বরে বলে উঠল, "মনে হচ্ছে, বিবরণীটা তুমি পড়েছ, কিন্তু আমরা পড়িনি। মারিনা, একেবারে গোড়া থেকে বিবরণীটা চেঁচিয়ে পড় যাতে আমরা সবাই ভাল করে শুনতে পাই!"

বিবরণীটা পড়া শেষ হল—তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—কিন্তু যাবার জন্যে কেউ উঠল না। সকলে আপন ভাবনায় আর ভাবে তন্ময় হয়ে রইল। তাদের জন্যে তাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের জন্যে এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিজ্ঞানী হিসাবে জগতে তাদের স্থানাধিকারের জন্যে মস্কোতে একটা লড়াই চলছিল। লাইসেনকোর ঘোষণাই তাদের প্রত্যেকের কল্পনাতীত সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। নতুন বিজ্ঞানীরা নয়া পৃথিবীর স্রষ্টি-কর্তা হয়ে উঠবে।

মারিনা বসে বলে উঠল, "কি আশ্চর্য—এটা এইভাবেই ঘটে গেল। গণ্ডগোল যে একটা আছে তা আমরা সবাই বুঝতে পেরেছিলাম। নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচের সঙ্গে ফয়ডর ফয়ডরোভিচের ঝগড়া করবার অনেক জোরালো কারণ ছিল। আমরা সবাই শুমশ্কির বংশগতির চাপে আর্তনাদ করছিলাম। এখন থেকে সবাই একেবারে বদলে যাবে। লেনিন পাহাড়ের ওপর একটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়া হবে বলে শুনছি।"

ভারয়া বলে উঠল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটা অনেক কালের পুরানো। ক্যাথারাইন দি গ্রেট-এর আমলে এই ধরনের একটা পরিকল্পনা

হয়েছিল বটে। আর হারজেন ও ওসারিয়ভ ওখানে বেড়াতে যেতেন আর স্বপ্ন দেখতেন। এটা যদি ওঁরা আগে দেখতে পেতেন!"

মারিনা বলে চলল: "ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখ—পাহাড়ের চূড়োয় একটা বিশ্ববিদ্যালয় আর নিচেই সারা মস্কোটা ছড়িয়ে আছে—চমৎকার সুন্দর সুন্দর বাড়ি আর সর্বাধুনিক গবেষণাগারগুলি নিয়ে। শুমশ্ কি কি ওখানে পড়বেন? এই ভাবনা আমাকে সবসময় ক্লিষ্ট করেছে। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ কেও। অনেক জিনিসই আমরা চোখ মেলেও দেখতে পাইনি।"

ভারয়া অকারণ উৎসাহে যোগ করে দিল, "আমিও ঠিক ওই কথাই ভেবেছি। আচ্ছা আমি কিছু বলব?"

গ্রোমাদা এতক্ষণ নির্বাকভাবে শুনছিল। বলে উঠল, "বল, ভারয়া তুমি বল।" সুখের আবেশে তার চোখ দুটো চকচক করে উঠল: ওরা কথা বলুক, উপসংহার ওরা নিজেরাই করে নিক।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে ভারয়া বলে উঠল, "আমাদের শিশু-আগার সম্পর্কে তোমাদের আমি কিছু বলতে চাই।" কে একজন তার কাঁধদুটো কোঁচকাল। শিশু-আগারের সঙ্গে লাইসেনকোর রিপোর্টের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

যে শিশু-আগারে ভারয়া মানুষ হয়ে উঠেছিল সেটা মস্কোর কাছে একটা ছোট শহরে। যুদ্ধের সময় হিটলারের জঙ্গীবাদীদের দ্বারা বিধ্বস্ত শহরের মধ্যে এটি অন্যতম। প্রথম প্রথম বাচ্চাদের একটা ছোট্ট বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আশ্চর্যভাবে এই বাড়িটাই কিন্তু অক্ষত-ভাবে দাঁড়িয়েছিল। আস্তে আস্তে অনাথ শিশুরা নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটালে। নতুন বাড়ির ভিত্তি স্থাপন হল—শিশু-আগারের বাড়িটা পরে সেখানেই তৈরি হল। ভারয়া সব কথা তাদের শোনালে। ফলের বাগানের প্রথম আপেল গাছ বসানোর কথা, নরম লোম-ভরা মিটি-মিটি চাওয়া ছোট্ট মুরগীর ছানা ঝুড়ি-ভর্তি হয়ে আসার কথাও সে তাদের বলল। বাচ্চাদের নানান ধরনের ছুটি মিলল—যেমন, 'নতুন বাড়ির দিন', 'প্রথম আপেল দিবস', 'গুঞ্জনরত মুরগী-ছানার দিন'। 'গুঞ্জনরত মুরগী-ছানার দিন'টাই ছোট্টদের ছিল সবচেয়ে প্রিয়। এই ছুটির দিনে বড় ছেলেরা ছোট্টদের নানান উপহার দিত।

ছাত্র-ছাত্রীরা ভারয়ার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল এবং ক্রমশঃ

তারা বুঝতে পারল যে ইউ-এস-এস-আর-এর কৃষি-বিজ্ঞানের লেনিন আকাদেমীর অধিবেশনে যা ঘটেছিল এবং সে যা বলছিল—এই দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্কটা কি।

ভারয়া বলল, "আমাদের মত বড় ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই ছোটাদের মধ্যে থেকে একজন করে 'ভাই' অথবা 'বোন' বেছে নিতাম। আমার 'ভাই' ছিল পিতিয়া। এক শীতের সন্ধ্যায় আমি পাহারায় ছিলাম—তখন তারা তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এল। লাল সেনাদলের একজন যখন তাকে আমার রক্ষণাবেক্ষণে দিল তখন ঠাণ্ডায় পিতিয়া গাছের পাতার মত কাঁপছিল। আমি দু-হাত বাড়িয়ে তাকে নিয়ে স্টোভের কাছে নিয়ে গেলাম। এবং আগুনে কিছু বার্চগাছের বাকল ফেলে দিলাম। আশা করলাম সে বেশ খুশী হয়ে উঠবে—আগুনের দিকে তার হাতটা বাড়িয়ে দেবে। তার হাসি দেখতে চেয়েছিলাম যদিও আমার ভয় ছিল যে এতেও তার কষ্ট হবে, কেননা, তার গালের ওপরকার প্রকাণ্ড ক্ষতটা তখনও শুকায়নি। আগুন লকলকিয়ে উঠতেই সে কাঁদতে শুরু করে দিল। ঘর থেকে পালাবার জন্যে দরজার খোঁজে দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে 'আগুন', 'আগুন' বলে চিৎকার করতে লাগল। মুরগীর ছানাগুলোকে দেখে সর্বপ্রথম সে হেসেছিল। পিতিয়া এখন বেশ বড়সড় হয়েছে। তার মাস্টারমশাইরা বলছেন যে সব বিষয়ে সে বেশ ভাল—বিশেষ করে পদার্থ-বিজ্ঞানে। গেল-কাল আমি তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি।" ভারয়া একটা লম্বা খাম টেনে বার করল।—ঠিকানাটা নিটোল অক্ষরে সযত্নে লেখা এবং পাছে তার শ্রোতারা তার কথা অবিশ্বাস করে এই ভয়ে সেখানা তার শ্রোতাদের দেখাল। "যা আমি বলতে চাই তা হল যে যখন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা আমি শুনলাম তখন একথা মনে করে সুখী হলাম যে পিতিয়া ওখানে পড়তে পারবে আর ফয়ডর ফওডরোভিচের মতই মানুষরা ওদের শিক্ষা দেবেন। যে বিবরণীটা আমরা এইমাত্র পড়লাম সম্ভবতঃ তার সবটা আমি বুঝিনি কিন্তু একটা জিনিস আমি জানি মানুষকে সুখী করবার এবং পৃথিবীকে বসবাসের পক্ষে আরো সুন্দর করে তোলার কাজে বিজ্ঞানকে নিয়োগ করার কথা এই বিবরণীতে বলা হয়েছে—যাতে সব দিকেই সব কিছুই যেন প্রাচুর্যে ভরে ওঠে। পৃথিবীকে অরে আমরা যুদ্ধ-উন্মত্ত হতে দিতে পারি না, দিতে পারি না আমাদের ছেলেমেয়েদের আহত এবং নিরাশ্রয় হতে। রাত্তিরে বাচ্চাদের কান্না যদি তোমরা কখনও শুনে থাক তাহলে

বুঝতে পারবে আমি কি বলতে চাইছি। আমরা তাদের ঘুমপাড়াতে পারি না। যে বিভীষিকা তারা দেখেছে ঝিমুনি শুরু হলেই স্বপ্নে তাই-ই তারা দেখে জেগে ওঠে। রাত্তিরে কখন কখন তাদের পাশে বসে তাদের হাত দুটো ধরে বারবার আমরা বলতাম, "লক্ষ্মী সোনা, ঘুমও, ঘুমিয়ে পড়—এখন আর লড়াই হবে না—লড়াই শেষে হয়ে গেছে—ঘুমও····· "

সে থেমে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তার আবেগ-চঞ্চলতা যাতে কেউ দেখতে না পায় তাই সরে পড়বার উপায় খুঁজতে লাগল। কিন্তু গ্রোমাদা তার হাত ধরে তাকে কাছে টেনে এনে তার পাশের একটা আসনে বসিয়ে কোমলকণ্ঠে বলল !

"ভারয়া বড় চমৎকার বলেছে। আজকে ত্রোফিম ডেনিসোভিচ্ লাইসেনকো বিজ্ঞানের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী : সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেছেন—যে দৃষ্টিভঙ্গীর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মানবজাতির সুখ ও শান্তি আনয়ন করা। কিন্তু বন্ধুরা—" সে হঠাৎ বলে উঠল, "আমাদের পদক্ষেপকে ভাল করে আমাদের লক্ষ্য করতেই হবে। তুমি আমিই তো এই পৃথিবীর মালিক কিন্তু আমাদের হতে হবে আরো সতর্ক ও অনুসন্ধিৎসু। তোমরা জান কদিন আগে কি ঘটে গেছে। অধ্যাপক লোপাতিনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল ! হ্যাঁ, একথা সত্যি !" তাদের প্রতিবাদের ঘৃণা-বিদ্বেষের রেশটাকে নরম করে এনে সে বলতে লাগল, "শুমশ কি ও তাঁর দল কম যায়নি। তিনি তাদের কবলিত হয়েছিলেন। এই বিবরণীর পরে বিস্তৃত আলোচনা পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে কি ভয়ানক লড়াই আজো চলছে। কিন্তু বন্ধুরা, একটা কথা মনে রেখো, সবই শেষ হয়ে যায়নি ; তোমরা ও আমি : আমাদেরও জোর লড়াই করে যেতে হবে। বার বছর আগে লাইসেনকোর সঙ্গে প্রথম সংঘাত বেঁধেছিল মেণ্ডেলের অনুগামীদের সঙ্গে। বার বছর আগে ! মিচুরিন ও লাইসেনকোর শিষ্যেরা এবং মেণ্ডেলের অনুগামীরা কি কাজ করতে পেরেছেন এই বার বছরে তার স্পষ্ট ছবি রয়েছে আমাদের সামনে। বার বছর ধরে মেণ্ডেলের উত্তরসাধকরা ক্রোমোসোমস গুণে, বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে, প্রকৃতির ওপর গাণিতিক বিধিনিয়ম প্রয়োগ করে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমিতে নতুন জাতের ফসল ফলাতে, নতুন জাতের গবাদি পশু প্রজনন করতে, নতুন ধরনের ফল উৎপাদন করতে পেরেছিল। এইসব

বছরগুলোর মধ্যে তোমরা বড় হয়ে উঠছিলে কিন্তু তোমাদের কল্যাণের জন্য সংগ্রাম তখনও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ক্ষেতে-খামারে, যুদ্ধক্ষেত্রেও আমরা তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা : ভাইরা তোমাদের জন্যেই লড়াই করছিলাম। একথা তোমাদের সবসময়েই মনে রাখতে হবে……”

পরেরদিন সকালবেলা ছাত্রী-আবাসের আর সব মেয়েরা যখন ঘুমচ্ছিল লিউবা সকালবেলাকার খবরের কাগজের জন্য ধারে-কাছের এক শহরে দৌড়ল। খুব দেরি হয়ে গেছে বলে তার ভয় হয়েছিল কিন্তু জেলা কমসোমল কমিটি এক কপি প্রাভ্‌দা জীববিদ্যাকেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে আলাদা করে রেখে দিয়েছিল। বাড়ি পৌছবার তর লিউবার সইল না। সে সেখানেই জেলা কমিটির বাড়ির পাশে বাগানের মধ্যে কাগজখানা পড়ে নিল। আগে কখনও এমন উদগ্রভাবে সে সংবাদপত্র গলাধঃকরণ করেনি। অপরে কি করছে তা জানবার জন্যেই সে সাধারণতঃ কাগজ পড়ত। পড়া শেষ হলেই কাগজখানা হাতে চেপে ধরে জীববিদ্যাকেন্দ্রের দিকে দ্রুতপায়ে সে চলতে লাগল।

সব কিছুই—প্রত্যেকটি বিষয়—সম্প্রতি যে সব সমালোচনা তাকে আহত ও বিদ্ধ করেছিল : ভেরা ভ্যাসিলিয়েভ্‌নার ভৎর্সনা, গ্রোমাদার বিদ্রূপপূর্ণ মন্তব্য, আর আলেক্‌শির সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনা—তা সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। লিউবার অবয়বে কঠিন ক্ষুব্ধতার ছায়া ফুটে উঠল, নিজের মনেই সে ফিসফিস করে বলল, “যথেষ্ট হয়েছে তরুণী কন্যে! কি চমৎকার কমসোমল সংগঠকই তুমি! গেল-কাল যে সভা হল তা তো তুমি ডাকনি—জরুরী কিছু আলোচনা করবার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই তা করেছিল। ‘তুমি’ কি ধরণের সভা ডাক হে? নিজেদের পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের একবারও তুমি একত্রিত করনি। বিশেষজ্ঞ হবার বিষয় নির্বাচন সম্পর্কে তাদের একজনও কি কোন ভুল করেনি? তা তুমি জান না। আর তুমি জানই বা কি? যেমন ধর, তোমার ক্লাসে বেলিভেস্কীর মত আর কি কেউ নেই? তুমি ঠিক জান? হুঁ!”

নতুন-তৈরি ফুটপাথগুলো তার পায়ের তলায় যেন পিছলে পিছলে যেতে লাগল। তার দুধারে ভেসে উঠল নতুন নতুন বাড়ি আর পথের ওপর সারিবদ্ধ নবীন তরুলতাগুলি। যুদ্ধের সময় এই ছোট্ট শহরটা পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। আবার নতুন করে সম্প্রতি তাকে গড়া হয়েছে।

প্রত্যেকটা বাড়ি, প্রত্যেকটা রাস্তা এবং প্রতিটি গাছ লিউবার চেয়ে বয়সে ছিল ছোট।

শীগগীরই সে শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে হাজির হল। এখানে বাড়িগুলো তরঙ্গায়িত গোলাপী ফুলে-ভরা শষ্পভূমির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাস তৃণসিক্ত কুসুমের সুবাসে পরিপূর্ণ।

লিউবা পিছন ফিরে তাকাল। যে শহর বয়সে তার চেয়েও ছোট সেই শহরের মাঝখান থেকে বিচ্ছুরিত আভায় পথগুলি গোলাপী হয়ে উঠেছিল। তার দেশের অনেক শহরের চেয়ে এবং বৈজ্ঞানিক বহু আবিষ্কারের চেয়ে সে বয়সে বড়। এখন তার সময় এসেছে শহর গড়ার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করার। কমসোমল-নেত্রী হিসেবে সে কেবল তার কমরেডদের আচার-আচরণের জন্যে নয়—তাদের সাহস, সাধুতা ও চিন্তার গভীরতার জন্যে দায়ী। বড় হওয়ার মানেটা হল এই।

বৃষ্টির পর রাস্তা শুকিয়ে যায়নি বলে পথচলা কষ্টকর। রাস্তাটা সমতল করে দেওয়া দরকার। গমবৃন্তগুলির মাঝখান দিয়ে ভুট্টা-ফুলগুলি সানন্দে উঁকি দিতে লাগল। কিন্তু লিউবা তাদের সৌন্দর্যের মোহে মুগ্ধ নয়; ফুল-বাগানে আর কাঁচ-ঘরে এরা যত পারে ফুটুক কিন্তু গম থেকে প্রাণপুষ্টি গোপনে অপহরণ করতে এদের আর সে দেবে না!

এখন এ সবই তার করণীয় কর্তব্য-কাজ।

নিদাঘতপ্ত দিনে গমাকীর্ণ ভূমিকে অতিক্রম করে যেতে যেতে লিউবার মনে হল এই গমাকীর্ণ ভূমির প্রতি শস্যকণা যেন কমসোমল সভ্যাসভ্য আর তার জন্মভূমিতে যা কিছু ঘটেছে সব কিছুরই দায়িত্বভার এদের সামনেই সে স্বেচ্ছায় নিজের ওপর তুলে নিল। আর এই গুরুভারকে অপ্রীতিকর বলে তার আর মনে হল না।

…আমরা বয়োজ্যেষ্ঠেরা এদের একেবারে ছেলেমানুষ বলে মনে করি। ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে দেরিতে আসে, অধ্যাপকের বক্তৃতার সময় গোলমাল করে এবং প্রায়ই পরীক্ষার সময় তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়। আর সময়ে সময়ে একেবারে বোকার মত প্রেমে পড়ে। রাগ না করেই শান্তভাবেই আমরা বলি যে, "আমাদের তরুণদের জীবন সহজ ও আনন্দময় করে তোলা হয়েছে" কারণ, আমরা জানি যে আমরাই তা করেছি। আর করেছি কারণ,

যুগ যুগ ধরে রুশ ছেলেমেয়েদের জীবন সহজ ও সুন্দর করে তোলার কেউই ছিল না।

আমরা—সোভিয়েতরা আমাদের সন্তানসন্ততির ওপরে করুণাপ্রবণ কেননা, আমরা একথা কিছুতেই ভুলতে পারি না এইসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বৈজ্ঞানিক, স্থপতি বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারত কিন্তু তা না হয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তারা হয়ে রইল মেষপালক। আমরা ভুলতে পারি না যে সমস্ত ছোট ছোট রুশমেয়েরা সত্যিকার ভালবাসার, আনন্দকে উপলব্ধি করার, নিজ পছন্দমত কাজ পাবার, সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় হবার ভাগ্য করেনি।

নষ্ট হয়ে যাবার ভয় থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হয়েই আমরা তাদের প্রতি স্নেহপ্রবণ হয়েছি, কারণ, আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা জানি এবং তাদের ব্যাপারে আমরা নিরাশ হইনি।

সেইদিন থেকে যখন প্রথম কমসোমল সভ্যরা হাতে বন্দুক নিয়ে মালায়া ডিমিত্রোভকা স্ট্রীটের* হলে লেনিনের কণ্ঠস্বর শুনেছিল এবং পথ-নির্দেশের ভঙ্গীতে উত্তোলিত তাঁর হাতখানা দেখেছিল, কমসোমল-সভ্যদের নতুন বংশধররা সেই হাতের আর কণ্ঠস্বরের নির্দেশ মেনে চলেছে যেমন করে পক্ষীশাবকরা তাদের বাপমায়ের উষ্ণ বাসা ছেড়ে বৃহত্তর পৃথিবীর মহাশূন্যে সঞ্চরণ করতে যায়।

তারা যে বড় হয়েছে তা প্রথম প্রথম উপলব্ধি করা কঠিন হয়। দূরদেশে কর্মরত ছেলের কাছ থেকে প্রথম চিঠি পেলে কিংবা মেয়ের প্রথম সন্তানকে কোলে নিলেই অকস্মাৎ এই উপলব্ধি আমাদের হয়। হ্যাঁ, আমাদের ছেলেমেয়েরা, যাদের ওপর আমাদের দেশের সব ঐশ্বর্য, ভালবাসা আর যত্নটুকু বর্ষিত হয়েছে—তরুণ পাওনিয়ার ক্যাম্পের সূর্যালোকে যারা নিষিক্ত হয়েছে—আমাদের সেই সব ছেলেমেয়েরা আর শিশু নেই। তারা চিকিৎসক, শিক্ষাব্রতী, পদস্থ কর্মকর্তা—তারা আমাদের কমরেডস্, আমাদের সমসাময়িক সহকর্মী বন্ধু।

প্রতিটি ঘণ্টায় আমাদের মধ্যেকার বয়সের এই পার্থক্যটা কমে আসছে, আমাদের দেশে লোকেরা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে কিন্তু কখনও বুড়ো হয় না।

* এই হলে ১৯২০ সালের অক্টোবরে তৃতীয় কমসোমল কংগ্রেসে লেনিন গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন।—অনুবাদক।

লিউবা জীববিদ্যাকেন্দ্রে যখন প্রায় পৌঁছেছে তখন একটি ছেলে সাইকেল করে তাকে অতিক্রম করে চলে গেল।

'ইউরা!' সে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল।

ইউরা মাথা ঘুরিয়ে হাত নেড়ে তাকে অভিবাদন জানিয়ে তার চলার গতিটা অব্যাহত রাখল।

লিউবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল।

"একবারও থামল না," সে মনে মনে ভাবল।

এবারের জন্যে অবশ্য দোষ ধরা ঠিক নয়। লিউবা নিজেই বহুবার বলেছে যে সমষ্টির জন্যে সব সময়েই ব্যক্তির ইষ্টকে বলি দেওয়া উচিত। আর ইউরা ঠিক এই কাজই করছিল—ডাকঘরে কাগজের দোকানে সব কাগজই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল বলে চলেছিল স্ট্রিম কলখজে একখণ্ড "প্রাভ্‌দা" চেয়ে-চিন্তে আনবার জন্যে।

লিউবা ছাত্রী-আবাসে পৌঁছে দেখল কোন মেয়েই সেখানে নেই। ছোট ঘরে বরিস একটুকরো মরচে-ধরা তার নিয়ে টানাটানি করছে।

কঠিনস্বরে লিউবা তাকে জিজ্ঞেস করল, "খাওয়া হয়েছে?"

সে খেয়েছে কিনা তা বোরিস ঠিক মনে করে উঠতে পারল না। কিছু একটা তৈরি করার চেষ্টায় তার যেন প্রাণান্ত হচ্ছিল। তার, কাঠের টুকরো আর তক্তায় মেঝেয় স্তূপাকার করে পাঁচদিন ধরে হাতুড়ি আর সাঁড়াশি নিয়ে একটা ভয়ঙ্কর চেষ্টায় সে ব্যস্ত ছিল। বিষাদভরে ভেরা ভাসিলিয়েভনা সেই জঞ্জাল ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নিতে নিতে নিজের কাছে স্বীকার করে নিতে হল যে তাঁর প্রাণি-বিদ্যার চেয়ে তাঁর ছেলের ঝোঁক তার বাবার পেশা: রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকে। ছেলেটিকে নিজের দিকে টানবার জন্যে বাবা মা দুজনেই চেষ্টা করছিলেন ভয়ানকভাবে। পোপোভ ও মিচ্যুরিন দুজনারই ছবি বোরিসের ঘরে টাঙান থাকত এবং দুজনেই অলক্ষ্যে পরস্পরের দিকে ঈর্ষাভরা দৃষ্টিতে তাকাত। এই গ্রীষ্মে ভেরা ভাসিলিয়েভনা এই জীববিদ্যা-কেন্দ্রে: পশুপাখি ও নদী—এই পরিবেশের মধ্যে তাঁর ছেলেকে এনেছিলেন আর তাতে ফল কি হল? একটা জিনিস তৈরি করতে সে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল—জিনিসটা অবশ্য একটা রেডিও-সেট।

বরিস রেডিও-সেট তৈরি করছিল 'না'। এটা যে ঠিক কি তা সে বলতে চায়নি কারণ, তার ভয় ছিল যদি সে না পারে তাহলে তার মা তাকে ঠাট্টা-

বিদ্রূপ করবেন। ভেরা ভাসিলিয়েভনা যদি জিজ্ঞেস করতেন তাহলে সে হয়তো তাঁকে বলত। কিন্তু, অভিজ্ঞা শিক্ষিকা বলে, ভেরা ভাসিলিয়েভনা কখনও প্রশ্ন করে ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যস্তবিব্রত করতেন না। তিনি শুধু তাদের পর্যবেক্ষণ করে যেতেন। তাঁরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় এসে তাদের গোপন কথা তাঁকে বলবে: তিনি তারই প্রত্যাশায় থাকতেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর পায়ে বার বার জড়িয়ে-যাওয়া মরচে-পড়া তারগুলোকে শুধু রাগ করে লাথি মেরে একপাশে ফেলে দিলেন।

লিউবা অভিজ্ঞা শিক্ষিকা নয়—কিন্তু সে অনুসন্ধিৎসু। তিন বছর আগে তার সে স্কুলের ছাত্র-কমিটির সভ্যা নির্বাচিত হয়েছিল। বোরিসও একজন সভ্য ছিল। আর সেজন্যেই তিন বছর আগে তাদের মধ্যে যে ছটা শ্রেণীর তফাত ছিল সে কথা ভুলে গিয়ে সে লিউবার সঙ্গে সহপাঠী বন্ধুর মতই সহজভাবে কথা বলত। লিউবা বড় হয়ে কলেজের ছাত্রী হল, কিন্তু এখনও সে স্কুলের ছাত্র। তাই তারা একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। প্রাণিবিদ্যার কাজে লাগাবার জন্যে বোরিস একটা যন্ত্র তৈরি করছিল। ছাত্ররা পাখির বাসা পাহারা দেবার তালিকাভুক্ত হলেই তাকে তাদের স্থলাভিষিক্ত হবার জন্যে পীড়াপীড়ি করত। প্রথম প্রথম উৎসাহের সঙ্গে, পরে নম্রভাবে এবং শেষে অনিচ্ছার সঙ্গে সে সম্মত হত। একের পর এক করে ছাত্রেরা তাকে এই ভার নিতে বলত কেননা, প্রতিদিন নিত্য নতুন বিষয়ে তাদের মনঃসংযোগ করতে হত।

বৃষ্টিবাদলার দিনে কোন পাহারা বসান হত না। বাচ্চারা বড় হয়ে উঠল—তাদের মায়েরা অবাক হয়ে দেখল যে, যে-বাচ্চারা কদিন আগে আহারের প্রত্যাশায় অসহায়ভাবে তাদের হলদে হলদে ঠোঁটগুলো মেলে ধরত, তারাই আজ কেমন চমৎকার ভাবে ডানা মেলে তাদের পাশ কাটিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ আরো একটা কারণে তার উদ্ভাবন সম্পর্কে তার মাকে সে কিছু বলতে চায়নি। যে কোন মায়ের মতই তার মাও বিশ্বাসই করতে পারতেন না যে সে এর মধ্যেই তার ডানার ব্যবহার করতে শিখেছে। একথা আমাদের সমসাময়িক লোকের পক্ষে বিশ্বাস করা সহজ কারণ, আমরা যে ছোট ছিলাম একথা তারা মনে করতেই পারে না।

লিউবা মন দিয়ে বোরিসের কাহিনী শুনল। সে প্রতিজ্ঞা করল যে এই গোপন কথা সে কাউকেই বলবে না।

পাখিদের বাসা তার বদলে পাহারা দেবে এমন একটা যন্ত্র বোরিস উদ্ভাবন করবার চেষ্টা করছিল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের মত সে বুঝতে পেরেছিল যে এ বছরের মতই আসছে-গরমের সময় তার ওপর এই হামলা চলবে। সে বেশ ভাল করেই জানত কেমনভাবে চিফ-চ্যাফস, কাঠঠোকরা, গোল্ডফিঞ্চ আর রেন তাদের বাচ্চাদের খাওয়ায়, সেজন্যে দুটো তক্তা আর ইলেকট্রিক তার দিয়ে সে তৈরি করছিল—একটা অতি সাধারণ যন্ত্র। এর একদিকটার ইলেকট্রিক তার পাখির বাসার সঙ্গে লাগান থাকবে অন্যটা যুক্ত থাকবে শব্দগ্রাহক যন্ত্রটায়। বাসায় পুরুষ পাখির প্রতিবার উড়ে আসা এবং অবস্থানকালটা এই শব্দগ্রাহক যন্ত্রটা লিপিবদ্ধ করে রাখবে। এই যন্ত্রটাই হল ভবিষ্যৎকালের জীববিদ্যাবিদ ও উদ্ভাবকের প্রথম উদ্ভাবন।

তার বাবা আর মা—সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়ার ও সোভিয়েত প্রাণিবিদ্যাবিদ—তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত কাজের শ্রেয়টুকু তাঁদের ছেলের হাতে তুলে দেবার ইচ্ছা ছিল আর তা ওঁরা তুলে দিতেও পেরেছিলেন। প্রাণিবিজ্ঞানের সেবায় ইঞ্জিনিয়ারিং, নতুন এবং যথার্থ গবেষণা রীতি—এই-ই তাঁদের সন্তানের সময়কার বিজ্ঞানীরা লাভ করতে পারবে।

লিউবা খবরের কাগজটা আরও একবার দেখল এবং সেই দিনই সন্ধ্যা-বেলা কমসোমল সভা ডাকবে স্থির করে ফেলল। ছাত্রাবাসে গিয়ে সে দেখতে পেল যে সব ছেলেরাই ইতিমধ্যেই এক জায়গায় জড় হয়েছে। আলেক্সি, আনা ও শুরা প্রত্যেকেই একখণ্ড করে 'প্রাভদা' সঙ্গে করে যৌথখামার থেকে এসে হাজির হয়েছে। মারিনা উঁচু গলায় চেঁচিয়ে কাগজখানা পড়ছিল। লিউবা শান্তভাবে এককোণে গিয়ে বসল। তখন সে বুঝতে পারল যে যদি সমস্ত ছাত্রদের সমর্থন পাবার ইচ্ছা তার থাকে, তাহলে এরা প্রত্যেকে কি ভাবছে তা তাকে অন্বেষণ ও উপলব্ধি করে নিতে হবে। কমরেডরা চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়লে তাকে শুনতে হবে এবং তাদের প্রতিক্রিয়াটা অনুধাবন করতে হবে।

॥ তেইশ ॥

ইউ. এস. এস. আর-এর কৃষিবিজ্ঞানের লেনিন আকাদামীর অধিবেশনের তৃতীয় দিনে শ্যারভের বাড়ি যেয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবার জন্যে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ একটু সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরুলেন।

দুদিন আগে লাইসেনকোর বক্তৃতার ঠিক পরেই শ্যারভের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাঁর কাছে যেতে তিনি পারলেন না। পদে পদেই তাঁর বন্ধুরা তাঁকে থামাতে লাগলেন আর সেই উত্তেজিত জনতার মধ্যে দিয়ে পথ করে এগিয়ে যেতে তাকে বেগ পেতে হল। শেষকালে তিনি তাঁর বন্ধুকে জানালার ধারে একেবারে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলেন। তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় কে যেন তাঁর নাম ধরে ডাকল—তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

সুমারেভ তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে আনন্দে চিৎকার করে বললেন, "অধ্যাপক লোপাতিন! আপনাকে দেখে আনন্দ যে কী আমার হল!"

আগের দিন সুমারেভ হাতে একটা চেরি-পাখা নিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এসেছিলেন। ডালটা শুকনো হলেও এর বাদামী পাতা আর বড় কালো কোঁচকানো চেরিগুলি কিন্তু ছিল দেখবার মত। চেরিফল-ভারে আনত ডাল-গুলোর কথা আর এইরকম গাছে-ভরা বাগানটি দেখতে কেমন কল্পনা করে নেওয়া সহজ। লেনিনগ্রাদে সুমারেভ এই গাছগুলোকে জন্মিয়েছিলেন।

ডালটাকে উঁচু করে ধরে তিনি বলেছিলেন, "একটা জাতের কলমের সঙ্গে আর এক জাতের কলম মিশিয়ে আমরা এই চেরিগুলিকে ফলিয়েছি। নতুন জাতের 'ভিক্টরী চেরি' তৈরি করা হয়েছিল মিচুরিনের 'মেণ্টর পদ্ধতি' প্রয়োগ করে। মেণ্ডেলের শিষ্যেরা বলতেন যে কেবলমাত্র সৃষ্টিশীল জীবকোষ বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে, কিন্তু আমরা প্রমাণ করেছি যে বংশগত বৈশিষ্ট্য গঠনে সমস্ত জীবকোষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে থাকে।"

সুমারেভ তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। দীর্ঘ বক্তৃতা করবার তাঁর প্রয়োজন ছিল না। চেরিগুলোই তাদের নিজেদের কথাই নিজেরাই বলেছিল। তাঁর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ক্রমাগত ব্যাঘাত ঘটান হয়েছিল। তাঁর

পদ থেকে তাঁকে অপসারিত করা হয়েছিল। দীর্ঘ বক্তৃতায় ও বজ্রবর্ষী প্রবন্ধে তাঁকে একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলা হল। কিন্তু তাঁর গাছগুলো বড় হয়ে উঠল, ফুল ফুটল, ফল হল। আর এই হল লেলিনগ্রাদ-চেরি—রসঘন ও সুগন্ধময়, অম্লমধুর এর আঁটি।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ অনেকদিন সুমারেভকে দেখেননি। বার বছর আগে কৃষিবিজ্ঞান আকাদামীর অধিবেশনে মাত্র একবার তাঁদের দুজনায় দেখা হয়েছিল। তাও দৈবাৎ দূরবর্তী সুমেরু গবেষণাকেন্দ্রে—তখন তাঁরা দুজনে সারা রাত ধরে কথাবার্তা বলেছিলেন।

লোপাতিন বললেন, "দেখুন, বার বছর আগে যে লড়াই শুরু হয়েছিল তা আজও চলছে। আমি কল্পনা করে নিতে পারি যে আজ আপনি কত সুখী!"

সুমারেভ জিজ্ঞেস করেছিল, "অধ্যাপক লোপাতিন, এখন কোথায় কাজ করছেন? সাইবেরিয়াতে ফার-উৎপাদনকারী জীব-জানোয়ারদেরশীতাতপ সহ্য করার উপযুক্ত করে তোলা সম্পর্কে আপনার প্রবন্ধটা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমি পড়েছি।"

"আগেকার মতই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছি।"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সুমারেভ বললেন, "ওদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছেন? না নেহাত ভাগ্যের জোরে বেঁচে আছেন?"

লোপাতিন শান্তভাবে তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে হেসে উঠলেন।

তৃপ্তির সঙ্গে তিনি বললেন, "এক সপ্তাহ আগে ওরা আমাকে বিতাড়িত করেছে।" তারপর গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন, "সত্যি বলতে কি, আমি কিছুকাল ওদের সঙ্গে মানিয়ে-মুনিয়ে চলেছিলাম। সবই আমি স্বীকার করে নিতাম। সম্প্রতি আমি এটা বুঝতে পারলাম। আপনাকে সত্যি বলতে কি, এই আজকেই আমি সব ব্যাপারটা বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছি।"

এই কথাবার্তার পর শ্চারভের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা লোপাতিনের আরো প্রবল হয়ে উঠল। তাঁর পুরাতন বন্ধু নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ্ শ্চারভের আগামীকালের অধিবেশনে ভাষণ দেবার কথা। মেণ্ডেলের উত্তরসাধকদের সঙ্গে 'সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছেন' বলে নয়—তাদের ধ্যান-ধারণার কিছুটা ধারক ও বাহক হিসেবেও তাঁর এখানে ভাষণ দেবার কথা। কিন্তু সেই অধিবেশনে শ্চারভ এলেন না। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ও তাঁকে ফোনে ডাকলেন না। টেলিফোনে কথা বলার চেয়ে তাঁদের এ-আলোচনা ছিল অতি দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ। আর

ক'মিনিটের মধ্যেই শ্যারভের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। পুরানো দিনের মত আবার তাঁরা হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠবেন। আবার সেই পুরানো দিনের মতই তাঁরা একে অন্যকে বুঝতে পারবেন। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন এবং তাঁর ভাবাবেগকে জয় করবার চেষ্টা করলেন।

ঘণ্টা বাজার জবাবে অনেকক্ষণ কেউ কোন সাড়াশব্দ দিল না, কিন্তু শেষকালে লোপাতিন পরিচিত চটিপরা পায়ের খসখস আওয়াজ শুনতে পেলেন। শ্যারভের স্ত্রী অশ্রুমলিন মুখে দরজাটা খুলে দিলেন। একদিনেই কুঁজো হয়ে গেছেন ও চোখ দুটো কোটরে বসে গেছে। অস্বাভাবিক স্তব্ধতায় আর ওষুধের কটু গন্ধে দালানটা থমথম করছে। সেই উঁচু-গলার পরিচিত কণ্ঠস্বর, সেই হাসি, চেলোর চিড়-খাওয়া উদারাস্বর—কোন কিছুই নেই।

নাদিয়া বললেন, "ফয়ডর, ও বিছানায় শুয়ে—ওর অসুখ করেছে।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ একপা পিছিয়ে গেলেন। তাঁর হাত দুটো অসহায়-ভাবে তাঁর দুপাশে ঝুলতে লাগল। অন্ধকার দালানে কয়েক মুহূর্ত তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর পা টিপে টিপে সামনের দিকে এগোতে লাগলেন। হাত দুটো পেটের ওপর রেখে শ্যারভ শুয়েছিলেন। তাঁর পেটটা এত বড় হয়েছিল যে তাঁর হাতের আঙুলগুলো যেন এটা ছুঁতেই পারছিল না। মাথার বালিশটার মতই তাঁর গোল মুখখানা সাদা—দরজার শব্দেও তিনি ফিরলেন না। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁর নাম ধরে ডাকলেন, কিন্তু রুগ্ন উদাসীন চোখে একবার তাঁর দিকে চেয়ে চোখ দুটি তিনি বুজলেন। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। ফয়ডর ফয়ডরোভিচের মনে হতে লাগল যে, যদি খুস্ত বা শুমশ্কি সেই মুহূর্তে শ্যারভের কাছে থাকতেন তাহলে তাঁদের তিনি টুকরো টুকরো করে ফেলতেন। ক্রোধোন্মত্ত স্বরে চাপা গলায় তিনি বলে উঠলেন, "এমন মানুষটার এই অবস্থা করেছে!" তাঁর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব শান্তকোমল করবার চেষ্টা করে তিনি বললেন!

"আরে শ্যারভ, তুমি বিছানায় শুয়ে কেন? উঠে পড়!"

শ্যারভ অতি কষ্টে মাথাটা ঘুরোলেন, "কেন?" শূন্যগর্ভ, অপরিচিত ও ভয়ার্ত তাঁর কণ্ঠস্বর।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বললেন: "অনেক আগেই তোমার বিছানা নেওয়া উচিত ছিল। যখন থেকে শুমশ্কির সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হল, শুমশ্কির

চেলা-চামুণ্ডায় তুমি যখন তোমার গবেষণাগার ভরিয়ে ফেললে, গ্রোমাদা যখন তোমায় ছেড়ে গেল আর যখন তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করলে তখনই তোমার বিছানা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর বিছানায় শুয়ে কাটাবার সময় নেই। তুমি কি ভাব যে অলস খেলায় তোমাকে মত্ত হতে দেওয়া হবে?"

আলতোভাবে দরজাটা খুলে নাদিয়া ডাকলেন, "ফয়ডর ফয়ডরোভিচ!"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ বাধ্য ছেলের মত তাঁর অনুসরণ করে খানাঘরে এলেন।

"আপনি ওকে উত্তেজিত করবেন না। ওর হার্টটা খুব খারাপ। সত্যিই ভারী খারাপ।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বিরক্ত হবার ভান করে বলে উঠলেন, "তাহলে ওকে সর্বরোগহর ওষধির সঙ্গে একটু মদ মিশিয়ে খাইয়ে দাও কিংবা 'কন্ভ্যালেরিয়া ম্যাজালিস' অথবা লরেল-জল। ভারী বোঝা তার বুকের ওপর চেপে আছে বলেই তার হৃদ্‌কষ্ট হচ্ছে। যে ভুল সে নিজে করেছে এ হচ্ছে সেই ভুলের বোঝা। যাহোক,—একটা ভুল সে যদি করেই থাকে কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আমারও তো ভুল হয়েছিল। কিন্তু তা বলে আমি তো শয্যাশায়ী হয়ে পড়িনি; সে অধিকার আমার নেই। আর সে সময়ও এ নয়। আমি তার সঙ্গে কাজের কথা বলতে এলাম আর সে কিনা বিছানায় দিব্বি আরামে শুয়ে আছে।"

"ফয়ডর, এখন কি করে কাজের কথা বলবার কথা আপনি ভাবছেন, ওকে একা থাকতে দিন।"

"রোগীকে কোন কাজের কথা এখন না বলবার জন্যে অবশ্যই আমি আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করব।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তখনই লক্ষ্য করলেন যে ঘরের মধ্যে এক তরুণী মহিলা রয়েছেন—তিনি ডাক্তার। যে সব জিনিসপত্র স্তারভের ঘরে তিনি কখনও দেখেননি সেই সব জিনিসপত্র : বিশুদ্ধিকরণের যন্ত্রপাতি, ঔষধ রাখবার কাচের পাত্র, ঔষধের শিশি একটা টেবিলের ওপর সাজানো। আর তারই ধারে তিনি বসেছিলেন। ডাক্তারকে খুব তরুণ মনে হলেও ইতিমধ্যেই তিনি সেই নির্মম ক্ষমাহীন ভঙ্গীটুকু আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন, যে-ভঙ্গী প্রায়ই দেখা যায় সেই সব মানুষদের মধ্যে যাঁরা মনুষ্যজীবনের জন্যে নিজেদের দায়ী বলে মনে করেন।

তিনি কথাটার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, "না, কোন কাজের কথা নয়।"

শ্চারিভ ডাকলেন। নাদিয়া দ্রুতপায়ে তার পাশে গেল।

ডাক্তার বলল, "অবস্থাটা খুবই খারাপ। ওঁকে ক্যামফর ইনজেকশন আমরা দিয়েছি। নাড়ির অবস্থাও খুব ভাল নয়।"

দরজার ঘণ্টাটা একবার বেজে উঠল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সে-ডাকে সাড়া দেবার জন্যে দৃঢ়পদে এগিয়ে গেলেন। তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, শুমশ্কিই সহানুভূতির খোঁজে এসেছে। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁকে লাথি মেরে সিঁড়ি থেকে ফেলে দেবার জন্যে তৈরি হয়ে রইলেন। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। আর কাউকে তিনি তাঁর বন্ধুকে আঘাত করতে দেবেন না।

কিন্তু আগন্তুক চিব্রেতস।

"ওরা বললে যে ওঁর অসুখ করেছে।"

"বিছানায় শুয়ে আছে।"—ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ বললেন, "চল্লিশ বছর ধরে ওকে আমি জানি। এই প্রথম ও শয্যাশায়ী হল। আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিনে আমার এমনিই দুর্ভাগ্য! আর সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে যে, এটা আমার নিজের দোষ, ইলিয়া।"

চিব্রেতস বললেন, "ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, আপনি শান্ত হোন! আমার স্থির বিশ্বাস উনি সেরে উঠবেন। আপনাকে এখানে দেখে ভারী খুশি হলাম।"

"আমিও খুশি হয়েছি তোমাকে দেখে," লোপাতিন জবাব দিলেন। কিছুক্ষণ তিনি নীরব হয়ে রইলেন। তারপর ডাক্তারের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "শুনুন ডাক্তার, আপনারা গুরুগম্ভীর লোক। রোগ-প্রতিকারের নানান ধরনের উপায় অসংখ্য মানুষের জীবন রক্ষা করেছে, তাও আপনি নিশ্চয় জানেন বলেই আমি মনে করি। রোগ-প্রতিকারের অন্য উপায় আছে, যার কথা আপনি এখনও শোনেননি। যদি আমরা এ ঔষধ তাকে দিই—আশা করি, তাহলে আপনি বাধা দেবেন না। দেবেন কি?"

ডাক্তারের কাছে একা থাকার দরুন অপরের কাছ থেকে গোপন-করা নির্মম সত্য কথাটি সবচেয়ে আগে-শোনা মানুষটির মুখের দিকে আত্মীয়স্বজনরা যেভাবে তাকায় সেই মুহূর্তে ফিরে এসে নাদিয়া লোপাতিনের দিকে তেমনি মিনতিভরা চোখে চাইলেন।

"নাদিয়া, তোমার স্বামীর চিকিৎসা এইভাবে করছ কেন? ওকে সর্বরোগহর ওষধির সঙ্গে একটু মদ মিশিয়ে খাইয়ে দাও। পনেরো ফোঁটার বেশি নয়। যে-মানুষটা কোনদিন এসবে অভ্যস্ত নয়—ঔষধপত্র তার পক্ষে বিষের মত।"

একটু আস্তে ঠেলা দিয়ে একপাশে তাকে সরিয়ে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ আবার সেই অসুস্থ মানুষটার কাছে ফিরে গেলেন। চিত্রেতস্ তাঁর পিছন পিছন এল।

লোপাতিন শ্যারভের ওপর যেন ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "এসব কি হচ্ছে শুনি? ডাক্তার, ঔষধপত্র · তুমি একেবারে নিজের হাল ছেড়ে দিয়েছ। এই দেখ, চিত্রেতস্ এসেছে তোমার সঙ্গে কাজের কথা বলতে আর তুমি কিনা বিছানায় শুয়ে।"

শ্যারভ তাঁর হাতখানা লোপাতিনের দিকে বাড়িয়ে দিতেই তিনি তাঁর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। তাঁর হাতখানা কি ভয়ানক দুর্বল ও ঘর্মাক্ত! কিন্তু তিনি তা না দেখার ভান করলেন।

তিনি বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আর তুমি ছিলাম বড্ড বেশি বিশ্বস্ত। আর সেই জন্যেই এখন আমাদের এত খারাপ লাগছে। শোন বলি, তুমি একা নও। দোষ আমাদের সকলেরই। প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ আমি, চিত্রেতস্ আর তোমার ঐ গ্রোমাদাও।" ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ 'তোমার' কথাটার ওপর জোর দিলেন। "আমাদের বিজ্ঞান-বিভাগের পাশে এসে আমাদের দাঁড়ানো উচিত ছিল কিন্তু তা আমরা করিনি। এখন আমাদের চৈতন্য হয়েছে। বাইরের সাহায্য আমরা পেয়েছি ··"

"অধ্যাপক, আপনি আমাদের মুশকিলে ফেলে দিয়েছেন"—চিত্রেতস্ গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন। বালিশের ওপর মাথাটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সংশয়-ভরা চোখে শ্যারভ একবার লোপাতিন আর একবার চিত্রেতস্‌কে দেখতে লাগলেন। ওঁরা কি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে? কিন্তু না, তাঁরা এমনভাবে কথা বলছেন যে, তাঁর যে অসুখ হয়েছে এটা তাঁরা তাঁদের ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না; লোপাতিন অথবা চিত্রেতস্ এ নিয়ে কেউ-ই কোন কিছু বললেন না আর তা করার ইচ্ছাও যে আছে তা তাঁদের দেখে মনে হল না।

তিনি কাঁপা-গলায় বলে উঠলেন, "আমার চেয়ে তোমরাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, কেননা, তোমরা পার্টির সভ্য কিন্তু আমি তো তা নই।"

চিত্রেতস্ জবাব দিলেন, "না, পার্টির বাইরের মানুষরাই এ-সংগ্রামে লড়াই করেছে, আর তা তারা বেশ ভালভাবেই লড়েছে। কাজেই এই দিক দিয়ে নিজেকে সমর্থন করবার চেষ্টা করবেন না।"

লোপাতিন দাঁড়িয়ে উঠে রাগতভাবে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। তিনি সশব্দে পাদচারণা শুরু করলেন। একবার চেয়ারটায় ধাক্কা খেলেন, আবার একবার তাঁর ধাক্কা লেগে একটা বই মেঝেতে ছিটকে পড়ল। আশ্চর্যের বিষয় তাঁর বিরক্ত রোষভরা কণ্ঠস্বর আর তাঁর পাদচারণের অস্থির বেগময় গতিভঙ্গিমা শ্যারভের মনের শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসতে সহায়তা দিল যা অস্ফুট কণ্ঠস্বর, নিঃশব্দ পদক্ষেপ ও সর্বরোগহর ওষধি করতে পারেনি।

চিব্রেতস্ পুনরুক্তি করে বললেন, "অসুস্থ হবার ভুল সময়ই আপনি বেছে নিয়েছেন। সত্যি বলতে কি, গেল-কাল আপনার বক্তৃতা শোনবার আশা করেছিলাম কিন্তু আপনি আমাদের বড় নিরাশ করলেন। একজন তরুণ জীববিদ্যাবিদ আমার কাছে এসে বলল, 'শ্যারভ এটাকে সহ্য করবেন কি করে তাই ভাবছি?' আমি তাকে ঠাট্টা করে বললুম, 'আমাদের বুড়ো মানুষরা কি ধাতু দিয়ে গড়া তা তোমরা ছেলে-ছোক্‌রারা জান না।' আমি তাকে আরো বললুম, 'কাজের সময় তাঁরা কখনও পিছপা হন না' আর আপনি কি না···"

"হ্যাঁ, তুমি সত্যিই আমাদের একেবারে বসিয়ে দিয়েছ"—ফয়ডর ফয়-ডরোভিচ্ বলে উঠলেন: "এই তো গেল-কাল অধিবেশনের সময় চিব্রেতস আমার কাছে এসে বলল: 'বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে নতুন অনুষ্ঠান-সূচীর খসড়া করতে হবে, এজন্যে অবিলম্বে আপনি শ্যারভের সঙ্গে দেখা করুন।' আর সেই শ্যারভই এখন একেবারে কাপুরুষ বনে গেছে। তুমি কি মনে কর যে, তোমাকে বাদ দিয়ে আমরা এই পরিকল্পনাটাকে কাজে পরিণত করতে পারব? অবশ্য যে-কেউ ভাবতে পারে যে, শ্যারভের মত গণ্ডাগণ্ডা লোক আমাদের এত আছে যে তাদের নিয়ে আমরা কি করব তা আমরাই জানি না। আচ্ছা, কতদিন তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছ?"

বালিশ থেকে গোলাকার মাথাটা অল্প একটু উঁচু হল: "তেতাল্লিশ বছর।"

"ও, আমি ভেবেছিলাম একচল্লিশ। আমার শুনতে ভুল হয়েছিল, হুঁ—নেহাত কম নয়···কম দিন নয়···"

লোপাতিন আর চিব্রেতস্ দুজনেই ভয়ানক একটা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছিলেন। এই মুহূর্তে একে অন্যে কি ভাবছেন তা তাঁরা দুজনেই জানতেন। দুজনেই চেষ্টা করছিলেন এমন কথা বলতে যা রোগজীর্ণতায়

নয় সৎ ও সত্যিকার বিজ্ঞানীর পক্ষে অসহ্য এমন আত্ম-অপরাধবোধের আঘাতে ভেঙে-পড়া এই মানুষটিকে উদ্দীপ্ত করে তুলবে।

লোপাতিন কর্কশকণ্ঠে বলে উঠলেন: "নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ, এস, এ নিয়ে একেবারে খোলাখুলি একটু আলোচনা করা যাক। তুমি কেন এত ভেঙে পড়েছ? লাইসেনকোর বিবরণীর জন্যে? এটা কি তুমি অনুমোদন কর না?"

ক্ষোভে ক্রোধে শ্যারভ তাঁর মাথাটা তুললেন, কিন্তু আবার তা আস্তে আস্তে বালিশের ওপর নেমে এল।

"তুমি কি মনে কর যে, গত ক-বছর ধরে তুমি ঠিক পথেই কাজ করে যাচ্ছ? আর শুমশ্‌কিও নির্ভুল? তুমি একেবারে শুয়ে পড়লে, ভগ্নোদ্যম হলে, উৎসাহ হারিয়ে ফেললে। কেন? কারণ, লাইসেনকোর বিবরণী শুমশ্‌কি আর তার চেলা-চামুণ্ডাদের একেবারে নিকেশ করে দিয়েছে বলে? এটা কি খুব অন্যায় হয়েছে বলে তুমি মনে কর? অথবা অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হতে তোমার বড় ভয়?"

শ্যারভ নীরব হয়ে রইলেন।

"নির্ভুল কে? শুমশ্‌কি এবং তার বন্ধুরা, অথবা আমরা? এই ভাবনায় ক-টা রাত বিনিদ্রভাবে কাটিয়ে তুমি যদি নিজে বুঝে থাক যে তার কথাই ঠিক, যদি লাইসেনকোর বিবরণী তোমার মনে বিশ্বাস জাগিয়ে থাকে—তা হলে এটা তোমায় এমন অস্থির করে তুলল কেন?"

"বুড়ো মানুষ আমি," ফাঁপাগলায় উত্তরটা এল। "বুড়ো বয়সে ভুল করা কারুর উচিত নয়—কেননা তা শোধরাবার সময় আর থাকে না।"

বিছানার আরো কাছে ঘেঁসে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ চিৎকার করে বললেন, "ওঃ, এই ব্যাপার তাহলে! যা আমি অসম্ভব ভেবেছিলাম তাই ঘটল: আমার সবচেয়ে পুরাতন সুহৃদ, নিকোলেই আলেকসান্দ্রোভিচ, তার দেশের প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিজয়গৌরবে খুশি না হয়ে আত্মশোচনায় মগ্ন, নিজেকে ছাড়া আর কোন চিন্তাই তার মাথায় নেই।"

তার ওপরে নিক্ষিপ্ত অপ্রিয় কথাটাকে দূরে ফেলে দেবার চেষ্টায় শ্যারভ তাঁর সামনে নিজের হাতখানা সজোরে আন্দোলিত করলেন।

"না, না, এ আমি বিশ্বাস করব না, তা করতে আমি পারি না," চিব্রেতস আবেগে উত্তাপে বলে উঠলেন। "আমি জানি যে, শুমশ্‌কি গেল-কাল আত্ম-শোচনার স্পষ্ট স্বীকৃতিকে চোখঠেরে রেখেছিলেন কিন্তু শ্যারভ তা করবেন না

শুমশ্‌কি নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন, বিবেকের দংশন তিনি অনুভব করেননি। অবশ্য তার চেয়েও আপনার পক্ষে এটা একেবারে অসহ।"

লোপাতিন বাধা দিয়ে বললেন, "এর কথা আলাদা। শুমশ্‌কি খ্যাতি, ঐশ্বর্য ও শক্তি চেয়েছিল কিন্তু সেভাবে তুমি তো নিজেকে কলঙ্কিত করনি। তুমি শুধু ভুল করেছিলে। তুমি প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলনি, অগ্রগামী বিজ্ঞানের শত্রু যারা, উৎসাহ হারিয়ে তাদের সহায়তা দেবার জন্যে তুমি ভেসে গিয়েছিলে। এটা অবশ্য আলাদা কথা। আমি আশা করেছিলাম যে, সর্বসাধারণের সামনে অকপটে সোজাসুজি সব তুমি বলবে। ভেবেছিলাম, কঠিন হলেও তুমি আমার মতই হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠবে। তুমি কি মনে কর এটা আমার পক্ষে খুবই সহজ? আমারও যথেষ্ট দোষ আছে। পরে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করব'খন। আমার পার্টির কাছ থেকে, আমার দেশের আপন মানুষদের কাছ থেকে আমার ভয় করবার কিছু নেই। আমি শুমশ্‌কি নই।"

বিছানার আরো কাছে এগিয়ে এবং শ্চারভের ওপর ঝুঁকে পড়ে চিব্রেতস্‌ বললেন, "আমার কথা শুনুন, নিকোলেই আকেসান্দ্রোভিচ—আপনাকে ছাড়া আমাদের চলবে না। বিজ্ঞান-শাখার আমাদের কার্যক্রমের পুনঃপরীক্ষা করা দরকার। এ-ব্যাপারে আমাদের সাহায্য দিতে আপনাকে যে আমাদের চাই-ই। সে কথা কি আপনি বুঝতে পারছেন? আর সেজন্যেই অধিবেশনে আপনার কিছু বলা দরকার। শুমশ্‌কি ক'বার আপনার নাম উল্লেখ করেছে তা আপনি জানেন? ভুলে যাবেন না যে অধিবেশন কার্যতঃ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আপনাকে, আমাকে, লোপাতিনকে আর ক'জন সহকর্মীকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে যেতেই হবে এবং জীববিদ্যা-বিজ্ঞানের এই দুর্যোগের পর কিভাবে আমরা কাজ করতে চাই তা তাঁদের বলব।"

চিব্রেতস্‌ জানালার কাছে সরে গিয়ে শ্চারভের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। লোপাতিনও তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁরা দুজনেই বুঝতে পারলেন যে চিব্রেতসের শেষ কথাগুলো যদি শ্চারভকে জাগাতে না পারে তাহলে কিছুতেই তিনি জাগবেন না।

সোফা থেকে আগেকার সেই পরিচিত উঁচু গলার কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল, "নাদিয়া, আমার চটি-জোড়া!"

লোপাতিন বললেন, "আজকে বাইরে বেরুবার নাম করো না, নিকোলেই!

যতদিন না সুস্থবোধ কর, ততদিন বাড়িতেই থাক আমি তোমাকে উঠতে বারণ করছি।"

শ্যারভ আবার চিৎকার করে উঠলেন, "নাদিয়া, আমার চটি!"

কিন্তু চিব্রেত্‌স্ তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে মৃদু হেসে গম্ভীরভাবে বললেন, "আমিও আপনাকে উঠতে বারণ করছি, আমি মনে করি, এতে পার্টির শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হবে।"

শ্যারভের আনন্দঘন চেহারাটা দেখা লোপাতিনের পক্ষে যেন অসম্ভব হয়ে পড়ল। তিনি তাড়াতাড়ি খানা-ঘরের মধ্যে ক্লান্তভাবে একটা হাতওয়ালা চেয়ারে বসে পড়লেন।

নাদিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ওঁর এ কি করলেন?"

লোপাতিন প্রশান্তকণ্ঠে বললেন, "যে মানুষটাকে সবচেয়ে বেশি দরকার তার তো অসুস্থ হবার সময় নেই। আর সে যদি জানে যে ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে, তাহলে তার অসুস্থ হবার কোন কারণই আর থাকবে না।"

নাদিয়া গভীর শ্রদ্ধাভরা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তিনি যেন ডাক্তার, রোগ-নিরাময়ের নতুন ঔষধ তিনি আবিষ্কার করেছেন। আর লোপাতিন সেই হাতওয়ালা চেয়ারে বসে রইলেন, শ্যারভের পড়ার ঘরে ফিরে যেতে তাঁর ভয় হল। তাঁর হাঁটু দুটো যে কাঁপছে তা বুঝতে পেরে তাঁর অস্বস্তি হতে লাগল। নিজে বেশ শান্ত সুস্থির হবার পর পড়াব ঘরে ঢুকতে তাঁর সাহস হল। পড়ার ঘরে তখন জোর আলোচনা চলছিল।

শ্যারভ তাঁর উঁচু-গলায় বললেন, "পরশু দিন আমরা যা-কিছু শুনেছি তা সবই বিশেষ দরকারী। এ হল বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার নতুন ও অভিলষিত ক্রমোন্নতি! আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও প্রয়োগ-পদ্ধতির কি অবকাশই না রয়েছে! আন্তর্জাতিক লড়াই ছাড়া আর সে যা কিছু বলেছে আমি স্বীকার করছি—আমি তার সঙ্গে একমত নই। ভাল কথা, এ একেবারে নয়া ব্যাপার, নয় কি, ফয়ডর?"

"হ্যাঁ, তা বটে।" লোপাতিন হাসলেন।

চিব্রেত্‌স্ আলোচনায় যোগ দিয়ে বললেন, "এটা যে এখনও আমি বুঝতে পারিনি তা আমি স্বীকার করছি। আমি প্রাণিতত্ত্ববিদদের বলব, এটাকে সহজ সাদা ভাষায় রূপান্তরিত করে দিতে।"

"কেন, প্রজাতির এ হল নতুন অভিব্যক্তি। লোপাতিন বলে উঠলেন। "এই অভিব্যক্তিই আমাদের হাতে শক্তি এনে দেবে। আন্তপ্র্জাতিক সংঘাত বলে কিছু নেই।"

চিব্রেতস্ বললেন, "তাহলে ফিঞ্চদের বেলা কি হবে? বাসা করার জায়গা নিয়ে তাদের লড়াই? ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্, এ-কথা তো আপনিই আমাকে বলেছিলেন।"

শ্চারভ চমকে উঠলেন, "আ—হা! তোমার ফিঞ্চরা তোমাকে একেবারে নাজেহাল করে দিলে. দিলে না কি?"

লোপাতিন হাসলেন।

"ও লড়াই নয়—ওটা হল খিটিমিটি, সামান্য ঝগড়া। এইভাবেই সব ফয়শালা করে নেবার পাখিদের রীতি। প্রতিটি ফিঞ্চ তার বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্যে বনের মধ্যে যতখানি জমি দরকার ততখানির জন্যে লড়াই করে। যে-পাখি বিতাড়িত হয় সে বনের অনেক দূরে নির্দিষ্ট এলাকার সীমান্তে অথবা কাছাকাছি নিদিষ্ট কোন জায়গায় বসবাস করে এবং ফিঞ্চ-পরিবারের জন্যে আরো খানিকটা জমি দখল করে নেয়। তাহলে দেখ, লড়াইটা কি নিয়ে? আর এর সুখ-সুবিধাটা বর্তায় কার ওপর? প্রজাতির ওপর। ফিঞ্চের দখল-করা জমির সীমানা বাড়াবার জন্যেই এই লড়াই।"

"আশ্চর্য! আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি"—চিব্রেতস্ বললেন। "ভারী সহজ ও মজার ব্যাপার এটা। আর ম্যালথুসের অতিপ্রজতা তত্ত্বকে একেবারে নস্যাৎ করে দেয়। তাই নয় কি, ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্?"

শ্চারভ বালিশের ওপর ভর দিয়ে নিজে উঠে বসে খানিক চুপ করে থাকার পর বললেন :

"আমি এটা ভেবে দেখব। কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা যে এটাকে তুমি একেবারে জলবৎ তরলং করে ফেলছ ফয়ডর—আসলে এটা আরো অনেক জটিল।"

লোপাতিন বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই তাই। যেমনটি আমি দেখছি ঠিক তেমনটিই আমি বস্তুটার মৌলিকত্বের ওপর আলোকসম্পাত করবার চেষ্টা করছি মাত্র। আর তুমি অমনটাই দেখছ তোমার হতবুদ্ধিকর একগুঁয়েমির জন্যে—"

সহাস্যকণ্ঠে চিত্রেতস্ বলে উঠলেন, "বাঁচা গেল বাবা! দুজনে বোঝাপড়া হয়ে গেছে—মিল হয়ে গেছে! সব নিষ্পত্তি হয়ে গেছে আবার……"

শ্যারভ ও লোপাতিন দুজনেই প্রাণভরে হাসতে লাগলেন।

পাছে বৃদ্ধ মানুষটি আবার ঝগড়া শুরু করেন এই ভয়ে চিত্রেতস্ অনুনয়-ভরাকণ্ঠে বলে উঠলেন, "আসুন ফয়ডর ফয়রোভিচ্, শুমশ্‌কি-পন্থীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিলেই আবার আমাদের যাত্রা শুরু হবে। এখন, আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে, যারা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করছে তাদের সমূলে উৎখাত করা।" তিনি লোপাতিনের দিকে ফিরে বিদ্বেষভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, "শুমশ্‌কির জন্যে আপনি কোন দুঃখবোধ করেননি—ঠিক তো? সত্যিই আপনার অসীম করুণা!"

ভুরু কুঁচকে লোপাতিন বললেন, "এটা একটা আগাছা। হতকুচ্ছিত বদখত জলজ আগাছা। এটা যে একটা আগাছা তা দেখা ও বোঝা সত্ত্বেও আমরা ওটাকে জিইয়ে রেখেছি, ভাবছি হয়তো এটা কোন কাজে লাগতে পারে, হয়তো এর মূলে রবার আছে। আমাদের মুশকিলটা হয়েছে ওইখানেই। এটা তেতো হতে পারে তবু এর ঔষধের গুণাগুণ আছে। আমরা এটাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখি যে এটা একেবারেই অকেজো কিন্তু তবু আমদের দ্বিধা-সঙ্কোচ ঘোচেনি, এর মধ্যে সামান্য ভাল যদি কিছু থাকে তাতে ফলটা কি? কিন্তু আমি জানি যে, আমার ফলের বাগানের কোন গাছ যদি আগাছার অত্যাচারে মরে যাবার দাখিল হয়, তখন আমার উচিত কাজ হচ্ছে আগাছাগুলোকে একেবারে নির্মূল করে ফেলা। আগাছার ভালমন্দের কথা তখন আমি ভাবি না।"

রাস্তায় বেরিয়েই লোপাতিন স্বস্তির ও সন্তুষ্টির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

অধিবেশনের সময় ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ আনন্দ-আবেগে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল যে, সভা-হলের দেওয়ালগুলো সরে সরে যেতে যেতে শেষে একেবারে মিলিয়ে গেল।

বার বছর পরে লাইসেনকো তাঁর প্রথম আঘাত হানলেন। মিচ্যুরিন-পন্থীরা লড়াই শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁদের বল্লম হল গম-বৃন্তগুলো, হাত-বোমা হল ইউক্রেনীয় আলু। ফল-ফুল আর শাক-সবজির সেনারা শত্রুদের আক্রমণ করল এবং শত্রু পশ্চাদ্‌অপসরণ করে আত্মরক্ষা করতে লাগল। এই ফল-ফুল, শাক-সবজি আর শস্যাদি সাবধানে পরীক্ষামূলক ফসলের ক্ষেতে

…লান হয়নি—কলখজের মাটিতে হাজার হাজার হেকটার জমিতে সে-সব …ৎপাদিত হচ্ছিল। আর হলের পবিত্র গাম্ভীর্যময় পরিবেশ মৃত্তিকার, শস্যের …রের টাটকা ফলের গন্ধে ভরে উঠল…।

তাঁরা বাড়িটার দিকে এগোচ্ছিলেন। নিজের এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে …পাতিনের আর কোন বিরোধ নেই। সেদিনকার সকালের মত আর …খনো নিজেকে এত শক্তিশালী বলে তাঁর মনে হয়নি।

তাঁর মনে হতে লাগল এখন তিনি মানুষের চোখের দিকে আবার তাকাতে …ারবেন। তাঁর যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তাতে কি হয়েছে? সবচেয়ে …ঙ্গীনতম মুহূর্তে সত্যকে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি স্থির ধীর হয়ে …ছিলেন কেননা, স্বাতন্ত্র্য তিনি চাননি। সহকর্মীদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে …তিনি সামনে এগিয়ে যেতেই চেয়েছিলেন। আর এখন, এই অধিবেশনে, …ার অধ্যাপকরা, তাঁর সহকর্মীরা, তাঁর ছাত্ররা—অতীতের যা কিছু ন্যায় …ও সত্যের—বর্তমানের যা কিছু তাঁদের গর্বের, সোভিয়েত বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের …া কিছু দুঃসাহসিক: বিজয়ীর বিজ্ঞান, সত্যের ও মানুষের সুখ-শান্তির …বিজ্ঞান—সমস্ত কিছুই এখন তাঁর পাশে পাশে জোর কদমে পা ফেলে …লছিল।

॥ চব্বিশ ॥

লোপাতিন একা জীববিদ্যা-কেন্দ্রে গেলেন। শ্চারভ আগের দিন চলে গেছেন।

রেনটাই ফয়ডর ফয়ডরোভিচের অভিবাদন জানাল। এটার আচার-আচরণ ছিল অদ্ভুত। ভয়ে উড়ে পালাবার বদলে লোপাতিনের দৃষ্টি এটা নিজের প্রতি আকর্ষণের নানা চেষ্টা করতে লাগল। পাখিটা এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফাতে লাফাতে হঠাৎ তাঁর সামনে উড়ে মাটিতে নেমে, তার খাড়া ল্যাজটা নাচিয়ে কি যেন অস্ফুট গলায় বলল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ নিজের মনেই বলে উঠলেন, "বাচ্চাদের পাহারা দিচ্ছি।"

তাঁর অনুমান সত্যি। পুরুষ-রেনটা বাচ্চাদের বাঁচাবার জন্যে তার জীবনটাকে বিপন্ন করতে এগিয়ে এল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌কে সে প্রলোভিত করে অন্যদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তিনি বাদাম-ঝাড়ের দিকে নির্দয়বেগে এগিয়ে গেলেন। রেনটা ভয়চকিত ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। ছোট্ট এতটুকু একরত্তি একেবারে অসহায় জীবটা বাঁশির মত স্বরে ডেকে উঠে ডানা ঝটকাতে লাগল। সবসুদ্ধ ছটি ছানা। সব কটাই উড়তে শিখছিল। বোকা বোধহীন বাচ্চাগুলোর কোন কিছুতেই ভয় নেই। মানুষকে তারা উদাসীন আনন্দে দেখছিল। কিন্তু বাপ-মার সাবধানী ডাক তারা শুনে তাঁর কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করল।

রেনের বাচ্চাগুলো আকারে ও রঙে একেবারে চেস্টনাটের মত। সব ব্যাপারেই তারা তাদের বাপের অবিকল নকল করছিল। ছোট্ট ল্যাজগুলো গর্বের সঙ্গে তুলিয়ে চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে যেন এখনি আকাশে উড়বে এমনি ভাব দেখিয়ে দ্রুতবেগে ডানা ঝাপটাল কিন্তু শক্তিতে কুলল না বলে কাছে-পিঠের একটা ডালে বসে পড়ল। যাহোক, প্রগলভভাবে ল্যাজগুলো নেড়ে তারা আবার নেমে এল—যেন এতক্ষণ ওই ডালটায় বসে একটু আরাম করে নিতেই তাদের ইচ্ছা হয়েছিল। তাদের ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে, তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বলে নয়—তারা ইচ্ছে করেই অমনটি করেছিল। বাপ-মা'রা উৎকণ্ঠিতভাবে ঝোপটার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছিল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ স্নেহভরা আশ্বাস দিয়ে বলে উঠলেন, "বাচ্চারা—সব ঠিক আছে!"

বাচ্চাদের সঙ্গ পেয়েছেন বলে নিজেকে তাঁর সৌভাগ্যবান বলে মনে হতে লাগল। এটা তাঁর হৃদয়কে উত্তপ্ত করে তুলে তাঁকে যেন আরো সুস্থ করে তুলল, যদিও এক মুহূর্ত আগে হেঁটে আসবার সময় তাঁর মনে হচ্ছিল যে এর চেয়ে বেশি সুস্থবোধ তিনি আর কখনো করেননি।

সদর রাস্তায় পড়তেই ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ ইউরার একেবারে সামনাসামনি এসে পড়লেন। ছুটে তাঁর কাছে যাবার বদলে ইউরা পিছু হটে চিৎকার করে উঠল।

"এই যে, উনি এখানে।"

আর চারদিক থেকে দলে দলে ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তার ওপর এসে হাজির হতে লাগল। স্পষ্টই বোঝা গেল যে সকাল থেকেই 'তল্লাসী-দল' বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছিল যাতে ফয়ডর ফয়ডরোভিচের আবির্ভাব মাত্রেই দেখা-সাক্ষাৎটা ঘটে যায়।

জীববিদ্যাকেন্দ্রের ফটক থেকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছতে ফয়ডর ফয়ডরোভিচের কম করে তিন ঘণ্টা লেগে গেল। ছাত্ররা তাঁর চারধারে ভিড় করে এল, তাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া, তাদের করকম্পন করা ও স্মিত হাসির বদলে স্মিত হাসা ছাড়া আর তাঁর অন্য উপায় রইল না। গ্রোমাদা শরীর-রক্ষীর মত তাঁর পাশে চলতে চলতে আনন্দ-উৎফুল্ল প্রাণবন্ত ও কোলাহলমুখর জনতার মাঝ দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোবার চেষ্টা করতে লাগল। ফয়ডর ফয়ডরোভিচের চারপাশে প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একসময় ছাত্ররা নীরব হয়ে গেল। এই সময়েই গ্রোমাদা তাঁর হাতে আনন্দ-উল্লাসভরে কতকগুলো ভাঁজ-করা টেলিগ্রাম দিল।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সৌহার্দের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, "কি কপাল! ফিরতিপথে বেচারার সঙ্গে বেশি টাকাকড়ি থাকবে না। এই দেখ, একই সময়ে তিনটি জায়গায় আমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে: একটা বাড়িতে, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটা এখানে।"

"আপনার ছেলের কাছ থেকে?"

"হ্যাঁ, আমার ছেলের কাছ থেকে।"

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ মনোযোগ দিয়ে এক-এক করে সব টেলিগ্রামগুলোই

পড়লেন। এই সময়ে ম্যাক্সিম গিয়েছিল অভিযানে, সে বিশ্ববিদ্যালয়কে, তার বাবাকে, ছাত্রদের, শ্চারভকে, চিব্রেতস্ ও গ্রোমাদাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

টেলিগ্রামগুলো সাবধানে ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে তিনি মন্তব্য করলেন, "এই কটা কথা লিখতেই ওর পাঁচ রুবল লেগেছে।" ছাত্রদের দিকে ফিরে সেই প্রিয় পরিচিত মুখগুলি আর একবার ভাল করে দেখতে দেখতে তিনি বলে উঠলেন, "সে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছে।"

গত কদিনে জীববিদ্যাকেন্দ্রে যা ঘটেছিল তা সবই তিনি জানতেন। এ নিয়ে মস্কোতে তিনি ভেবেছিলেনও। তাদের উত্তেজনা, নিদ্রাহীন নিশি-যাপন, উত্তপ্ত আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক সব কিছুরই ছবি তিনি মনে মনে এঁকেছিলেন।···

এই সময়ে তাঁর ছাত্রসংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। লোপাতিন জানতেন যে তরুণরা সন্দেহ-সংঘাতের অনেক ওপরে। যেমনটি ঘটবে ভেবেছিলেন—ব্যাপারটা ঠিক তাই হল। রোজ সন্ধ্যায় ছাত্ররা, স্ট্রিম-এর বন্ধুরা, সুন্দরী ভেরা ভাসিলিয়েভ্না একত্রিত হয়ে সংবাদপত্র পড়ত, তর্ক-বিতর্ক করত আর স্বপ্ন দেখত।

এ যেন তাদের অগ্নি-অভিষেক। যে বিশাল রণক্ষেত্র জুড়ে তাদের শিক্ষাদাতারা ও দলনেতারা সংগ্রাম করছিলেন—তারই একটি ক্ষুদ্র এলাকায় তাদের মোতায়েন রাখা হয়েছিল। কিন্তু সংগ্রামে তাদের করণীয় কাজ ছিল; তাদের সামনে দণ্ডায়মান তুঙ্গ শীর্ষটাকে দখল করাই ছিল তাদের করণীয় কাজ। তরুণ যোদ্ধাদের মতই এই প্রথম যুদ্ধেই তারা সাহসী ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠল। বয়স বাড়ার সঙ্গেই যতই প্রত্যেকে নিজের কথা ভাবতে লাগল, সংঘবদ্ধ হবার ইচ্ছাটা তাদের ততই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। বিজয়ের আনন্দ উপলব্ধি করার সঙ্গেই দায়িত্ববোধের নতুন চেতনা তার মধ্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। নিয়ম শৃঙ্খলাবোধের যে নীতি নির্দেশ গতকালও অত্যাচার বলে মনে হয়েছিল আজকে সেই নীতি-নির্দেশকেই মনে হল তাদের নিজ চেতনা-উদ্ভূত, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সরল। ইতিমধ্যে ভেরা ভাসিলিয়েভনার হাতে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবরণ ছাত্ররা দিয়েছিল—কেউ কেউ সত্যি সত্যিই তা ফেরত চাইতে লাগল। "এটাকে আবার ভাল করে দেখতে হবে। আমি এটাকে আর একবার ভালভাবে দেখব।" আগে যা ভাল বলে তাদের মনে হয়েছিল এখন তাই আর তাদের সন্তুষ্ট করতেই পারছিল না। তাদের প্রত্যেকটি

মুহূর্ত যেন হয়ে উঠল মূল্যবান। "গবেষণাগারে কে চুপিচুপি কথা কইছে? জান, এখন তা করার সময় নয়। কে দেরি করে এসেছে?"

এই নতুন, কঠোর ও সংগ্রামী মনোভাবের মধ্যে এখানকার মত এর আগে কখনও তারা এমন সুখ ও স্বস্তি বোধ করেনি, এর আগে কখনও এমন প্রাণময় হাসি হাসেনি এবং পরস্পরের প্রতি এমন নিবিড় সখ্যতা বোধ কখনও করেনি।

বহু ছাত্র লোপাতিনকে তাদের নতুন গবেষণার কথা, নতুন পরিকল্পনা ও স্বপ্নের কথা বলতে লাগল।

স্বল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু বিস্তৃতভাবে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌কে বলতে হল লাইসেনকো কি বলেছিলেন, তাঁর কথা সবাই কিভাবে গ্রহণ করেছিল, কে কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, শুমশ্‌কির কি অবস্থা হল, অধিবেশনে জনসমাবেশ কেমন হয়েছিল, নতুন কি প্রজাতি দেখান হল এবং এখন প্রাণিবিজ্ঞানীদের কর্তব্য কি।

সংবাদপত্রে অধিবেশনের যে-খবর প্রকাশিত হয়েছিল তা সবই তারা পড়েছিল। হাজার হাজার সোভিয়েত নরনারীর মত তারাও একে অন্যের হাত থেকে খবরের কাগজ ছিনিয়ে নিয়েছিল। অথবা আনন্দে উত্তেজনায় কয়েক কিলোমিটার দৌড়ে ডাকঘরে গিয়েছিল সে-দিনের কাগজ আনার জন্যে।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ তাঁর ছোট্ট ঘরে আর ফিরে গেলেন না। তিনি সিঁড়ির ওপর বসলেন আর ছাত্রেরা তাঁকে ঘিরে ঘাসের ওপর বসে রইল।

শ্যারভ একটু হাঁফাতে হাঁফাতে এসে লোপাতিনকে আলিঙ্গন করলেন। ছাত্রেরা তাঁর দিকে চেয়ে যেভাবে হাসল তা থেকে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ বুঝতে পারলেন যে, তারা শ্যারভকে তাঁরই মত ভালবাসে ও বিশ্বাস করে।

নিকিতা ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌কে মনে করিয়ে দিল যে স্ট্রিমসে সেদিন একটা বিয়ের ব্যাপার আছে।

খুশিভরে ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্‌ বলে উঠলেন—"আমি তাহলে ঠিক সময়ে এসে গেছি। জান, আমার ঠিক মনে ছিল, কিন্তু ভয় হচ্ছিল যে আমার দেরি হয়ে গেছে।"

তাঁরা দল বেঁধে চললেন স্ট্রিমসের দিকে।

যে ঘোড়াগুলো স্ট্রিমসে ছিল সেগুলোকে অবশেষে সমস্ত জেলা দেখবার সুযোগ পেল। স্ট্রিমস থেকে রাস্তাটা সরল রেখার মত সোজা জেলার মধ্যিখানে

চলে গেছে। 'ত্রইকা'-গুলি এত বেগে ছুটতে লাগল যে পথের দুধারে শস্য-বৃন্তগুলি বাতাসে কাঁপতে লাগল।

মাথাগুলো গর্বভরে তাদের বুকের ওপরে বঙ্কিম ভঙ্গিমায় তুলে ঘোড়াগুলি রাস্তা দিয়ে একতালে কদমে চলতে লাগল। রেশমের মত লেজগুলো তাদের পশ্চাদ্‌ভাগে ছন্দভরে নেমে এসে বাতাসে উড়তে লাগল। রেশমী ফিতে দিয়ে তাদের সাজান হয়েছিল। সেই রেশমী ফিতেগুলো বাতাসে আন্দোলিত হয়ে ধূসর রঙের কেশরের ওপর উড়তে লাগল। রেশমী ফিতেয় ঘোড়াগুলি তেমন অভ্যস্ত ছিল না—তাই তাদের অস্থির চঞ্চলতা তাদের আরো কমনীয় করে তুলল।

প্রায় তারা শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছিল, একটা ত্রইকা আর একটার একেবারে গায়ে গায়ে আসছিল ··

বাগানে ব্যাণ্ড বাজছিল। জোড়ায় জোড়ায় নাচছিল।

রেজিষ্ট্রারের অফিসের চাতালের ঠিক সামনে প্রধান ত্রইকাটা থামল। ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। ঘামে কালো-হয়ে-যাওয়া তাদের মসৃণ পিঠগুলোর ওপর দিয়ে একটা কাঁপুনি ঢেউ তুলে যেন বয়ে গেল।

ব্যাণ্ডে একটা ভাব-গম্ভীর সুর বেজে উঠল। চাতালে যাবার সিঁড়িতে সর্বপ্রথম পদার্পণ করল আনা ও আলেক্‌সি। ঘোড়াগুলো, রেশমী ফিতেগুলো, আর হাস্যোজ্জ্বল মুখগুলি আনা আবছা-আবছাভাবে দেখতে পেল আর যেন স্বপ্নে সে শুনল সঙ্গীতের সুস্বর।

সে একবার থমকে দাঁড়াল এবং তারপর তার দীর্ঘ নীল রঙের সিল্কের পরিচ্ছদের প্রান্তভাগটুকু তুলে ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। অন্য শূন্য হাতটায় চাপ দিয়ে আলেক্‌সি তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল। "সাহস আন!" ঠিক তাদের পিছনে পিছনেই আসছিলেন আলেক্‌সির বাবা-মা আর আনার মা।

সমস্ত ত্রইকাগুলো উপস্থিত হতেই রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একেবারে ভরে গেল—রিব্‌কা টানা একটা গাড়ি এসে উপস্থিত হল। সে-গাড়িতে বসেছিলেন জাখর পেত্রোভিচ্, তাঁর স্ত্রী এবং জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ। জাখর পেত্রোভিচ্ তাঁর এই ঘোটকীকে জোর কদমে ছোটাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাড়াতাড়ি যাবার কোন ইচ্ছাই রিব্‌কার ছিল না। ঢিমে-তালে চলা তার অভ্যাস। দ্রুতগামীদের সে কেউ নয়।

রোজ তাকে একটা নির্দিষ্ট পথ দিয়ে যেতে-আসতে হয়···কেন সে তার রোজকার তালে চলাটার রকমফের ঘটাবে ?

অবশেষে তাঁরা এসে পৌছলেন। জাথর পেত্রোভিচ্ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যেতে যেতে তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি সব হয়েছে কিনা।

নিমন্ত্রিতরা এসে পড়বার আগে বিদ্যুৎ-বিশারদ ফেদইয়া বর-কনের ঘরে একটা 'রেডিওলা' বসিয়ে দিয়ে গেল। এ-উপহারটা এসেছে কলখজ থেকে। চারদিকে কুকুর-ছানার ছবি-আঁকা গরম পুরু কার্পেট মেঝের ওপর বিছিয়ে দেওয়া হল। এমন একটা কার্পেট থাকার দরুন বর্ষা-বাদলার দিনেও এই ঘরটা রোদ-দীপ্ত দিনের মতই সুখকর মনে হবে।

রেজিস্ট্রারের অফিসে ভাব-গম্ভীর পরিবেশ। সাদা ব্লাউস-পরা একজন তরুণী এগিয়ে এসে আলেক্সি ও আনাকে অভিনন্দন জানাল। কীট-নাশক তীব্র গন্ধওয়ালা কালো রঙের স্যুট পরে রেজিস্ট্রার আনাকেও অভিনন্দন জানালেন এবং তাকে একটি পুষ্পস্তবক উপহার দিলেন।

পথ থেকে ভেসে-আসা সঙ্গীতের সুরে আর জানলা দিয়ে-আসা রোদের আলোয় ঘর ভরে গেল।

আনার মা নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন—তাঁর মেয়ের কি স্নিগ্ধ-সুন্দর বিবাহ হচ্ছে !

উৎসব শেষে তাঁরা সকলেই বাদকদলকে সঙ্গে নিয়ে আবার কলখজে ফিরে গেলেন।

নদীর তীরে বার্চ-ঝোপের মধ্যে টেবিল পাতা হল। বহু সংখ্যক অতিথি বসতে পারে এমন বড় ঘর গাঁয়ে ছিল না। কাছে-পিঠের এবং জেলার কেন্দ্রের খামারগুলো থেকে লোকজন এল আর এদের সঙ্গেই সমবেত হল জীববিদ্যা-কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীরা। পত্র-পল্লবের মধ্যে বিচ্ছুরিত সূর্যালোক মদের পাত্র-গুলির, রেকাব ও ফুলগুলির ওপর খেলা করে বেড়াতে লাগল।

জাথর পেত্রোভিচ্ ভদ্‌কা আর মদ মাঝামাঝিভাবে পরিবেশনের আদেশ দিয়েছিলেন, কেননা, আসছে কাল কাজ-কারবারের দিন। কিন্তু সব অতিথি-রাই বেশ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এই আনন্দের উৎস মদের, সূর্যালোকের, চারিদিকের এই সবুজ সমারোহের অথবা এই সাহচর্যের, সঙ্গীতের অথবা শুধু অকারণ আনন্দে তা কেউ জানে না। সম্ভবতঃ মাঠে মাঠে শস্যের আনন্দময়

মর্মরধ্বনি, আস্তাবলে ঘোড়াগুলির হ্রেষারব ও বাড়িগুলি থেকে আলোক-বিচ্ছুরণই এর কারণ? চারিদিকেই শুধু সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দ। উচ্ছল-আনন্দের মদিরা। উচ্চ হাসি আর সুরেলা গান বার্চ-পত্রপল্লব ভেদ করে উদার নীল আকাশে ভেসে বেড়াতে লাগল।

জাখর পেত্রোভিচ্ বেশ গণ্যমান্যভাবে রাজকীয়ভঙ্গীতে একটা টেবিলে বসে ছিলেন। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ সভাপতির দিকে একবার তাকালেন। তাঁর কাঁধটি বেশ চওড়া—তাঁর সবচেয়ে ভাল কোটের বুকের ওপরে চারটি সম্মানচিহ্ন—দুটি সামরিক আর দুটি শ্রমসম্পর্কীয় সম্মানচিহ্ন। প্রথমটি তিনি পেয়েছিলেন গৃহ-যুদ্ধের সময়, দ্বিতীয়টি যৌথ-করণ সময়ে, তৃতীয়টি মহান দেশপ্রেমের যুদ্ধে সংগ্রামী সৈনিক হিসাবে এবং চতুর্থটি পেয়েছিলেন যুদ্ধান্তে দুবছরের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত কলখজকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্যে। চারটি সম্মানচিহ্ন। চারবারই জনগণ তাঁকে বলেছিলেন : জনগণকে ক্ষুধার অন্ন দিতে তুমি করলে হলকর্ষণ আর শত্রুর হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে তুমি তুলে নিলে হাতিয়ার। কৃষক ও সৈনিক! তোমায় ধন্যবাদ!

জাখর পেত্রোভিচ্ ফয়ডর ফয়ডরোভিচের দিকে তাকালেন। সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। আমাদেরই একজন। আর তিনি যোদ্ধাও।

অন্ধকার হয়ে এলে বন বীথিতে তারা বর্ণবিচিত্র লণ্ঠন জেলে দিল। সেই বিচিত্র বর্ণের আলোর আভায় লতাপাতার ঝিকমিকি হল শুরু। আতস-বাজিতে আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল। নদীর বুকে নৌকোগুলো ভেসে বেড়াতে লাগল—অতিথিরা জল-বিহারে মত্ত।

বন-কুঞ্জে ওরা নাচছিল আর গাইছিল। নর্তকীদের গানের বাণীগুলি যেন বিশেষভাবে লেখা। আনা ও আলেকসি ডাইনে-বামে কোনদিকে না তাকিয়েই অনিমেষ নয়নে দুজনে দুজনার দিকে চেয়ে ঘুরে ঘুরে ওয়ালটেজ নাচ নাচছিল।

দুশিয়া নাচছিল—জেলা হাসপাতাল থেকে আগত তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে। যুবক ডাক্তারটি আলাপ-আলোচনায় বড় লাজুক; তাই বারে বারে সে কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিল।

আর ছিল মারিনা আর গ্রোমাদা! গ্রোমাদা তার কাঁধদুটো সোজা করে এত দ্রুত পদসঞ্চারে নেচে চলেছিল যে তার সঙ্গিনী তার সঙ্গে তাল মেলাতে হাঁফিয়ে পড়ছিল। আর বার্চগাছগুলোর সাদা গুঁড়িগুলো মাথার উপরকার

আলোর কমনীয় বর্ণসুষমায় অতিক্রুত ঝল্‌কে ঝল্‌কে উঠতে লাগল। মারিনা আজ কেবল হাসিতে উচ্ছল। ভ্রূ কুঞ্চিত করার কথা তার আর মনে নেই। বলিষ্ঠ ধূসর চোখের ওপর তার ভ্রূযুগল যেন ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছিল। এতটুকু দ্বিধাসঙ্কোচ না করেই সে উচ্ছল হয়ে উঠল হাসিতে। ইভান! আমার দিকে একবার হাসিমুখে তাকাও। প্রিয়তম, একবার দেখ! দেখ আমার কেশরাশি, কী চোখ, কী মুখ, দেখ! তাকাও একবার! তাকাও! যাই ঘটুক না কেন, আমায় ভালবাস!

স্তিপ্যান আর কাতিয়া পা ফেলে বেরিয়ে এল। স্তিপ্যান, তোমায় দেখে মনে হচ্ছে খ্রুকসের কাছে জমি-জমার জন্যে সাইবেরিয়াকে তুমি দান করে দিতে পার।

গান, হাসির ঝঙ্কার আর আধো-উচ্চারিত কথা রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যেতে লাগল···

অনুভব আর উপলব্ধির কত আগে কত দ্রুত এসব মিলিয়ে যায়! এরই ঝঙ্কার গিয়ে মেশে, এক হয়ে যায় ওয়ালটেজের সঙ্গে, পত্র-পল্লবের মর্মরধ্বনির সঙ্গে, হাসির সঙ্গে ·। একান্ত কাছেই কে যেন এই কথাটা বলল। বল, আবার বল। প্রিয়তম, আবার বল—ঐ প্রিয়তর স্নিগ্ধ-সুন্দর কথাটি।

পুকুরের ধারে একটা বেঞ্চে শান্ত নীরবতার মধ্যে নিকিতা ও ভারয়া বসেছিল। নিকিতা তাকে চ্যুভাসিয়ার কথা বলছিল আর ভারয়া তার ঠোঁট দুটি অল্প একটু ফাঁক করে তার সুন্দর মাথাটি নেড়ে তার কথা শুনছিল। শুনতে কী অদ্ভুত লাগছে! নিকিতার বাড়িটা আশ্চর্য সুন্দর তার মা-বাবাও নিশ্চয়ই চমৎকার। সঙ্গীতের তালে নিজের অজ্ঞাতে তাল রেখে ভারয়া তার পা দুটো নাড়াতে লাগল। কি দুঃখের কথা—নিকিতা সম্প্রতি বড় বিষণ্ণ ও গম্ভীর হয়ে গেছে। আর আরো দুঃখের কথা, নাচ সে একেবারে পছন্দই করে না।

হঠাৎ নিকিতা বলে উঠল, "আমরা নাচব কি?"

তারা দুজনে দৌড়ে মঞ্চের দিকে গেল এবং বাদক-দলকে রুশীয় গ্রাম্য নাচের সুর বাজাতে বলল—নিকিতা অন্য নাচ জানে না। তারা দুজনে একসঙ্গে নাচল। নিকিতা হাল্কা পায়ে নাচছিল, গতিভঙ্গী ছিল তার স্থিরনিশ্চিত। আর ভারয়া? চপল চাহনি, উড্ডীয়মান হাতে রুমাল নাড়া কোথা হতে পেল সে? জীর্ণ পাদুকায় তার সুকুমার চরণযুগল যেন ঘাসের

ওপর ভেসে বেড়াতে লাগল। ওই কি আমাদের সেই শান্ত ক্ষীণাঙ্গী ভারয়া? দেখ দেখ, নিকিতার বাহুর বাঁধন এড়িয়ে কেমন করে সে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তার কোমল কেশগুচ্ছ আলোয় কেমন ঝলমল করছে।

ইউরা তাদের দুজনার দিকে তাকাল। নিকিতার দিকে তাকিয়ে ভাবল, "শেষকালে বোকাটারও ঘুম ভেঙেছে। এখন সে বুঝতে শিখেছে ভারয়া রূপবতী কি না।" ভারয়ার মাথা ছাড়িয়ে অন্য কিছুর ওপর নিবদ্ধ নিকিতার সতৃষ্ণ কামনাব্যাকুল দৃষ্টিটাকে অনুসরণ করতেই তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। কি দেখছে ও? কাকে দেখছে? দেখছে আল্‌লাকেই। কিন্তু কোণের দিকে ঐ ঠোঁট-ফুলিয়ে-থাকা মেয়েটি কে? ওরা ওখানে কি সুর বাজাচ্ছে—পোলকা? ইউরা পোলকা নাচ তো নাচতে জানে না, কিন্তু তাতে কি হয়েছে। আনন্দে নাচ—মেয়েটি এখন হাসছে, আর এটাই তো সবচেয়ে বড় কথা!

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ তাঁর 'চড়ুই পাখিদের' খুব ভালবাসতেন। তাঁর তারুণ্যদীপ্ত চোখ দুটি আনন্দে স্ফূর্তিতে টলমল করে উঠল। পিছন ফিরেই তিনি আল্‌লা ও জিনাকে দেখতে পেলেন। আল্‌লার মুখে ভাবনার ছায়া ও বিষাদের মেঘ, সে আগের চেয়ে আরো রোগা হয়ে গেছে। ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ আগে আগে তাকে ভাল চোখে দেখতে পারেননি কিন্তু এখন তাঁর দৃষ্টি সহানুভূতিতে আতুর হয়ে উঠল। 'মেয়েটাকে আরো ভালভাবে জানতে হবে'—তিনি নিজের মনেই কথাগুলি বললেন। নিকিতার সতৃষ্ণ দৃষ্টিটাকে দেখেই তিনি ভ্রূ কুঁচকে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

জাখর পেত্রোভিচ্ একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বাজনা শুনছিলেন। জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনিও লঘুভাবে আনন্দের সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলছিলেন। সুখ-দীপ্ত নীরবতার মধ্যে অনিশ্চিত পাদবিক্ষেপে তাঁরা দুজনে পাশাপাশি পথ চলতে লাগলেন।

হঠাৎ নীরবতা ভেঙে জাখর ভ্যাসিলিয়েভিচ্ বললেন, "যদি বৃষ্টি হয়?"

জাখর পেত্রোভিচ্ জানতেন কথাগুলো দিয়ে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন। ট্রিম্‌সের ক্লাব-ঘরটা ছিল ছোট। পরের বছরের বিয়েগুলো বনের মধ্যেকার নির্মান-প্রায় নতুন ক্লাব-ঘরেই হবে।

তাঁরা দেখলেন ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ নদীর ধারে একটা বেঞ্চির ওপর বসে আছেন, তাঁর দুপাশে তাঁরা দুজনে গিয়ে বসলেন। তাঁদের মনে পড়ল

একটা পুরানো কুসংস্কারের কথা—একই নামধারী দুজনের মাঝখানে বসে যে কোন লোক যা কিছু ইচ্ছে করুক না কেন, তাই-ই সত্যি হবে।

ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ জবাব দিয়ে বললেন, "যাহোক, আমার সব ইচ্ছেগুলোই সত্যি হয়ে উঠছে আর এ জন্যেই আমি নষ্ট হয়ে যেতে বসেছি। গত তিরিশ বছর ধরে আমি এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।—আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে বীবরদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হচ্ছে আর ঘটেছেও তাই। স্বপ্ন দেখেছিলাম যে স্যাবল সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে—আর ঠিক তাই হচ্ছে। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ যে এ-সবে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমি যা কিছুই যখনই ইচ্ছা করি না কেন তা হবেই হবে। আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে ওরা লেনিন পাহাড়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করুক আর ওরা তাই করতে যাচ্ছে। আমি ইচ্ছে করেছিলাম, শুমশ্কি যেন সেখানে শিক্ষা দিতে না পারে এবং তা করায় তাদেরও ইচ্ছে নেই। আমি ইচ্ছে করেছিলাম, এই বিজ্ঞান-বিভাগের 'ডীন' হোক মিচ্যুরিন-পন্থী, আর তাই ওরা সুমারেভকে পাঠিয়েছে।"

॥ পঁচিশ ॥

ঘটনাক্রমে দৈবাৎ মারিনা ডিমকোভা উইলো গাছটার দিকে গিয়েছিল। যেতে অবশ্য ঠিক তার ইচ্ছা হয়নি। আইভান ওস্তাপোভিচের ওখানে উপস্থিত হওয়ার কোন নিশ্চয়তা ছিল না—কিন্তু সে জানত যে এটা মারিনার বেড়াবার পরিচিত প্রিয় জায়গা। জীববিদ্যাকেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীদের এই শেষ রাত। কিন্তু তাতে হয়েছে কি? শেষ রাত বলেই মারিনা একা থাকতে এবং সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে ভেবে দেখতে চেয়েছিল।

উইলো গাছটার তলায় বসে কে একজন যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। একটা, তারপর আরো একটা।

"ভারয়া নাকি?"

ভারয়া সরে বসে মারিনার জন্যে জায়গা করে দিল।

"এই বসে বসে ভাবছিলাম।"

"কিসের ভাবনা?"

"কিসের, অনেক কিছুরই।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মারিনা হঠাৎ বলল, "কোন ব্যাপারে মন স্থির করেছ কি?"

"এখনও করিনি।"

"আবার সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছ?"

"উঁ-হুঁ।"

"আজকে তোমাকে সব কিছুই কি বেছে-বুছে পরিষ্কার করে ফেলতেই হবে? একটু দেরি করা যায় না?"

"না, আজকেই মন স্থির করে ফেলতেই হবে।"

"তাই-ই কর, তাহলে।"

মারিনা শোনবার জন্যে নম্রভাবে ভাল হয়ে বসল। স্পষ্টই বোঝা গেল সারা রাত ধরেই এর জের চলতে পারে। "যদি লোপাতিনের মত মানুষ শুমশ্‌কিকে স্পষ্টভাবে চিনতে না পেরে থাকেন, আমরা তা পারব—এটা কি করে আশা করা যায়? আর নয়া বেলিভ্‌স্কীরা নিশ্চয়ই আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। অবশ্য সংখ্যায় তারা খুব বেশি হবে না—তবে স্বল্পসংখ্যক তো

বটে। ধর, তুমি ফয়ডর ফয়ডরোভিচের মত কোন মানুষের প্রেমে পড়লে কিন্তু শেষকালে দেখা গেল সে শুমশ্কির মত!"

"আশ্চর্য কিছু নয়। ভবিষ্যতে অবশ্য বেলিভ্স্কীদের সংখ্যা কমে আসবে। আর বেলিভ্স্কী নিজেই বদলে যাবে- দেখো, সে বদলায় কিনা।"

বিশুষ্কভাবে ভারয়া বলল, "দেখা যাক। যা দেখবার তা আমরা দেখবই। ঠিক আছে। এস একটু আলোচনা করা যাক: প্রজাতি-তত্ত্বটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না।"

"আমরা এখনও সে-প্রসঙ্গে এসে পৌছইনি।" মারিনা তাকে ঠাট্টা করে কৌতুক-উচ্ছল তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল। ভারয়া প্রত্যাশায় তার মুখের দিকে তাকাল মারিনা তাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে লাগল: "আমার ছোট ভাইকে যাই-ই তুমি জিজ্ঞেস কর না কেন—সে উত্তর দেবে, 'আমরা এখনও সে-প্রসঙ্গে আসিনি।' সে এখনও শিশু-শ্রেণীতে পড়ছে—অবশ্য বিশেষ কিছু এখন তারা শেখেনি। ইউ অক্ষর অবধি ওরা শিখেছে। চারদিন ধরে ক্রমাগত সে তাই-ই কপি করার পর শেষে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এল। 'ইউ অক্ষরটা আর আমার ভাল লাগছে না—ওটা না হলেও আমার চলে যাবে'।"

ভারয়া হাসল, তারপর গম্ভীরভাবে বলল, "ইউ অক্ষর না হলেও আমাদের চলে যেতে পারে, কিন্তু প্রজাতি-তত্ত্বটা না বুঝলে সম্ভবত আমাদের চলবে না। অথচ এটাই আমি বুঝি 'না' যদিও আমরা তৃতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী।"

"ভারয়া বিজ্ঞানের দিক থেকে আমরা এখনও কমবেশি সেই শিশুশ্রেণীতেই আছি। কিন্তু এত বিচলিত হচ্ছ কেন, ওটা আমরা ধাতস্থ করে নেব'খন। আমার মনে হয় আমি বুঝি, কিন্তু আমি তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারব না।"

ভারয়া সতৃষ্ণভাবে বলল, "তুমি খুব বুদ্ধিমতী।"

"আমি বুদ্ধিমতী? আঃ ভারয়া, আমি এমন বোকা হয়ে গেছি যে তোমরা ধারণাই করতে পারবে না।"

মারিনা কথা বলতে চাইল না, অন্ধকারে কমনীয়ভাবে হেসে সে শুনতে লাগল।

ভারয়া জিজ্ঞেস করল, "আইভান ওস্তাপোভিচ্ কি আসবে?"

"ও কথা তুমি ভাবছ কি করে?"

"গেল-কাল সে এখানে এসেছিল।"

"কিন্তু তাতে কি হয়েছে?"

"কিছু নয়, সে এখানে এসেছিল। এই-ই আর কি।"

"আর তারপর?"

"কিছু নয়—বললাম তো। সে জিজ্ঞেস করল, 'কি—একেবারে একা'? আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, একেবারে একা'।"

"তারপর, কি হল?"

"কিছু নয়। কোন কথা না বলে সে বসে রইল। ধূমপান করতে লাগল—তারপর চলে গেল"

"আমি কলখজে ছিলাম, আজকে ফিরেছি।"

গ্রোমাদা একটা শক্ত কোন জিনিস দিয়ে—সম্ভবত সিগারেটের পাইপ দিয়ে গাছের ডালে ঠক ঠক করে আওয়াজ তুলে বলল :

"আসতে পারি?"

মারিনা কোন সাড়া দিল না।

ভারয়া তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল, "নিশ্চয় আসতে পারেন, আইভান ওস্তাপোভিচ্।"

গ্রোমাদা গাছের শেকড়ের ওপর বসল। এটার ওপর বসাটা খুব আরামদায়ক না হলেও সে আরামের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল যেন হামককে গা ঢেলে দিয়েছে। তারপর একটা সিগারেট ধরাল। মারিনা তবুও নীরব হয়ে রইল। সে যেন নিঃশ্বাসই নিতে পারছিল না। ভারয়া তার দুঃখ-বেদনার কথা ভেবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

গ্রোমাদা ভাবতে ভাবতে বলল, "আচ্ছা · ভারয়া, তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছ কেন? জীবন বড় কঠিন হয়ে উঠছে? নিজের জন্যে ভাবতে হচ্ছে, এতে তো তুমি ঠিক অভ্যস্ত নও, না কি?"

মারিনা মনে মনেই বলল, "সখা, বড় চতুর তুমি।"

ভারয়া ভীরুগলায় বলে উঠল, "আর তিন বছরের ভেতরেই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। এর ভেতর ফয়ডর ফয়ডরোভিচ্ আমাদের সব কিছুই কি করে শেখাবেন? আর আমরা নিজেরাই তা কি করে শিখে নেব?"

গ্রোমাদা অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল, "তাঁর কাছ থেকে আমাদের একটা জিনিসই শেখবার আছে। তা যদি শিখতে পার তোমার আর কখনও ভুল হবে না। এটা হচ্ছে নিজের কথা ভাবা নয়—জনগণের জন্যে কাজ করে যাওয়া। এই কথা আর কি!"

"মেণ্ডেল-পন্থীদের কেউ কেউ ভাবেননি যে তাঁরা জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে কাজ করছেন—তা আমি জানব কেমন করে ?"

"হ্যাঁ, তা তাঁরা করেছিলেন। তাঁরা জনসাধারণের কার্যকরী সম্ভাবনাকে নিজেদের তত্ত্বের উপযোগী করে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন—এখানেই তাঁদের ভুল হয়েছিল। আর তা করাও ছিল অসম্ভব। অবশ্য, একথা সত্যি যে তিন বছরের মধ্যে আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ব। আমরা আমাদের দেশের চেহারা একেবারে বদলে দেব। অরণ্য আরো ঘন হয়ে উঠবে, পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে শ্বাপদ সম্ভারে। মরুভূমিকে পরিণত করব আমরা সাগরে, সমুদ্রে জন্মাবে মাছ আর সমুদ্রের তীরে মঞ্জরিত হয়ে উঠবে দ্রাক্ষাবন। আর আমাদের ছেলেমেয়েরা সব কিছুই করতে সমর্থ হবে। তারা হবে ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, নিপুণ কর্মী—যাই-ই তারা হোক না কেন, তারা গান গাইতে, পিয়ানো বাজাতে, আর বই লিখতে পারবে। তারা সবাই হবে ক্রীড়া কুশলী। প্রয়োজন হলে তারা মোটর এবং বিমানও চালাতে পারবে। তারা ছবি আঁকতে পারবে, ফটোও তুলতে পারবে আর অধ্যয়নই তাদের জপতপ হয়ে উঠবে। তারা হবে প্রিয়দর্শন, শিক্ষিত, বলিষ্ঠ ও প্রতিভাবান।"

ভারয়া বলে উঠল, "নিকিতা বলে আর তার কথাও ঠিক যে, মারিনার মত মানুষরাই কমিউনিজমের স্নেহচ্ছায়ায় বাস করবে।"

গ্রোমাদা আন্তরিকতার সঙ্গে বলল, "নিকিতা ছেলেটি চমৎকার। সব কিছুই সে বোঝে।"

মারিনা বলে উঠল, "আহা, আপনি বলে যান।"

"যেখানে আমরা ইচ্ছা করব সেখানেই গাছগুলো কুসুমিত হয়ে উঠবে, পাখিগুলোকে যেখানেই আমরা পাঠাব সেখানেই তারা যাবে।"

ভারয়া হাসল, "আপনি ইউরার মত—কাব্য করে কথা বলতে শুরু করেছেন।"

গ্রোমাদা তাঁর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে নিল, ক্ষণকালের জন্য একটু নীরব হয়ে থাকার পর কঠিন কণ্ঠে সে বলতে লাগল :

"এই সম্পর্কে এভাবে ছাড়া অন্যভাবে কোন কথা বলবার উপায় নেই। জীবনটা এত আশ্চর্য সুন্দর যে এ সম্পর্কে অতি সাধারণ ভাষায় তুমি কথা বললেও তা কবিতার মত শুনতে লাগবে।"

তাদের মাথার ওপর গাছের পাতাগুলো আরো স্পষ্টভাবে দেখা যেতে লাগল। নদীর বুকে বুদবুদ জাগল স্পষ্টভাবে।

ভারয়া গ্রোমাদার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মারিনার দিকে তাকাল। তাদের দুজনার মুখই সে এখন দেখতে পাচ্ছিল। কিছু বলবার তার ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু ভয় পেল। ওখান থেকে উঠে চলে যাবার কথাও তার মনে হল —তা করতেও যেন তার ভয় হল। নিঃশব্দে অনড় হয়ে সে সেখানে বসে রইল। অপরে তাকে যে-চোখে দেখতে পারে সেই চোখেই নিজের দিকে তাকিয়ে সে নিজেই শিউরে উঠল। বোকার মত সেখানে বসে সে যেন তাদের দুজনার অন্তরায় হয়ে উঠল। সে যে কী বোকা মেয়ে তা বোঝাবার জন্যে তাকে তাদের দুজনার চোখের দিকে চেয়ে দেখবার দরকার হল না।

"আমি এখন আসি।" সে বলে ফেলল।

"না, ভারয়া, তুমি যেও না।" গ্রোমাদা স্পষ্টত নিস্পৃহভাবেই বলল। মিথ্যা কথা বলাতে সে তেমন পাকা নয় বলেই তার পাইপটা ধরাবার জন্যে হঠাৎ বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বাড়ির কাছে আসতেই ভারয়া নিকিতাকে দেখতে পেল। মাছ ধরবার ছিপ নিয়ে সে নদীর দিকে যাচ্ছিল। নিকিতা তাকে দেখতে পায়নি। তার চেয়েও মারাত্মক, তার দিকে তাকিয়েও সে তাকে চিনতে পারল না। সে তাকে পিছনে রেখে নদীর দিকে চলে গেল।

ভারয়া থেমে একটা বার্চগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বার্চগাছটা তারই মতই ক্ষীণ দুর্বল। ভাবের আবেগে অথবা ভোরবেলাকার ঠাণ্ডায় তার দেহ একবার শিউরে উঠল। অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে সেখানে সে দাঁড়িয়ে রইল। সে দেখতে পেল নিকিতা নদীতে নামবার পাটাতনের ওপর বসল। দেখতে পেল আইভান ওস্তাপোভিচ ও মারিনা হাতে হাত দিয়ে নদীর ধারে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। দরজার মৃদু আর্তনাদ তার কানে এল। তার পিছনে জীববিদ্যাকেন্দ্রের দিক থেকে অনেকগুলি কণ্ঠের আওয়াজ সে শুনতে পেল। কুয়োর শিকলির ঝনঝন আওয়াজ তার কানে এল।

বেশ ফরসা হয়ে এল। নদীর অপর পারের নলখাগড়ার প্রতিটি ডাঁটা বেশ স্পষ্টভাবে সে দেখতে পেল। খানিক পরেই মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরে স্ট্রিমস্ কলখজের বাড়িগুলো থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল। এখন সব কিছুই